আজাদী সড়ক

হাওয়ার্ড ফাস্ট

অনুবাদক :

শ্রীবিমল চন্দ্র পাত্র

প্রথম প্রকাশ :
নভেম্বর, ১৯৫৪

প্রকাশক :
শ্রীবিমলচন্দ্র পাত্র
১৪৯নং নেতাজী সুভাষ রোড
বেহালা
কলিকাতা—৩৪

প্রচ্ছদপট :
শ্রীবীরেন্দ্র কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

ব্লক :
ব্লক এণ্ড প্রিণ্ট হাউস
কলিকাতা

পরিবেশক :
ডি, এম, লাইব্রেরী
৪২নং কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট
কলিকাতা-৬

ছেপেছেন :
শ্রীভারতী প্রেস
৬৪এ, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট
কলিকাতা-১৩

মূল্য—৪॥০

ফ্যাসিজম্‌-এর বিরুদ্ধে সংগ্রামে যে অসংখ্য নরনারী প্রাণ দিয়েছেন—হোক তাঁদের গায়ের রঙ সাদা, কালো, পীত বা বাদামী তাঁদের সকলের স্মরণতীর্থে অর্পিত হোল।

বাংলা সংস্করণের

ভূমিকা

"ফ্রীডম্ রোড্" এর বাংলা অনুবাদে সত্যই আমি খুব আনন্দ পেয়েছি। বহু বছর আগে আমি এই বইটি লিখেছিলাম। অত্যাচারের ফলে আমার স্বদেশের নিগ্রোদের ব্যথা বেদনা আমার প্রাণে যে অনুভূতি এনেছিল তারই পূর্ণ পরিণতি হচ্ছে এই বই। জীবনের সর্বক্ষেত্রে নিগ্রো জাতির সংগ্রামে সেদিন যে সত্য রূপায়িত হয়ে উঠেছিল—সেই সত্যেরই কিছুটা আমি উপস্থাপিত করতে চেয়েছিলাম আমেরিকার জনসাধারণের সম্মুখে আর তারই মাধ্যমে জানাতে চেয়েছিলাম নিগ্রো জাতির মহৎ মর্যাদার কথা।

পরবর্তীকালে "ফ্রীডম্ রোড্" আমেরিকার সাহিত্যে যুগান্তর এনেছে এবং শাশ্বত প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। আমার দেশে কুড়ি লক্ষেরও বেশী এই বই বিক্রী হয়েছে। হাজার-হাজার, লক্ষ-লক্ষ নিগ্রো এই বই পড়েছেন। তাঁদের এই বই এর প্রতি অনুরাগই আমার সাহিত্যিক জীবনে শ্রেষ্ঠ পুরস্কার।

বিশ্বের প্রায় প্রতিটি ভাষায় এই বই অনূদিত হয়েছে। ভারতবর্ষেরও কয়েকটি ভাষায় এর অনুবাদ বেরিয়েছে। আমার অন্য অনেক বই এর মধ্যে এই বইটিরই যেমন অসংখ্য অনুবাদ হয়েছে তেমনি এই বইটিই দেশদেশান্তরে পেয়েছে সকল মানুষের অপূর্ব প্রীতি। এখন আবার ভারতবর্ষের আর একটা মহান্ জাতি নিজ ভাষায় এই বইটি পড়বার সুযোগ লাভ করলেন। একজন লেখক এর বেশী চান ব'লে আমি মনে করি না।

হাওয়ার্ড ফাস্ট

অনুবাদকের দুচার কথা

বিস্মৃত অতীতের আঁধার-ঘেরা গুহা থেকে একদিন সুরু হয়েছিল মানুষের যে লক্ষ্যবিহীন যাত্রাপথ, অদূরাগত ভবিষ্যতের সীমানায় সে এঁকেছে মানুষের বরণীয় রূপ। সে রূপ-চিত্রণের রেখায় রেখায় আজ দেখা দিয়েছে গৌরবোজ্জ্বল মনুষ্যত্বের স্বপ্নময় বাস্তবতা। ইতিহাসের দীর্ঘপথে মানুষ নিজেকে প্রকাশ করেছে বিভিন্ন সংগ্রামের ক্ষেত্রে। কখনও প্রকৃতির বুকে, কখনও সমাজ বা দেশে স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামই মানুষকে রূপায়িত করেছে শিল্পে-বিজ্ঞানে, সাহিত্যে-দর্শনে। এই সংগ্রামী মানুষ জগতের সকল বিস্ময়ের সেরা বিস্ময়। কেননা, এই মানুষই আপন জৈব জীবনে এনেছে মানসিক ভাব সম্পদের বিচিত্র সমারোহ, নৃশংস পাশবিকতার মধ্যে মনুষ্যত্ব-প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন। সেই সৃষ্টি ও স্বপ্নের বেদীমূলে যুগযুগান্তের কত মানুষ এসে বরণ করেছে অত্যাচার ও নির্যাতনের মর্মদাহী পীড়ন। সত্যই অপরিমেয় মানুষের মনুষ্যত্ব সাধনা!

"ফ্রীডম্ রোড্" মানুষের এই মনুষ্যত্ব-সাধনা ও স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার বেদনা-সিক্ত অথচ তেজোদৃপ্ত এক কাহিনী। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের কালো নিগ্রো? হাঁ, তারাও মানুষ। মানুষ হয়ে তারাও দাবি করে বিশ্বমানবতার সবেদন সহানুভূতি, দাবি করে সুন্দর সুস্থ জীবন, দাবি করে বিশ্ব-সম্পদের অধিকার। সাধারণ মানুষের মত সেও যে চায় নিজের দেশের আকাশ, আলো, বাতাসের সঙ্গে একাত্ম হতে। সেই দাবির পিছনে সে ঢেলেছে নিজের রক্ত। হাওয়ার্ড ফাস্ট নিগ্রো জীবনের রক্ত-রাঙা সেই দাবীকে রূপায়িত করেছেন এই বিখ্যাত ঐতিহাসিক উপন্যাসে।

এই উপন্যাসের ঘটনাক্রম আরম্ভ হচ্ছে ১৮৬৫ সাল থেকে এবং তার যবনিকা পড়ছে ১৮৭৭ সালে। ১৮৬৫ সালের পিছনে দেখা যায় দাসত্ব-লাঞ্ছিত নিগ্রো জীবনের দিগন্তায়মান পথ এসে পড়ছে আফ্রিকার অসূর্যম্পশ্য গিরিগুহাতলে এবং ১৮৭৭ সালের সামনে দেখা দেয় নিগ্রো-জীবনে এক নতুন ধরণের দাসত্ব যার পাশবিকতা ইতিহাসের অনেক নির্দয়তাকেও হার 'মানায়। ১৮৬৫ সাল আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণদেশীয় রাষ্ট্রগুলির নিগ্রো জনগণের জীবনে সূচনা করল যে নতুন যুগ এবং দাসত্বের গ্লানি ও নিপীড়ন থেকে জন্ম নিল যে মনুষ্যত্বের গরিমা তার বিবরণ উপন্যাসের মধ্যেই পাওয়া যাবে।

১৮৬৫ সালের আগে আমেরিকার নিগ্রো ও নিম্নস্তরের শ্বেতাঙ্গ জনগণের জীবনের একটু ঐতিহাসিক পরিক্রমার প্রয়োজন আছে। দাসব্যবসায়ের পৈশাচিক পথে আফ্রিকা থেকে আমেরিকায় আনা হল নিগ্রোকে এবং এক নতুন শ্রেণীর শ্বেতাঙ্গ রক্তপায়ীর আশ্রয়ে আরম্ভ হল তার শোষণ-জর্জর জানোয়ার-সদৃশ জীবন। নিগ্রো ক্রীতদাসদের পরিশ্রমে আমেরিকার কুমারী মাটিতে এল যৌবনের জোয়ার, তুলোর ফলে ভ'রে উঠল তার স্নেহ-পেলব কোল। আমেরিকার দক্ষিণদেশীয় রাষ্ট্রগুলির উৎপাদন-ব্যবস্থার ঘটল মৌলিক পরিবর্তন। ১৮১৫ সাল থেকে ১৮৬১ সাল পর্যন্ত আমেরিকার দক্ষিণদেশীয় জীবনধারায় রাজাসনে অভিষিক্ত হয়েছে তুলোর চাষ আর নিগ্রো বহেছে সেই অভিষেকের স্বেদ-সিক্ত উপচার। ১৮৫০ সালে দেখা যায় আমেরিকার নিগ্রো ক্রীতদাসদের শতকরা ৬০ জন তুলোর চাষে নিয়োজিত ছিল। কালো নিগ্রোর বিশাল দেহের প্রশস্ত পিঠের উপর ভর ক'রে তুলোর চাষ বেড়ে চলল সাউথ ক্যারোলিনা থেকে জর্জিয়া, আলাবামা, লুইসিয়ানা ও মেক্সিকোর সীমালগ্ন টেক্সাস পর্যন্ত। ক্রীতদাস মালিকদের দুহাতে

উছলে পড়ল সম্পদের প্রাচুর্য। তুলোর চাষের অত্যন্ত প্রয়ো— — ১
নিগ্রো মূলধনের ওপর হস্তক্ষেপ দক্ষিণদেশীয় রাষ্ট্রগুলি বে
বরদাস্ত করেনি। নিগ্রোর মূল্যমানের নিরিখে এই মূলধনে
অনুভব করা যেতে পারে। ১৮৩২ সালে ১৮ থেকে ২৫ বছরে
নিগ্রোর দাম ছিল ৫০০ ডলার, ১৮৪৫ সালে ১০০০ ডা
অন্তর্বিরোধের ঠিক আগে ১৮০০ ডলার। ১৮৫০ সালে তুে
প্রধান রাষ্ট্রগুলির ১৮,০৮,৭৬৮ নিগ্রো ক্রীতদাসের দাম যে
মোটা অঙ্ক তা সহজেই অনুমেয়! আর এই মোটা মূল
রাখার খরচ ছিল অতি নগণ্য। অনেক ঐতিহাসিক ত
দেখা যায় একজন নিগ্রোর জন্য বছরে খরচ পড়ত ১৫ ডলার!

দাসত্বপ্রথার সীমাহীন বর্বরতা আজকের ধনবাদী সমাজের সগোত্র না হলেও সবর্ণ। পূতিগন্ধময় বস্তির আলো একখানা ঘরে আজ বিংশ শতাব্দীতে যখন কোনও সর্বহা অনাহারে দিন কাটায় তখন ঊনবিংশ শতাব্দীর ক্রীতদাস যে দিন কাটিয়েছে তা সহজেই অনুমেয়। তবে আজকের শ্রমি যেখানে ইচ্ছামৃত্যুর স্বাধীনতাটুকু পেয়েছে সেদিনের ক্রীতদাসে গিয়ে মানব-সমাজের বাইরে মরবার স্বাধীনতাটুকুও ছিল ন লোলুপ শ্বেতাঙ্গ ব্যবসায়ী ও খামারের মালিক হাটে হাটে বি নিগ্রোর দেহ। নিগ্রোর তাই গোত্রসূচক পরিচয় ছিল না, ছিল দাসত্ব ক্লিষ্ট জীবনে পারিবারিক সম্বন্ধের স্নেহোষ্ণ স্পর্শ। এ আমেরিকার বিখ্যাত কবি হুইটিয়ারের একটা কবিতা মনে "Farewell of a Virginia Slave Mother" এর নিগ্রো প্রতিটি কথায় রয়েছে ব্যথা ও বেদনার মূর্চ্ছনা·········

"Gone, gone—sold and gone.
To the rice-swamps dank and lone
From Virginia's hill and waters
Woe is me, my stolen daughters."

সামন্ততান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থার মধ্যে ভূমিহীন শ্বেতাঙ্গদের অবস্থাও দুর্বিসহ ছিল। সামন্ত-প্রভুদের করুণার উপর নির্ভর করত তাদের জীবন। শিক্ষা-দীক্ষার কোনও সুযোগই তাদের ছিল না। অন্তর্বিরোধের সময় দক্ষিণদেশীয় রাষ্ট্রগুলি যে বিশাল সৈন্যবাহিনী গঠনে সক্ষম হয়েছিল তার একমাত্র কারণ এই যে এই সব নিম্নস্তরের শ্বেতাঙ্গদের সৈন্য হওয়া ছাড়া গত্যন্তর ছিল না।

মানব সমাজের ধনবাদী রূপান্তরের পূর্বাপর অনেক বিপ্লব ও বিরোধের মত আমেরিকার উত্তর ও দক্ষিণদেশীয় রাষ্ট্রগুলির অন্তর্বিরোধের মূল কারণ এই যে দক্ষিণাঞ্চলের সামন্ততান্ত্রিক সামাজিক সম্পর্ক উত্তরাঞ্চলের শিল্পায়নে প্রচণ্ড প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াল। দাসত্ব-প্রথা ১৮২০ কি ১৮৩০ সালের পরেও দক্ষিণদেশীয় সামাজিক কাঠামোর চিরস্থায়ী অঙ্গরূপে পরিগণিত হল। উত্তরাঞ্চলে শিল্পায়নের জোয়ারে এল জাতীয়তাবাদের এক নতুন ভাবোচ্ছ্বাস ও মানবিকতার মহান্ আদর্শ। এই সব নয়া আদর্শের পাল্টা যুক্তির অবতারণা করল ক্রীতদাস-মালিক ও তার প্রতিনিধি। দক্ষিণাঞ্চলের অপ্রতিদ্বন্দ্বী নেতা জন্, সি, কলহান (John C. Calhaun) যুক্তি দেখালেন—"White labour class-conscious in England and enfranchised in Northern states was threatening property and civilisation. ......Social stability could not be maintained where labour was free. It was too late to re-establish serfdom in Europe

and the North. But to the South a mysterious Providence had brought a race marked by God with mental and physical inferiority, created to be hewers of wood and drawers of water for His chosen People."

"ইংলণ্ডের শ্রেণী-সচেতন যে মজুরেরা উত্তরাঞ্চলের রাষ্ট্রগুলিতে এসে ভোটাধিকার পেয়েছে তারাই চলেছে সম্পদ ও সভ্যতা ধ্বংস করতে।.........মজুরকে স্বাধীনতা দিলে সমাজের স্থিতিশীলতা নষ্ট হয়। ইউরোপ বা উত্তরাঞ্চলে ভূমিদাসপ্রথা প্রচলনের দিন চলে গেছে। কিন্তু এখানে রহস্যময় বিধাতা এমন এক জাতিকে এনেছেন ভগবানের বিধানে যারা মানসিক ও দৈহিক অপকর্ষহেতু ভগবানের আশীষ-প্রাপ্ত জাতির জন্য কাটবে কাঠ ও তুলবে জল।"

রাষ্ট্রীয়-ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণের দিকে ছুটে চলল উত্তরাঞ্চলের নব জাতীয়তাবাদ। দাসত্বপ্রথার অবলোপ যে সেই ঈপ্সিত কেন্দ্রীকরণের প্রথম ধাপ তা উত্তরাঞ্চলের বহু রাজনৈতিক নেতাদের উক্তিতে স্পষ্ট হয়ে উঠল। উত্তরাঞ্চলের এই দুই আদর্শের বিরুদ্ধেই রুখে দাঁড়াল দক্ষিণাঞ্চল। দাসত্ব-প্রথা সম্পর্কে আইন করার ক্ষমতা যুক্তরাষ্ট্রীয় গভর্ণমেণ্টের আছে কিনা—এই শাসনতান্ত্রিক সমস্যা প্রথম বড় আকারে দেখা দিল ১৮৪৬ সালে। মেক্সিকোর খানিকটা অঞ্চল দখল করার জন্য অর্থ বরাদ্দ করার দাবি জানিয়ে কংগ্রেসের কাছে একটা বিল পেশ করলে পেন্সিলভানিয়ার ডেমোক্রাট সদস্য উইলমোট (Wilmot) সেই বিলে এই বিধান যোগ ক'রে দিতে চাইলেন—"অধিকৃত অঞ্চলে দাসত্ব-প্রথার প্রবর্তন করা চলিবে না।" এই বিল পাশ করলে দক্ষিণাঞ্চলের কয়েকটি রাষ্ট্র যে যুক্তরাষ্ট্রীয় গভর্ণমেণ্টের সঙ্গে সংযোগ ছিন্ন করবে এমন আশঙ্কাও দেখা দিল। দক্ষিণাঞ্চলের দাবি হল যুক্তরাষ্ট্রের পতাকার

সঙ্গে দাসত্ব-প্রথাকেও নিয়ে যেতে হবে। পক্ষান্তরে উত্তরাঞ্চলের আকাশ-বাতাস মথিত ক'রে সকলের কণ্ঠেই ধ্বনিত হ'লো—"Free soil, free speech, free labour and free men." একটা আপোষ-রফার ফলে যুক্তরাষ্ট্রের বিখণ্ডিত হবার সম্ভাবনা কিছুদিনের জন্য লুপ্ত হল। ১৮৫০ সালে পলাতক ক্রীতদাসদের সম্পর্কে একটা আইন নিয়ে এই একই বিবাদের আবার সূত্রপাত হল। আপোষের মাধ্যমে এই বিবাদেরও একটা মীমাংসা হল বটে, কিন্তু উত্তর ও দক্ষিণদেশীয় রাষ্ট্রগুলির মধ্যে স্বার্থ-সংঘাত রয়ে গেল।

তারপর ১৮৫৭ সাল। নিগ্রো ড্রেড্ স্কট্ স্বাধীনতার আশায় পালাল ইলিনিয়সের এমন এক অঞ্চলে যেখানে দাসত্ব-প্রথা রহিত ছিল। ড্রেড্ স্কট্ কি সত্যই স্বাধীনতা পাবে? পাবে কি আমেরিকার এক কোণে মানুষ হয়ে বাঁচবার অধিকার? সুপ্রীম কোর্টের বিচারে নিগ্রো ড্রেড্ স্কট্ আমেরিকার নাগরিক বলে গণ্য হল না। সুতরাং আমেরিকার শাসনতন্ত্রের আওতায় কোনও অধিকার সে দাবি করতে পারে না। আমেরিকায় জন্মে, আমেরিকার আলো-বাতাসে লালিত হয়েও সে আমেরিকার নাগরিক নয়!

আমেরিকার রাষ্ট্রনৈতিক জীবনের এই অসামঞ্জস্যকে দূর করতে আবির্ভূত হলেন আব্রাহাম লিঙ্কন। ইলিনিয়সে ডেমোক্রাটিক পার্টির ডগলাসএর (A. Douglas) সঙ্গে নির্বাচন প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নামলেন লিঙ্কন। ১৮৫৮ সালের ১৬ই জুন নির্বাচন প্রচারের এক বক্তৃতায় তিনি বললেন—"A house divided against itself cannot stand. I believe this Government cannot endure permanently half slave and half free." একশত বছর পরে আজকেও কথাগুলো কত সত্য! ১৮৬০ সালে আব্রাহাম লিঙ্কন প্রেসিডেন্টের পদের জন্য নির্বাচনপ্রার্থী

হলেন। দক্ষিণদেশীয় রাষ্ট্রগুলি দাসত্ব-প্রথার উপর ভিত্তি ক'রে এক নতুন সংগঠনের জন্য প্রস্তুত হল। ১৮৬০ সালের ২০শে ডিসেম্বর সাউথ ক্যারোলিনা প্রথম কেন্দ্রের সঙ্গে সংযোগ বিচ্ছিন্ন করল। তারপর একই পথে নামল একে একে জর্জিয়া, আলাবামা, ফ্লোরিডা, মিসিসিপি, লুইসিয়ানা, টেক্সাস প্রভৃতি ১১টি রাষ্ট্র। দক্ষিণদেশীয় রাষ্ট্রগুলির পুনরন্তর্ভুক্তির জন্য আপোষ-রফার সকল চেষ্টাই ব্যর্থ হল। ১৮৬১ সালের ৪ঠা মার্চ লিঙ্কন সরকারী ভাবে প্রেসিডেন্টের পদে অভিষিক্ত হলেন। লিঙ্কন তাঁর ভাষণে যুক্তরাষ্ট্রের সংহতি বজায় রাখার জন্য আর একবার আবেদন জানালেন দক্ষিণদেশীয় রাষ্ট্রগুলির কাছে। কিন্তু ব্যর্থ হল তাঁর সেই আবেদন। ১৮৬১ সালের ১৩ই এপ্রিল রাত্রি ৪-৩০মিনিটের সময় বিদ্রোহীদের প্রথম গোলা এসে পড়ল কেন্দ্রীয় গভর্ণমেন্টের অধিকৃত চার্লসটনের সাম্‌টার দুর্গে। কামানের সেই বজ্রনির্ঘোষে সূচিত হল আমেরিকার রাষ্ট্রীয় জীবনের মহাবিপ্লব—মানুষের সমাজে উপস্থাপিত হল মনুষ্যত্বের অধিকার সম্পর্কে কতকগুলি শাশ্বত প্রশ্ন। গায়ের রঙ্‌ এই অধিকারকে সঙ্কুচিত করতে পারে না—এই অধিকারকে সঙ্কুচিত করতে পারে না সমাজের সম্পত্তি নিয়ামক ব্যবস্থাপনা। এই প্রশ্নের মীমাংসার জন্য মুখোমুখি এসে দাঁড়াল যেন মানুষের অতীত ও তারই ভবিষ্যৎ। আজকেও সেই প্রশ্ন রয়ে গেছে মানুষের সমাজে শেষ প্রশ্ন হয়ে আর তারই শেষ সমাধানের দিকে দ্রুত এগিয়ে চলেছে মানুষের ইতিহাস।

উত্তরাঞ্চলের ২৩টি রাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে দাঁড়াল দক্ষিণাঞ্চলের ১১টি রাষ্ট্র। এই ১১টি বিদ্রোহী রাষ্ট্রের নেতৃত্ব নিলেন ডগলাস আর তাদের মিলিত সৈন্যবাহিনীর পরিচালন-ভার গ্রহণ করলেন জেঃ রবার্ট ই. লী. (Robert. E. Lee)। দাসত্ব প্রথার অবরোধ

তুলে তাঁরা চাইলেন অনাগত কালের বিস্ময়কর পথে ইতিহাসের গতিকে রোধ করতে। আর নিপীড়িত নিগ্রোর বেদনা-ক্ষুব্ধ জীবনের এক নতুন ইতিহাস সৃষ্টি করার ভার নিলেন নবজাতীয়তাবাদে উদ্বুদ্ধ আব্রাহাম লিঙ্কন। দক্ষিণাঞ্চল থেকে বহু নিগ্রো পালিয়ে এসে কেন্দ্রীয় সৈন্যবাহিনীতে দিল যোগ এবং দাসত্ব-মুক্তির সেই মহাযজ্ঞে করল জীবন-পণ। উত্তরাঞ্চলের শ্বেতাঙ্গ সৈনিক ও নিগ্রোর রক্তে লাল হল ভার্জিনিয়া ও সাউথ ক্যারোলিনার মাটি। নিগ্রোকে কেন্দ্র ক'রে এই অন্তর্বিরোধের সুরু হলেও ১৮৬২ সালের আগে সমগ্র যুক্তরাষ্ট্রে দাসত্ব-প্রথার অবলোপ ঘোষিত হয়নি। প্রথমদিকে দক্ষিণাঞ্চলের সঙ্গে আপোষরফার সম্ভাবনা থাকায় লিঙ্কন জাতীয় সংহতির স্বার্থে দাসত্ব-প্রথা সম্পর্কে কোনও স্থির সিদ্ধান্ত নিতে পারেননি। তাছাড়া যুদ্ধের অবস্থাও প্রথমদিকে এই সিদ্ধান্ত নেওয়ার প্রতিকূল ছিল। আন্‌টি-টামের যুদ্ধে সেনাপতি লীর সৈন্যবাহিনীর অগ্রগতি রুদ্ধ হওয়ায় ওয়াশিংটনের প্রাথমিক বিপদ কেটে গেল। আন্‌টিটাম যুদ্ধের পাঁচ দিন পরে ১৮৬২ সালের ২২শে সেপ্টেম্বর লিঙ্কন ঘোষণা করলেন—
"Upon the 1st of January, 1863, all slaves within any State or district then in rebellion against the United States shall be, then, thence forward, and forever free."

১৮৬৩ সালের ১লা জানুয়ারী আমেরিকায় দাসত্ব-প্রথা নিষিদ্ধ হল। এই তারিখটা মানুষের ইতিহাসে রক্ত-রাঙা অক্ষরে চিরদিন ঘোষণা করবে পাশবিকতার বিরুদ্ধে মনুষ্যত্বের জয়, ঘোষণা করবে শোষিত মানুষের নিপীড়িত জীবনে সুস্থ সৌন্দর্যকামনার অজেয় শক্তি, ঘোষণা করবে মানব সমাজে ভ্রাতৃত্বের উদাত্ত বাণী।

এই গৃহযুদ্ধের ঘটনাক্রম দিতে গেলে একটা বড় ইতিহাস হয়ে

যাবে। সে কাজ না করাই ভাল। ১৮৬১ সালের ১৩ই এপ্রিল সামটার দুর্গের উপর গোলাবর্ষণে যে যুদ্ধের আরম্ভ তার সমাপ্তি হল ১৮৬৫ সালের ৯ই এপ্রিল। ১৮৬৫ সালের ৩রা এপ্রিল ইউনিয়ন সেনাপতি গ্রাণ্ট রিচ্‌মণ্ডএর রক্ষাব্যূহ পিটার্‌স্‌বার্গে সেনাপতি লীকে পশ্চাদপসরণ করতে বাধ্য করলেন এবং রিচ্‌মণ্ড কেন্দ্রীয় সৈন্যবাহিনীর দ্বারা অধিকৃত হল। লীর সৈন্যবাহিনী সমস্ত যোগাযোগ থেকে হয়ে পড়ল বিচ্ছিন্ন। উপায়ান্তর না দেখে সেনাপতি লী সাদা পতাকা উড়ালেন ও কেন্দ্রীয় সৈন্যবাহিনীর সেনাপতি গ্রাণ্টের কাছে পাঠালেন যুদ্ধ বন্ধ করার" প্রস্তাব। চূর্ণ হল দাসত্ব-প্রথার শেষ অবরোধ। আপ্পোমাটক্স গ্রামের বিচারালয়ে লী ও গ্রাণ্টের সঙ্গে হল সাক্ষাৎ। আত্মসমর্পণের গ্লানিতে নত হল লীর মস্তক। দাসত্ব-প্রথার উপর প্রতিষ্ঠিত দক্ষিণাঞ্চলের সমাজ-জীবন রক্ষার জন্য যে অস্ত্র একদিন তাঁর হাতে তুলে দেওয়া হয়েছিল তা তিনি নামিয়ে রাখলেন। আমেরিকার ইতিহাসের একটা অধ্যায় হল শেষ, আরম্ভ হল নতুন অধ্যায়। উপক্রমণিকায় আপ্পোমাটক্সের ঘটনার উল্লেখ ক'রে মিঃ ফাস্ট আরম্ভ করেছেন উপন্যাস। পরবর্তী অধ্যায়ের পূর্ণ বিবরণ উপন্যাসের অভ্যন্তরেই মিলবে। সুতরাং এইখানেই শেষ করলাম এই উপন্যাসের ঐতিহাসিক পটভূমিকা।

এবার আমার এই বাংলা সংস্করণ সম্পর্কে দু'চারটি কথা আপনাদের বলা দরকার। বইখানির অনুবাদ আমি তিন বছর আগে শেষ করলেও নানান কারণে প্রকাশ করতে পারিনি। মাত্র দুমাস আগে এক কল্পনাতীত অবস্থার মধ্যে আমাকে প্রকাশের সকল দায়িত্ব নিতে হয়েছে। পর্বতপ্রমাণ বাধা ও বিপত্তির সামনে আমার পরিশ্রমকে বাঁচাবার জন্য যে আপ্রাণ চেষ্টা করেছি তার সার্থকতা নির্ভর করছে

শুধু পাঠকদের সমবেদনা ও সহানুভূতির উপর। কেননা, অত্যন্ত তাড়াতাড়ি করতে গিয়ে বইটার মধ্যে ভুলত্রুটি অনেক জায়গায় রয়ে গেছে। "ভোটপর্ব" ও "যুদ্ধ-পর্ব"—এই দুই ভাগে সমগ্র উপন্যাসখানা বিভক্ত হলেও আমি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত পাতার ক্রমিক সংখ্যা বজায় রাখতে পারিনি। এ ক্ষেত্রেও এক দুর্বিপাকের ফলে আমাকে বাধ্য হয়ে দ্বিতীয় খণ্ডের পৃষ্ঠার সংখ্যা পৃথকভাবে দিতে হয়েছে। তাই বাংলাদেশের প্রগতিশীল সহৃদয় পাঠকদের কাছে মার্জনা চেয়ে তাঁদের হাতে তুলে দিলাম আমার জীবনের এক বিরাট পরিশ্রমের ফল।

এই বাংলা সংস্করণ প্রকাশনে যাঁরা আমাকে সাহায্য করেছেন তাঁদের কাছে আমি কৃতজ্ঞতা জানাই। বিশেষত বন্ধুবর দেবেন্দ্র কুমার গঙ্গোপাধ্যায় যে ভাবে আমাকে সাহায্য করেছেন তাতে আমি তাঁর কাছে চির ঋণী রইলাম।

এই বাংলা সংস্করণের বিশেষ ভূমিকা লিখে দেওয়ার জন্য মিঃ ফাস্টকে জানাই আমার সশ্রদ্ধ কৃতজ্ঞতা।

৫ই নভেম্বর, ১৯৫৪
১৪৯ নং নেতাজী সুভাষ রোড,
বেহালা, কলিকাতা-৩৪

শ্রীবিমল চন্দ্র পাত্র।

উপক্রমণিকা

দীর্ঘ ও রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ শেষ হয়েছে—শেষ হয়েছে জগতের সর্বাপেক্ষা বৃহৎ জনযুদ্ধ। নীল পোষাকে জনগণ বীর পদক্ষেপে এগিয়ে চলেছে। ধূসর পোষাক যাদের তারা বিস্ময়ে ও আঘাতে হয়েছে হতবাক্। জমিজায়গার ওপর তাদের শূন্যদৃষ্টি, ভাবছে যুদ্ধের পরিণতি।

আপোমাটক্স বিচারালয়ে সেনাপতি লী তাঁর অস্ত্রশস্ত্র নামিয়ে রাখলেন। সমস্ত কিছুই শেষ হল। উষ্ণ দক্ষিণাঞ্চলে ৪০ লক্ষ কৃষ্ণকায় লোক মুক্ত হয়েছে। সে মুক্তি এসেছে কঠিন প্রয়াসে ও বিপুল মূল্যে। একজন মুক্ত লোকের কাছে আগামীকাল ও গতকাল দুইই অর্থপূর্ণ কেননা দুটিই তার নিজের সৃষ্টি। অতীতের সেই বুভুক্ষা এখনও আছে কিন্তু নেই সেই প্রভু যে দুটুকরো রুটি ফেলে দিয়ে করবে তাকে অবহেলা। লম্বা লম্বা পা ফেললেও আজ আর আসবে না ধীরে চলার উদ্ধত হুকুম। যুদ্ধ শেষ হবার দিনেও এই কৃষ্ণকায় জাতির দুই লক্ষ লোক রিপাবলিকের সৈনিক ছিল। তাদের মধ্যে অনেকেই আজ বন্দুক হাতে বাড়ীর দিকে চলেছে।

গিডিয়ন জ্যাক্‌সন্ তাদেরই একজন। দীর্ঘ ও বলিষ্ঠদেহ জ্যাক্‌সন্ হাতে বন্দুক নিয়ে ও পিঠে ফ্যাকাশে নীল রঙের সামরিক পোষাকটা ফেলে ক্লান্তপদে তার বাড়ীতে এল—ফিরে এল ক্যারোলিনার মাটিতে এবং কারওয়েল আবাদে। আগের মতই সেই বড় সাদা রঙের বাড়ীটা দাঁড়িয়ে আছে অক্ষত অবস্থায় কিন্তু বাগান ও মাঠ আগাছা ও জঙ্গলে ভরে গেছে। কারওয়েলরাও কোথায় চলে গেছে কেউ জানে না। ফিরে এল তারা, নিয়ে এল মুক্তি। কিন্তু কোথায়? পিছনে ফেলে-

যাওয়া সেই ক্রীতদাসদের ঘরে! সেখানে আবার নতুন ক'রে সুরু করল তাদের জীবন তাদেরই সঙ্গে যারা কোথাও যায়নি। যত দিন যেতে লাগল দলে দলে মুক্তলোকেরা ফিরে এল কারওয়েল আবাদে। মুক্তি-সন্ধানী দৃষ্টি নিয়ে যারা ছিল শীতপ্রধান উত্তরপ্রদেশে, ছিল যারা ইউনিয়ন সৈন্যদলে, আত্মগোপন করেছিল যারা পাইনবনে ও জলা-ভূমিতে—তারা সবাই এল ফিরে, মুক্তির এক অনির্বচনীয় আনন্দে তারা সুরু করল তাদের নতুন জীবনায়ন।

ভোট পর্ব

আজাদী সড়ক

নভেম্বরের শীতের সকাল। কাকের কর্কশ ডাক কানে যেতেই রাসেলের ঘুম ভেঙ্গে গেল। ছেঁড়া কাপড়খানা গলার চারদিকে জড়িয়ে সে শুয়েছিল। তার বুক ঘেঁসে শুয়েছে জেনি। সেইজন্য জায়গাটা বেশ গরম বোধ হচ্ছে। কাকের ডাক সে শুনতে লাগল। দূর থেকে তারা ডাক্‌ছে—কা—কা—কা। সে ডাকে যেন রয়েছে একটা বিষাদের সুর। প্রতিদিন সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে তাদের ডাক শুনে শুনে রাসেলের কাছে তা আর বিরক্তিকর ঠেকে না। কিন্তু দিনের ভালোমন্দে কাকের ত কিছুই যায় আসে না!

বুকের কাছে গরম জায়গাটাতে মেয়েটা নড়ে উঠল। রাসেল আস্তে আস্তে বলল,—"চুপ ক'রে শুয়ে থেকে শোন্, বাছা, বুড়ো কাকগুলো কেমন ডাক্‌ছে।"

দিন আসে যায়—তাকে তুমি রোধ করতে পার না। মচ্‌মচে খড়ের বিছনা বেশ গরম হয়ে উঠেছে। শুয়ে থাকতে ইচ্ছে করছে রাসেলের। কিন্তু সূর্য্যের আলো সব কুয়াশা কাটিয়ে, ভাঙ্গা কবাট ও দোমড়ান তক্তাগুলোর মাঝ দিয়ে এসে সমস্ত ঘরটা ভরে দিল। জেফ পা ছড়িয়ে মেঝেতে একবার গোড়ালি দুটো ঠুকল। বুকের কাছে জেনি জেগে স'রে যেতে গরম জায়গাটা আবার ঠাণ্ডা হয়ে গেল। মার্কাস একরকম হুই হুই শব্দ করছিল। জেফ্ তাকে খোঁচা মারল। মারামারি করতে করতে তারা গড়াতে লাগল মেঝেতে।

প্রভাতের আগমনের প্রতিটি পদধ্বনি রাসেল চোখ বুজেই বুঝতে পারে।

হাজার বার সে নিজেকে প্রশ্ন করেছে—কেন মানুষ এমন হঠাৎ জেগে ওঠে, কেন তার জাগ্রত চোখে আর থাকে না স্বপ্নের জড়িমা? মুহূর্ত খানেক অন্ধকারে থেকে, তারপর উঠে সে ঝগড়া থামাতে লাগল।

"জেফ্, চুপ কর্ বলছি।"

জেফ্ দুটো পায়ের ভেতর মার্কসের পেট চেপে ধরেছে। পনের বছর মাত্র তার বয়স কিন্তু গিডিয়নের মতই তার দেহের গড়ন। এই কচি বয়সেও সে একটা দৈত্য। যেমনি ছ ফুট লম্বা তেমনি চকোলেটের মত গায়ের রঙ্। মায়ের রঙ্ সে পেয়েছে। তার বাবা ত চক্‌চকে কালো। গিডিয়নের মত তার মুখটা লম্বা এবং সেই জন্য সে প্রিয়দর্শী। ভবিষ্যতে এ ছেলের প্রলোভন হয়ত মেয়েরা কাটিয়ে উঠতে পারবে না এবং সেই জন্য হয়ত তারা যাবে রসাতলে।

বার বছর বয়সেও মার্কাস চর্মসার ও খর্বকায়। রাসেল জেফের প্রতি খেঁকিয়ে উঠল।

"এই গাধা, তোর পা সরা বল্‌ছি।"

জেনির বয়স সাত। সব জীবের মত সেও প্রথমে আলোর সন্ধানে দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল। কুকুরটা তাকে দেখে ঘেউ ঘেউ ক'রে উঠল।

জেফ উঠে দাঁড়াল। মার্কাস তাকে ঘুঁসি—চড় মারল; অথচ মনে হল একটা কাঠ ঠোকরা পাখী যেন একটা বিশাল ওকগাছে ঠোকর মারছে। জেফ গিডিয়নের মত কোনও কিছুই গ্রাহ্য ক'র না। কিন্তু অন্তরের যে দৃঢ়তা গিডিয়নকে দিয়েছে বৈশিষ্ট্য তা নেই জেফের মধ্যে। জেফের রাগ সহজে হয় না

এবং যখন হয় তখনই সে দপ্ করে জ্বলে ওঠে। কিন্তু গিডিয়নের বুকটা সব সময় যেন তুঁষের আগুনে জ্বলছে।

রাসেল চীৎকার ক'রে চলে—"দুজনাই বেরিয়ে যা বলছি। দূর হ এখান থেকে।"

ইতিমধ্যেই তার হাসি এসে গিয়েছিল। নিজে সে খর্বকায়। সেই জন্য তার বিস্ময় যেন ঘুচতে চায় না যে এই কালো মাংস পিণ্ডগুলো তার নিজের, তার নিজের দেহ থেকেই এরা জন্মেছে। নাড়ীর যোগ রয়েছে এই পিণ্ডগুলোব সাথে। এই প্রসঙ্গে তার মনে পড়ে গিডিয়নের বিরাট দেহ। গর্বের সঙ্গে সে ভাবে যে এরা গিডিয়নের সন্তান। কাঠের ঘরের মধ্যে বিচলিত হয়ে সে ঘুরতে লাগল। ঘরটা এখন সূর্য্যের আলোয় ভ'রে গেছে। দরজাটা খুলে গেল। আগুন নিয়ে জেফ ভিতরে ঢুকল। যে পিপেতে বৃষ্টির জল ধরা আছে সেই পিপে থেকে মাথায় জল দিয়ে সে এসেছে। তখনও তার মাথা থেকে টপ্ টপ্ ক'রে জল ঝরছে। রাসেল সেই পিপেটার কাছে গিয়ে, মাথা ও হাত জলে ডুবিয়ে জেনিকে ডাকল:

"আয় রে মুখ হাত পা ধুয়ে নে।"

জেনির কাছে জল ছিল যম। অন্ততঃ পাঁচবার ডাকার পর রাসেল তাকে ধ'রে নিয়ে গিয়ে জলে ডুবিয়ে দিত। জেনি চীৎকার ক'রে উঠত যেন এক ফোঁটা ঠাণ্ডা জল তাকে মেরে ফেলবে। ঘরে ফিরে এসে রাসেল দেখল জেফ্ আগুনটা বেশ ধরিয়েছে। কাঠের বাটিতে কিছু খাবার সে রাখল। ওদিকে জেফ্ ফুঁ দিয়ে আঁচটা গন্‌গনে ক'রে তুলল। আগুনের সামনে শুয়ে আছে কুকুরটা। নভেম্বরের এই কন্‌কনে শীতে সকালে ও একটু ঘুমুক!

সে আজ প্রায় দশ থেকে বার বছর আগেকার কথা। কি সোনার দিনই তখন ছিল যখন দক্ষিণ ক্যারোলিনার বাইশ হাজার একর উর্বর ভূমি জুড়ে ছিল কারওয়েল আবাদ! সমুদ্রতীর থেকে একশ মাইলের মধ্যে এর অবস্থান। একদিকে সমতল সমুদ্রতট অন্যদিক উচ্চ মালভূমির মধ্যে বিস্তৃত বিভেদ সৃষ্টি ক'রে রয়েছে ঐ অঞ্চল। দূর থেকে ভেসে আসে সমুদ্রের শান্ত গম্ভীর গর্জন। এক দিন তুলোই ছিল এখানকার সম্পদ আর তখন এক একর জমি থেকেই উঠত দেড় গাঁট তুলো। তুলোর ফলগুলো ফাটত আর সমস্ত আবাদ ক্ষেতটা দেখতে হত দূর প্রসারিত ফেনশুভ্র সাগরের মত।

সমস্ত দৃশ্যপটে আবাদ ক্ষেতের বড় বাড়ীটাই ছিল প্রধান। চারতলা বাড়ী। সব মিলিয়ে বাইশখানা ঘর। বাড়ীর সামনের থামগুলো গ্রীক মন্দিরের ভঙ্গীতে তৈরী। আবাদক্ষেতের মাঝামাঝি একটা পাহাড়ের ওপর বাড়ীটা দাঁড়িয়ে। শ্রীমণ্ডিত বাড়ীটার গায়ে উইলো লতাগুলিও একদিন যেন একটা ছন্দ মেনে উপরে উঠেছিল আর সেই ছন্দময়ী শ্রীর রক্ষাব্যূহ রচনা করেছিল বড় বড় ওক গাছের সারি। যদি কেউ আধ মাইল দূরে ক্রীতদাসদের বস্তি-অঞ্চল থেকে এ বাড়ীটা দেখত তা হলে মন্দিরের সঙ্গে এর মিল বাড়ত বই কমত না। বাড়ীটার পিছনকার আকাশ দিয়ে সাদা মেঘগুলো যখন দ্রুত ভেসে যেত তখন এই অঞ্চলটার উপর নেমে আসত স্বর্গের অপূর্ব সুষমা।

এ সব হল পুরাণ দিনের কথা। আজ ১৮৬৭ সালে কারওয়েলে কোনও তুলোর চাষ হয়নি। লোকে বলে ডাডলি কারওয়েল চার্লসটনে আছেন। কিন্তু কেউ-ই ঠিক জানে না। লোকে এও বলে যে কারওয়েলের দুই ছেলে যুদ্ধে মারা গেছে। ঋণ ও বকেয়া খাজনার

জন্যই আবাদের কাজকর্ম বন্ধ হয়েছে। বিস্মিত হবার কথাই বটে। কিন্তু এই জন্যই দক্ষিণাঞ্চলের বহু জমিদারের খামারগুলোর একই অবস্থা হয়েছে। লোকে বলে সরকার নাকি এর মালিক এবং সেই সঙ্গে প্রচার করে যে আগেকার প্রতিটি ক্রীতদাস চল্লিশ একর ক'রে জমি পাবে আর পাবে একটা ক'রে সুতো কাটা যন্ত্র। আগুনের মত ছড়িয়ে পড়ত এই সব গুজব; কিন্তু কেউ ঠিক করতে পারত না কি করা যায়। বহুবার শ্বেতাঙ্গরা কলম্বিয়া থেকে ঘোড়ায় চেপে আসত। চারদিকে গুঁতা মেরে আবার চলে যেত।

এ সবের মধ্যেই কিন্তু সদ্য মুক্তি-প্রাপ্ত ক্রীতদাসরা বসবাস ক'রে চলেছে। সমস্ত যুদ্ধের মধ্যে অনেকেই এখানে ছিল। মায়া ত ওদের হবেই। এই মাটি থেকেই তারা তুলছিল ফসলের পর ফসল। অন্যরা গিডিয়নের মত কেন্দ্রীয় সৈন্যদলে যোগ দিয়েছিল। অনেকে পালিয়েছিল অজানা জায়গায়। কিন্তু মুক্তি-প্রাপ্তির দিনে অনেকেই ছিল এখানে। মুক্তির অস্বাভাবিকতায় তারা যে পালায়নি তার কারণ এই নয় যে পালানর জন্য তারা শাস্তি পাবে বরং পালাবার জায়গা তাদের অনেকেরই ছিল না। এখানেই তাদের ঘরবাড়ী ও জমিজায়গা। এটাই তাদের জন্মজন্মান্তরের দেশ।

তদানীন্তন কারওয়েলরা অধিকাংশ সময় চার্লস্টনে থাকতেন। আবাদ দেখার ভার থাকত পর্য্যবেক্ষকদের ওপর। যুদ্ধের তৃতীয় বৎসরে ডাড্‌লি কারওয়েল একবার মাত্র এখানে এসেছিলেন। চলে যাবার সময় তিনি বাড়ীতে তালাচাবি দিয়ে বাড়ীর চাকরবাকরদের সঙ্গে নিয়ে যান্। ১৮৬৫ সালে শেষ পর্যবেক্ষকও বিদায় নেয়। সেই থেকেই ক্রীতদাসরা বিনা তদারকে আছে। তারা আর তুলোর চাষ করে না। তুলোর চাষে টাকা আসে। টাকার প্রয়োজন খুব বেশী তাদের

ছিল না আর ছিল না অর্থকরী চাষ সম্বন্ধে তাদের কোনও ধারণা। খামারের নীচু জায়গায় তারা ফলাত ধান ও আরও দু চার রকমের খাদ্য শস্য। বাগানে ফলাত শাকসবজী। শূকরের ছানা ও মুরগীর বাচ্চা নিয়ে কোনও রকমে কেটে যেত তাদের জীবন।

তবু অনেকের চেয়ে এই সদ্য মুক্তি-প্রাপ্ত লোকদের ভাগ্যবান বলতেই হবে। কেননা অন্ততঃ তিনবার স্থায়ী সৈন্যরা এসে শস্য সব তুলে নিয়ে যেত! তার ফলে অনাহারে সেই দিনগুলি কোনও রকমে কাটাত তারা। পরাজয়ের তিক্ততায় সৈন্যরা ওদের চারজনকে মেরেছিল বই ত নয়! কিন্তু চিরদিন স্বাধীন এমন লোকেরা যেখানে বাস করত সেখানে যেরকম ঘটনা ঘটত তার তুলনায় এটা কিছুই নয়।

আজ বহুদূর থেকে কংগ্রেস মুক্তি-প্রাপ্ত লোকদের ডাক দিয়েছে ভোট দেবার জন্য। কংগ্রেস বলতে কি বোঝায় তারা জানে না। সেই জন্য বিস্ময়ের সীমা নেই ঐ অঞ্চলে।

মার্কাসই প্রথম গিডিয়নকে ভোট দিয়ে ফিরে আসতে দেখল। পরেও সে এ ঘটনাটা ভুলে যায়নি। সে, আক্সেল ক্রাইষ্ট ও আরও কতকগুলি ছেলে খামারের বাড়ীটার কাছে খেলা করছিল।

পাহাড়ের ওপর উঠলে তারা সামনে দেখতে পেত দু'মাইল রোদেভরা ও ধুলিমাখা পথ যেন সুদূরে গিয়ে মিশেছে। দূরে—বহুদূরে—আরও দূরে যাবার দরজা যেন খুলে দিয়েছে সে পথ। কোথায় সে পথের শেষ! কেউ কেউ বলে এই পথ ধ'রে চললে কলম্বিয়ায় পৌছান যায়। কিন্তু ওটা কথার কথা। তবু এ রকম কথা নিয়েই ত চলছে জগৎসংসার। মার্কাস ও তার বন্ধুদের কাছে এটাই সত্য হয়ে দাঁড়িয়েছে যে পথটা চলে গেছে বহুদূরে।

চারদিন আগে গিডিয়নকে নিয়ে ব্রাদার পিটার একুশ বছর ওপর

যাদের বয়স তাদের সবাইকে ডেকেছিলেন। এর অনেকটাই আন্দাজ করতে হয়েছিল। কারণ, কেমন ক'রে তারা জানবে যে তাদের বয়স কুড়ি নয়—একুশ বা বাইশ? মরা লোক গোণার মত বয়স গোণা সোজা নয়; যেহেতু মোটা সংখ্যায় একটা কিছু বলতে হবে। ব্রাদার পিটারকে সমস্ত স্মৃতিশক্তি প্রয়োগ ক'রে কম বয়স ও বেশী বয়স কালা-আদমিদের জন্ম তালিকা পৃথক করতে হল। শেষে অনেক গোলমাল ও বাক্‌বিতণ্ডার পর তাঁর কথামত তিনি বাছুর ও গরু আলাদা করতে পারলেন। সব মিলিয়ে সাতাশ জন লোক ভোট দিতে যাবে।

গিডিয়নের দিকে ফিরে তারা বলেছিল,—"তা হলে এই ভোট কেমন ক'রে হবে?"

মার্কাস ভেবেছিল—এটা স্বাভাবিক যে, তারা উত্তরের আশায় গিডিয়নকে প্রশ্ন করবে। ভগবান ও মৃত্যু সম্বন্ধে সব প্রশ্নই তারা করে ব্রাদার পিটারকে। কিন্তু চাষবাস ও অসুখ-বিসুখ সম্বন্ধে সব প্রশ্ন নিয়ে তারা হাজির হয় গিডিয়নের কাছে।

এখন তারা ভোট দিয়ে ফিরে আসছে। দু'মাইল দূরে ধুলিমাখা পথে মার্কাস দেখল কতকগুলো লোক একসঙ্গে আস্তে আস্তে এগিয়ে আসছে। পাহাড়ের পাশ দিয়ে মার্কাস চীৎকার করতে করতে ছুটে চলল,—"ওরা আসছে। ওরা ফিরে আসছে।"

অন্য ছেলেরাও তার পিছু নিল। এক মাইল দূর থেকেও তাদের চীৎকার শোনা যেতে লাগল। প্রত্যেকেই কাঠের ছোট ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে এসে দেখতে চেষ্টা করল কি হয়েছে। রাসেল ভাবল হয়ত কোথাও খুন হয়েছে। মার্কাসের অর্থহীন প্রলাপে রাসেল তাকে দুবার চড় মারতে বাধ্য হল।

"কে আসছে রে ?"

"বাবা।"

সিসটার মেরি প্রশ্ন করল,—"গিডিয়ন ?" তারপর উপস্থিত সকলের মনের কথাটি যেন সে বলে ফেলল—"ভগবানকে অশেষ ধন্যবাদ।" তাদের কাছে রহস্যময় ছিল এই ভোট আর সেই জন্য অমঙ্গলের আশঙ্কায় শঙ্কিত হয়ে উঠেছিল তারা। বয়স্ক লোকেরা সব চ'লে গেল আর আবাদ অঞ্চলে নেমে এল একটা থম্‌থমে ভাব। ভয়ে মেয়েরা পরস্পরের কাছে আরও স'রে এল। কেমন ক'রে ভোট হয়—এই নিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা চলেছিল তাদের তর্ক।

এখন সবাই রোদের মধ্যে চোখের ওপর হাত দিয়ে দূরের পথটা দেখতে চেষ্টা করল। সত্যই লোকেরা ফিরে আস্‌ছে। অনেক মাইল তারা হেঁটেছে! যারা গুণতে পারত তারা গুণল এবং মনে হল সব লোকই ফিরেছে। রাসেল ইতিমধ্যেই গিডিয়নকে চিনেছিল। বিরাট বপু নিয়ে তাকে কত বড়ই না দেখাচ্ছে! ষাঁড়ের মত গিডিয়নের দেহ। সে যেন কতকগুলো লোকের একক সমষ্টি। প্রশস্ত তার স্কন্ধ, ক্ষীণ তার কটিদেশ। পা দুটি তার স্থূল নয়। চল্‌তি কথায় এরকম ষণ্ডামার্কা লোকেরা নাকি মাথা মোটা হয়। কিন্তু গিডিয়ন মানুষ হিসাবে কোনও কিংবদন্তি বা অনুরূপ কথার যেন প্রতিবাদ। সে যা তাই—ই। লোকেরা যে তার কাছে আসত তারও একটা কারণ আছে। এটা সত্য যে তার দেহের ও মস্তিষ্কের গতি মন্থর। কিন্তু এও সত্য যে যদি প্রয়োজন বোধ করে তবে সে জোরেও চলতে পারে। মাথায় কোনও মতলব এলে তা নিয়ে বারবার আলোচনা করে। কিন্তু একবার তাকে আয়ত্বে আনলে সেটা তার আত্মস্থ হয়ে যায়।

সকলের আগে এল গিডিয়ন। তার সেই ধীর গতি ও ন্যুব্জ দেহ দেখে স্পষ্টই প্রতীয়মান হচ্ছিল যে সে পিছনে ফেলে এসেছে বহু মাইল পথ। সে রাইফেলের নীচের দিকটা ধ'রে আনছিল। সৈন্যবাহিনীতে থাকার সময় রাইফেল নেওয়ার কায়দাটা সে শিখেছিল। তার কাঁধে ঝুলছে একটা থলি। ঐ থলিতে হয়ত সে ছেলেদের জন্য জিনিষপত্র এনেছে। তার পাশে পাশে চলেছেন ব্রাদার পিটার। সুদীর্ঘ ও চর্মসার তাঁর দেহ। তাঁর হাতে কিন্তু কোনও অস্ত্র নেই। দেবদূতের মত তার চলার ভঙ্গী। তারপর আসছে দুই ভাই জেফার্সন। দু জনার হাতেই রয়েছে রাইফেল। তারপর আসছে ক্ষুদে হানিব্যাল ওয়াশিংটন, জেমস আনড্রু, ফাডিন্যাণ্ড, আবে কুগাণ্ডার, হ্যারল্ড, বক্সার ট্রুপার। এদের এখনও বংশপরিচয়-সূচক কোনও নাম নেই। ধীরে ধীরে তারাও ভাববে এ সমাজে নিজেদের পরিচয় একটা থাকা দরকার এবং সেই জন্য নামও তারা গ্রহণ করবে কিন্তু বংশপরিচয়-সূচক নাম নেবার আগে তাদের অনেক কিছু চিন্তা করতে হবে। বংশ গৌরব নিয়ে অল্পতে ত কেউ সন্তুষ্ট হবে না।

লোকগুলির সঙ্গে দেখা করার জন্য জেফ্ রাস্তা দিয়ে ছুটে চলল। তার পিছু নিল একদল ছেলে মেয়ে। রাসেল থেকে গেল। রাসেল মার্কাসের কলার চেপে ধ'রে কুয়া থেকে ঠাণ্ডা জল তোলার জন্য আটকে রাখল যাতে গিডিয়ন এই জল খেয়ে তৃষ্ণা দূর করতে পারে। ছোট মেয়ের মত রাসেল ত আর গিডিয়নের কাছে দৌড়ে যেতে পারে না। তাদের পারস্পরিক বোঝাপড়টা গভীরতম ও আন্তরিক।

নভেম্বরের শেষ। এমন দিনের বিকাল এত গরম হয় না।

গিডিয়ন ও অন্য লোকেরা কাঠের ঘরে প্রবেশ করল। তাদের কালো মুখের ওপর দিয়ে দর্ দর্ ক'রে ঘাম ঝ'রে পড়ছে। যে ভাবে তারা জল পান করল তাতেই মিলল রাসেলের পুরস্কার। আগে থেকেই তাদের এ প্রয়োজন সে জানতে পেরেছিল। জলের জন্য কাঠের মগ তারা বার বার ধরল রাসেলের সামনে।

প্রত্যেকেই প্রশ্নকৌতূহলী—তাদের প্রশ্নবাণ বৃষ্টির ধারার মত বর্ষিত হতে লাগল।

"ভোটের ব্যাপারটা কি?"

"কিছু না নিয়েই কেমন ক'রে তোমরা ফিরলে? ভোট-টা কই?"

"তোমাদের কি ভোট কিনতে হল?"

"দাম দিতে হয়েছে?"

"কত জন শ্বেতাঙ্গ লোককে ভোট দিতে দেখলে?"

"কি দলের লোক তারা?" "সবশুদ্ধ কতজন?"

অধৈর্য হয়ে ব্রাদার পিটার চেঁচিয়ে উঠলেন, "ভাই, বোন ও ছেলেরা, একটু থাম। একটু শান্ত হও। তোমাদের সকল প্রশ্নেরই আমরা জবাব দেব।"

লোকেরা ইতিমধ্যে আপন আপন ছেলে বৌকে চুম্বন করেছে। গিডিয়নের বাহু বেষ্টনার পরম নির্ভরতায় রাসেলও পেল তার মৃদু সোহাগ চুম্বন।

কয়েকজন লোকের হাতে মিছ্‌রি ছিল। তারা সকলের মধ্যে বিলি করতে লাগল। থলেগুলো তারা খুলে ফেলল। জেনির জন্য গিডিয়ন এনেছে একটা কাপড়ের তৈরী গোলাপফুল। সেটা এতই সুন্দর যে মনে হচ্ছে সত্যি ফুলের মত গন্ধ আছে ওর বুকে। কথাবার্তা বেড়ে চলল, কিন্তু কেউ-ই আর ভোট সম্বন্ধে

কোনও কথা বললনা। ওদিকে কুকুরগুলো উন্মত্ত চীৎকারে জানাতে লাগল তাদের স্বভাব-জাত স্নেহাকাঙ্খা।

অবশেষে ব্রাদার পিটার হাত বাড়িয়ে সকলকে শান্ত হতে বললেন। তাঁর চেষ্টায় ফিরে এল শান্তির পরিবেশ। লোকেরা উবু হয়ে বসল। ছেলেদের মধ্যে কেউ বা বসল, কেউ বা শুয়ে পড়ল ঘাসের ওপর। মেয়েদের মধ্যে কিছু বা বসল, কিছু বা হাত ধরাধরি করে দাঁড়িয়ে থাকল।

ব্রাদার পিটার বললেন,—"ব্রাদার গিডিয়নই তোমাদের সব কথা বলবে। এই ভোটের ব্যাপারটা সকলের, যেমন বিয়ে বা বড় দিন উপলক্ষে মন্ত্রপাঠ। দেবদূত জেব্রিয়েলের মত গভর্ণমেণ্ট কঠিন বাহুর বরাভয় দিয়ে সকলকে বলছে—'নিজেকে প্রকাশ কর'। আমরা তাই করেছি। আমাদের সঙ্গে ছিল আরও হয়ত পাঁচ শ' নিগ্রো ও শ্বেতাঙ্গ। গভর্ণমেণ্ট আমাদের একজন প্রতিনিধি নির্বাচন করার নির্দেশ দিল। আমরা সেই নির্দেশমত গিডিয়নকে বেছে নিয়েছি।"

গিডিয়ন ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ায়। কেমন যেন একটা বিহ্বলতা নিয়ে লোকেরা তাকিয়ে থাকে তার দিকে। রাসেল বেশ বুঝতে পারে যে গিডিয়ন ভয় পেয়েছে। গিডিয়নের প্রতিটি ভাব, প্রতিটি আবেগরক্ত অনুভূতির খবর সে যে রাখে। গিডিয়নকে যে বেছে নেওয়া হয়েছে—তার অর্থ কি?

প্রতিনিধি বলতেই বা কি বোঝায়?

গিডিয়ন বলল, "আমরা—ভোট দিয়ে এসেছি।" শ্রুতি—মধুর ছিল তার কণ্ঠস্বর। কিন্তু এখন ঘটনাগুলো মনে ক'রে নিতে এবং সেগুলো সঠিক ভাবে বলতে গিয়ে তাকে প্রথমে খুব ধীরে ধীরে এগুতে হল।

গিডিয়ন বলল,—"ভোট হচ্ছে———"

গিডিয়নের মনে পড়ল এই ত ক'দিন হোল তারা সহরে ভোট দিতে গিয়েছিল। ভোটের অর্থ সম্পর্কে তার নিজেব লোকদের মধ্যে ছিল অনিশ্চয়তা। ভোটের তাৎপর্য্য বোঝাতে গিয়ে ব্রাদার পিটাব ও গিডিয়ন উভয়েই বলেছিল যে এটা হচ্ছে ইচ্ছামত নিজের ভাগ্যকে জয় করার একটা পথ। ওরা যারা স্বাধীন তাদের রয়েছে মত প্রকাশের স্বাধীনতা। নিজেদের জীবন সম্পর্কে কোনও প্রশ্ন উঠলে তারা নিজেদের মত জাহির করে। আর এটাই হচ্ছে ভোট। কিন্তু কথাগুলোর কোনও বাস্তব রূপ না থাকায় তারা বিস্ময়-বিহ্বল হয়েছিল। ব্যাপারটা কি দাঁড়ায় দেখবার জন্য তারা অপেক্ষা করতে থাকল।

সেদিন সহর সম্পর্কে গিডিয়নেরও ছিল না কোন সুস্পষ্ট ধারণা। সে আগে কখনও এত লোককে কোনও স্থানে জমায়েৎ হতে দেখেনি। রাস্তায় রাস্তায়, আদালতের অলিন্দে অলিন্দে চলেছে জনস্রোত। তাই দেখে গিডিয়ন ভেবেছিল সেদিন—'জগতের —সব কালা—আদমি ও শ্বেতাঙ্গ বোধহয় এখানেই ভীড জমিয়েছে৷ আর সে কি কোলাহল! সবাই একসঙ্গে চীৎকার ক'রে ভোটের কথা বলছিল। শ্বেতাঙ্গ ও কালা—আদমি মিলিয়ে প্রায় অর্ধেক লোকের হাতে ছিল বন্দুক। শান্তিরক্ষার জন্য মোতায়েন ছিল ইউনিয়ন সৈন্যদল। গিডিয়ন তার জন্য ভগবানকে ধন্যবাদই দিয়েছিল। তার বুঝতে কষ্ট হয় হয়নি যে মাথাগরম লোকেদের জন্যই ছিল এই ব্যবস্থা।

সেখানে এমন অনেক নিগ্রো ছিল যারা ভেবেছিল ভোটের পর তারা প্রত্যেকে পাবে চল্লিশ একর জমি ও একটা সুতো-কাটা যন্ত্র।

আবার অনেকে ভেবেছিল ভোটের পর তারা বড়লোক হয়ে যাবে। ভোট দেবার পর সকলকেই ফিরতে হল শূন্যহাতে। সেইজন্য বিস্ময়ে অনেকে হল হতবাক্।

গিডিয়ন এবার শ্রোতাদের বলতে চেষ্টা করল কেমন ক'রে এল তার পালা। ভোট দেওয়ার জন্য নির্দিষ্ট হয়েছিল একটা জীর্ণ আদালত। তার অভ্যন্তরটাও আবার তেমনি ধূলো বালিতে নোংরা। দেওয়ালের চুণ বালি অনেক জায়গায় খ'সে গেছে! একটা বড় টেবিলের চারদিকে বড় বড় বই খুলে বসেছিলেন সরকারী কর্মচারিগণ। পিছনে ঝুলছিল যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় পতাকা। ভোট দেবার স্থান ও ব্যালট বাক্স ছিল দুজন সৈন্যের প্রহরাধীন। গিডিয়ন প্রবেশ করলে দেওয়া হল একখণ্ড কাগজ। কাগজ খানায় পর পর লেখা ছিল "সংবিধান সম্পর্কীয় অধিবেশনের পক্ষে, সংবিধান সম্পর্কীয় অধিবেশনের বিপক্ষে, দুটির যে কোনও একটির পাশে × অঙ্কিত ক'রে নির্দিষ্ট বাক্সে নিক্ষেপ কর।"

কালা আদমিরা যে অধিবেশনের পক্ষে ভোট দেবে—এই নিয়ে সমস্ত দিন কথাবার্তা চলেছে নিগ্রো ও শ্বেতাঙ্গ লোকেদের মধ্যে। ওটা বোঝা মোটেই শক্ত নয়। ওরা বলত—অধিবেশন সৃষ্টি করবে একটা নয়া জগৎ। কাগজটার দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়েছিল গিডিয়ন। একজন সরকারী কর্মচারী বললেন, "অধিবেশনের পক্ষে অথবা বিপক্ষে যেমন দেখান আছে তেমন চিহ্ন দিয়ে দাও। তারপর বুথের মধ্যে গিয়ে ব্যালট কাগজ মুড়ে ফেল।"

আর একজন কর্মচারী চীৎকার ক'রে পড়লেন,—"জে, এস্ চিহ্নিত বইতে গিডিয়নের নাম আছে।" টেবিলের পাশে উপবিষ্ট লোকেরা তাদের বইএর পাতা উল্টিয়ে গেলেন। তার পর

একজন বললেন,—"এখানে সই কর অথবা আঙ্গুলের ছাপ দাও।"

গিডিয়ন কলমটা নিয়ে অনেক কষ্টে হিজিবিজি করে লিখল—"গিডিয়ন জ্যাকসন।" ভয়ে সে কাঁপছিল কিন্তু ভগবানকে সে ধন্যবাদ দিতে ভোলেনি যে তার নাম সে লিখতে শিখেছে এবং আঙ্গুলের ছাপ দিতে গিয়ে তাকে অপমানিত হতে হলনা। তার পর সে বুথের মধ্যে কাগজখানা নিয়ে ঢুকল। চিহ্ন দেবার আগে সে একবার পড়ে নিতে চাইল কি তাতে লেখা আছে। সে বলতে পারত যে কিছু সে পড়তেও পারে। কিন্তু "সংবিধান সম্পর্কীয় অধিবেশন" প্রভৃতি কথাগুলি তার কাছে সংস্কৃত ভাষা বলে মনে হল। যেখানে "পক্ষে" কথাটা লেখা আছে সেখানে সে চিহ্ন দিয়ে দিল কারণ ও কথাটা সে পড়তে পারত। কিন্তু এই যে লজ্জা—এ সে কোনওদিন ভুলতে পারবে না। এখন সে শ্রোতাদের বলল,—"অবোধ ছেলেদের মত আমরা ভোট দিতে গিয়েছিলাম। তাদের মতই না ছিল আমাদের কোনও শিক্ষা, না ছিল সামান্যতম সাধারণ জ্ঞান। ব্রাদার পিটার ভগবানের কাছে প্রার্থনা করেছিলেন ব'লেই আমরা সব ঠিকঠিক্ ক'রে এসেছি। আস্তে আস্তে কতকগুলি লোক বলল, "ভগবানকে ধন্যবাদ।" গিডিয়ন ব'লে চলল, "তারপর যেন একপাল ভেড়ার মধ্যে দিয়ে এগিয়ে এসে একজন ইয়াংকি আমাদের সঙ্গে কথা বলল। সেখানে আমরা প্রায় পাঁচশ' জন ছিলাম—যেমনি অশিক্ষিত তেমনি অজ্ঞ। সে বলল—'একজন প্রতিনিধি নির্বাচন কর।' তারপর আমাদের হাতে কিছু ব্যালট কাগজ দিয়ে সে প্রথমে একজন নিগ্রোকে, তারপরে আর একজন নিগ্রোকে ও শেষে একজন শ্বেতাঙ্গকে কিছু বলতে বলল। ব্রাদার পিটার প্রথমেই চীৎকার ক'রে বললেন,—'গিডিয়ন হচ্ছে আমাদের প্রতিনিধি'।"

গিডিয়ন আর কিছু বলতে পারল না। এবার সকলে বুঝল কেমন ক'রে গিডিয়ন প্রতিনিধি নির্বাচিত হয়েছে। এমন একটা গর্ব তারা অনুভব করল যা তারা কোনওদিন অনুভব করেনি। ব্রাদার পিটার কথার রেশ টেনে বললেন,—"গিডিয়নকে চার্লসটনে যেতে হবে এবং অধিবেশনে যোগ দিতে হবে।" রাসেলের চোখ দুটি জলে ভরে গেল। গিডিয়ন একদৃষ্টিতে মাটির দিকে তাকিয়ে পা দিয়ে ঘাস দলতে থাকে। মার্কাস ও জেফের বুক গর্বে ফুলে ওঠে। সাম্‌লে উঠতে তাদের সপ্তাহখানেক লাগবে।

ব্রাদার পিটার বললেন,—"ভগবানকে অশেষ ধন্যবাদ।" তারাও সমস্বরে সেই কথা বলল। তারপর তারা ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে গেল এবং প্রত্যেকেই এক একটা আজগুবি গল্প বলতে শুরু করল।

*　*　*　*　*

রাত্রিতে রাসেল গিডিয়নকে আবার পেল কাছে। খড়ের বিছনায় শুয়ে তারা শুনতে লাগল ছেলেদের নিয়মিত শ্বাসপ্রশ্বাস তাদের কানে ভেসে আসে পুকুরের ব্যাঙের ডাক ও নিশাচর পাখীদের কাকলী।

গিডিয়ান অনুরাগভ'রে বলল,—"আর কেঁদ না।"

"আমার বড় ভয় করছে।"

"কিসের ভয়?"

"তুমি চলে যাবে; কিন্তু আমি কেমন ক'রে দিন কাটাব?

"এখন ত তোমার কাছে আছি।"

রাসেল বলল, "আবার ত তুমি চার্লসটনে চলে যাবে।" এমন ভাবে সে বলল যেন কতদূরে কোন এক স্বপ্নের রাজ্যে গিডিয়ন চলে যাচ্ছে।

গিডিয়ন মৃদুস্বরে বলল, "এখন তোমার কাছে যখন রয়েছি তখন সুখের মধ্যে কেন তুমি কাঁদবে? একজন কালা-আদমির জীবনে এমন দিন আগে কখনও আসেনি। ওগো আমার প্রিয়া, ভগবানকে ধন্যবাদ দেবার সময় ত এই। আরও কাছে-স'রে এস। এখানে সূর্য উঠছে। মনে আমার সেই সঙ্গে জ'মে উঠছে আশঙ্কা, কিন্তু সে শঙ্কা বৌ-ছেলের জন্য নয়।"

"তবে আশঙ্কা তোমার কিসেব?"

গিডিয়ন ব্যথার সুরে বলল, "আমি একটা বোকা নিগ্রো। কিছুই আমি জানি না। নিজের নাম ছাড়া না জানি কিছু লিখতে না জানি কিছু পড়তে।"

"ব্রাদাব পিটাব ত আর বোকা লোক নয়।"

"কি রকম?"

"তিনিই ত এসে বললেন—এই লোকটিই তোমাদের যোগ্য প্রতিনিধ। তবে কেন তুমি ভাব যে শুধু নিগ্রোবা তোমাকে নির্বাচিত কবেছে?"

"জানি না।"

সুখাবেশে রাসেলের চোখে জল এসে গেল। সুসময়ে বা শুভ ঘটনায় রাসেলের চোখে এমনি জল আসে। স্বামীকে সে বলল—"গিডিয়ন, গিডিয়ন, প্রিয়তম। ইয়াংকি সৈন্যদলে যোগ দিতে যাওয়ার দিনটা তোমার মনে পড়ে? বুকফাটা ব্যথায় যখন ভেঙ্গে পড়েছিলাম তখন তুমি বলেছিলে—'পুরুষের কাজই এই, তাকে এই কাজই কবতে হবে।' সে দিনটা থেকে আজকেব দিনটা পৃথক নয়, গিডিয়ন।"

"কেন?"

তার কানের কাছে মুখখানা নিয়ে এসে রাসেল ফিস্‌ফিস ক'রে বলল, "নিগ্রোরা মাঠে তুলো তোলে, তারা শুধু তুলোই তোলে আর মনে মনে এঁকে চলে তাদের প্রণয়িনীর ছবি—"

সেই গুঞ্জনধ্বনি শুনতে লাগল গিডিয়ন। কত স্মৃতি, কত আশা ও কত আশঙ্কা তার তন্দ্রালু চোখের উপর একের পর এক ভেসে আসতে লাগল। তারপর ঘুমিয়ে পড়ল গিডিয়ন।

২

পরদিন। সপরিবারে সবাই বসল প্রাতরাশে। রাসেলের মত স্ত্রী, দুটি স্বাস্থ্যবান পুত্র, জেনির মত ছোট্ট সুন্দরী মেয়ে নিয়ে গিডিয়ন গর্বিত—খুব কম লোকের ভাগ্যেই এ ঘটে! ছেলে দুটি দুর্ধর্ষ ও একগুঁয়ে। ওদের বয়সে গিডিয়নও ঐ রকম ছিল। তার পিঠে চাবুকের অন্ততঃ শ'খানেক দাগ থেকেই বোঝা যায় কত একরোখা ছিল সে।

ঝোলাগুড় ও চাপাটি দিয়ে যখন ওরা খাওয়া সুরু করেছে এমন সময় ব্রাদার পিটার খোলা দরজার মধ্য দিয়ে প্রবেশ ক'রে বললেন—"ভাই, সুপ্রভাত! দিদি, সুপ্রভাত! ছেলেরা, সুপ্রভাত!" খাওয়ার জন্য তাঁকে বেশী পীড়াপীড়ি করতে হল না। সমস্ত ঘরটা চাপাটি সেঁকার গন্ধে ভরপুর। খাবার আগেই জিভে জল এসে যায়। খাবারের প্রশংসায় ব্রাদার পিটার পঞ্চমুখ হয়ে উঠলেন। খাবার খেয়ে তিনি নিজের ছেলেদের জন্য আবার পকেটে কতকগুলি মিষ্টি রাখলেন। রান্নার প্রশংসা করলে রাসেল আরও বেশী যত্ন ক'রে খাওয়ায়। কিন্তু এ ভগবানের রাজত্বে অনেক লোকের স্বভাব টোকো আপেলের মত। তাদের কথায় মিষ্টতা নেই।

খাওয়া হয়ে গেলে ব্রাদার পিটার জেফকে প্রশ্ন করলেন, "জেফ ঘর-সংসারের কাজ তুমি করতে পারবে না?"

"পারব ব'লেই ত মনে হয়," জানাল জেফ।

গিডিয়নের সঙ্গে ব্রাদার পিটার খামারের মধ্যে গেলেন এবং পা ছড়িয়ে পাথরে ঠেস দিয়ে বসলেন। স্থানটি রৌদ্রোজ্জ্বল। প্রভাতের মৃদুমন্দ বাতাস বয়ে আসছে উপত্যকা থেকে। কুকুরটাও এসে তাদের পাশে শুয়ে পড়ল। অন্যমনস্কভাবে তারা ঘাস তুলে চিবুতে লাগল।

ব্রাদার পিটার প্রশ্ন করলেন, "কবে তুমি যাবে ঠিক করেছ ?"

"কোথায় ? চার্লস্টনে ?"

গিডিয়নকে অনেকক্ষণ চুপ ক'রে থাকতে দেখে ব্রাদার পিটার বল্‌লেন—"তুমি ভয় পাচ্ছ কেন ?"

"আপনি কি ক'রে জানলেন যে আমি ভয় পেয়েছি ?"

"বল কি হে ? গিডিয়ন, তোমার ও আমার সঙ্গে জানাশোনা তো আজ্‌কের নয়, বহুদিনের। ভগবানের কৃপায় এখন তোমার বয়স ছত্রিশ। তোমার বয়সের খবর আমি জানলাম কি ক'রে ? বহুদিন আগেকার কথা হলেও তোমার জন্মদিনটা আমার মনে আছে। তোমার মা প্রসব যন্ত্রণায় চীৎকার ক'রে কাঁদছিলেন : 'ওগো যিশু, আর ত বাঁচিনে—!' আমার বয়স তখন চোদ্দ। তোমার বাবা আমাকে ডেকে বললেন—'পিটার, তুই একবার বাগানের মনিবের লোকটিকে গিয়ে ব'লে আয় যে সোফি মরছে।' আমি ছুটে জিম ব্ল্যাকের কাছে গেলাম। জিম ব্ল্যাক তখন জমিদারের পর্যবেক্ষক। তিনি বললেন—প্রসবের সময় কোনও নিগ্রো মেয়ে মরেনি এমন কোনও ঘটনা তিনি মনে করতেও পারেন না। ডাক্তার ডাকা হল না কেন ? না—না, তা হতেই পারে না। বৃদ্ধা দাই আন্না তিনদিন ধ'রে ভূত-প্রেত তাড়াল। তুমি জন্ম নিলে বটে কিন্তু তোমার মা বাঁচল না। তার পর জিমব্ল্যাক চাবুক মেরে আমার পিঠের চামড়া খসিয়ে দিলেন এবং ভগবানের শপথ নিয়ে মিঃ কারওয়েলের কাছে বললেন যে আমি নাকি এসব কোনও কথাই তাঁকে বলিনি। সেই জন্যই ত তোমার জন্মের দিনটা আমি ভুলতে পারিনি। আমার বেশ মনে পড়ে সে সব দিনের কথা। কড়া রোদে কাজ করতাম তুলোর মাঠে। সে দিনের কথাবার্তার কিছু কিছু আজও

আমার মনে পড়ে। কেন আর বেঁচে থাকা—এই নিয়েই চলত আমাদের কথাবার্তা। আজকে আবার তোমরা বলছ যে এরকম ভাবে বেঁচে থাকার চেয়ে মরে যাওয়াই ভাল। জীবনে অনেক দুঃখ ভোগের পর আজ কিন্তু আমি বুঝি একজন নিগ্রো হয়ে একথা বলাও পাপ। যাক্ সে কথা। যখন তুমি ইয়াংকি সৈন্যদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে যেতে চাইলে—কার কাছে গিয়েছিলে উপদেশ নিতে ?”

“আপনার কাছে,” গিডিয়ন বলল।

“সেদিন তুমি বলেছিলে র‍্যাসেল ও তিনটি ছেলেমেয়ে থাকল আপনি দেখবেন। আমি ত তাই দেখাশোনা করেছি।”

“সে ত ঠিকই।”

“এখন তুমি গাধার মত ভীরু হলে কেন ?”

গিডিয়ন অস্পষ্টভাবে বলল—“তাহলে আমাকে চার্লস্টনে যেতে বল্‌ছেন! একজন নিগ্রো না জানে পড়তে, না জানে লিখতে। ভাল ক'রে নিজের নামটা পর্যন্তও বানান করতে পারে না, আর আপনি আমাকে অধিবেশনে যোগ দেবার জন্য চার্লস্টন সহরে যেতে বলছেন। আমাকে সহরে যেতে হবে, যেখানে রয়েছে এখানকার বড় বাড়ীটার মত অসংখ্য বাড়ী। রাস্তায় অগণিত শ্বেতাঙ্গ মানুষ। আমার মত একজন নির্বোধ নিগ্রোকে দেখে তারা হয়ত তামাসা করবে।”

সামনের বালিটার ওপর দাগ কেটে ব্রাদার পিটার শান্ত স্বরে জিজ্ঞাসা করলেন—“গিডিয়ন, এই চার্লস্টন জেলায় কেমন ক'রে প্রথমে তুমি এসেছিলে ?”

গিডিয়ন চিন্তা ক'রে বলল—“ইয়াংকি লোকেদের সঙ্গে। নীল পোষাকে, হাতে বন্দুক নিয়ে এসেছিলাম—আমার সঙ্গে আনন্দের গান গাইতে গাইতে এসেছিল আমারই মত অন্ততঃ দশহাজার লোক।”

"তুমি ত সেদিন ভয় পাওনি। আজ গায়ে নীল পোষাক নেই, হাতে বন্দুক নেই, আনন্দের সমবেত গান নেই ব'লেই কি ভয় পাচ্ছ? ভয় পাচ্ছ কি শুধু এই জন্য যে দেশের আইন আজ তোমার মত অসংখ্য কালা-আদমিকে মুক্ত বলে ঘোষণা করছে।"

গিডিয়ন কোনও উত্তর দিল না। ব্রাদার পিটার শান্তস্বরে পুনরায় বল্লেন, "বাইবেলে আছে মোজেস্ ভীরু ছিলেন। কিন্তু ভগবান তাঁকেই লোকেদের পরিচালনার ভার দিলেন!"

"আমি ত আর মোজেস্ নই।"

"ভোট দিতে গিয়েই প্রথম অনুভব করলাম—আমাদের নেতার প্রয়োজন। আজকের আইনে ঘোষিত হয়েছে নিগ্রোরা স্বাধীন; তারা পেয়েছে ভোটাধিকার। দাসত্বের বন্ধনকে ছিন্ন ক'রে নতুন জীবন প্রতিষ্ঠা করতে ডাক দিয়েছে আইন। সত্য যে একজন নিগ্রো না পারে পড়্‌তে, না পারে লিখ্‌তে। চিন্তা করার শক্তি পর্যন্তও তার নেই। তবু কি তুমি ভেবে দেখেছ যে, শুধু কিছু একটা চিন্তা করার জন্যই একদিন নিগ্রোকে বেত খেতে হয়েছে অথবা নদীর ধারে নিয়ে গিয়ে বিক্রী করা হয়েছে। শুধু লেখা-পড়া করার অপরাধে দাস নিগ্রোকে তিনশ ঘা বেত মারা হয়েছে। নিগ্রো যেন বাড়ীর একটা বুড়ো ঘেয়ো কুকুরের মত তাড়া খেয়ে আহারের সন্ধানে ফিরছে। নিজেকেই প্রশ্ন করেছিলাম সে দিন—কে এই সব লোকদের পরিচালনা করবে? যত বড় পা ফেলে তারা চলুক না কেন, যত বড় কথাই আজ তারা বলুক না কেন, তারা ভীরু। কে চালাবে তাদের?"

"আমাকেই বা আপনি বেছে নিচ্ছেন কেন? আপনি কেন নয়?" গিডিয়ন জান্‌তে চাইল।

ব্রাদার পিটার বললেন, "লোকেরা তোমায় বেছে নিয়েছে। সে

দায়িত্ব তোমাকে নিতেই হবে।" ব্রাদার পিটার সামনে ঝুঁকে গিডিয়নের হাঁটুর ওপর একটা হাত রাখলেন. তারপর বললেন, "গিডিয়ন, পেট থেকে পড়েই কেউ পড়তে পারে না। তুমি লিখ্‌তে পড়তে শেখ। আমি কিছু কিছু লিখ্‌তে জানি। অন্ততঃ পনের হতে কুড়িটা অক্ষর আমি লিখ্‌তে পারি। আমি তাহলে লিখে দেব আর তুমি প্রাথমিক শিক্ষার জন্য সেগুলো পড়তে পার।"

নিরুপায় হয়ে গিডিয়ন মাথা নাড়াল।

ব্রাদার পিটার বললেন, "কথা বলার রীতির কথাই ধর। কথার মধ্যে নিশ্চয়ই একটা সামঞ্জস্য থাকবে। শ্বেতাঙ্গরা তাকে বলে ব্যাকরণ। যারই একটু বুদ্ধি আছে সেই কথাগুলো ঠিক ক'রে বল্‌তে পারে। আমার মত একজন নিগ্রো তা পারে না। কেমন ক'রে তুমি শিখ্‌বে ?"

"ভগবানই জানেন," গিডিয়ন বলল।

"ভগবান নিশ্চয়ই জানেন। আমিও জানি। কথা শুনে যাও। শুধু শ্বেতাঙ্গ লোকদের কথাবার্তা শোন। সারাদিন সে কথাবার্তা শুনতে শুনতে তুমি শিখে ফেলবে। এমন কি এমন দিনও আসতে পারে যে দিন তুমি অতি সহজেই একখানা বই পড়তে পারবে। আর বই থেকেই তুমি সব জানতেও পারবে।"

গিডিয়ন বলল, "বই পড়বার সময় কই ? সারাদিনই ত আমরা চাষবাস নিয়ে মেতে আছি। আচ্ছা, এক একজন লোক অত পণ্ডিত হয় কি ক'রে ?"

"যখন নিজে পড়বে সে সমস্যায়, তখন বিচার কোর। সে যাক্‌। এখন জেফ কর্মক্ষম আর মার্কাস ত তোমার ভাল ছেলে। জীবনের সর্বক্ষেত্রেই যিশুর অশেষ আশীষ পেয়েছ। গিডিয়ন, একটা নতুন জগতে তুমি চলেছ, সম্মুখে তোমার আলোকোজ্জ্বল ভবিষ্যৎ।"

মৃদু হেসে ব্রাদার পিটার ক্রীতদাসদেব বস্তির দিকে অগ্রসর হলেন। "ও সব ভাবনা-চিন্তা ছেড়ে দাও।" তাঁর দীর্ঘ ও চর্মসার হাতদুটি জোড় করে ও মাথা নত ক'রে বললেন—"ভগবানকে ধন্যবাদ দাও।"

গিডিয়ন বলল,—"এখান থেকে অধিবেশন সম্বন্ধে আপনি কি কিছু কল্পনা করতে পারেন?"

"অধিবেশনে আইন করা হবে। আর দেশের সংবিধান একটা বাইবেলের মত। বুনো শুয়োরের বাচ্চার মত নিগ্রোরা দেশেব মধ্যে ছুটোছুটি করবে এই অবস্থায় নতুন জগৎ সৃষ্টি হতে পারে না। শ্বেতাঙ্গবা নিগ্রোদের ঘৃণা করে—নিগ্রোরা শ্বেতাঙ্গদের ভয় করে। এটা ত আর ভাল নয়।"

"ভাল আইন ও খারাপ আইনের পার্থক্য বুঝব কি করে?"

"ভাল লোক ও মন্দ লোকের মধ্যে পার্থক্য বোঝ কি করে? সতী ও অসতী নারীর মধ্যেই বা প্রভেদ বোঝ কি ক'বে?"

"সাধারণ একটা মাপ কাঠি আছে।"

"আচ্ছা, এখানেও একটা মাপকাঠি পাবে। তুমি যে লিখতে জাননা, পড়তে জাননা, কেন? যেহেতু নিগ্রোদের জন্য কোনও ইস্কুল ছিল না—এমন কি গরীব শ্বেতাঙ্গদের জন্যও ছিল না। এখান থেকেই আরম্ভ কর। ইস্কুলের জন্য একটা আইন কর। সেটাই ভাল হবে। প্রায় কুড়িহাজার একর জায়গা জুড়ে এই কারওয়েল অঞ্চল। কে হবে এর মালিক? মিঃ কারওয়েল? গভর্নমেন্ট? নিগ্রোরা? না শ্বেতাঙ্গরা? নিগ্রোরা জমি চায়—যেমন চায় শ্বেতাঙ্গরা। সকলের জন্য যথেষ্ট জমি আছে কিন্তু কেমন ক'রে হবে ভাগ-বাটোয়ারা?"

"তা আমি কেমন ক'রে জানব?"

"বলছি শোন। ব্যস্ত হচ্ছ কেন?"

গিডিয়ন প্রশ্ন করল—"তবে আপনি কেন প্রতিনিধি হলেন না?"

"লোকেরা কেন আমাকে ভোট দিল না? গিডিয়ন, তাদেরও একটা নিজস্ব চিন্তাধারা আছে। আমি একজন বৃদ্ধ নিগ্রো। চালাক চতুর অবশ্য এখনও আছি এবং জীবনের বাকি কটা দিনও থাকব। কথাটা ত তা নয়। চোখ থাকলে তুমি নিজেই বুঝবে বৃদ্ধের শেষ কটা দিনের আরাম ও অবসর কেড়ে নেওয়া উচিৎ হবে না।"

"তা ঠিক।"

'ভগবান তোমার ভাল করুন। তুমি যে আমার অবসরটুকু কেড়ে নেবে না—তা আমি জানি। আর এটাই ত স্বাভাবিক যে তোমার মত তরুণকে লোকে পছন্দ করবে। গিডিয়ন, এবার সবই প্রস্তুত। পাতকুয়া থেকে বালতি ভর্তি করার মত নিজেকে শুধু পূর্ণ ক'রে নাও। আমাদের পরীক্ষা ব্যর্থ হবার নয়।"

গিডিয়ন মাথা নাড়াল। "আপনার মত আমার যদি বিশ্বাস থাকত——"

"গিডিয়ন, তুমি বিশ্বাস কর আর না কর তাতে কিছুই এসে যায় না। স্বচ্ছ ও ঠাণ্ডা জল-পূর্ণ একটি আধারের মত হও।"

"ধরুন, আমার মত একজন নিগ্রোকে দেখে হয়ত তারা ঠাট্টা করবে।"

'নিশ্চয়ই করবে, গিডিয়ন। এই ধর না কোনও জলাভূমি থেকে একজন নিগ্রো এসে এখন প্রশ্ন করল, 'আমার প্রভু কোথায়?' সে কথা শুনে আমরাও হাসব না কি? আমরা হয়ত তাকে বলব যে, সে মুক্ত কিন্তু সে ত বুঝবে না। মুক্তি বলতে শিকারী কুকুরের মুক্তি ছাড়া আর ত কিছুই সে বোঝে না। সে হতভাগাকে দেখে আমাদের হাসা স্বাভাবিক। তোমাকেও সে ঠাট্টা-তামাসা সহ্য করতে হবে, দমন করতে

হবে উত্তেজনা। এই প্রথম তুমি একজন ইয়াংকি প্রতিনিধির সমান ভাতা পাবে। ধর দিনে এক ডলার দেবে। সেই ডলারটা দিয়ে প্রথমেই একটা বই কিন্‌বে। এর ফলে হয়ত অনাহারের সম্মুখীন হবে, কিন্তু বইটা ছাড়লে চল্‌বে না। বাতি কিনে পড়তে হবে এবং সেই সব শ্বেতাঙ্গদের জন্য যথার্থ কথা খুঁজে বার করতে হবে।"

গিডিয়ন মাথা নাড়াল। যতই ব্রাদার পিটার বলতে লাগলেন ততই চার্লস্‌টনের অধিবেশন সম্পর্কে গিডিয়ন ভীত হয়ে পড়ল। কিন্তু সেই সঙ্গে অনুভব করল সেই ভীতিজনক অথচ বিস্ময়কর রোমাঞ্চ যা সে অনুভব করেছিল ইউনিয়ন সৈন্য বাহিনীতে যোগ দেবার সময়।

"কোন্ বইটা প্রথমে কিন্‌তে হবে?"

"ধর, একজন প্রচাবক বলবে বাইবেলেব কথা। কিন্তু বাইবেল সহজ নয়। গিডিয়ন, তার জালে তুমি জড়িয়ে পড়বে। কি ক'রে বই পড়তে হয় সেইটা আগে শেখ। আগে প্রথম ভাগ পড়। তারপব অঙ্কের বই পড়। তাবপর এমন সময় আসবে যখন তুমি নিজেই বুঝতে পাববে এরপব কোন বইটা তুমি পড়বে।"

"ঠিক," গিডিয়ন বলল।

ব্রাদাব পিটার নিজের অভিমত জানিয়ে বললেন, "বইতে অবশ্য সব পাওয়া যায় না।" ব্রাদার পিটাব ভাবলেন যে এরপব চুপ ক'রে থাকাই ভাল।

"কেন?"

"যেমন, যতক্ষণ কোনও ঘটনা না ঘট্‌ছে ততক্ষণ সে সম্বন্ধে কোনও বই লেখা হয় না। নিগ্রো স্বাধীন হয়েছে এমন কোনও ঘটনা এখানে পূর্বে ঘটেনি। মোজেস্ তাঁর ছেলেদের মিশর থেকে

নিয়ে যাবার পর আজ পর্যন্ত এমন কোনও ঘটনা ঘটেনি। মোজেসের বই ছিল না। ভগবানের মুখের দিকে তিনি চেয়েছিলেন। কোন কাজটা করলে ভাল হয়—এই প্রশ্ন তুলেছিলেন শুধু ভগবানের কাছে।"

"আমি কি ক'রে জান্‌ব ?"

"গিডিয়ন, প্রীতিতে ভরিয়ে তোল আপন হৃদয়। নিজের মনে শেখ উপলব্ধি করতে।"

"গিডিয়ন বলল,—"কিন্তু আমার যে চট্‌ ক'রে রাগ হয়।"

"কার হয় না ? ভাই, পাপের মধ্যে আমাদের জন্ম। গিডিয়ন, জগতে সব চেয়ে বুদ্ধিমান লোক কে জান ?"

চিন্তিত ভাবে গিডিয়ন বলল, "জীবিতদের মধ্যে, না মৃতদের মধ্যে ?"

"যে কোনও একটার মধ্যে ধ র না।"

"আমার মতে বৃদ্ধ আব্রাহাম লিঙ্কন."

"আচ্ছা। কেমন ক'রে সেই বৃদ্ধ আব্রাহাম আমাদের সব কথা জানলেন ? কেন তিনি খামারে কর্মরত নিগ্রোকে ডেকে বললেন —তুমি মুক্ত ?"

"মনে হয় তিনি এটা ভাল ব'লে বুঝেছিলেন।"

"হয়ত তাই, গিডিয়ন। হয়ত তার চেয়েও বেশী কিছু তিনি বুঝেছিলেন। প্রীতি ও করুণায় পূর্ণ ছিল তাঁর হৃদয়। পাইন বনের মধ্যে দিয়ে গেলেও তাঁকে চেনা যেত অথচ তোমারই মত সাধারণ তিনি। কিন্তু তাঁর অন্তর ঐ খামারের বাড়ীটার মত প্রশস্ত।"

গিডিয়ন সমর্থন জানিয়ে বলল—"সত্যই বিরাট ছিল তাঁর অন্তর।"

"এবার বিচারের একটা উদাহরণ নাও: মনে কর, দুজন সাক্ষী হয়ে এল। একজন সুন্দর, শিক্ষিত ও সহুরে। সে হয়ত বলবে, বাতাস

বইছে না। আর একজন নোংরা, ক্ষুধার্ত। সে হয়ত বলবে, বেশ বাতাস বইছে। তোমার এখন বিচার করতে হবে বাতাস বইছে কি বইছে না। বলতে পার কেমন ক'রে করবে ?"

"আমার হাতটা বাড়িয়ে বুঝব বাতাস বইছে কি বইছে না।"

"আচ্ছা। অথবা তুমি দশ বার জন লোককেও জিজ্ঞাসা করতে পার। তবে, যেহেতু কোনও লোক ময়ূরের মত মাথা উচু ক'রে চলে অথবা কথা বলার ভঙ্গী তার সহজ ও সুন্দর, সে জন্য তারই অভিমত তুমি ন্যায়সঙ্গত মনে করতে পার না। গিডিয়ন, পিঠে তোমার চাবুক পড়েছে ব'লেই তুমি শ্বেতাঙ্গদের প্রতি কঠিন হয়েছ। জানি, সে কাঠিন্য এসেছে অনেক দুঃখ ও বেদনার মধ্যে দিয়ে। তা হলে বুঝতে পারছ মানুষের দেহের রঙে কিছুই এসে যায় না। সাদা ও কালোদের মধ্যে ভাল ও মন্দ দুইই আছে।"

গিডিয়ন মাথা নাড়িয়ে জানাল,—"আমি এখন তা বুঝেছি।"

"মনে হয় আর কিছু বলতে হবে না। ভগবান করুণাময়। গিডিয়ন, তিনিই তোমার চলার পথে সঙ্গী হবেন।"

"তাই হোক্—" বলল গিডিয়ন।

৩

একের পর এক দিন এল, গেল, অথচ কিছুই ঘটল না। অধিবেশনে গিডিয়নের নির্বাচন প্রাথমিক গুরুত্ব হারাল। গত দু'তিনদিন এ সম্পর্কে সে একটুও ভাবে নি। বাস্তবিক কি প্রমাণ আছে যে সে একজন প্রতিনিধি? ভোটের সময় ব্রাদার পিটারের দীর্ঘ বক্তৃতার ঠিক পরেই মনে হয়েছিল তার শ্রেণীভুক্ত সমস্ত লোকই তার পক্ষে। পরবর্তী সময়ে অবশ্য একজনও বলেনি যে সে গিডিয়নের বিপক্ষে ভোট দিয়েছে। স্বভাবতই গিডিয়নও ব্রাদার পিটারের সঙ্গে এই সিদ্ধান্তে এল যে সে-ই প্রতিনিধি নির্বাচিত হয়েছে। কিন্তু ভোটের সব কিছুই গোপন রাখা হয়েছিল এবং তাদের বলা হয়েছিল যে ভোট গণনার পর নির্বাচনের ফলাফল প্রতিনিধিদের জানান হবে এবং সেই সঙ্গে দেওয়া হবে পরিচয় পত্র। কিন্তু এ সমস্তই দু সপ্তাহ আগের ঘটনা। ভয় ও আশায় বিহ্বল হয়ে গিডিয়ন অনেক সময় নিজেকে প্রশ্ন করেছে—পাঁচ ছ শ' ভোট গুণতে কত সময় লাগতে পারে? ইদানীং সে সমস্ত বিষয়টা মন থেকে মুছে ফেলেছে। কোনও ইয়াংকি লোকের সামান্যতম জ্ঞানবুদ্ধি থাকলে সে আর নির্বোধ নিগ্রোদের প্রতিনিধি হতে ডাকবে না।

শীত পড়ছে। অনেক বিষয়ে তাকে এখন ব্যস্ত থাকতে হবে। গ্রীষ্মকালে সহজ হয় জীবন যাত্রা, পাওয়া যায় জীবনে আনন্দ। আর এই শীতের আগমনে লোকেরা চিন্তিত হয়ে পড়েছে। এক সপ্তাহ ধরে গিডিয়ন লোক দিয়ে নিম্নাঞ্চলের বনে কাঠ কাটাচ্ছিল। আগেকার দিন হলে কোনও শ্বেতাঙ্গ এ সমস্ত কাজের তদারক করত। গাছ কেটে পরিষ্কার করা হত বটে, তবে দু ফুট গোড়াগুলো রয়ে যেত আর বছরের

পর বছর পচত। গিডিয়ন অনেকদিন এ সম্বন্ধে চিন্তা করেছিল এবং এ বছর সে প্রস্তাব করল যে গাছের গোড়া খুঁড়ে কাটা হোক।

"কাজ যে দ্বিগুণ হয়ে যাবে," তারা বলল।

"আর কেনই বা আমরা করব ?"

গিডিয়ন বলল, "গোড়া সমেত গাছটা উপড়ে ফেলা সহজ। গাছ কেটে গোড়া তোলা অত সহজ নয়।"

"কে গোড়া নেবে ?"

গিডিয়ন বলল, "তা আমরা জানি না। এ জমি বার তাও জানি না। তবে হয়ত এ জমি একদিন আমাদের হবে।"

"কবে যে আসবে সেদিন !"

গিডিয়ন যদি না প্রেরণা দিয়ে জানাত যে তাদের ভোট আছে, তাহলে তারা আধ বেলা ঐ প্রশ্ন নিয়েই তর্ক চালাত। গিডিয়ন কথাটা বলে ফেললেও ভোটের কার্যকারিতা সম্বন্ধে তার কোনও সুনিশ্চিত ধারণা ছিল না—ধারণা ছিল না কাঠকাটার মত একটা সামান্য প্রত্যাহিক কাজের ক্ষেত্রে ঐ অদ্ভুত নীতির প্রয়োগ কেমন ক'রে হবে। মতলবটা তার মাথায় চেপে বসল। লোকেরাও চুপ করে তার সে প্রস্তাব মেনে নিল। গিডিয়ন জানাল যে তাদের 'হাঁ' অথবা 'না' বলতে হবে। যদিও তারা অধিবেশনের পক্ষে ভোট দিয়েছিল তথাপি এই অভিনব জিনিষের কর্মকৌশল তাদের কাছে ছিল বিস্ময়কর ও বিপ্লবাত্মক। একটা শুধু 'হাঁ' অথবা 'না' এই ব'লে ভোট দিতে পারে, না, 'হাঁ'—'না' দুইই বলে ভোট দিতে পারে—এ সম্পর্কে আগে তাদের সুনিশ্চিত হতে হল। অবশেষে গোড়া সমেত গাছ তোলা নিয়ে গিডিয়নের প্রস্তাব সংখ্যাধিক্যে জয়যুক্ত হল।

যখন যণ্ডামার্কা টুপার অভিযোগ জানাল যে, সে তার প্রয়োজনের তিনগুণ কাঠ কাট্‌ছে আর ওদিকে ক্ষুদে হ্যানিবল ওয়াশিংটন অর্ধেক কাজও করছে না তখন গিডিয়ন আবার ভোটের উপর নির্ভর করল। শুধু এ সময় একটা নতুনত্ব দেখা দিল। লোকেরা যন্ত্রপাতি ফেলে সহযোগিতা সম্পর্কে আলোচনা করতে লাগল। পুরাণ দিনে যখন তাদের কাজের ওপর তদারক করা হত, একসঙ্গে কাজ করা তাদেব দ্বিতীয় স্বভাব হয়ে গিয়েছিল। এখন তারা বুঝতে পেরেছে যে তাবা স্বাধীন, তারা মুক্ত। এতদিন পবের স্বার্থে তারা খেটে এসেছে। এখন নিজের নিজের কাজ-টুকু ছাড়া কেন তারা অপবের কাজ করবে? আজকের দিনে প্রশ্নটা একান্তই স্বাভাবিক। স্বাধীনতা বলতে ওই যদি না বোঝায় তবে কি বোঝাবে?

ব্যাপারটা ভোটে দেবার পূর্বে প্রশ্নটার বিভিন্ন দিক আলোচনা ক'রে ব্রাদার পিটার একটা নতুনত্বের নির্দেশ দিলেন। হ্যানিবল ওয়াশিংটনেব ছোট মুখটা ক্রোধে কুঞ্চিত হয়ে গেল। টুপারকে সে বলল—"তুই একলা কাঠ কাটছিস। আমি ত বলছি যে কাঠ আমরা কাটছি তা সমান ভাগে ভাগ কবা চলবে না। ওরে বদমাস্‌ তাহলে কেন তুই আমাকে ঠাট্টা কবছিস্‌?"

টুপার তাব কুড়ুল তুল্‌ল। গিডিয়ন ও অন্যান্য সকলে তাদের ছাড়িয়ে দিল। ব্রাদার পিটার চীৎকার ক'রে বললেন, "এই সামান্য বিষয় নিয়ে যারা রক্তারক্তি করতে যায় তাদের লজ্জিত হওয়া উচিত"

একঘণ্টা ধ'রে তারা রুক্ষস্বরে তর্কাতর্কি কবল। এবার ভোটে সামান্য সংখ্যাধিক্যে জয় হল। পরে গিডিয়ন ব্রাদার পিটারকে বলল, "স্বাধীন হয়েও আমাদের ঝঞ্ঝাট গেল না।"

"কোন্ মানুষটা নির্ঝঞ্ঝাট বলতে পার ?"

- "সে যাই হোক্, আমার মাথা ধরেছে। ছেলে মানুষের মত লোকগুলো শুধু খেয়োখেয়ি করবে আর কাঁদবে।"

"গিডিয়ন, ওরা ত জানেনা কি ক'রে একসঙ্গে কাজ করতে হয়, আর কি ক'রেই বা পৃথক হয়ে কাজ করতে হয়। সত্যই ওরা ছেলে মানুষ। স্বাধীন হবার দু এক বছরের মধ্যে তুমি কি ক'রে একটা নিগ্রোর কাছ থেকে বড জিনিষ প্রত্যাশা কর ? কালের গতি যে খুব ধীর—মন্থর।"

কিন্তু কালের গতির সঙ্গে এল নানান্ ঝঞ্ঝাট। তাদের কাছে ভোটটা ছিল যেন সূর্য্যোদয়ের মত সুতীব্র উজ্জ্বল। কিন্তু ভোটের পর অভিনব কিছুই ঘটল না। জীবনের গতানুগতিকতায় এল না কোনও পরিবর্তন। গিডিয়ন লক্ষ্য করেছে এখন প্রায়ই লোকেরা ঐ বড বাডীটার জানালার মধ্যে দিয়ে উঁকি মারে। ঐ বড বাডীটার মধ্যে অনেক সুন্দর জিনিষ ছিল। সেগুলোর সম্বন্ধে অনেক কথাবার্তা হয়েছে ওদের মধ্যে। সেই সব কথাবার্তার মধ্যে গিডিয়নের প্রতি ওদের একটা অসন্তোষ প্রকাশ পেয়েছিল। কারণ, গত বছরে দক্ষিণ ক্যারোলিনার যে সৈন্যদলকে ভেঙ্গে দেওয়া হয়েছিল, সেই সৈন্যরা দরজা ভেঙ্গে বাডীর মধ্যে প্রবেশ ক'রে, পছন্দসই সমুদয় জিনিষ নিয়ে অন্যান্য জিনিষ ছড়িয়ে দিয়ে গিয়েছিল। গিডিয়নই সেই সব জিনিষ ঠিকঠাক ক'রে বাডীটাকে বসবাসের যোগ্য ক'রে তুলেছিল। যখন ওরা গিডিয়নকে প্রশ্ন করেছিল—"কিসের জন্য ?" সে উত্তর দিয়েছিল—"জিনিষগুলো ত আর আমাদের নয়।" ওরা আবার প্রশ্ন করল— "কেন ? আমরা যে কাপড় পরি, যে ঘরে ঘুমাই, সে সব আমাদের, কিন্তু এগুলো

আমাদের নয় কেন শুনি ?” গিডিয়ন উত্তর দিল, “একটা প্রয়োজনীয়, অন্যটা অপ্রয়োজনীয়।”

সেদিন গিডিয়ন দেখল মার্কাস রূপোর একটা বড় চামচ নিয়ে আস্‌ছে। চামচটা ঐ বড় বাড়ীটা ছাড়া অন্য কোথাও মিলবে না। তবে কেমন ক’রে এল ? মার্কাস তাহলে নিশ্চয়ই বাড়ীটার মধ্যে প্রবেশ করেছিল। একটা বড় বাড়ী, ধ্বসে-পড়া দেওয়ালের মধ্যে দিয়ে রয়েছে অসংখ্য যাতায়াতের পথ আর সে পথে প্রবেশ করা মোটেই শক্ত নয়। গিডিয়ন এই প্রথম ছেলেদেব শাসন সংক্রান্ত ব্যাপারে অনিশ্চয়তা অনুভব করল। এটা সে বুঝল যে ছেলেদের সঙ্গে কেমন করে ব্যবহার করতে হয় সে জানে না। শুধু এটাই না, অনেক কিছুই সে জানে না। অজ্ঞানতার কথা ভাবলে সে থৈ পায়না। আজকাল প্রতি রাত্রে গিডিয়ন আগুনের পাশে ব’সে ব্রাদার পিটারের দেওয়া ইংরাজি কথাগুলো মুখস্থ করে। অজানা সব কথায় নেমে আসে বিস্ময়ের রাজত্ব আর সে রাজত্বের সীমানায় ভাল ও মন্দ যেন হারিয়ে ফেলে তাদের চিরন্তন পার্থক্য। মার্কাসকে কঠোর ভাবে শাস্তি দেবার পরিবর্তে গিডিয়ন অনিশ্চিত চিত্তে তাকে বলল—

“মার্কাস ঐ বাড়ীটার মধ্যে গেলি কি ক’রে ?”

“যাইনি ত।”

মার্কাস মিথ্যা কথা বলল। গিডিয়ন ভাবল, “ছেলেটা ত ভাল ছিল।” সমস্যা ও বিস্ময় এখন অপরিমেয় হয়ে দেখা দিল। গিডিয়ন তাড়া দিয়ে বলল, “কোথা থেকে এ চামচ পেলি ?”

“কুড়িয়ে পেয়েছি।”

“কুড়িয়ে পাসনি, সত্যি কথা বল।”

"না, কুড়িয়ে পেয়েছি।"

অপ্রস্তুত মার্কাসকে ধরে ফেলল গিডিয়ন। আস্তে আস্তে সমস্ত ঘটনাই ওর মুখ থেকে বেরিয়ে এল। রান্নাঘরের মধ্যে দিয়ে ওরা ঐ বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করেছিল। অন্যান্য ছেলেরাও অনেক জিনিষ নিয়েছে—কেউ নিয়েছে সিল্ক, কেউ রূপো। সবাই সেগুলো লুকিয়ে রেখেছে। গিডিয়ন মার্কাসকে চাবুক মারতে পারলনা। কোনও ছেলের গায়ে সে হাত তোলেনি। তার নিজের লোকেরা ও কাজ পারে না। বেত মারার কাজ ওরা ছেড়ে দিয়েছে শ্বেতাঙ্গ লোকেদের হাতে। সে নিজেও ত জানে যে পিঠের ওপর বেতের আঘাত কেমন লাগে। সমস্ত লোক ডেকে সে একটা সভা করল এবং মার্কাসকে সবার সামনে দাঁড করিয়ে দিয়ে সমস্ত ঘটনা বলল। তার এক একটা কথা চাবুক মারার মতই দাগ ফেলল মার্কাসের মনে।

ব্রাদার স্টিফেন জানতে চাইল, "ব্রাদার গিডিয়ন, আর কতদিন ঐ বড় বাড়ীটা দাঁড়িয়ে থাকবে?"

"বাড়ীটা পৃথিবীর শেষ দেখে যাবে।"

"নিগ্রোরা নোংরা খড়ের বিছানায় রাত্রি কাটায়, কিন্তু ঐ বড বাড়ীটাতে কেউ থাকতে পায় না।"

গিডিয়ন জোর দিয়ে বলল, "তবু ওটা পৃথিবীর শেষ দেখে যাবে।"

সেই রাত্রে রাসেল কাঁদতে কাঁদতে বলল, "গিডিয়ন, ছেলেটাকে তুমি অমন করলে কেন?"

"যা করা উচিত ছিল তাই করেছি।"

"সকলের সামনে ওকে অমন ক'রে আঘাত করা উচিত হয়নি।"

"সে একটা খারাপ কাজ করেছে।"

"খুব খারাপ ব'লে ত মনে হয় না। আর যদি ক'রেও থাকে সে খারাপ এসেছে তোমাদের ঐ ভোট থেকে।"

"কি——?"

"তোমরা চার্লসটনে গেলে আর পিছনে রেখে গেলে সেই সব নিগ্রোদের অভাব অভিযোগে যারা গুমরে মরছে। আর ত কিছুই করলে না? যা ছিল তাই আছে; কোনও কিছুরই সুবন্দোবস্ত হল না।"

গিডিয়ন ঘুমিয়ে পড়ার ভান করল। রাসেলও কথাবার্তা বন্ধ করল। গিডিয়ন শুনতে পেল রাসেল কাঁদছে।............

পনের বছর বয়স জেফের। এ বয়সেই সে বাঁধন ছিঁড়তে চায় ধরাবাঁধা জীবনের। বন্য পশুর মতই সে বলিষ্ঠ ও জেদী। তার কাছে গিডিয়ন একজন বৃদ্ধ লোক; ব্রাদার পিটারও তাই। একটা দড়ির ফাঁসের মত যেন ওরা বিরাট বিশ্বকে টেনে এনেছে জেফের গলার কাছে। ভাল ক'রেই আটকেছে সে ফাঁসটা। এই ফাঁস থেকে সে মুক্তি চায়—মুক্তি চায় এদের এই নাগপাশ থেকে। অল্প সংখ্যক নিগ্রোদের নিয়ে যে সমাজ—যেখানে কেউ পড়তে বা লিখিতেও পারে না, যেখানে বিশ্বের সংবাদ বহন ক'রে আনে না কোনও সংবাদপত্র—সে সমাজে ত সময় সচল নয়। আদিমকালের ধারা এখনও চলেছে এখানে। একটা ঘড়িও নেই। মাথার ওপর সূর্য এদিক ওদিক করে। ঐ বড় লাল সূর্যটাই ওদের ঘড়ি। ঋতু—পরিবর্তনে চলে ওদের মাস গণনা। যুদ্ধের আগেকার কথা জেফের মনে অস্পষ্ট হয়ে গেছে। স্বাধীনতা ও দাসত্বের পার্থক্য নিয়ে ওদের মধ্যে সদা সর্বদা আজ যে কথাবার্তা চলছে তার কোনও ছাপই পড়ছে না জেফের মনে। একটা

অরাজকতার মধ্যে ওর জন্ম আর সেই অরাজকতার মধ্যে কাটছে ওর কৈশোর।

একটা তরুণ দৈত্য হলেও সে এখনও বালক। লোকেরা ভোট দিতে গেল আর সে পিছনে প'ড়ে থাকল। এ অবস্থায় সে অস্বস্তি অনুভব না ক'রে পারেনি। সেদিন প্রতিটি পথ তাকে শুনিয়েছিল এক অজানা লোকের সুর। সে ভেবেছিল—সেও একদিন ওদের মত ঐ পথ ধরে যাবে কিন্তু ফিরে সে আসবে না। কখনও কখনও গিডিয়ন ঐ বালকের মধ্যে ক্ষুব্ধ হিংস্রতা লক্ষ্য করেছে। সেইজন্য জলাভূমিতে একলা শিকার করতে জেফকে সে বাধা দেয়নি। ঘণ্টার পর ঘণ্টা জেফ সেই জলাভূমিতে ঘুরে বেড়ায় আর গান গায়। কিন্তু সে গানে থাকত না কোন বাণী, থাকত শুধু একটা উদ্দাম সুর। শিকার ছাড়া অন্য কিছুতেই দমিত হত না তার অশান্ত ভাব। ছায়া-শীতল জলাশয়ের ধারে এসে বসলে সে দেখতে পেত তার চারদিকে পড়েছে অসংখ্য পায়ের দাগ। তৃষ্ণাকাতর হরিণরা এখানে আসে জল খেতে। চুপ ক'রে ক্লান্ত দেহে একসঙ্গে দশঘণ্টা সেই জলাশয়ের ধারে সে শুয়ে থাকত—প্রতীক্ষা করত কোনও হরিণ-শিশুর অথবা জলাভূমির হিংস্র শূকরের আগমন। সমস্ত জলাভূমিতে নেমে এসেছে গাঢ় নিস্তব্ধতা। সেই সব দীর্ঘায়াত সময়ে জেফ শুয়ে শুয়ে স্বপ্ন দেখত। সে সব স্বপ্নের না থাকত কোনও প্রস্তাবনা, না পড়ত তার যবনিকা। তার স্বপ্নে ছিল এমন সব সহর যা সে কখনও দেখেনি। লোকের মুখ থেকে শোনা কথায় গ'ড়ে উঠেছে সেই সব স্বপ্নময় পরীর রাজ্য। তার স্বপ্নের মধ্যে ছিল ফাদার আব্রাহাম। দেবতার মতই অপরূপ তিনি। কণ্ঠে তাঁর আনন্দের সঙ্গীত। কখনও কখনও যেন স্বপ্নের

মধ্যে সে আপন অন্তরে অনুভব করত কিসের এক সুতীব্র আকাঙ্খা। কায়াহীন সে আকাঙ্খায় তার সমস্ত অন্তরটা মেঘের মত প্রসারিত হয়ে যেত।

একদিন জলাভূমিতে সে দুজন শ্বেতাঙ্গকে দেখ্‌তে পেয়েছিল। এ কথা সে গিডিয়নকে বলেনি। তারা ছিল সৈনিক, পরণে তাদের ময়লা ধূসর রংএর শতছিন্ন প্যান্ট এবং সার্ট। জেফের প্রতি লক্ষ্য পড়তেই তারা গর্জে উঠ্‌ল। তারা যখন বন্দুক উঁচাল, জেফ লাফিয়ে একটা গাছের আড়ালে দাঁড়াল। দুটো বন্দুক থেকে বেরিয়ে এল গুলি। সে জলাভূমি যেন যুদ্ধক্ষেত্রের মত ধ্বনিত হয়ে উঠ্‌ল। যদি তারা তাকে হাতের নাগালে পেত তাহলে হয়ত আর একটা নিগ্রো লুটিয়ে পড়ত মাটিতে, শেষে কাদা ও পচা পাতায় মিশে যেত তার দেহ, লুপ্ত হত তার অস্তিত্ব। গুলি করেই শ্বেতাঙ্গ দুজন জলাভূমির মধ্যে দিয়ে ছুটল। জেক ইচ্ছে করলে তাদের একজনকে সহজেই গুলি ক'রে মারতে পারত। কিন্তু সে মারল না। এটাই ছিল তার নবোন্মেষিত পৌরুষের প্রকাশ। ভীত না হয়ে সে শুধু কৌতূহলের সঙ্গে তাকিয়ে থাকল। এত হঠাৎ এবং এত অবিচলিত ভাবে তারা তাকে মারতে চাইল কেন—এ রহস্য তার মনে দোলা দিয়েছিল। কিন্তু কাউকে কিছুই সে বলেনি।

* * * * *

শ্বেতাঙ্গ তদারককারী চ'লে যাবার পর এই প্রথম কারওয়েলে একটা চিঠি এল। ভোট হয়ে যাবার পর অনেক সপ্তাহ কেটে গেছে। সুতরাং এই দুই বিস্ময়কর ঘটনার মধ্যে যে যোগসূত্র থাকতে পারে এ কেউ ভাবল না। একদিন অপরাহ্ণের দিকে একটা

গাড়ী এল। ধীর, গম্ভীর ও আলস্যজড়িত পদক্ষেপে গাড়ী থেকে নেমে এলেন বৃদ্ধ পোষ্ট মাষ্টার ক্যাপ হলষ্টাইন। ভাবে বোধ হল তিনি যেন এক বিরাট মর্যাদাসম্পন্ন লোক। আজকের স্বাধীন লোকদের সঙ্গে ব্যবহারের ক্ষেত্রে তিনি এই ভাবই বজায় রাখেন। সমগ্র যুদ্ধের মধ্যেটাই তিনি পোষ্ট মাষ্টারের পদ দখল ক'রে ছিলেন। অবশ্য প্রভু বদল হয়েছে বার বার। প্রথমে বিদ্রোহীদের অধীনে, তার পর ইয়াংকিদের অধীনে, তারপর আবার বিদ্রোহীদের অধীনে, তারপর আবার ইয়াংকিদের অধীনে তিনি কাজ চালিয়ে আসছেন।

ক্যাপ হলষ্টাইনকে এই জন্যই প্রভুভক্ত বলা যায় না। তিনি তামাক পাতা চিবান, আর পিচ্ ফেলেন। দেশের নয়া শাসনতন্ত্রের তিনি ঘোর শত্রু। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত চলে এই শাসনতন্ত্রের প্রতি তাঁর অভিশাপ বর্ষণ। জাতীয় পতাকাকে অভিবাদন করেননি কখনও তিনি। এই একটা লোকই যুদ্ধ ও যুদ্ধোত্তর কালের অরাজকতার মধ্যে সমস্ত লোকের গতিবিধির কথা জানতেন—জানতেন কোন লোকটা বেঁচে আছে, কোন লোকটা ম'রে গেছে, কেউ বা বাড়ীতে আছে আর কেউ বা চার্লস্টনে, কলম্বিয়ায়, আটালান্টায় কিংবা আরও উত্তরে গেছে। গ্রামাঞ্চলের হাজার হাজার দাসত্ব-মুক্ত নিগ্রোদের কেবল তিনিই জানতেন। তিনি যে প্রত্যহ সৈন্যবাহিনীকে অভিশাপ দেন এবং সেই সঙ্গে ব'লে বেড়ান নিজের হাতে অন্ততঃ একজন রিপাবলিকান্‌কে হত্যা করার প্রত্যাশায় জীবনের বাকি কটাদিন কাটাচ্ছেন—এসব কথা জানা সত্ত্বেও উপরিউক্ত কারণে সামরিক শাসন তাঁকে পোষ্ট মাষ্টারের পদে বহাল রেখেছিল। সে যাক্। গাড়ী থেকে নেমেই তিনি হাঁক দিলেন, "ওরে কালা জারজ নিগ্রোবাচ্চারা!"

কোন দোপেয়েকেই তিনি ভয় করতেন না। নারী, পুরুষ ও ছেলেমেয়ের দল দৌড়ে এল। তাঁর চারদিকে তারা জড় হল। মাটিতে তামাকের পিচ ফে'লে ও দুহাত ঘ'ষে তিনি পকেট থেকে একটা বাদামী রঙের খাম বার করলেন। সেটার দিকে একবার আড় চোখে তাকিয়ে হাঁক মারলেন, "ওরে চোর বজ্জাতের দল! তোদের মধ্যে কে গিডিয়ন জ্যাক্সন?"

সেই ক্ষুদ্রকায় বৃদ্ধ লোকটার দিকে তাকিয়ে গিডিয়ন মৃদু হাসছিল। ক্যাপের সম্পর্কে কি একটা যেন তার ভাল লাগত। গিডিয়ন জানত না সেটা কি অথচ সেটা যেন ব্রাদার পিটারের এই মন্তব্যে ধরা পড়েছে—"এ হচ্ছে এমন একটা লোক যার প্রার্থনা করা একান্ত প্রয়োজন।" গিডিয়ন এগিয়ে গেল। ক্যাপ তাকে চিনতেন। তার আপাদমস্তক চোখ বুলিয়ে প্রশ্ন করলেন, "গিডিয়ন জ্যাকসন্?"

"হাঁ।"

"এখানে সই কর।"

"এই করছি, মশায়।"

হলষ্টাইন পেন্সিলের গোড়াটা এগিয়ে দিলেন। "তুই লিখতে পারিস্? যদি না পারিস্, নিগ্রোদের মত এখানে আঙ্গুলের ছাপ দে।" গিডিয়ন বলল, "আমি লিখতে জানি।" নামটাই কেবল সে লিখতে পারে। ক্যাপের প্রখর দৃষ্টির সামনে যখন সে সই করছিল, লোকেরা চারদিক থেকে এমন ঘিরে ফেলল যে তার দম প্রায় আটকে যাবার জোগাড়। আজকের মত আর কখনও সাধারণের চোখের সামনে তাকে লেখার কসরৎ করতে হয়নি। সবাই নীচুগলায় তার নিপুণতার সম্বন্ধে মন্তব্য করতে লাগল। তারপর সেই বৃদ্ধ লোকটা তাঁর গাড়ীতে চেপে বসলেন এবং খচ্চরটাকে বেত মেরে জোরে গাড়ী

চালিয়ে দিলেন। যে পথ দিয়ে তিনি এসেছিলেন সে পথ দিয়েই তিনি চলে গেলেন।

গিডিয়ন সেই বাদামী খামটি উল্টে পাল্টে দেখল। বাঁ দিকের উপরের কোণে ছাপা ছিল:

"যদি দশদিনের মধ্যে বিলি করা না হয় তবে নিম্নলিখিতের কাছে ফিরত পাঠাও।

জেনারেল ই, আর, এস্, ক্যানবি; ইউ, এস, এম, ও, এফ

কলম্বিয়া, এস্, সি, এস্, এম্, ডি।"

প্রায় সবটাই সে পড়তে পারল কিন্তু ঐ সব আদ্যাক্ষরগুলো কোন্ কোন্ কথার পরিবর্তে বসান হয়েছে—সে বুঝতে পারল না। ব্রাদার পিটার গিডিয়নের কাঁধের ওপর দিয়ে উঁকি মেরে বললেন, "জেনারেল ক্যান্বি একজন নবাগত ইয়াংকি। তাঁকে হয়ত পাঠান হয়েছিল সাধারণ পরিস্থিতি আয়ত্তে রাখার জন্য। এস, সি, মানে সাউথ ক্যারোলিনা; এস, এম, ডি মানে সেকেণ্ড মিলিটারি ডিষ্ট্রিক্ট্। এই সময়েই আমাদের ভোট দেবার জন্য ডাকা হয়েছিল। ভগবানই জানেন আর সব অদ্যাক্ষরগুলোর অর্থ কি।"

বিপরীত কোণে লেখা ছিল:

"সরকারী বিষয়।

ডাক টিকিটের মূল্য ফাঁকি দিয়া ব্যবহার করার অপরাধে ১০০ ডলার জরিমানা দিতে হইবে।" উপস্থিত লোকদের মধ্যে কেউ-ই কথাগুলোর অর্থ বার করতে পারল না। মাঝখানে লেখা ছিল ঠিকানা—

"গিডিয়ন জ্যাকসন, এসকয়ার (Esquire)

কারওয়েল আবাদ,

কারওয়েল, এস্, সি, এস্, এম্, ডি।”

ব্রাদার পিটার গিডিয়নের নামটা উচ্চকণ্ঠে পড়তে পারলেন বটে, কিন্তু এস্‌কয়ারে (Esquire) এসে থেমে গেলেন। তিনি শব্দটি আগে কখনও শোনেননি। কথাটার অর্থ যখন তিনি ধারণাই করতে পারলেন না, তখন কি করেই বা উচ্চারণ করবেন! তবু নীরবে তিনি কয়েকবার চেষ্টা করলেন। হ্যানিবল ওয়াশিংটন কিছু কিছু পড়তে পারে। সেও একবার চেষ্টা করল। তারপর চেষ্টা করল মেরিয়ন জেফার্সন; সৈন্যবাহিনীতে থাকা কালে সেও কিছু কিছু পড়তে শিখেছিল। এই চার পাঁচ জনেরই যা একটু আধটু অক্ষর পরিচয় আছে। আর সবাই নিরেট মূর্খ। নির্বাক বিস্ময়ে তারা চেয়ে রইল চিঠির দিকে। পরিশেষে গিডিয়ন বলল, “ব্রাদার পিটার, কথাটার মানে আপনি কি বলেন?” ব্রাদার পিটার মাথা নাড়িয়ে জানালেন তাঁর অক্ষমতা। হ্যানিবল ওয়াশিংটনের কাছে এ প্রশ্ন তোলা না হলেও সে বলল, “হয়ত মিষ্টার, কিম্বা কর্ণেল অথবা ঐ রকম কোনও একটা কিছু হবে।”

“তা যদি হয় তবে গিডিয়নের নামের আগে না বসিয়ে পিছনে বসান হয়েছে কেন?”

আবার সকলে নীরব। শেষে ব্রাদার পিটার সে নীরবতা ভেঙ্গে বললেন, “গিডিয়ন, চিঠিটা খুলে ফেল।” ধীরে ধীরে গিডিয়ন খামটা খুলে ফেলল। অনেক কাগজ ছিল খামের মধ্যে আর ছিল একটা চিঠি। চিঠির উপরেও লেখা ছিল গিডিয়নের নামধাম। চিঠিটা নিম্নরূপ:—

“এতদ্বারা আপনাকে জানান যাইতেছে যে, আপনি সাউথ

ক্যারোলিনার কারওয়েল সিন্‌কারটন জেলা হইতে উপরাজ্য—শাসনতন্ত্র সম্পর্কিত অধিবেশনে প্রতিনিধি নির্বাচিত হইয়াছেন। এই অধিবেশন ১৮৬৮ সালের ১৪ই জানুয়ারী তারিখে চার্লস্‌টন্‌. এস্‌, সি, এস্‌, এম্‌, ডি স্থানে বসিবে। আপনার প্রতি উপদেশ ও আপনার পরিচয় সংক্রান্ত কাগজপত্র এই খামের মধ্যে দেওয়া হইল। চার্লস্‌টনের মেজর্‌ এলেন জেম্‌স্‌কে আপনার নির্বাচন ও স্বীকৃতি সম্পর্কে জানান হইয়াছে। তিনিই আপনার পরিচয়পত্র গ্রহন করিবেন। যুক্তরাষ্ট্রের গভর্ণমেণ্ট আশা করেন যে, যথাশক্তি বিবেকবুদ্ধি প্রয়োগ করিয়া আপনি কর্তব্য সম্পাদন করিবেন। যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেস আপনাকে অনুরোধ করিতেছে যে, আপনি সত্য ও বিশ্বাস লইয়া সাউথ ক্যারোলিনার পুনর্গঠন কার্যে অংশ গ্রহণ করিবেন।

স্বাক্ষর—জেনারেল ই, আর, এস, ক্যান্‌বি ইত্যাদি।"

এই হল চিঠির বিষয়বস্তু। সমগ্র অর্থের সামান্যতম অংশও অনুধাবন করতে তাদের ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে গেল। এখন গিডিয়নের যেমন হাসি পেল তেমনি দুঃখও হল। যত সব অশিক্ষিত লোক পেয়েছে স্বাধীনতা আর সেই সব স্বাধীন লোকেরা তাকে করেছে নির্বাচিত। না হেসে কি উপায় আছে! দুঃখ হয় ভেবে যে তারা ডুবে আছে অশিক্ষার অতল অন্ধকারে। তাদের গায়ের রঙের মতই সে অন্ধকার—সে অন্ধকার রাত্রির মত! স্বপ্নের ঘোরে মানুষ যেমন প্রতারিত হয় তারাও তেমনি অশিক্ষার ফলে প্রতারিত হয়েছে। স্বাধীনতা আসার পরেও অনেক রাত্রে স্বপ্নের মধ্যে গিডিয়ন আপন পিঠে অনুভব করেছে দাসত্ব—লাঞ্ছিত দিনের মত বেত্রাঘাত। স্বপ্নের মধ্যে সে দেখেছে—বিগত দিনের মত সে

প্রখর রৌদ্রে তুলোর ক্ষেতে কাজ করে চলেছে। এত সত্য মনে হত সে স্বপ্ন যে, সে অস্থির হয়ে বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ত। বাইরে এসে যখন দেখত যে, মাঠে তুলোর চাষ হয়নি তখনি এ মিথ্যার জাল ছিন্নভিন্ন হয়ে যেত। আজ জাগ্রত অবস্থাতেও সে যেন স্বপ্ন দেখছে। দৌড়ে পালিয়ে গিয়ে মুখ লুকোতে পারলে যেন সে বাঁচত!

হ্যানিবল ওয়াশিংটন ও ব্রাদার পিটার চিঠিটা নিয়ে কসরৎ করছিলেন। ধীরে ধীরে ঔৎসুক্য কমে এল ওদের। বেলাও শেষ হল। গিডিয়নের ঘরে আগুনের ধারে কাগজপত্র হাতে নিয়ে এসে ওরা বসল। হ্যানিবল ওয়াশিংটন বলল, "চিঠি পত্রগুলো হয়ত সহরে নিয়ে যেতে হবে। মানে বোঝবার জন্য হয়ত ইয়ংকিদের কাছেই ধর্ণা দিতে হবে।"

গিডিয়ন গর্জন করে উঠল, "না।" এই আকস্মিক গর্জনে ওরা প্রত্যেকেই বিস্মিত হল। মার্কাস ও জেফ্ তাদের বাবাকে এরকম অবস্থায় আগে কখনও দেখেনি। হতবাক্ হয়ে তারা বসে রইল। কিন্তু জেফের কাছে এটা একটা কোনও কিছুর পূর্বাভাষ বলে মনে হল। দেহে-মনে দৃঢ় তিনটি লোকের উপর নির্ভরশীল ছিল এখানকার সকল লোক। যেমন অটল তাদের পদক্ষেপ তেমনি তাদের ঈশ্বরভীতি। তারাই জানে ভাল ফসল পাওয়ার যাদু, জানে পশুবধের কৌশল এবং আরও অনেক কিছু। আর আজ সেই তিনজন একটা কাগজের কাছে হার মানল! এই সামান্য কাগজটার কাছে ব্যর্থ হল তাদের সকল চেষ্টা! কাগজটার মধ্যে নিশ্চয়ই একটা শক্তি আছে। দীপ্ত কল্পনার মধ্যে ভেসে চলল তার চিন্তাধারা। ছাপান কথার শক্তি সে দেখল—দেখল সে কথার শান্ত

ও উদ্দেশ্য—প্রনোদিত নিবেদন। সে যে লেখাপড়া শিখবে—সে জানত। আজ প্রথম নিজেকে তার গিডিয়ন অপেক্ষা বড় ব'লে মনে হল।

গিডিয়নকে দেখে আজ প্রথম আবার তার করুণা হল। সে যদি গিডিয়ন হত তবে পড়তে জানে না বলে সে এত ক্রুদ্ধ হত না—হত না এমন হতাশ। রাসেল তার এ মনোভাব বুঝল। এতগুলো লোকের ভাবোচ্ছ্বাসে ললিত-তন্ত্রী বীণার ঝঙ্কারের মত ঝঙ্কৃত হল রাসেলের নারী-হৃদয়। তাই সকলের চেয়ে বিচলিত হল সে। আগের রাত্রে বৃদ্ধা মামি খৃস্টিকে বহুদিনের সঞ্চিত একটা তাম্রমুদ্রা সে দান করেছিল। সেই বৃদ্ধা তাকে একটা মন্ত্রপূত আশ্চর্য বস্তু দিয়ে গেছে যাতে ভাগ্য ফিরে যাবে! সেই বস্তুটা হচ্ছে একটা ছোট মূর্তি। সেটি এ ঘরেই লুকান আছে। গিডিয়ন যদি জানতে পারে তাহলে সে ভীষণ রাগ করবে। এ রকম কোনও বস্তুর প্রতি তার ঘৃণা অপরিসীম। সুযোগ পেলেই অবুঝের মত সে দুর্ভাগ্যকে অস্বীকার করত। ব্রাদার পিটার আবার ঐ সমস্ত বস্তুকে বিশ্বাস করাকে বিধর্মীর কজ বলে মনে করেন।

শেষে তিনজন লোক কমবেশী চিঠির অর্থোদ্ধার করল। কিন্তু "পুনর্গঠন" ও "যথাশক্তি বিবেকবুদ্ধি প্রয়োগ করিয়া" প্রভৃতি কথাগুলোর অর্থ তারা ধারণা করতে পারল না। অন্য অনেক কথারই অর্থ ভুল হল। তবু তারা সমগ্র চিঠিটার একটা মর্মার্থ পেল। এটা ঠিক হল যে, গিডিয়নকে চার্লসটনে যেতে হবে। অধিবেশন সম্পর্কে একটা অস্পষ্ট ধারণা সুদূর ভবিষ্যতের দিকে তাদের নিয়ে গেল। গিডিয়নের এ চলে যাওয়া হয়ত চিরদিনের জন্য হতে পারে বা নাও পারে। গিডিয়নকে ওদের ত্যাগ

করতে হবে কেননা গিডিয়ন আর তাদের নয়। একটা কৌতূহল নিয়ে ওরা অন্যান্য কাগজ পত্র উল্টে পাল্টে দেখল। এ সব কাগজ পত্র গিডিয়নকে নিয়ে যেতে হবে। পরে নিশ্চয়ই ঐ সব কাগজ-পত্রের অর্থোদ্ধারও হবে।

গিডিয়ন তারিখ সম্বন্ধে প্রশ্ন করল। কাঠের ভাঙ্গা দেওয়ালের মধ্যে দিয়ে বেশ ঠাণ্ডা বাতাস বইছে। ১৪ই জানুয়ারী কি চ'লে গেছে? কিন্তু ব্রাদার পিটার খামের ওপর ডাকঘরের ছাপের কথা ভাবছিলেন।

"এই ত এখানে লেখা রয়েছে ২রা জানুয়ারী।"

হ্যানিবল ওয়াশিংটন একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে বলল, "চার্লসটনে হেঁটে যেতে বহু সময় লাগবে।" গিডিয়নের ওপর তার কেমন যেন ঈর্ষা হয়!

নিজের পরণে শতছিন্ন সুতীর পা'জামা, সৈন্য থাকা কালের পুরান নীল সার্ট ও বুটের দিকে বক্রদৃষ্টি নিক্ষেপ ক'রে গিডিয়ন বলল, "এরকম অবস্থায় যাওয়া যায় না।"

ব্রাদার পিটারও একমত হয়ে বললেন, "বড় বেমানান হবে। আমার কাল রঙের ঢিলা কোটটা নিও। আমার একটা ছেঁড়া জামাও আছে; রাসেল সেলাই ক'রে দিলেই চলবে। কোটটা হয়ত খুব আঁট-সাট হবে কিন্তু তাতেই তোমার চ'লে যাবে, গিডিয়ন।"

"ফার্ডিনাণ্ডের এক জোড়া সুন্দর প্যাণ্ট আছে।"

"ট্র্যাপার ঘরে যে টুপিটা মাথায় দেয় সেটাও তুমি পেতে পার। বেশ সুন্দর মজবুত টুপি তবে একটু তোবড়ান।"

রাসেল বলল, "গিডিয়ন, সার্ট-টার্টগুলো আমি কেচে সেলাই করে দেব।" হ্যানিবল ওয়াশিংটন উদারতা দেখিয়ে বলল,

"গিডিয়ন, সৈন্যবাহিনীতে থাকার সময় ইয়াংকিরা আমাকে যে ঘড়িটা দিয়েছিল সেটা তুমি নিতে পার।" এ ঘড়িটা ছিল তার কাছে অমূল্য সম্পদ। গিডিয়ন ভাবে এরা তাকে সত্যই খুব ভালবাসে। গিডিয়ন ওদের জন্য মনে মনে বেশ একটু দরদ অনুভব করল। হ্যানিবল ওয়াশিংটন ঘড়িটা দেখিয়ে বলল, "গিডিয়ন তুমি এটা নিতে পার। তবে ঘড়িটা চলে না কিন্তু পরলে ভারী সুন্দর দেখায়।"

ব্রাদার পিটার ভেবে বললেন, "একটা রুমাল নিতে হবে, শ্বেতাঙ্গ লোকেদের মত বুক পকেটে রাখতে হবে। অবশ্য নিগ্রোর ঘাম মুছবার জন্য রুমালের প্রয়োজন নেই। সাদা ও লাল রঙের একটা চমৎকার কাপড় আছে আমার কাছে। রাচেল রুমাল করে দেবে'খন।"

এই ভাবে সবার কাছে ঋণী হয়ে গিডিয়ন জ্যাকসন একদিন চার্লস্‌টনের সুদূর পথে বেরিয়ে পড়ল। কারওয়েল থেকে যাত্রা করার পর পথে পথে কাটল দুদিন। ধূলোভরা পথে সে হেঁটেই চলেছে। মাথার টুপিটা ঝুলে পড়েছে। সামরিক বাহিনীর মার্চ করার সুরে অস্ফুট কণ্ঠে সে গান গেয়ে চলেছে,—

ব্রাউন বুড়ো জন
আমার দাদু হন
আমরা চলি, আমরা চলি
স্বাধীনতায় হয়ে বলী।
আমার পায়ের চিহ্ন রইল যেথায় আঁকা
তৃণলতায় পড়বে না গো ঢাকা—
আজাদী এ সড়ক মোদের—
থাকবে সদাই ফাঁকা॥

বাঁধন ছেঁড়ার গান। দক্ষিণ ক্যারোলিনার এমনি পথে এই গান গাইতে পাওয়া ভাগ্যের পরিচায়ক। গিডিয়নও এটা অনুভব করল।

চার্লসটনে পৌছাতে তাকে একশ' মাইল হাঁটতে হবে। সামনে অবারিত সেই পথ। যাত্রী সে, হাঁটাই ত তার কাজ। জীবনের পাশা খেলায় হাতের পাশা পড়ে গেছে। আজ তার বিস্ময়ের অবধি নেই। সে নিজেকে আজ সুখী মনে করে। যুগযুগান্তের সঞ্চিত কত জঞ্জাল নেমে গেছে তার ওপর থেকে। নিষেধের বেড়া ডিঙ্গিয়ে নদীতে মাছ ধরতে যাওয়ার যে আনন্দ একটা বালক পায় সেই আনন্দ সে আজ অনুভব করছে। সন্দেহ ও আশঙ্কাভরা পুরাণ দিনগুলো আবার হয়ত পরে ফিরে আসতে পারে। কিন্তু, তবুও এই দীর্ঘ পথ ভ্রমণের সম্ভাবনায় ক্রীতদাস হয়েও আনন্দে উচ্ছ্বসিত না হয়ে সে পারে না।

তার যাত্রার পূর্বে এই নিয়ে তাদের মধ্যে কথাবার্তা হয়েছিল যে সে সঙ্গে বন্দুক নেবে কিনা। পথে বিপদ থাকা সত্ত্বেও ব্রাদার পিটারের সঙ্গে সে একমত ছিল যে, হাতে বন্দুক নিয়ে অধিবেশনে যোগ দেওয়া সঙ্গত নয়।

ব্রাদার পিটার বলেছিলেন, "শান্তির ললিত বাণী নিয়ে এস, এস নিয়ে বুকভরা প্রেম, হাতে প্রীতির ডালি।"

সে যা হোক, তার বুক পকেটে যুক্তরাষ্ট্রের গভর্ণমেণ্টের দেওয়া পরিচয়-পত্র রয়েছে। খামের ওপর লেখা আছে "সরকারী কাজ"। তার গায়ে হাত তোলে এমন কে আছে? তার হৃদয়-আশা-আকাঙ্খায় যে ভাবে দোলায়িত হতে লাগল—তা সত্যই কৌতুক-প্রদ। কখনও সে ভয় পাচ্ছে, কখনও আবার আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠছে। চাপাটি ও ঠাণ্ডা শূকরের মাংসের থলি হাতে নিয়ে

সে গান গেয়ে চলছিল। রাস্তার দু পাশের পাইন গাছের মধ্যে দিয়ে বইছিল ঠাণ্ডা হাওয়া। সে ভাবছিল এই অধিবেশনের ফলে কি হবে। যতই মনে মনে সে এই সম্বন্ধে আলোচনা করছিল, আশ্চর্যের বিষয় ততই স্পষ্টভাবে তার কাছে প্রতীয়মান হচ্ছিল যে, একটা নতুন রাষ্ট্র ও নতুন জীবনের সূত্রপাত হবে এই অধিবেশন থেকে। সেই নতুনের আবির্ভাবে সে যেমন শঙ্কিত হচ্ছে তেমনি হচ্ছে গর্বিত।

সামনে পাইনের সারি ক্রমশ পাতলা হয়ে এসেছে। মধ্যে দশ একর জমি ফাঁকা। এইটাই এবনার লেটের নিষ্কর জমি—যদিও লেট এমনকি তাঁর ঠাকুরদা' পর্যন্ত কারওয়েলদের প্রজা ছিলেন। লেট একজন দীর্ঘকায় বলিষ্ঠ শ্বেতাঙ্গ। চুলগুলো তাঁর লাল। তিনি মৃদুভাষী। জগৎ সম্বন্ধে সন্দিগ্ধ ও অস্পষ্ট তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী। আজ পর্যন্ত তাঁর জীবনে দুঃসময় কাটল না। যুদ্ধের পূর্বে জমি থেকে বাঁচার মত কদাচিৎ কিছু পেতেন। ভাল ফসল হলে সমস্তই কারওয়েলরা নিয়ে যেত ; ফসল খারাপ হলে ওরা আরও দেনায় তাঁকে ডুবিয়ে দিত। যুদ্ধের সময় তিনি ডাড্‌লি কারওয়েলের সৈন্যবাহিনীতে যোগ দিয়েছিলেন। যুদ্ধের সাড়ে তিন বছর তাঁকে ক্ষতবিক্ষত হতে হয়েছে ; এমনি সংগ্রামে তাঁকে অবতীর্ণ হতে হয়েছে যা জীবনে ভোলা যায় না। শেষে তিনি বন্দী হলেন। তারপর থেকে যুদ্ধ শেষ হওয়া পর্যন্ত তাঁকে ইয়াংকি বন্দি-শিবিরে কাটাতে হয়েছে। তিনি চলে গেলে তাঁর স্ত্রী চারটি শিশু নিয়ে কোনও প্রকারে দিন কাটিয়েছে। কেমন ভাবে কাটিয়েছে তিনি জানেন না—আর সে সব কথা তিনি মনেও রাখতে চান না। এবার ফিরে এসে দুটো ফসল তিনি ফলিয়েছেন। অবস্থা এখনও খারাপ —তবে আগের মত নয়। অন্তত কারওয়েলরা

তাঁকে ভুলে গিয়েছে। খাদ্যশস্যের চাষ করে ও শুয়োর মুরগী পুষে দিন তাঁর কাটছে। অন্ততঃ এটুকু বলা যেতে পারে যে কোনও রকমে গ্রাসাচ্ছাদন চলছে।

এব্‌নার লেটও প্রচলিত রীতি অনুযায়ী কৃষ্ণকায় লোকদের ঘৃণা করতেন। তাঁর মতে নিগ্রোদের ঘৃণা করা ছাড়া আর কিছু করা যায় না। বড় বড় আবাদক্ষেতের মালিকদেরও তিনি ঘৃণা করতেন কিন্তু সে ঘৃণায় যৌক্তিকতা ছিল। গিডিয়ন ও তাঁর মধ্যে ছিল একটা পারস্পরিক শত্রুতার সম্পর্ক। তবু এই সম্পর্কের মধ্যে কিছুটা শ্রদ্ধা মেশান ছিল।• এব্‌নার গিডিয়নকে রাস্তা দিয়ে আসতে দেখে, বেড়ার পাশে এসে কোদালে ঠেস্ দিয়ে দাঁড়ালেন।

গিডিয়ন বলল, "সুপ্রভাত, মিঃ লেট।"

"নিগ্রোর গান শুনলে নরকে যেতে হয়।"

গিডিয়ন মৃদু হেসে বলল—"আমার পা চল্‌লেই মুখ থেকে গান বেরিয়ে আসে। ইয়াংকি সৈন্যদের সঙ্গে যখন মার্চ করতাম তখন এমন ভাবেই গান গাইতাম।"

"বদমায়েস ইয়াংকিদের সঙ্গে যখন তুই ছিলি তখন তোকে খুঁজে বেড়িয়েছিলাম; সেদিন পেলে তোর গায়ের ছেঁড়া কোটের মত তোকে টুক্‌রো টুক্‌রো করতাম। তা, এমন বাঁদরের মত সেজে যাচ্ছিস্ কোন্ চুলোয়?"

"অধিবেশনে যোগ দিতে চার্লসটনে।"

"অধিবেশন! হা ভগবান………"

"ভোটে নির্বাচিত হয়েছি।"

এব্‌নার শিষ দিয়ে বললেন, "অধিবেশনের মানে বুঝিস্? একটা নিগ্রো যাচ্ছে চার্লসটনে অধিবেশনে যোগ দিতে! গিডিয়ন, মনে রাখিস্,

মুখ খুলবার আগে মিথ্যে অভিযোগ এনে ওরা তোকে ফাঁসি দেবে।

গিডিয়ন মাথা নেড়ে বলল,—"দিতেও পারে। কিন্তু আমি গভর্ণমেণ্টের কাছ থেকে চিঠি পেয়েছি। চিঠি আমার পকেটেই আছে। 'আপনি ভোট দিতে গিয়েছিলেন?"

"গিয়েছিলাম; কিন্তু নিগ্রোকে ভোট দিইনি।"

আরও কিছুক্ষণ তারা দাঁড়িয়ে রইল। একটা ছেলে সাহস ক'রে বেড়ার মধ্যে দিয়ে কাৎ হয়ে গ'লে এসে গিডিয়নের কাছে দাঁড়াল। গিডিয়ন সস্নেহে ছেলেটার হলদে রঙের চুলে হাত বুলিয়ে দেয়। তারপর গিডিয়ন বিদায় সম্ভাষণ জানিয়ে আবার পথে নেমে আসে। এব্‌নার একদৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন তার দিকে; বিড়্‌বিড়্‌ ক'রে তিনি বললেন—"চার্লস্‌টন্! হা যীশু, কপালে আমার এও ছিল! একটা নিগ্রোকে অধিবেশনে যোগ দিতে চার্লসটনে যেতে দেখতে হল!"

সূর্য তখন মাথার উপর। হাঁটতে হাঁটতে একটা জায়গায় এসে থামে গিডিয়ন। কাঠকুটো দিয়ে আগুন ধরিয়ে, সে কিছু চাপাটি ও মাংস গরম ক'রে খেল। তারপর সেই চুল্লীর পাশে শুয়ে আধ ঘণ্টাটাক্ বিশ্রাম করায় শরীরটা বেশ গরম হল তার। বিহঙ্গ-কাকলীতে মুখরিত স্থানটি। পার্শ্ববর্তী একটা স্রোতস্বিনীর কল্লোলে তৃষ্ণানিবারণের উপায় খুঁজে পেয়ে তার মনে জাগে সুখানুভূতি।

রাতের আঁধার ঘনিয়ে এল দেখে গিডিয়ন ঘুমাবার মত একটা আশ্রয় সন্ধান করতে লাগল। প্রয়োজন বোধে সে পাইন বনে আগুন জ্বালিয়ে পাইন-পাতার নরম বিছানায় শুয়ে থাকতে পারে। রাত্রি যাপনের পক্ষে এটা অপেক্ষাকৃত সুখপ্রদ স্থান। কিন্তু মানুষের কণ্ঠস্বর ও হাসি শুনতে না পেয়ে সন্ধ্যাটা গিডিয়নের কাছে একেবারে বিস্বাদ লাগে। সময় যেন আর কাটত চায় না।

নির্জনতার মধ্যে থাকবার মত মানুষ সে নয়। সমস্ত দিনের পথ চলায় সে ক্লান্ত। আজ বোধহয় পঁচিশ থেকে তিরিশ মাইল সে হেঁটেছে। একটা সহর সে পেরিয়ে এসেছে, সেই সঙ্গে পিছনে ফেলে এসেছে বহু মাইল পথ। চিরহরিৎ বনময় জলাভূমির মধ্যে দিয়ে যে বাঁধান সড়ক গেছে সেই পথে সে হেঁটে এসেছে। তার সামনে সমতল বেলাভূমি। সন্ধ্যার শান্ত আবেশ নেমেছে বিশ্বপ্রকৃতিতে। বাতাসে রয়েছে ঠাণ্ডার আমেজ।

গিডিয়ন সামনে একটা কাঠের ঘর দেখতে পেল। সে ঘরের চিম্‌নি দিয়ে ধোঁয়ার কুণ্ডলি উঠ্‌ছে উপরে এবং তার দরজার পাশে খেলা করছে বাদামি রঙের তিনটি ছেলেমেয়ে। তাই দেখে গিডিয়ন একটু আশ্বস্ত হল। মাঠ পেরিয়ে যখন সে এদিকে আস্‌ছিল সেই বাড়ীর একটা লোক তাকে অভ্যর্থনা করার জন্য বেরিয়ে এলেন। লেকেটি একজন নিগ্রো। বয়স বোধহয় তাঁর পঁয়ষট্টি কি সত্তর। কিন্তু তাঁর দেহ বেশ বলিষ্ঠ। স্বাস্থ্যের প্রকাশ আছে তাঁর সর্বাঙ্গে, মুখে আছে হাসি।

তিনি অভ্যর্থনা জানালেন। গিডিয়নও প্রত্যভিবাদন করল।

গিডিয়ন ভাবল ছেলেমেয়েরা সর্বত্র একই রকম। একজন আগন্তুকের উপস্থিতিতে তাদের মধ্যে একটা সলজ্জ কৌতূহল আসে আর আসে একটা প্রীতিপূর্ণ আবেগ। বৃদ্ধ লোকটি প্রশ্ন করলেন, "আমি আপনার জন্য কি করতে পারি ?"

"মশায়, আমার নাম গিডিয়ন জ্যাক্‌সন। কারওয়েল আবাদ অঞ্চল থেকে আমি আস্‌ছি। যাব চার্লস্‌নে। রাত্রির মত আপনার ছাউনিটার এক কোণে মাথা গুঁজ্‌বার জায়গা পেলে উপকৃত হব। ভিখিরী নিগ্রোর মত খাবার চাইতে আসিনি। আমার সঙ্গে পুঁটলিতে

খাবার আছে। আমার পকেটে আছে গভর্ণমেণ্টের কাগজপত্র।" বৃদ্ধ লোকটি হাসছিলেন। গিডিয়ন থামল এবং থতমত খেয়ে অধিবেশন সম্বন্ধে যা বলতে যাচ্ছিল তা চেপে গেল। বৃদ্ধ লোকটি বললেন,

"আমার ঘরে আগুনের পাশে যে কোন লোককে পেলে আমি খুশীই হই। খাবারের ভাগ দিয়ে খেতে আমার আনন্দই হয়। ছাউনিটা জন্তুজানোয়ারের জন্য তৈরী। বিছানা দেবার সামর্থ্য আমাদের নেই। তবে যদি দরকার হয় আগুনের পাশে একটা কম্বল দিতে পারি। কোন লোকেব পরিচয়পত্র চাইবাব মত ধৃষ্টতা আমার নেই। আমার নাম জেমস্ এলেন্‌বি।"

বৃদ্ধের মৃদু হাসিতে আশ্বস্ত হয়ে গিডিয়ন বলল—"মিঃ এলেন্‌বি, অশেষ ধন্যবাদ।" এলেন্‌বি কাঠের ঘরের মধ্যে তাকে নিয়ে গেলেন। ঘর ত নয় যেন একটা কাঠের গোলা! হয়ত এটা একদিন কোন নিষ্কর খামার ছিল। তাই ক্রীতদাসদের কাঠের ঘরের মত এটা নয়, কেননা এটাব খড়খড়ি আছে। একটা মেয়ে আগুনের পাশে কুঁকড়ে ব'সে বাটিতে একটা কি নাডছিল। তারা ঘরে প্রবেশ কবলে মেয়েটি উঠে পডল। সে বেশ হৃষ্টপুষ্ট ও দীর্ঘাঙ্গী। তাব গায়ের বঙ বাদামী। কোন্ এক বিদ্যুতের স্পর্শে যেন তাব সৌন্দর্য অনিন্দ্য ও অপরূপ হয়ে উঠেছে। দীর্ঘ দেহের উপর তার মাথাটি যেন কোন্ এক ভাবাবেগে নডছে। দেখে মনে হয় মাথার উপর সে একটা কলসীর ভাবসাম্য রাখ্‌ছে। উজ্জ্বল তার আয়ত চোখের দৃষ্টি। গোধূলির ম্লান আলোব মধ্যেও সে দীপ্তি গিডিয়নে দৃষ্টি এড়াল না। তবু তার দৃষ্টিতে ছিল একটা রহস্যের আভাষ। মেয়েটি গিডিয়নের ওপর একবারও চোখদুটি নিবদ্ধ করতে পারল না ব'লে সে রহস্য যেন আরও ঘনীভূত হল। এলেন্‌বি তার হাত দুটো ধ'রে বললেন;

"খুকী, আজ সন্ধ্যার মত একটা আগন্তুককে আমরা পেয়েছি। নাম তার গিডিয়ন জ্যাক্‌সন্। চার্লস্‌টনে যাচ্ছে। আমি তাকে রাত্রির মত আমাদের বাড়ীতে থাকতে বলেছি। মনে হয় লোকটি ভদ্র ও শান্ত।"

যে ভাবে বৃদ্ধ লোকটি তাকে বললেন আর যে ভাবে মেয়েটি শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল তাতে গিডিয়ন সে রহস্যের সূত্র আবিষ্কার ক'রে ফেলল। মেয়েটিকে অন্ধ জেনে সে হতভম্ব হয়ে পড়ল। থালায় রাখা খাবারের সুগন্ধে ও ঘরের আভ্যন্তরীণ দীনতায় গিডিয়নের অশান্ত মন একটা স্বস্তির সন্ধানে ফিরছিল। মেয়েটির আঁচল ধ'রে ছেলেরা ঝুলছিল। তা দেখে গিডিয়ন তবু একটু আশ্বস্ত হল। মেয়েটি হয়ত বৃদ্ধলোকটির সন্তান। এটা নিশ্চয় ক'রে বলা যেতে পারে যে, সে এদের মা নয়। মেয়েটি বলল, "মশায়, আপনাকে অভ্যর্থনা জানাচ্ছি।" তারপর সে ফিরে গেল আগুনের কাছে। পাইন কাঠের চেয়ারে গিডিয়ন বসল। এলেন্‌বি টেবিলের ওপর টিনের থালা ও চামচ সাজিয়ে রাখলেন। বাইরে ঘনিয়ে আসে রাত্রি। গিডিয়ন ছেলেদের নিয়ে পড়ল। কিছুক্ষণের মধ্যে একজন তার হাতের ওপর শুয়ে পড়ে, আর দুজন তার হাঁটুর ওপর ঝুলতে থাকে।

বৃদ্ধ লোকটি বললেন,—"ওরা গান ভালবাসে।" গিডিয়ন গাইল:

"ওরে শশক ভাই,
ঝোপের মাঝে বসত তোমার
ছাউনি আকাশটাই।"

গিডিয়ন ভোট ও তার নির্বাচন সম্বন্ধে গল্প শেষ করল। রাত্রি অনেক হয়েছে। আগুনে অনেক কয়লা পুড়েছে। এলেন জোন্স্ সিঁড়ি দিয়ে তার বিছানায় গেল। একটা ছেলে তার সঙ্গে ঘুমোয়।

হ্যাম ও জেপেট একটা খড়ের মাদুরে শোয়। তারাও এখন ঘুমিয়ে পড়েছে। বৃদ্ধলোকটি গিডিয়নের সঙ্গে আগুনের পাশে বসে রইলেন।

বৃদ্ধলোকটি বললেন,—"তাহলে তুমি চার্লসটনে যাচ্ছ? বহুদিন পরে এখানে নতুন সূর্য উঠছে। তোমাকে আমার হিংসে হচ্ছে গিডিয়ন জ্যাক্‌সন। ভগবান্ তোমার সহায় হোন। যারা যুবক, যারা বলিষ্ঠ, যারা আশাবাদী তাদের এ কাজ সাজে। তোমার মত লোকেদেরই——"

গিডিয়ন বলল,—"আমাদের সকলেরই কাজ।"

"তা বটে। কিন্তু গিডিয়ন, বলতে পার আমার বয়স কত?"

"বোধ হয় পঁয়ষট্টি।"

"সাতাত্তর। ১৮১২ সালে বৃটিশদের সঙ্গে আমি যুদ্ধ করেছিলাম। এই দেশের স্বাধীনতার সংগ্রামে সেদিন আমরাও যোগ দেবার অনুমতি পেয়েছিলাম। না—না, জীবনটা আমার একেবারে বিস্বাদ হয়ে যায়নি। তখন তারা ভেবেছিল—দাসত্বপ্রথা আপনা হতে চলে যাবে। এসব অর্থকরী তুলোর চাষের প্রবর্তন হওয়ার আগের ঘটনা। অনেক দিক দিয়ে ক্রীতদাসরা তখন দেশের বুকে একটা বোঝা ছিল। তবুও তারা আমাকে শিক্ষিত করে তুলেছিল। তখন তারা বোঝেনি যে, শিক্ষা একটা রোগ-বিশেষ। একটা লোককে শিক্ষিত করে তুললে সে আর ক্রীতদাস থাকে না এবং সে তার স্বাধীনতার আকাঙ্খাকে নিশ্চয়ই প্রচার করবে অন্যদের মধ্যে।"

গিডিয়ন বলল, "আমার মনেও ত একটুখানি শিক্ষার জন্য কত আগ্রহ রয়েছে।"

"আমি কি জানিনা যে, শিক্ষাও স্বাধীনতা এক সঙ্গে চলে?

যখন সেই অতীতের বৃটিশ যুদ্ধ শেষ হল, আমার প্রভু দেখলেন যে আমি অন্যান্য ক্রীতদাসদের লেখাপড়া শেখাচ্ছি। তিনি জানতে চাইলেন, আমার দ্বারা কেমন করে সেটা সম্ভব? কেনই বা আমি তাদের লেখাপড়া শেখাব না? কাজেই তিনি নদীর ধারে আমাকে সামান্য জিনিষের মত বিক্রী করে দিলেন। যেখানেই আমি গিয়েছি সেখানেই নিজের মধ্যে অনুভব করেছি শিক্ষার প্রতি সেই উদগ্র কামনা। একছত্র বাইবেল পড়া, একটা বা দুটো কথা বানান করা বা একটা চিঠি লেখার আকাঙ্খা আমার রয়ে গেছে। হয়ত সেই জন্য তারা আমাকে বিক্রী করে দিল, বেত মারল আর প্রাণের ভয় দেখাল। ঐ রকম ভাবে কখনও কি একটা রোগ সারান যায়? ভল্‌টেয়ার, পেইন, জেফার্সন্ এমন কি সেক্সপীয়ারের বই পড়েছি। সেক্সপীয়ারের নাম হয়ত তুমি শোননি, শোননি হয়ত তাঁর কণ্ঠের মধুর ঝঙ্কার। কিন্তু গিডিয়ন, একদিন তুমি শুন্‌তে পাবেই। এরকম অবস্থায় আমি কি শাস্তি পেতে পারি?”

না বুঝেই গিডিয়ন মাথা নাড়ে।

“গিডিয়ন, আমার তিন বার বিয়ে হয়েছিল। প্রত্যেক স্ত্রীকেই আমি ভালবাসতাম। কিন্তু প্রত্যেকবারই তাদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে আমাকে বিক্রী করে দেওয়া হয়েছে। ছেলেমেয়েও আমার ছিল; কিন্তু আজ তারা কোথায় জানি না। চারবার আমি পালিয়েছিলাম। প্রত্যেক বারই আমাকে ধরে আনা হয়েছে, বেতমারা হয়েছে কিন্তু প্রাণে আমাকে মারা হয়নি। তার কারণ, আমি তখন টাকার জিনিষ। একটা বাছুর মরে গেলেও তার দাম থাকে কিন্তু প্রাণ না থাকলে আমাদের মাংসের কোনও দামই নেই। গিডিয়ন, এই সব কথা আমি খুব কমই বলি। আজ আমি তোমাকে এ সব কথা

বলছি এই জন্য যে, আমাদের অতীতটা তোমার মনে রাখা অত্যন্ত দরকার এবং আমরা যে কত দুঃখ ভোগ করেছি তাও মনে রাখা দরকার। গিডিয়ন, তোমার মধ্যে যে বিনয়, শক্তি ও প্রেরণা আছে তা আমি দেখতে পেয়েছি। আমাদের জাতির তুমি একটা মস্তবড় নেতা হবে কিন্তু, নিজের মূল্য তুমি হারিয়ে ফেলবে যদি ওসব কথা তুমি ভুলে যাও। এখন হয়ত তুমি ঐ অন্ধ মেয়েটি ও অন্য তিনটি ছেলে সম্বন্ধে ভাবছ। ওদের কথাও আমি বলব—"

গিডিয়ন বলল, "যদি বলার ইচ্ছে না থাকে তবে শুধু আমার জন্য বল্‌তে হবে না।"

"কিন্তু আমার কথা বলতে ইচ্ছে হচ্ছে বলেই বলছি। এই ছেলেমেয়েগুলো পথ থেকে কুড়িয়ে পাওয়া। আমাদের দক্ষিণ অঞ্চলে রয়েছে বহু অনাথ নিরাশ্রয় ছেলে-মেয়ে। আমাদেব মত অনেক কালো বলদ এই সব বাছুরদের ফেলে এসেছে। এই সব ছেলেমেয়ে তাদের বাপমায়ের কোনও পরিচয়ই জানে না। গরুবাছুরের হাটে আগুন লাগলে যেমন তারা পরিত্যক্ত হয়, ওরাও যেন সেই রকম। যখন যুদ্ধ বাধল, আলাবামায় ক্রীতদাস রূপেই আমার দিন কাটছিল। যখন তোমাদের স্বাধীনতা এল উত্তর-পূর্বদিকে আমি যাত্রা করলাম; যদিও ইয়াংকির দেশে যাবার ইচ্ছে আমার ছিল না। এই দক্ষিণাঞ্চলই আমার ভাল লাগে কিন্তু খুব দক্ষিণেও আমি যেতে চাই না। নির্দয় বেতের স্মৃতি এখনও আমার মনে আছে। আমি ভাবলাম ক্যারোলিনা অথবা ভার্জিনিয়ার যে কোন স্থানে একটা শিক্ষকের কাজ মিলতে পারে। সেই সময় পথে কুড়িয়ে পেলাম এই ছেলেমেয়েদের। কেমন করে? এরকম ঘটনা তখন

ঘটত, তোমারও ঘটতে পারে। আমি মেয়েটিকেও কুড়িয়ে পেয়েছিলাম। এলেনের বয়স এখন ষোল। এর বাবা আটালাণ্টার একজন স্বাধীন নিগ্রো ডাক্তার ছিলেন। এখানে তাহলে আর একটা গল্পের সুরু করতে হয়। তিনি মারা গেছেন; অক্ষয় শান্তি পান এ কামনা করি। শারম্যানের মৃত্যুর পর কতগুলো নিদারুণ ঘটনা ঘটল। তার জন্য কাউকেই দোষ দিই না। কয়েকজন বিদ্রোহী সৈন্যদের দ্বারা সে ঘটনা সংঘটীত হয়েছিল। এর জন্য ভুল বুঝনা; কারণ, প্রত্যেক সৈন্য বাহিনীতেই যেমন খারাপ লোক আছে তেমনি আছে ভাল লোকও। সেই সৈন্যরা মেয়েটির চোখের সামনে বেয়নেটের খোঁচা মেরে তার বাবার চোখ উপড়ে ফেলল। তাঁর অপরাধ—তিনি ইয়াংকিদের সাহায্য করেছিলেন। তোমার মনে ঘৃণা জাগাবার জন্য আমি এ সব কথা বলছি না। তুমি যাতে সমস্ত ঘটনাটা ভাল ভাবে বুঝতে পার সেইজন্যই বলছি। তুমি চার্লসটনে যাচ্ছ একটা নতুন শাসনতন্ত্রের রূপ দিতে—রূপ দিতে একটা নতুন রাষ্ট্রের ও নতুন জীবনের; কিন্তু এখন ভেবে দেখ কোন ভাল কিছুর ধারণা না থাকায় অত্যন্ত সরল প্রকৃতির লোকেরা কত হীনতম কাজ করতে পারে। তার বাবাকে মারবার পর তারা মেয়েটিকে আক্রমণ করল। এরপর সে অন্ধ হয়ে গেল। এরকম কিছু হতে পারে আগে আমার ধারণা ছিল না। প্রিয়জনের মৃত্যুজনিত শোকে কেউ অন্ধ হয় কিনা অথবা মেয়েটিরই চোখের অসুখ ছিল কিনা জানিনা। যখন আমি তাকে দেখতে পেয়েছিলাম তখন তার কোন বাহ্যজ্ঞান ছিল না। নিজের পরিচয় পর্যন্ত সে ভুলেছিল। বন্য পশুর মত বনে বনে তার দিন কাটত। বন্য পশুর মতই কিন্তু ওর স্বভাবটা ভীরু। যে কোন কারণেই হোক,

মেয়েটি আমাকে বিশ্বাস করল এবং আমিও আমার সঙ্গিদলের মধ্যে তাকে টেনে নিলাম।"

তিনি থামলেন। কয়লাগুলোর দিকে একদৃষ্টে চেয়েছিল গিডিয়ন। একবার সে হাতটা মুঠো করছিল আর একবার খুলে ফেলছিল। কোমল কণ্ঠে বৃদ্ধ লোকটি বললেন, "গিডিয়ন—"

"বলুন।"

"গিডিয়ন, তোমার পকেটে গভর্ণমেণ্টের দেওয়া পরিচয়পত্র রাখার পর তুমি আর সাধারণ মানুষ নও। তুমি এখন সেবক হয়ে গেছ। মানুষ ঘৃণা করে কখনও কখনও হত্যা করতে চায়—চায় সব কিছু ধ্বংস করতে যেমন তুমি বর্তমানে চাইছ। কিন্তু একজন ভৃত্যকে প্রভুর জন্যই কাজ করতে হয়। তোমার জাতি তোমার প্রভু। এখন শোন শেষ কথা বলছি।"

"বলুন।"

"এই ভাঙ্গা-চোরা কাঠের ঘরটা আমি পেয়েছি। এর আসল প্রজা কোথায় জানিনা। মনে হয় সে যুদ্ধে মারা গেছে। এই দক্ষিণাঞ্চলে এ রকম হাজার হাজার পড়ো ঘর রয়েছে। এখানে দু বছর রয়েছি। সামান্য কিছু ফসলও ফলিয়েছি। ওতেই আমাদের চলে যাবে। আর আমাদের জীবনযাত্রার মূলধন স্বরূপ আছে কিছু মুরগীর ছানা ও শুয়োরের বাচ্চা। যতদিন এখানে আছি কেউ আমাদের প্রতি দুর্ব্যবহার করেনি। এলেন এখন স্বাভাবিক পর্যায়ে এসেছে; কিন্তু অন্ধ। চারটা প্রাণীকে লেখাপড়া শেখাই। জীবনটা একেবারে খারাপ লাগছে না। গ্রামে মজুরি নিয়ে কখনও কখনও কাজ করি। জুতোসেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ পর্যন্ত কিছু কিছু জানি। সব কিছু

থেকে দু চার পয়সা রোজগার করি। তাতেই দুচারখানা বই ও কাপড়-চোপড় কেনার মত পয়সা জোটে।"

এখানেই বৃদ্ধ চুপ করলেন। গিডিয়নও অনেকক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর সে বলল, "আচ্ছা যখন মরে যাবেন?" এলেনবি উত্তর দিলেন, "মরণের কথা অনেক সময় ভেবেছি। ওখানেই আমার যত শঙ্কা, যত অশান্তি।"

"অথবা মনে করুন, আপনার অসুখ করল বা চৌকিদার এসে আপনাকে এ ক্ষেতখামার ছেড়ে যেতে বলল।"

"গিডিয়ন, ওসব সম্ভাবনা ও আমার মনে উঁকি মেরেছে।"

উত্তেজিত কণ্ঠে গিডিয়ন বলল, এখন একবার আমার কথা ভেবে দেখুন। আপনি একজন শিক্ষিত লোক। স্বীকার করি আপনার কিছু বেশী বয়স হয়েছে। তবু এখনও আপনি মজবুত আছেন। কাল আপনি মরতেও পারেন আবার হয়ত দশপনের বছর বাঁচতেও পারেন! ভগবানের হাতে কি আছে তা বৃদ্ধেরাও ত জানে না।"

"গিডিয়ন, কি কথা তুমি বলতে চাও?"

"একবার ভাবুন। এই আমি একজন কালা-আদমি পায়ে হেঁটে চলেছি চার্লস্টনে। অধিবেশনের প্রতিনিধি হয়ে একটা ময়ূরের মত গর্বে ফুলে উঠেছি! কিন্তু আমি না জানি লিখতে, না জানি পড়তে। অজ্ঞতার অন্ধকারে ডুবে আছি। এই দক্ষিণাঞ্চলের চল্লিশ লক্ষ নিগ্রো একটুখানি শিক্ষার আশায় ব্যাকুল। মুক্তি এসে এদের নিয়ে গেছে অনেক উঁচুতে যেমন মধুর গানের সুর মানুষকে নিয়ে যায় দূর হতে দূরান্তরে। মানুষকে অশিক্ষার লজ্জায় যেখানে মাথা নোয়াতে হয়, মুক্তির সেখানে মূল্য কি? তিনটি শিশুকে আপনি লেখা-পড়া শেখান— খুব ভাল কথা। কারওয়েলে আমার জাতের লোক অন্যান্য জায়গার

নিগ্রোদের মতই জানেনা—কোন্‌টা তাদের, কোন্‌টা তাদের নয়। চাষের জমি ত দূরের কথা, ক্রীতদাসদের জন্য তৈরী পুরাণ কাঠের ঘরগুলো নিজেদের কিনা—তাও তারা জানে না। আপনিও বলছিলেন যে আপনিও জানেন না। ভাল লেখাপড়া জানে এমন একটা লোকই যখন সেখানে নেই তখন তারা এসব কথা কি ক'রে জানবে ?"

সে থামল। তারপর ঢোক গিলে দীর্ঘ তর্জনী নেড়ে কথাগুলো বিশ্লেষণ করার ভঙ্গীতে বলল, "সেখানে আপনি যান, সঙ্গে নিয়ে চলুন আপনার এই ছেলেমেয়েদের। তাদের গিয়ে বলুন যে গিডিয়ন আপনাকে পাঠিয়েছে। ব্রাদার পিটারের সঙ্গে এ সম্পর্কে কথা বলুন। ব্রাদার পিটার আমাদেব যাজক। তাঁকে বলুন যে আপনি তাদের লেখাপড়া শেখাবেন। একথা শুনলে আপনার সব দায়িত্ব তারা নেবে।"

এলেন্‌বি মাথা নাড়ালেন। "অন্যত্র যাবার কথা আমি ভেবেছি। কিন্তু এখানেও এ বুড়ো কম সুখে নেই। আর তাছাড়া কোন কাজের ভার নিতে এখন আমার ভয় হয়। মুক্ত লোকেদের সংগঠন সব কিছুর দায়িত্ব নেবে—এটাই আমি চাই।"

গিডিয়ন উত্তর প্রসঙ্গে বলল, "সংগঠন ত আর দুদিনে গ'ড়ে উঠবে না। তাহলে আজকের মানুষ ম'রে নতুন মানুষ না আসা পর্যন্ত আপনি আমাদের অপেক্ষা করতে বলছেন ? আপনি ভয় পাচ্ছেন কেন ? যে পথ দিয়ে আমি এলাম, সে পথ দিয়ে আপনি যান। জিজ্ঞাসা করলে যে কোনও লোক দেখিয়ে দেবে কারওয়েল কোনদিকে। মৃত্যুর কথা ত কেউ বলতে পারে না ; একদিন সকালে উঠে এরা হয়ত দেখবে আপনি ম'রে প'ড়ে আছেন। কেউ থাকবে না যে আপনাকে

বাইরে নিয়ে গিয়ে শোয়াবে, বা আপনার দাড়ি কামিয়ে দেবে, বা মৃতদেহটাকে কাপড়ে মুড়িয়ে পাইন কাঠের শবাধারে রাখবে। কে এ সব করবে ? ঐ অন্ধ মেয়েটি ?"

তথাপি বৃদ্ধ আপত্তি করতে লাগলেন। গিড়িয়নও ছাড়বার পাত্র নয়। সমস্ত আগুনটা ছাই হয়ে গেল। অবশেষে তিনি মাথা নেড়ে সম্মতি জানিয়ে বললেন, "আচ্ছা, আমি যাব।" আলো-আঁধারে মেশান নিজের ছায়ার ওপর ঝুঁকে লোকটি বসেছিলেন। তাঁকে দেখে মনে হচ্ছিল—যেন অন্ধকারের মধ্যেই তিনি সান্ত্বনার সন্ধান করছেন। তারপর গিডিয়নকে তিনি প্রশ্ন করলেন, "গিডিয়ন, এই মুক্তির ব্যাপারটা তোমার কাছে কি কখনও কখনও স্বপ্ন ব'লে মনে হয় না ?"

গিডিয়ন অস্পষ্ট ভাবে বলল, "না—না, স্বপ্ন ব'লে মনে হবে কেন ? ইয়াংকি সৈন্যদের সঙ্গে বহু ক্রোশ পথ মার্চ করেছি। নিজের হাতের সৃষ্টি এই মুক্তি। এ ত স্বপ্ন নয়।"

তার পরের দিন অনেক কিছু ঘ'টে গেল। গ্রামের ক্ষেতখামারে জীবন স্থবির হয়ে যায়। অথচ প্রকাশ্য রাজপথে কয়েক ঘণ্টা হেঁটেই জীবন হয়ে ওঠে বৈচিত্র্যময় ও ঘটনাবহুল। এক মাসেও এত ঘটনার সমাবেশ গ্রামের চাষাড়ে পরিবেশে কখনও হবে না। এ সব কথা গিডিয়ন আগেও যেমন ভেবেছে এখনও তেমনি ভেবে চলল। একটা একগুঁয়ে খচ্চর চালাতে সাহায্য করায় একটা ছেলে তাকে দুমাইল পথ তার গাড়ীতে নিয়ে গেল। গাড়ী থেকে নেমে দেখা হল এক বৃদ্ধার সঙ্গে। বৃদ্ধাটি এক ঝুড়ি ডিম নিয়ে গ্রামে বিক্রী করতে যাচ্ছিল। যতদূর দুজনা একপথে চলল গিডিয়ন তার ডিমের ঝুড়ি বহে নিয়ে গেল। পথের মধ্যে একজন শ্বেতাঙ্গিনী তাকে জানাল যে, কাঠের একটা গুঁড়ি

টুক্‌রো টুক্‌রো ক'রে দিলে দুপুরের খাবার সে পাবে। তার স্বামী গোয়াল থেকে বেরিয়ে এসে ব্যাপারখানা দেখে বলল যে, এরকম কাঠ চেলা করতে পারে এমন নিগ্রো সে জীবনে দেখেনি। শ্বেতাঙ্গিনীর হাতে খাওয়াটা তার ভালই হল। এত আপ্যায়নেও অধিবেশন সম্পর্কে গিডিয়ন কিন্তু একটা কথাও বলে না এই ভেবে যে, খেয়ে দেয়ে আঁচাবার পরেই বীরত্ব চলে তার আগে নয়। অপবাহ্নে একটা আবাদক্ষেতের পাশ দিয়ে যাবার সময় গিডিয়ন দেখল যে, একজন শ্বেতাঙ্গের তদারকে নিগ্রোরা শক্ত মাটি কুপিয়ে একটা জল নিকাশের পথ তৈরী করছে। গিডিয়ন চীৎকাব ক'রে প্রশ্ন করল, "কাজের জন্য মজুরী পাচ্ছ ত?" তারা উত্তব দিল না। তদারককারী গর্জন ক'রে উঠল "ওরে কেলে কুত্তার বাচ্চা, জাহান্নামে যাচ্ছিস, যা।"

অপরাহ্লের শেষে এল প্রচণ্ড ঝড়বৃষ্টি। বৃষ্টি না থামা পযন্ত গিডিয়ন একটা খড়ের গাদার তলায় গুঁড়ি মেরে বসে রইল। একটা গরু অনেক আগেই সেখানে আশ্রয় নিয়েছিল। গিডিয়ন সেই গরুর পাশে গরম জায়গাতে শুয়ে গুন্‌গুন্ ক'রে গান ধরল—

"ঐ সব ফুট্‌ফুটে সাদা বাছুর
জড় করতে কোর না কসুর
মা গো ওদের নিয়ে চল ঘরে।"

কিন্তু তার কালো রঙের কোটটা এই ব্যবহাব আর সহ্য করতে পারল না। গিডিয়ন পিঠের তলা থেকে কয়েকটা খড়কুটো সরিয়ে দিল। তার সেই লম্বা শোলার টুপিটা সর্বনাশের পথে এতদূর এগিয়েছিল যে, তাকে আর রক্ষা করা গেল না। টুপিটাব চাঁদি খ'সে পড়ল। এই চাঁদিহীন টুপি মাথায় দেওয়া যায় কিনা

গিডিয়ন ভাবতে থাকে। কিন্তু ফেলে দেওয়া যায় না। পরে এই টুপির বদলে সে একটা নিগ্রোর কাছ থেকে দুটো পাকা আপেল পেয়েছিল।

নক্ষত্র-খচিত আকাশ! এই অসীম আকাশের তলায় শুয়ে গিডিয়ন রাত কাটাল। পাইন গাছের সারি একদিকে, অন্য দিকে চলে গেছে বিস্তৃত জলাভূমি। নিদ্রা তার আরামের না হলেও প্রেরণায় উদ্দীপ্ত হল তার হৃদয়। যে মহৎকাজের উদ্দেশ্য নিয়ে সে চলেছে তার বিস্ময়-ঘেরা সম্ভাবনায় সে তখন আত্মাহারা।

পরদিন। সমুদ্র তটের নিম্নাঞ্চল দিয়ে গিডিয়ন হেঁটে চলল। চারদিন ক্রমান্বয়ে পথ চলার পর তার দৃষ্টিপথে এল চার্লসটনের বাড়ীগুলোর চূড়ো!

৪

চার্লস্‌টনে প্রথম যাবার পর যে আতঙ্কের অনুভূতি গিডিয়নকে অধিকার করেছিল তাকে যুক্তি দিয়ে দূর করা যায়নি। শ্বেতাঙ্গ লোক তার কাছে চির দিনই নিয়ে আসে একটা গভীর ও অজানা বিভীষিকা। গিডিয়নের মনে পড়ে ছেলেবেলায় একদিন তাকে সেই বড় বাড়ীর বারান্দায় ডেকে আনা হয়েছিল। সে দিনের সেই স্মৃতি আজও তার এই বিভীষিকার সঙ্গে জড়িয়ে আছে।

প্রায় তিরিশ বছর আগে তাকে ডাকা হয়েছিল এই ভাবে —"এই ছোঁড়া, এদিকে আয়।" বারান্দায় মেয়েপুরুষেরা বসত। পুরুষদের পায়ে বুট, পরণে আঁটসাট পাজামা ও সুন্দর কোট। মেয়েদের পোষাকও সুন্দর ছিল ব'লে তার মনে পড়ে। প্রায় প্রত্যেক মেয়ের জুতোতে থাকত কাদা। কোনও পুরুষ ডেকে বলত "এই এদিকে আয়।" ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে সে মেয়েদের জুতো থেকে কাদা মুছে দিত। কোনও লোক পুরস্কার হিসাবে ছুঁড়ে দিত এক আধটা পয়সা। তার বেশ মনে পড়ে মাটির ওপর দিয়ে পয়সাটা যখন গড়িয়ে যেত, তাকে হাতে পাবার জন্য কত আগ্রহভরে সে ছুটে যেত ; হাতে ক'রে ধরত পয়সাটি। সপ্রশ্নদৃষ্টিতে তারপর সে তাকাত তাদের দিকে আর তারা হাসিতে ভরিয়ে দিত সে বারান্দা। সে ছিল যেন একটা ছোট কালো জানোয়ার বিশেষ। সেই রকমই ছিল তার উপলব্ধি। এমনকি ছ' বছরের বালক হয়েও তার ভয় কাটেনি কেননা একটা সম্পূর্ণ, ভয়ঙ্কর ও বেদনাদায়ক নিঃসঙ্গতাই ছিল তার ভয়ের কারণ। যে আশা জীবনের অংশ সেই আশা থেকেই তাকে বঞ্চিত করা হয়েছিল।

সেই থেকে একজন শ্বেতাঙ্গ লোক তার কাছে ছিল একটা রুদ্ধ প্রবেশদ্বার এবং যদিও তারপর থেকে সে দ্বারের অতি নিকটে এসেছে তবুও প্রকৃত দ্বারোদ্ঘাটন তার দ্বারা হয়নি।

এখন তার একটা হাত সেই দ্বারের ওপর। অন্য সকলের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে ও হাতে বন্দুক নিয়ে আগেকার মত মার্চ করতে করতে সে এবার চার্লসটনে আসেনি। এবার সে একা, তাই ভীত।

সহরের ভেতর দিয়ে গিডিয়ন হেঁটে চলল। তার কাছে না আছে পয়সা, না আছে কোনও খাবার। অধিবেশনের কোনও পদস্থ কর্মচারীর কাছে নিজেকে জাহির করার সাহসও তার নেই। সে শ্রান্ত ও ক্ষুধার্ত। তারওপর সহরের আলোয় নিজের বেশ-ভূষার দিকে তাকিয়ে সে আরও দ'মে গেল। সব কিছুই ছেঁড়া আর বেমানান্। তাকে দেখে সবাই যে হাসবে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। তার বুক পকেটের ডোরাকাটা রুমালটা সারা পথ আনন্দ দিয়ে এসেছে। কিন্তু এখন তার মনের অবস্থা এমন দাঁড়াল যে সেটা দেখেও সে একটু উৎসাহ বোধ করল না।

এখন স্বভাবতই সে ভাবল—কেন সে বাড়ী ছেড়ে এল? ব্রাদার পিটারের কথায় কেন সে ভুলল? আর প্রলোভন দেখাবার সুযোগই বা কেন সে তাঁকে দিয়েছিল? সত্যই সে অধিবেশনে উপস্থিত হ'তে পারে না। তাহলে? বাড়ী ফিরে যেতে হবে? ওরা তাকে অধিবেশন সম্বন্ধে প্রশ্ন করলে সে কি জবাব দেবে? মিথ্যা ছাড়া তার বলার আছেই বা কি? তাও আবার স্বজাতীয় লোকেদের কাছে? ব্রাদার পিটারের কাছে? রাসেলের কাছে? ফিরে গেলে জেফ হয়ত কিছুই বলবে না। কিন্তু তার সেই নীরব দৃষ্টির সামনে

গিডিয়ন যাবে কি ক'রে ? সমস্ত ব্যাপারটি কি সে জানতে পারবে না ? আর তাছাড়া নির্বাচিত হয়েও অধিবেশনে যোগ না দিলে এরা যদি ভীষণ শাস্তি দেয় ? ধর, সে যদি সোজা সরে পড়ে। ছি ! কত নির্বোধের মতই না এ চিন্তা ! সবাইকে—রাসেল, ছেলেমেয়ে ও স্বজাতির লোকদের ত্যাগ করে চলে যেতে হবে ? এ কাজ আগের দিনের মত নদীর ধারে এদের বিক্রী করার সামিল হবে না কি ? সত্যই কি তার মাথা খারাপ হয়েছে ?

তবু তার পা চলতে লাগল। যে সব কর্দমাক্ত গলিপথে নিগ্রোরা বাস করে, যেখানে যুদ্ধ শেষ হবার পরেই তারা কোনও রকমে তৈরী করেছে কয়েকখানা কুঁড়েঘর, যেখানে রয়েছে শ্বেতাঙ্গদের পরিত্যক্ত দু একটা প্রাসাদোপম অট্টালিকা সেই সব গলিপথ দিয়ে সে হেঁটে চল্‌ল। সে শুনতে পেল একটা নারীকণ্ঠে চীৎকার— "দেখ্ দেখ্ একটা সঙ্ যাচ্ছে। ও কর্তা ! কোথায় চলেছ ?" সে জানত না কোথায় চলেছে ! সহরটার বনেদী পাড়া দিয়ে সে এগিয়ে চলে। সেখানে উঠেছে শ্বেতাঙ্গদের সুন্দর বড় বড় বাড়ী। বাড়ীর সামনের থামগুলি গ্রীসীয় ভঙ্গীতে তৈরী। পামগাছের সারি আর বারান্দা বাড়ীগুলিকে অপূর্ব শ্রীদান করেছে। প্রবেশপথের লৌহকপাট সেই শ্রীকে রক্ষা করছে। এখানে মিলল না তার প্রতি কোনও করুণার্দ্র দৃষ্টি বা কোনও একটা মধুর কথা। সহরটা যেন নিজের মধ্যেই সরিয়ে নিয়েছে সবকিছু। গিডিয়ন জ্যাকসনের মত লোকেদের নিয়ে যে অধিবেশন আহূত হয়েছে তার অসম্মান নিজের গায়ে লাগে, সহরটা যেন তা চায় না। গিডিয়নের মনে হল যেন সেই জন্যই সহরটা নিষ্ফল ঘৃণার প্রাচীর তুলে দিয়েছে নিজের চারদিকে !

সন্ধ্যা হয়ে এল। একটা সুন্দর বাড়ীর ওপর গিডিয়নের হঠাৎ

পড়ল দৃষ্টি। দেখতে পেল, সেই বাড়ীর দরজায় বড় বড় অক্ষরে লেখা আছে—"অধিবেশন।" সে অতিকষ্টে লেখাটার বাকি অংশটুকুর অর্থ বুঝল। সে জানতে পারল যে এইখানেই অধিবেশন বসবে। বাড়ীর সামনে বারজন শ্বেতাঙ্গ প্রহরী রাইফেলে ভর দিয়ে ও অলস দেহ এলিয়ে তামাক চিবাচ্ছে এবং খুব কাছেই অসংখ্য ছোট ছোট দলে শ্বেতাঙ্গ ও নিগ্রো বিভিন্ন অঙ্গভঙ্গী ক'রে গল্প করছে। মাঝে মাঝে বাতাসে ভেসে আসছে তাদের সব বড় বড় কথা। কয়েকজনের সুন্দর পোষক দেখে গিডিয়ন নিজের দীনতায় লজ্জা অনুভব করল। একজনের পরণে মুক্তোর মত ধূসর রঙের পা'জামা, ডুরেকাটা কোট ও একটা সুন্দর সবুজরঙের টাই। আর একজন পরেছে কালো জুতো ও সাদা পা'জামা। অন্য আর একজন পা থেকে মাথা পর্যন্ত আবৃত করেছে ডুরেকাটা পশমী পোষাকে। এইরকম পোষাকের মালিক হবার স্বপ্নও সে কখনও দেখেনি। আবার অনেকের বেশভূষা যে তার অপেক্ষা ভাল নয়, এমনকি খারাপ, এ দেখেও সে একটুও সান্ত্বনা পেল না। ক্ষেতখামারের বেঢঙের পোষাক প'রে তারা এসেছে। তাদের মাথায় না আছে টুপি, গলায় না আছে কোন টাই।

হাঁটতে হাঁটতে সে মিটিং ষ্ট্রীট থেকে ব্যাটারীতে গেল, তারপর এল ইষ্ট ব্যাটারীতে। যুদ্ধের সময় চার্লেসটন ভীষণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল কিন্তু এখন আবার এ স্থানটি একটা প্রধান বন্দরে পরিণত হতে চলেছে। বন্দরে বহু জাহাজ রয়েছে এবং ইষ্ট বে ষ্ট্রীটের পাশের উকৃটি একটা পুরাণ চিরুণীর ভাঙ্গা দাঁতের মত মাস্তুলের সীমানা তুলেছে। সূর্য প্রায় ঢলে পড়েছে পশ্চিমে। গিডিয়ন ব্যাটারীর ভেতর দিয়ে চলতে চলতে দেখল ক্ষীণ আলোকচ্ছটায় জল লাল ও

সোনালি রঙে তরঙ্গায়িত হয়ে বহে চলেছে। দূরে বন্দরে অস্পষ্ট দেখা যায় প্রাচীন সামটার দুর্গ। তার লোহিত রঙের বহিরাবরণ পরীর মত মোহনীয় হয়ে উঠেছে। ব্যাটারীর সমস্ত অঞ্চলটা জুড়ে গাঙ্‌চিলগুলো উড়ছে আর চীৎকার করছে।

কিন্তু এ সমস্তই গিডিয়নের হতাশার ভারকে বাড়িয়ে দিল। এই শীতে তার পেটে কিছু পড়েনি। কিছু কেনার মত পয়সাও নেই। মাথা গুঁজবার জায়গা নেই। ইষ্ট বে ষ্ট্রীটের একস্থানে কতকগুলো তুলোর গাঁট গাদা করা ছিল। তিনটা গাঁট সাজিয়ে একটা গুহার মত হল। এর মধ্যে গিডিয়ন হামাগুড়ি দিয়ে ঢুকল। নিস্তেজ দেহমনে শক্তি আনার চেষ্টায় গানকরা ত দূরের কথা গুন্‌গুন্ করতেও পারল না। সেখানেই সে শুয়ে পড়ল। ঘণ্টার পর ঘণ্টা সে বিষণ্ণ মনে জেগে রইল। তারপর কখন ঘুমিয়ে পড়ল সে জানে না।

পরের দিন সকালে গিডিয়ন একদল কৃষ্ণকায় খালাসীর খপ্পরে পড়ল! ডকের যেখানে তারা জাহাজ ভিড়ানর অপেক্ষায় বসেছিল সেখান দিয়েই গিডিয়ন হেঁটে যাচ্ছিল। তারা তার কোটটা ধরে টান দিয়ে বলল:

"কিরে ছোক্‌রা, তুই কি পুরুত ?'

"ও নিশ্চয়ই একটা পাদ্রী এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই।"

"ওর কোটখানা দেখ্, নিশ্চয়ই ওটা তুলো পিজে করা হয়েছে।''

তাদের সেই আনন্দের ও আধাকৌতুকের মন্তব্যগুলো গিডিয়নের ওপর কোনও প্রভাব ফেলতে পারল না। একটি কথাও না কয়ে সে বিষণ্ণ মুখে কেবল দাঁড়িয়ে থাকে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখে তারা কেমন বাড়ীর তৈরী পনীর, পিঁয়াজ ও চাপাটি সমেত প্রাতরাশ সারছে। বাস্তবিক তার হতাশা এত প্রকট ছিল যে তাদের

ঠাট্টাতামাসা অকস্মাৎ বন্ধ হয়ে গেল। একজন বলল—"পাদ্রী মশায়, এক টুক্‌রো রুটি নাও।"

গিডিয়ন মাথা নাড়ায়।

"কাজ-টাজ কিছু জুটিয়েছ?"

আবার গিডিয়ন মাথা নাড়ায়।

"শ্বেতাঙ্গ মালিকেরা সব লোকদের দিনে পঞ্চাশ সেণ্ট দিয়ে কাজ দিচ্ছে।" কাজ পাবার আশায় মজুরি সম্পর্কে সে সম্মতি জানাল। সে জানে কাজ না করলে উপবাস করতে হবে। অনেক কিছুরই সে অনুপযুক্ত। কিন্তু তার দুটো শক্ত হাত আছে আর আছে ষাঁড়ের মত পিঠ—যে পিঠে আর কিছু না হোক তুলোর গাঁট অনায়াসে বহন করা যায়। বাজারের যে রকম অবস্থা তাতে দিনে পঞ্চাশ সেণ্ট কম কিছু নয়। আর কেনই বা হবে না?

কিছুক্ষণ পরে সে দিনটার কথা ভুলে গেল। তার মুখের ওপর দিয়ে গড়িয়ে পড়ছে ঘাম, ফুলে গিয়ে হাতের মাংসপেশী করছে টন্‌টন্‌। শেষে কতগুলি নিগ্রো সম্ভ্রমভরে চীৎকার করে বলল —"ওরে বাপ্‌রে! এ যে একটা হরিণ! হরিণের মতই দেখছি পা দুটো ওর সমানে চলছে! ক্লান্তি বলতে জানে না।"

"তুলো বহার মত লোকই বটে!"

কোটটা সে খুলে রেখেছিল কিন্তু গভর্ণমেণ্টের কাগজপত্র সে কাছছাড়া করতে পারল না। সেগুলো সে প্যাণ্টের পকেটে রাখল। পকেটে কাগজগুলো শক্ত হয়ে আছে এবং খস্‌ খস্‌ করছে; তাতেও যেন গিডিয়ন আশ্বস্ত হয়।

খানিকক্ষণের জন্য কোনও ভবিষ্যতের অস্তিত্ব যেন রইল না। গিডিয়ন অনুভব করে একটা গভীর ও আকাঙ্খিত স্বস্তি। মধ্যাহ্নে

তারা তাকে খাবার দিয়েছিল কিন্তু আত্মমর্যাদার মানে সে প্রত্যাখ্যান করে। দিনের শেষে সে অত্যন্ত ক্ষুধার্ত ও শ্রান্ত হয়ে পড়ল বটে কিন্তু সেই সঙ্গে পেল পঞ্চাশ সেন্ট। জো ও হার্কো নামে দুজন খালাসীর সঙ্গে সে কাম্বারল্যাণ্ড স্ট্রীটের একস্থানে যায়। এখানে একজন বৃদ্ধা নিগ্রো মহিলা তার জন্য ভাত, বাগ্‌দা চিংড়ির ঝোল ও শাকচচ্চড়ি রান্না করে দিল। এই একখানা খাবারে খরচা পড়ে দশ সেন্ট। গিডিয়ন অনেকদিন পরে পেট পুরে খেল। টাকা থাকা সত্যিই ভাল কেননা তাতে খাবার কিনে পেট পুরে খাওয়া যায়, পাওয়া যায় একটা সুস্থ আবেশ। জোর একটা উপপত্নী ছিল। পাপকাজে সে সদা ইচ্ছুক। জো গিডিয়নকে জিজ্ঞাসা করে সে ওর সঙ্গে আসবে কিনা। কিন্তু গিডিয়ন রাজী হয়না। হঠাৎ যেন কিসের একটা আঘাতে তার সম্বিৎ ফিরে এল; মনে পড়ল রাসেলকে—মনে পড়ল ব্রাদার পিটারের সঙ্গে তার কথাবার্তা। বিস্ময়ের সঙ্গে সে ভাবতে থাকে এই যে আশাহীন অদ্ভুত পথে সে পা বাড়িয়েছে সে পথ তাকে কোথায় নিয়ে যাবে!

এই সন্ধ্যার মধ্যেই গিডিয়ন তার ভয়ের প্রকৃত রূপ চিনতে পারে এবং সে বুঝতে পারে মেজর এলেন্ জেম্‌স্ এর কাছে গিয়ে নিজের পরিচয়পত্র দেওয়া কত সহজ ও সরল। বহুদিন পরে সে মনে করতে চেষ্টা করত কেমন করে হল তার এই পরিবর্তন; কি করে এটা সম্ভব হল। সেদিনের সেই পরিবর্তনের মূলে কারণ একটা নিশ্চয়ই ছিল। তার মনে পড়ে সেদিন পাঁচসেন্ট দিয়ে একটা খবরের কাগজ কিনে সে গর্ব বোধ করেছিল। হয়ত এই গর্বানুভূতিই তার ঐ পরিবর্তনের কারণ। তার আরও মনে পড়ে—জ্যাকব কার্টারের বাড়ীতে তার সে রাত্রে শয়নব্যবস্থা হয়েছিল। হয়ত কার্টার-দম্পতির

সুনির্ভর আশ্রয়ে এসেই তার ঐ পরিবর্তনের সূচনা হল। সেদিন সন্ধ্যার এমন সব ঘটনার মধ্যে কোন্‌টা যে সেই পরিবর্তনের সঠিক কারণ—সে বলতে পারবেনা।

জ্যাকব কার্টার একজন মুচি। যুদ্ধের আগে ও পরে বরাবরই তিনি একজন স্বাধীন নিগ্রো। তিনি একজন পরিশ্রমী ও সম্মানীয় কালা-আদমি। বছরের পর বছর তিনি পয়সা জমিয়ে নিজের স্বাধীনতা কিনেছেন। চার্লসটনের প্রান্তে চারটি ঘর নিয়ে তাঁর নিজের বাড়ী। বাহিরে তিনি একটা বিজ্ঞাপন ঝুলিয়ে দিয়েছিলেন—"অধিবেশনের প্রতিনিধিদের বাসস্থান দেওয়া হয়।" যে লোকটা গিডিয়নের কাছে খবরের কাগজ বিক্রী করেছিল—সেই তাকে এই বাড়ীটা সম্বন্ধে বলেছিল এবং ঠিকানাও দিয়ে দিয়েছিল। তার কাছ থেকে খবরের কাগজ কেনার জন্যই হয়ত সে গিডিয়নকে "মহাশয়" বলে সম্বোধন করে এবং আর যাই হোক, গিডয়নের স্তিমিত উৎসাহ এই সম্বোধনে উত্তেজিত হয়।

কার্টারের বাড়ীতে যখন গিডিয়ন এল তখন অন্ধকার হয়ে গেছে। দরজায় আঘাত করতেই দরজাটা একটু ফাঁক হয়ে গেল এবং বেরিয়ে এল এক ঝলক আলো আর একটি মহিলার মুখ। সন্দিগ্ধভাবে তার দিকে তাকিয়ে মহিলাটি প্রশ্ন করলেন, "আপনি কি চান?"

গিডিয়ন বলল—"দেখুন, ঘুমাবার মত একটা জায়গা আমার দরকার। বাইরের বিজ্ঞাপনটা দেখেই এসেছি। এটা কি কার্টারের বাড়ী নয়?"

"হ্যাঁ, ও বিষয়ে আপনার ভুল হয়নি। আপনার পরিচয়?" তারপর মহিলাটির পিছনে একজন পুরুষের আবির্ভাব হল। এবার

দরজাটা আরও একটু খুলে যায়; মহিলাটির দৃষ্টি থেকে সন্দেহও অন্তর্হিত হয়।

"আমার নাম গিডিয়ন জ্যাক্সন। আমি একজন প্রতিনিধি।"

"প্রতিনিধি?"

"হ্যাঁ।" গিডিয়ন নিজের দীন পোষাক সম্বন্ধে সচেতন ছিল। একটু তোত্‌লামি করে সে বলল—"পোষাকটা খুব পুরনো। সহরের পোষাক কেনার সময় হয়নি। গ্রাম থেকে আস্‌ছি কিনা!"

কার্টার মৃদু হেসে বললেন—"ভেতরে এস।" সহুরে লোকেদের বাড়ীতে এই প্রথম সে প্রবেশ করল। এখানে কার্টারদের সঙ্গে পরিচিত হবার ফলেই হয়ত তার ভয় চলে গিয়েছিল। তাঁরা তাকে একটা পরিষ্কার ছোট ঘর ও একটা তুলোর বিছানা দিলেন আর দিলেন একটা কেরোসিনের বাতি। এই প্রথম সে তুলোর বিছনায় শুল। দুবারের খাবার নিয়ে এ সবের জন্য সপ্তাহে দু ডলার দিতে হবে। যখন গিডিয়ন তাঁদের বলল যে অধিবেশনের কাজে সপ্তাহে দু ডলার নাও মিলতে পারে তাঁরা তার এই সরল অজ্ঞানতায় হেসে ফেললেন এবং তাকে আশ্বাস দিলেন যে গভর্ণমেণ্ট কোনও প্রতিনিধিকে পাঁচ ডলারের কম দিতে ভাবতেও পারে না এবং এমন কি দশ ডলারও দিতে পারে।

কার্টারদের কোনও ছেলেমেয়ে নেই। মিঃ কার্টার প্রৌঢ় হয়ে গেছেন। স্বাধীন নিগ্রো ও বাড়ীর মালিক হিসাবে তাঁদের নিজেদের একটা মর্যাদা ছিল। যুদ্ধের সময় ও যুদ্ধোত্তর দুবছরে যে সব কালাকানুন আতঙ্কের রাজত্ব সৃষ্টি করেছিল তার মধ্যে সেই মর্যাদাটুকু বাঁচাতে তাঁদের কম সংগ্রাম করতে হয়নি। মরিয়া হয়ে সে সংগ্রামে তাঁরা যে সাহসের পরিচয় দিয়েছিলেন—তা সত্যই প্রশংসনীয়।

নিজেদের সেই মর্যাদাবোধ কিন্তু তাঁদের গর্বোদ্ধত করে তোলেনি। যেখানে অন্যান্য স্বাধীন নিগ্রোরা অশিক্ষিত ও গ্রাম্য স্বজাতীয়দের অত্যন্ত ঘৃণা করত সেখানে কার্টারিরা সরল ভাবেই গিডিয়নের মত লোকদের নিজেদের বন্ধুবর্গের মত মনে করতেন।

সেই রাত্রে কার্টারদের একটা ঘরে বাতির আলোয় গিডিয়ন খবরের কাগজটা পড়তে চেষ্টা করল। আগে খবরের কাগজ সে অনেক দেখেছে কিন্তু এই প্রথম সে একখানা খবরের কাগজ পড়তে মনোনিবেশ করল। অক্ষরগুলো ক্ষুদ্রাকার বলে পড়তে কষ্ট হতে লাগল এবং তার ফলে সে অভ্যাস মত তাড়াতাড়ি পড়তে পারল না। প্রত্যেকটি শব্দের নীচে আঙুল দিয়ে তাকে তার অর্থ হয় বিশ্লেষণ নয় ত কল্পনা করতে হল। যেটুকু সে পড়ল তাতে একটা ভাবের সামঞ্জস্য পেল না। সেখানে যাদের অর্থ বোঝে না এমন সব শব্দের সংখ্যাই বেশী। কথার মাঝে মাঝে অনেকখানি স্থান শূন্য পড়ে আছে। তবুও অধিবেশন সম্বন্ধে সম্পাদকীয়টা সে পড়তে চেষ্টা করল। মজার ব্যাপার হচ্ছে এই যে এই প্রবন্ধে নিগ্রোদের তুলনা করা হয়েছে বাঁদরদের সঙ্গে। আগামী অধিবেশন সম্বন্ধে মন্তব্য করা হয়েছে যে এটা একটা সার্কাস, চিড়িয়াখানা বা বাঁদরদের সমাবেশ হবে। একটা জাহাজ বিধ্বস্ত হওয়ার গল্পে সে মুগ্ধ হল এবং অসংলগ্ন ভাবে পড়ল সমস্ত রাজ্যে নিগ্রোদের অত্যাচারের কাহিনী। বিস্মিত হয়ে সে ভাবে সে নিজে ত এসব অত্যাচার কখনও দেখেনি বা শোনেনি।

শেষপর্যন্ত সে এতদূর পরিশ্রান্ত বোধ করে যে, ঘুমে চোখ আপনি বুজে আসে। এরপর বেশভূষা খুলে সে হামাগুড়ি দিয়ে নরম ও আরামপ্রদ বিছানাটিতে নিজের দেহ প্রসারিত করে দেয়।

খাটটাতে লোহার স্প্রিং লাগান ছিল। গিডিয়ন পরীক্ষা করবার জন্য তার ওপর নিজের দেহ নাচাতে লাগল। মনে হল যেন বাতাসে ঝুলছে তার বিছানা। তার সমস্ত সৌভাগ্যের জন্য ভগবানকে ধন্যবাদ দিয়ে সে স্বপ্নের জাল বুনে চলে—সে আর রাসেল প্রত্যেক রাত্রে এমন বিছানায় ঘুমাবে।......তারপর কখন সে ঘুমিয়ে পড়ল।

পরেরদিন গিডিয়নের ভয় যেন অনেক ক'মে গেল। সে বেশী কিছু না ভেবেই মেজর জেম্‌সের কাছে হাজির হল। কার্টার-জায়া তার কোটটা ঝেড়ে দিলেন ও ছেঁড়া-ফাটা জায়গাগুলো সেলাই করে ইস্ত্রী করে দিলেন। জ্যাকব কার্টার গিডিয়নের বাঁ পায়ের জুতোর যে অংশ দিয়ে একটা আঙ্গুল বেরিয়ে আসছিল সেখানে একটা তালি দিয়ে দুটো জুতোই পালিশ করে দিলেন। শান্ত স্বরে কার্টার বললেন যে তার রুমালটা বুক পকেটের চেয়ে প্যান্টের পকেটে বেশী মানানসই হবে। অনেক ধ'রে ক'য়ে তিনি গিডিয়নকে তাঁর সাদা সার্টটা পরতে রাজী করালেন। বহু বছর আগে তিনি ঐরকম দুটি সার্ট তৈরী করে রেখেছিলেন। রবিবার ছাড়া সে সার্টদুটো তিনি পরেন না। কিন্তু তাঁর ও তাঁর স্ত্রীর গিডিয়নকে খুব ভাল লেগেছে। সাধারণ বৃদ্ধ লোকদের মত স্নেহপ্রবণ তাঁদের হৃদয়। আর কিশোর বালকের মত গিডিয়নও এল সে হৃদয় জুড়ে।

তাঁরা গিডিয়নের ঘরে এক বালতি গরম জল দিয়ে গেলেন। গিডিয়ন গা থেকে সপ্তাহখানেকের ময়লা পরিষ্কার করতে করতে তার তালিদেওয়া জীবনের বিখণ্ডিত ঘটনা বর্ণনা করে চলে আর কার্টার বসে শুনতে থাকেন। এই ভাবে কার্টার গিডিয়নের আরও আপনজন হয়ে উঠলেন। চার্লস্টন সম্বন্ধে, নিগ্রো ও শ্বেতাঙ্গদের

সম্পর্কে, অধিবেশন অহৃত হবার পর যে জটিল পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে সে সম্বন্ধে কার্টার আবার গল্প করতে লাগলেন।

কার্টার বললেন,—"মনে হচ্ছে প্রতি একজন শ্বেতাঙ্গ প্রতিনিধির স্থানে দুজন নিগ্রো প্রতিনিধি আছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে শ্বেতাঙ্গ প্রতিনিধিরা কেন্দ্রীয় গভর্ণমেন্টের পক্ষপাতী ও নিগ্রোদের সমর্থক। অন্ধকার যেন রূপ ধরে এখানে নেমে এসেছে। মনে হচ্ছে এ অন্ধকার যেন কিছুদিন কাটবে না। অবস্থা যে জটিল—তুমি বুঝতে পারবে যখন দেখবে সর্বত্র অসংখ্য ইয়াংকি সৈন্য ঘোরাফিরা করছে।"

"আমি লক্ষ্য করেছি।"

কার্টার বললেন, "আমি একবারও কোনও ইয়াংকি সৈন্যদের কাছে যাইনি।"

"কেন?"

"আচ্ছা গিডিয়ন, তুমিই বল, কোন্ কাজে তারা এখানে এসেছে? আমি বলি কি তাদের নিজেদের দেশে ফিরে যাওয়া উচিত।"

"ইয়াংকি সৈন্যরা না থাকলে এখানে কেউ আর স্বাধীন থাকবে না এবং অধিবেশনও বসবে না," শান্ত স্বরে গিডিয়ন বলল।

কার্টার এ সম্পর্কে আর তর্ক করলেন না। কার্টার বিষয়টার মর্মস্থলে প্রবেশ করতে পেরেছেন কিনা গিডিয়ন ঠিক বুঝতে পারল না। কিন্তু এটা সন্দেহাতীত যে এই সামান্য মুচির মহানুভবতা স্বার্থ-প্রণোদিত ছিল না ও তাতে ছিলনা কোনও অপূর্ণতা। কার্টার একজন ধার্মিক লোক এবং ধর্ম সম্পর্কেই তাঁর বার আনা কথাবার্তা।

বাড়ী ছেড়ে আসার সময় গিডিয়নের বেশভূষার অবস্থা এমন ছিল না যে, সে কোনও লোকের সম্মুখে যেতে পারবে না। যদিও

গায়ে একটু ছোট হয়েছে তবু তার সাদা জামাটা চলনসই ছিল। কালো টাইটাও খারাপ ছিল না। তার ঋজু দেহ, প্রশস্ত স্কন্ধদেশ এবং সুন্দর ও দীর্ঘ গঠনভঙ্গীর প্রতি সাধারণ লোকের দৃষ্টি পড়লেই সে মনে করত যে তারা তার সার্ট ও কালো টাই এর প্রশংসা করছে।

মেজর জেম্‌স্ অনেক ঝামেলায় পড়েছেন। এই শাসনতান্ত্রিক অধিবেশন কেবলমাত্র একটা বিশৃঙ্খল ও অনিয়মিত বিষয়েরই অবতারণা করছেনা পরন্তু চার্লসটন যে ক্রমশঃ একটা জ্বলন্ত শিখার সামনে বারুদস্তূপের মত হচ্ছে তারও সূচনা করছে।

মেজর জেমস চিহ্ন ও সংকেতে বেশ অভ্যস্ত। তার কারণও আছে। সেই দীর্ঘ ও তিক্ত যুদ্ধের সময় দক্ষিণ অঞ্চলের অন্ততঃ ছটা সহর ইয়াংকি সৈন্যদের দ্বারা অধিকৃত হয়েছে তিনি দেখেছেন। তিনি জানেন—একটা সহরের জীবন-ধারা জৈবপ্রকৃতি মেনে চলে; হৃদয় ও মস্তিষ্ক উভয়ই সেখানে কাজ করে। কখনও সে জীবনধারায় দেখা দেয় হিংস্রও ক্রুদ্ধ মনোবৃত্তি, কখনও আসে সহজ আনন্দের জোয়ার। সহরের আভ্যন্তরীণ প্রতিক্রিয়ার দ্বারাই বোঝা যায় সহরটা বিপজ্জনক কি বিপজ্জনক নয়। যে লোকটাকে বাইরে থেকে মেজাজী, বাক্যবাগীশ ও বদরাগী ব'লে মনে হয় তার মত যে সহরটা ক্রোধে গর্জে ওঠে সেরকম সহর এলেন জেম্‌সকে চিন্তাগ্রস্ত করতে পারবে না। চার্লসটনের শান্ত জীবনধারায় যেন রয়েছে এক অকল্যাণের সংকেত। আর সেই জন্যই তিনি আজ অত্যন্ত চিন্তাকুল।

অনেক খড়্‌খড়ি আজ ছিট্‌কিনি দেওয়া। সহরের বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি বহুদিন, এমন কি বহু সপ্তাহ বাহির হননি। যারা কাজকর্মে বাড়ীর বাহির হয়, রাস্তায় ক্ষিপ্র তাদের পদক্ষেপ, সম্মুখে তাদের স্থির দৃষ্টি আর খুব অল্পই তাদের কথাবার্তা।

মেজর জেমসের চোখে এগুলি শুভসূচক নয়। ছিট্‌কিনি-দেওয়া খড়খড়ির অভ্যন্তরে অনেক কিছুই চলতে পারে। চার্লসটনে কত বন্দুক আছে? কতই বা গাদা পিস্তল আছে? তাঁর ঊর্ধ্বতন কর্ণেল কেন্‌টন্‌ গ্রেন সরল ভাবে বলেছিলেন—"আসে ত আসুক। যখন আসবে তখন আমরা দমন করব। কোথায় আমরা দাঁড়িয়ে আছি তখনই আমরা জানতে পারব। সে যাই হোক, তোমাকে নিয়েই ভাবনা। যেমন তুমি মদ খাও বেশী, তেমনি চিন্তা কর বেশী।" যে সামরিক কর্মচারী শান্তিপূর্ণ অধিবেশন চায় না, চায় না দেশে সামরিক শাসনের বদলে বেসামরিক শাসনের প্রবর্তন এবং সেইসঙ্গে চায় না পদোন্নতি ও ছ'মাসের ছুটি, তার উপযুক্ত কথাই বটে! কিন্তু এলেন জেমস্‌ যে ওগুলি চান্‌। মেজর জেমস্‌ দক্ষিণাঞ্চল পছন্দ করেন না। তাঁর কাছে ওটা শত্রুর দেশ। তিনি শ্বেতাঙ্গ বা কৃষ্ণকায় কাউকেই বিশ্বাস করেননা। দুটি দলের কোনও একটি সম্বন্ধে তাঁর সম্পূর্ণ ধারণা ছিল না। নিগ্রোপ্রীতি তাঁর ছিল না; যুদ্ধের জন্য তিনি তাদেরই দোষারোপ করেন। বুর্বান্‌ শ্বেতাঙ্গদের জন্যও তাঁর প্রীতি ছিল না। ওহিয়োর মধ্যবিত্ত পরিবারে তিনি মানুষ হয়েছেন। সেই জন্য ওদের প্রতি তাঁর ঘৃণা অনেকটা জন্মগত। আর দক্ষিণাঞ্চলের সরল ও দরিদ্র শ্বেতাঙ্গরা? ভগবান যাদের মেরেছেন—তাঁর সেই সব বিদ্রোহী সহচর ওদের হাতেই প্রাণ দিয়েছে।

কিন্তু যখন অধিবেশনের সদস্যরা মিলিত হ'য়ে তাঁর কাছে এসে পরিচয়পত্র দিল, সাফল্যপূর্ণ পরিণতি সম্বন্ধে তাঁর আশা পেল হ্রাস। কি অদ্ভুত এই সম্প্রদায়ের লোকেরা! কি রকম কদাকার, নোংরা, মূর্খ ও ইতর! আর সাম্‌নার, স্টিভেন্স প্রমুখ ইয়াংকি সংস্কারবাদীদের চাপিয়ে

দেওয়া এই দক্ষিণাঞ্চলের অধিবেশন কি নির্বোধ ও পাগলের সার্কাসই না হচ্ছে! যত সব ক্ষেতখামারের মজুর—একশ দু'শ মাইল তারা হেঁটে এসেছে! এ বোধশক্তিও তাদের নেই যে চার্লস্টনে রেলপথ এসেছে এবং প্রতিনিধি হিসাবে তারা রেলে চড়তে পারে। যত সব ছাঁটাই নিগ্রো সৈন্য—তারা নিজেদের আবার তাঁর পর্যায়ভুক্ত মনে করে, কেননা একবার তারা সবাই কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্টের নীল পোষাক পরেছিল ও হাতে ধরেছিল একটা বন্দুক! যত সব ভূত—যারা না পারে লিখতে না পারে পড়তে! যত সব অশিক্ষিত নিগ্রোসমর্থক দীর্ঘকায় শ্বেতাঙ্গ—ক্রীতদাসের মালিকদের ঘৃণা করে ব'লেই তারা একদিন কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্টকে সমর্থন করেছিল। যত সব কৃষ্ণকায় স্কুল-মাষ্টার—যেহেতু তারা একটু পড়তে পারে ও ছোটখাটো সংখ্যা যোগ করতে পারে, সেইহেতু তারা নিজেদের পণ্ডিত মনে করে! চার্লস্টন যে আজ চাপা ক্রোধে ধূমায়িত তাতে বিস্ময়ের কি থাকতে পারে?

শিশুর মত মন নিগ্রোর, কিন্তু সে বর্বর—বিদ্রোহীদের এই উক্তি যে কিছুটা ন্যায়সঙ্গত তা মেজর জেম্‌স উপলব্ধি করতে আরম্ভ করলেন। যখন একটা বিরাটকায় নিগ্রো কারওয়েল সিন্‌কারটনের একজন প্রতিনিধি ব'লে তাঁর সম্মুখে নিজেকে জাহির করল তখন তাঁর সেই উপলব্ধি আরও সত্য-প্রমাণিত হল। গায়ে তার কালো রঙের ঢিলা কোট ও অত্যন্ত ছোট একটা সাদা সার্ট—এত ছোট যে জোড়ের মুখগুলো খুলে গেছে। পরণে তার বহু পুরাণ তালিদেওয়া প্যাণ্ট। নিগ্রোটার নাম গিডিয়ন জ্যাকসন। পায়ে হেঁটে সে চার্লসটনে এসেছে। নিজের নামটা সে লিখতে পারে, তারচেয়ে বেশী কিছু লিখতে সে পারে না। পড়তে জানে? একটু, জ্ঞানভাণ্ডারের হয়ত একশটা শব্দের মালিকানার গর্ব তার আছে। প্রতিনিধি হিসাবে তার কর্তব্যের কোনও উপলব্ধি

আছে? কর্তব্য? আচ্ছা, যদি একটু পৃথকভাবে বলি—সে কি এই অধিবেশনের তাৎপর্য উপলব্ধি করতে পারে?

তাৎপর্য? না, নিশ্চয়ই না। কথাটার অর্থই সে বোঝে না। খুব ছোট ছোট কথা দিয়ে তাকে ধাপে ধাপে বোঝাতে হবে রাষ্ট্রের পুনর্গঠন ও নতুন শাসনতন্ত্রের খসড়ার কাজ আরম্ভ করার জন্য এ অধিবেশন ডাকা হয়েছে। এ কাজ কোনও একটা লোকের পক্ষে সম্ভব নয়। মরিয়া হয়ে জেমস কর্ণেল গ্রেসের কাছে গেলেন এবং জোর দিয়ে বললেন—"ম'শায়, ঐ রকম লোকদের আপনি অধিবেশনে বসতে দেবেন?"

"যদি সে আইনত নির্বাচিত হয়।"

"তার কাছে কাগজপত্র আছে। যদি একে আইনসঙ্গত নির্বাচন বলেন তাহলে অবশ্য ঐ কাগজপত্রই যথেষ্ট।"

কর্ণেল গ্রেস ভ্রূকুটি ক'রে বললেন—"নির্বাচন সম্পর্কে কোন প্রশ্নই আমি তুলছি না। দেখুন, এটা মনে রাখবেন যে, আমাদের নিদারুণ প্রয়োজনের সময় এই নিগ্রোরা আমাদের বিশ্বস্ত ছিল।"

এই কথায় কিন্তু উভয়ের মধ্যেকার প্রীতি ক্ষুণ্ণ হল না। ইচ্ছে ক'রেই গ্রেস এ কাজে নেমেছেন এবং তার জন্য গর্বও বোধ করেন। দাসত্ব-প্রথা যারা লোপ করতে চায় তাদের মধ্যে থেকেই তিনি এসেছেন।

"দেখুন, আপনাকে সাবধান করে দিতে চাই যে, ক্ষেতমজুরেরা এই অধিবেশনে যে কর্তৃত্ব করবে এ সহর তা বরদাস্ত করবে না।"

কর্ণেল গ্রেস শান্তকণ্ঠে বললেন—"মশায়, আমি আপনাকে বলছি গভর্ণমেণ্টের আদেশ মত এ হতচ্ছাড়া সহর সব কিছু করবে।"

"এখানকার লোকদের একটা গর্ববোধ আছে ভুলবেন না।"

কর্ণেল বললেন—"হাঁ, পাঁচ লাখ লোককে কবর দেওয়ার গর্ব ওদের আছে।"

মেজর জেমস বাধ্য হয়ে ফিরে গেলেন এবং দক্ষিণ ক্যারোলিনার রাষ্ট্রীয় সংবিধানের অধিবেশনে গিডিয়নের বসার অধিকার পত্রে সই করলেন।

গিডিয়ন যখন মিলিটারি এডযাস্টমেণ্ট অফিস ত্যাগ করছিল তখন একজন সুবেশ নিগ্রো ভদ্রলোক তাকে বাধা দিলেন। গায়ের রঙ তাঁর ফেকাসে। ফ্রান্সিস্ এল্ কার্ডোজো নামে তিনি নিজের পরিচয় দিয়ে বললেন—"আপনি কি অধিবেশনের একজন সদস্য ?"

"হ্যাঁ"

"আপনার সঙ্গে যদি চলি কিছু মনে করবেন কি ?"

"মনে করা, না করা ওসব কিছুই আমি বুঝিনা," গিডিয়ন একটা অনিশ্চয়তার সুরে বলল। এই সুবেশ ভদ্রলোকটি যে সহজ ভাবে তার সঙ্গে অন্তরঙ্গ হতে চাইলেন তাতে গিডিয়ন বেশ বিব্রত বোধ করল। একসঙ্গে তারা চলতে লাগল। গিডিয়ন আড় চোখে বারবার তার সঙ্গীর দিকে চাইছিল। শেষে কার্ডোজো মাথাটা একটু হেলিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—"মশায়, আপনার নাম জিজ্ঞেস করতে পারি কি ?"

"গিডিয়ন জ্যাকসন।"

কার্ডোজো বললেন যে তিনিও অধিবেশনের একজন প্রতিনিধি। চার্লসটন কেন্দ্র থেকে নির্বাচিত হয়েছেন। গিডিয়নের কি অন্যান্য প্রতিনিধির সঙ্গে দেখা করার ইচ্ছে আছে ? সে দিন অপরাহ্ণ প্রায় তিনটার সময় কার্ডোজোর বাড়ীতে তাঁরা অধিবেশন সংক্রান্ত কথাবার্তা বলতে আসবেন। গিডিয়নের কারুর সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ হয়েছে কি ?

গিডিয়ন বলল—"না"

"অবশ্য সকলের সঙ্গেই আপনার দেখা হবে অধিবেশন বসলে। যা হোক্, আজকের দেখাশুনায় অনেক বিষয় স্পষ্ট হতে পারে।

মিঃ জ্যাকসন, এরা সবাই ভাল লোক; সে বিষয়ে আপনি আশ্বস্ত হতে পারেন।"

"আমার আসার খুবই ইচ্ছে আছে।"

"তাহলে নিশ্চয়ই আসবেন। আপনার জন্য ঠিকানাটা আমি লিখে দিচ্ছি।"

একটা কাগজে তিনি ঠিকানাটা লিখে দিলেন। করমর্দনের পর গিডিয়ন নিজের পথে চলতে সুরু করল। তার কানে তখনও বাজছিল কার্ডোজোর শেষ অভিবাদনের সুর। "মিঃ জ্যাকসন" কথাটার চারদিকে যেন রয়েছে একটা মাধুর্যের মূর্চ্ছনা—তাকে ঘিরে আছে যেন একটা সীমাহীন বিস্ময়। জীবনটা যেন মুহূর্তেই গীর্জার স্তবের মত মধুর ও সুন্দর হয়ে গেল! অথচ এখানে কিছুক্ষণ আগে কাগজপত্র পেশ করতে সে কত ভয়ই না পাচ্ছিল! আগামী কালই সেইদিন যেদিন অধিবেশন বসবে। গিডিয়নের বুকের অস্বাভাবিক স্পন্দন কিছুতেই থামছে না। রাস্তা দিয়ে জোরে সে হেঁটে চলল। নিজেই নিজেকে সান্ত্বনা দিয়ে সে বলল, "আজ নতুন সূর্য ওঠার সঙ্গে আলোকে ভ'রে গেছে দশদিক্। জ্যোতিষ্মান যিশু খৃষ্টের আবার যেন আবির্ভাব হয়েছে বিশ্বে। ওরে মন, একবার ঐ দিকে তাকাও, ভুলে যাও যে, ক্রীতদাস হয়ে তোমার জন্ম, ক্রীতদাস হয়েই জন্ম তোমার ছেলেমেয়েদের আর ক্রীতদাস হয়েই তোমার এতদিন কেটেছে।"

গিডিয়নের বিপরীত দিক থেকে একজন শ্বেতাঙ্গ কোনও দিকে লক্ষ্য না রেখে হেঁটে আসছিল। সে যেন ধ'রে নিয়েছিল যে গিডিয়ন পথ ছেড়ে দেবে। কিন্তু গিডিয়ন যে তখন আত্মমগ্ন! তার কাছে তখন অবলুপ্ত হয়েছে সমস্ত বিশ্বের অস্তিত্ব। শেষ মুহূর্তে লোকটা একপাশে স'রে না গেলে মাথায় তাদের ঠোকাঠুকি লেগে যেত। সেই মুহূর্তেই

হাতের চাবুকটা দিয়ে লোকটা গিডিয়নের পিঠে দাগ বসিয়ে দিল। গিডিয়ন আঘাতের তীব্রতায় বাস্তব-জ্ঞান ফিরে পেল। একটা বিস্ময়ে গিডিয়ন কেমন লজ্জিত অবস্থায় দাঁড়িয়ে রইল। নিষ্ফল আক্রোশে সে গুমরাতে থাকে। পিঠের শিরদাঁড়াটা তার জলে যাচ্ছে এবং সেই সঙ্গে ক্রোধেও জ্বলতে থাকে তার বুকটা। ক্রোধ, লজ্জা ও সেই শ্বেতাঙ্গ লোকটার ওপরে লাফিয়ে পড়ার প্রবল ইচ্ছে—সব মিলিয়ে তার মনোরাজ্যে উপস্থিত হল এক অস্বাভাবিক আলোড়ন। কিন্তু কিসের যেন একটা অনুভূতি তাকে টেনে রাখে এবং যেন শোনায় এক আশ্বাসের বাণী। লোকটা ততক্ষণে মোড় ঘুরে অদৃশ্য হয়ে গেছে।

গিডিয়ন হেঁটে চলল। সেই স্বপ্নময় রাজ্য থেকে এখন আবার নেমে এল বাস্তবের অপূর্ণতার মধ্যে। বাস্তবের তালি দেওয়া জীবন আদর্শ-হীনতায় আবার ম্লান হয়ে গেল। এখন তার নিজের মনে শুধু এই প্রশ্ন এল, "কেন—কিসের জন্য লোকটা অমন ব্যবহার করল?"

গিডিয়নের পকেটে এখনও পাঁচশ সেণ্ট আছে। সামান্য অর্থে অনেকদিন চলল। চালডালের খরচে সে অভ্যস্ত, সেটা প্রয়োজনের বাইরে যায় না। কিন্তু অর্থ-খরচের সীমা নেই। অথচ চালডালের খরচ প্রয়োজনের বাইরে না গেলেও তাদের সরবরাহ নিঃশেষ হয়। কিন্তু অর্থের সরবরাহ নিঃশেষ হবার নয়। অর্থের সেই সরবরাহ থেকে জমা খরচ দুইই চলে। যাক্ সে কথা। এখানে শীতের আবহাওয়ায় রয়েছে একটা কর্মচাঞ্চল্য আর সেই কর্মচাঞ্চল্য গিডিয়নের পেটে যেন আগুন জ্বালিয়ে দিল। বাজারের একস্থানে এসে সে থামল। সেখানে ওরা ভাত ও পিঁয়াজ বিক্রী করছে। এক থালা গরম ভাতের দাম পাঁচ সেণ্ট। তারপর সে আর একটা খবরের কাগজ কিনে ঢুকে গেল ও তুলোর একটা গাঁটের ওপর বসে খবরের কাগজখানা খুলল। পিঠের

টনটনানি আর নেই। ছাপা অক্ষরের বিস্ময়ঘেরা জগৎ আবার ফিরে এল আর সেই সঙ্গে ফিরে এল প্রেম ও প্রীতি। পড়তে পড়তে আবেগময় অনুভূতিতে রোমাঞ্চিত হল তার সারা দেহ।

"জর্জিয়ার খবরে অপেক্ষাকৃত শান্ত অবস্থা ফিরে আসার আশ্বাস আছে।" ভবিষ্যতে কাজে লাগতে পারে ব'লে সে মনে মনে "স্ট্যাবিলাইজিং" কথাটার ওপর জোর দিল। সে উচ্চারণ করতে চাইল যেন একটা অদ্ভুত কথা। তারপর চোখে পড়ল লেখা রয়েছে—"নিউইয়র্কে তুলার ফাটকা বাজার।" ফাটকা আবার কি? মার্কেট (বাজার) কথাটার অর্থ সে বোঝে। সেখানে জিনিষপত্র বিক্রী হয়। মার্কেট কথাটার সঙ্গে সে খুবই পরিচিত। কিন্তু সে ধরতেই পারল না নিউইয়র্কে তুলোর ফাটকা বাজার বলতে কি বোঝায়। চোখদুটো তার টনটন্ করতে লাগল। পরে সে তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়ল। সেই উষ্ণ অপরাহ্নে সে ঢুলতে লাগল। বারবার তার তন্দ্রা কেটে যায় আর চোখ পড়ে খবরের কাগজের ওপর। অসংলগ্ন দু একটা কথা তার চোখে পড়ল। "কংগোর কৃষ্ণকায় বর্বর সব—।" খালাসীরা মোট বহার সময় চীৎকার করছে আর গান করছে। কংগো ক্যারোলিনাতে না জর্জিয়ায়? "স্যাভেজেস্" (বর্বরগণ) কথাটা বেশ পরিচিত। নিগ্রোদের বন্য রেড্ ইণ্ডিয়ানদের সঙ্গে তুলনা করার সময় সাধারণতঃ কথাটা ব্যবহার করা হয়। দূরে উপসাগরের বুকে একটা পালতোলা নৌকো বাতাসে কখন তীরের দিকে আসছে কখন দূরে স'রে যাচ্ছে। গাঙ্‌চিলগুলোও সেদিকে ধাওয়া করছে। গিডিয়ন একবার সূর্যের দিকে তাকিয়ে অনুমান করল বেলা বোধ হয় তিনটার কাছাকাছি হবে।

খবরের কাগজটা সুন্দর ভাবে মুড়ে বগলের তলায় নিয়ে গিডিয়ন কার্ডোজোর বাড়ীতে এল। মিঃ ন্যাস, মিঃ রাইট, মিঃ ডিলানির সঙ্গে

তার পরিচয় করিয়ে দেওয়া হলে, কেতাদোরস্ত ভাবে মাথাটা নুইয়ে সে অভিবাদন জানাল। ওঁরা সবাই মধ্যবয়সী নিগ্রো। চার্লসটনেই ওঁদের বসবাস। তাঁরা সকলেই গিডিয়নের পোষাক দেখে ও তার গ্রাম্য ক্রীত-দাসের মত মৃদু ও অস্পষ্ট উচ্চারণ-ভঙ্গীতে ভ্রূকুটিকরলেন। গিডিয়ন কিন্তু মুগ্ধ হয়ে গেল। এঁরা সবাই শিক্ষিত ভদ্রলোক। কালো পোষাকে কি সুন্দর তাঁদের দেখিয়েছে! সে বুঝল যে, সাদা অথবা ধূসর রঙের পোষাকের চেয়ে কালো রঙের পোষাক অনেকে পছন্দ করে। মিঃ ন্যাস বললেন,

"আমি মনে করতে পারি কি, মিঃ জ্যাকসন, আপনি আপনার নির্বাচন কেন্দ্রের লোকেদের উপদেশ নিয়ে এসেছেন?" মিঃ ডিলানি বললেন, "আমাদের একটা সুনির্দিষ্ট কর্মতালিকার প্রয়োজন।"

গিডিয়ন অস্পষ্ট ভাবে বলল, "ওসব আমি কিছু জানিনা।" ওঁদের চেয়ে কার্ডোজোর মধ্যে ছিল আরও ভদ্র মনোভাব। মৃদু হেসে তিনি বললেন, "মিঃ জ্যাকসন! কথাটা খুব জরুরি। আইনসভার একজন সদস্য হয়ে একজন মানুষকে মস্তিষ্কের অর্ধেকটা প্যান্টের পকেটে রাখতে হয় আর অব্যবহৃত যে অর্ধেকটার মালিকানা সম্বন্ধে সে একেবারে অচেতন ছিল সেইটা নিয়েই তাকে কাজকম কবতে হয়।"

গিডিয়ন মাথা নাড়াল। সে স্থির করল যে, কথা না ব'লে সে শুধু শুনে যাবে ওদের বক্তব্য। মিঃ রাইট ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নিরাশার মন্তব্য করলেন। কার্ডোজোকে তিনি বললেন, "ফ্রান্সিস, তুমি দেখবে অন্ততঃ তিরিশজন প্রতিনিধি না জানে লিখতে না জানে পড়তে।"

গিডিয়নের আনন্দ হল এই জন্য যে তার বগলে খবরের কাগজটা তখনও ভাঁজ করা রয়েছে। তার সম্বন্ধে তাঁরা কি ভাবেন আর কেনই বা তাঁরা তাকে এখানে ডেকে নিয়ে এসেছেন?

কার্ডোজো মাথা নাড়িয়ে জানালেন, "যত বেশী জন অশিক্ষিত হয় ততই ভাল।"

"দয়া ক'রে বিবেচনা ক'রে কথা বলুন।"

ন্যাস বললেন, "ফ্রান্সিসের সঙ্গে আমি একমত। এ জগতের শিক্ষিত সম্প্রদায় এমন কিছু আশ্চর্যজনক কাজ করেনি।"

'ওটা অবশ্য ভ্রান্ত যুক্তি। দেশের শাসনতন্ত্র-সৃষ্টিতে যোগ দিচ্ছে ক্ষেতমজুররা। এই সমস্যার সম্মুখীন আমরা। শ্বেতাঙ্গ জনগণের মধ্যে যে ক্রোধের আগুন জ্বলছে তার উল্লেখ না করাই ভাল। আমরা ক্ষেতমজুরদেরই বাস্তব প্রশ্নের সম্মুখীন। ওরা কি করবে ?"

"ওদের সহজেই পরিচালনা করা যাবে।"

কার্ডোজো সহজভাবে বললেন, "মিঃ জ্যাকসন, আপনাকে চালনা করা যাবে ব'লে কি আপনি মনে করেন ?"

"ম'শায় ?" গিডিয়ন অনুভব করল একটা কিছুর খোঁচা তাকে মারা হচ্ছে। তার প্রাথমিক বিস্ময়টা ধীরে ধীরে ক্রোধে পরিণত হতে লাগল।

কার্ডোজো বললেন, "রাগ করবেন না, মিঃ জ্যাকসন, আপনি ত একজন ক্রীতদাস ছিলেন।"

"হাঁ, ছিলাম।"

ক্ষেত-মজুর ?"

"হাঁ, তাও ছিলাম।"

"এই শাসনতন্ত্রের কাজটা আপনি কোন চোখে দেখেন ? কথাচ্ছলে আমি এ প্রশ্ন আনছি না। যে শাসনতন্ত্র তৈরীর কাজে আপনার ভূমিকা রয়েছে সে শাসনতন্ত্রে আপনি কি চান ?"

গিডিয়ন তাঁদের দিকে তাকাল। ন্যাসের গঠন আঁটসাট ও মাংসল।

দোহারা কার্ডোজোকে প্রায় রোগা বলা যেতে পারে। রাইট বেশ গোলগাল ও সুন্দর। ভাল খাওয়া-দাওয়া পায় এমন কোনও বাড়ীর চাকরের মত তাকে দেখতে। আর যে ঘরে তাঁরা বসে আছেন সে ঘরটার সাজসজ্জা তার বিশ্বাসেরও বাইরে। চেয়ারগুলো গদি লাগান, মেঝের ওপর রয়েছে চামড়া দিয়ে তৈরী একটা কাঠ বিড়ালের ও একটা লোমশ কুকুরের প্রতিমূর্তি। পেন্সিলে আঁকা তিনখানা ছবি ঝুলছে দেওয়ালে। একজন কালা-আদমি এত জিনিষের মালিক হল কি ক'রে? এই পরিবেশে নিজেকে সে খাপ খাওয়াবে কি ক'রে? অন্যান্য যে সব প্রতিনিধি তুলোর মাঠে কাজ করার জন্য তৈরী বেচপের জুতো প'রে বিস্তীর্ণ অঞ্চল পায়ে হেঁটে এসেছে তারাই বা কি ক'রে মানিয়ে নেবে এই পরিবেশের সঙ্গে?

কার্ডোজো প্রসঙ্গক্রমে বললেন, "মিঃ জ্যাকসন্, মনে কিছু করবেন না।"

গিডিয়ন মাথা নেড়ে বলল, "আমার স্থান খুব উঁচুতে নয়। মনে হয় আপনি কিছু একটা উত্তর চান। লিখতে জানে না, পড়তে জানে না, সদ্য তুলোর মাঠ থেকে আসছে—এমন কোনও বুড়ো নিগ্রোর মত আমি। শাসনতন্ত্রের মধ্যে আমি কি চাই? হয়ত আপনাদের মত লোকেরা যা চাইবেন—আমি তা চাই না। আমি চাই শিক্ষা—শ্বেতাঙ্গ, নিগ্রো, সকলের জন্য। আর চাই এমন স্বাধীনতা যা লোহার খুঁটির মত হবে মজবুত। আমি চাই চলার পথ থেকে ধাক্কা দিয়ে আমাকে কেউ ফেলে দেবে না। নিগ্রোদের জন্য আমি চাই জমি যেখানে সে বুকের রক্তে ফসল ফলাবে। সেই ফসলে ভ'রে উঠবে তাদের গোলা। এই মাত্র চাই আর কিছু নয়।"

অর্থহীন অথচ উত্তেজনাপূর্ণ ও জোরালো কথা কেউ যদি

অযৌক্তিক ভাবে বলে যায় সে যেমন অপ্রস্তুত বোধ করে তেমনি করল গিডিয়ন। কিছুক্ষণ পরে অন্যান্য সকলে বিদায় নিল। কিন্তু গিডিয়ন যখন উঠতে গেল কার্ডোজো তার জামার হাতাটা চেপে ধরলেন এবং তাকে কিছুক্ষণ থাকতে অনুরোধ করলেন। গিডিয়নকে একলা পেয়ে তিনি বললেন, "দয়া ক'রে একটু চা খান্। তারপর আমরা অনেক কিছু আলোচনা করতে পারব। আপনাকে এদের মধ্যে টেনে নিয়ে এসে বুদ্ধিমানের কাজ করিনি। করেছি কি?"

গিডিয়ন মাথা নেড়ে জানাল, "অন্যায় ত কিছুই করেন নি।" তবু চলে যাবার ইচ্ছেই তার হল কিন্তু ঠিক কি পদ্ধতিতে বিদায়-সম্ভাষণ জানাতে হয় সে সম্বন্ধে একটু অনিশ্চয়তা বোধ করল। কার্ডোজোর স্ত্রী এরপর এলেন। খর্বকায় হলেও তাঁকে দেখ্‌তে সুন্দর। গায়ের রঙটা বাদামি। তাঁর পাশে গিডিয়নকে একটা দৈত্যের মত দেখাল।

কথাবার্তা সুরু করবার ছলে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, "এরা কি সবাই পাহাড়িয়াদের মতই দীর্ঘকায়?" গিডিয়ন এখন সব কিছুতেই খোঁচা অনুভব করল এবং প্রত্যুত্তরে বলল, "দেখুন, আমি পার্বত্য অঞ্চল থেকে আসিনি, মধ্যদেশ থেকে এসেছি।"

কার্ডোজো বললেন, "তাহলে আপনি থাকবেন না? অনেক কিছুই বলার ছিল।"

গিডিয়ন মাথা নাড়াল।

কার্ডোজো বললেন, "কথাটা এরকমভাবে একবার ভাবুন। এখানকার আমরা কয়েকজন স্বাধীন নিগ্রো ছিলাম। আমাদের স্বজাতীয়দের সঙ্গে হয়ত তত ঘনিষ্ঠ সংযোগ ছিল না যত থাকা উচিত ছিল। চল্লিশ লক্ষ ক্রীতদাসের মধ্যে আমরা এই ক জন। আমাদের সম্মুখে বই খোলা ছিল এবং আমরা কিছু শিখেছিলাম। কিন্তু বিশ্বাস করুন

আপনাদের অপেক্ষা আমরা আরও বেশী ক্রীতদাস। আজ যে অবস্থার উদ্ভব হয়েছে তা এমন অভূতপূর্ব ও তাৎপর্যপূর্ণ যে সমগ্র বিশ্ব সম্পূর্ণ ভাবে তা উপলব্ধি করতে পারবে না। যুদ্ধের সময় যে সামরিক সংগঠন গ'ড়ে তোলা হয়েছে তার জোরে ইউনিয়ন গভর্ণমেণ্ট দক্ষিণাঞ্চলের শ্বেতাঙ্গ ও কৃষ্ণকায় সমস্ত লোকেদের নতুন জীবনের প্রতিষ্ঠা করতে আহ্বান জানাচ্ছে। সে কাজ গোড়া থেকে আরম্ভ করতে হবে। একটা নতুন শাসনতন্ত্র, নতুন সব আইন, একটা নতুন সমাজ। শ্বেতাঙ্গ আবাদকারীরা এর বিরুদ্ধে করেছে বিদ্রোহ। কিন্তু তারা পরাজিত। তবুও তারা নির্বাচন থেকে স'রে দাঁড়িয়েছে এবং তার ফলে যারা গতকালও ক্রীতদাস ছিল সেইসব কৃষ্ণকায় লোকেরাই নিজেদের লোক নির্বাচন ক'রে এই অধিবেশনে পাঠিয়েছে। গিডিয়ন, আপনি কি জানেন যে, এই অধিবেশনে আমরা নিগ্রোরা সংখ্যাগরিষ্ঠ। একশ' চব্বিশ জন নির্বাচিত প্রতিনিধির মধ্যে আমরা ছিয়াত্তর জন আর এর মধ্যে প্রায় পঞ্চাশ জন আগে ক্রীতদাস ছিল। এটা ১৮৬৮ সাল। ক দিনই বা আমরা দাসত্বের নিগড় থেকে মুক্তি পেয়েছি? ইস্রেলের সন্তান-সন্ততিরা যে চল্লিশ বছর অনির্দিষ্টভাবে ঘুরে বেড়িয়েছিল!"

এক মুহূর্ত পরে গিডিয়ন অস্পষ্টভাবে বলল, "ভয় পেলে আমি ধর্মপুস্তকের কথা আওড়াই না। ভগবানকে অবশ্য আমি ভয় করি। কিন্তু আমার মধ্যে ভয় যখন প্রবল ছিল তখনও আমি হাতে বন্দুক নিয়ে নিজের স্বাধীনতার জন্য লড়াই করেছিলাম।"

"আর এই সব ক্ষেত-মজুরেরা আদালতে গিয়ে আইনের কি ছাই বুঝবে?"

"তারা কি বুঝবে? খবরের কাগজ যেমন বলে সে রকম বর্বর তারা নয়। তাদের ঘরে বউ আছে, ছেলেমেয়ে আছে। ভালবাসতে তারাও

জানে। তারা বলে—'যাতে আমাদের ও বৌছেলেদের ভাল হয় তার জন্যই আমরা ভোট দেব'। শিক্ষার আকাঙ্ক্ষা তাদের আছে আর তার পক্ষেই তারা ভোট দেবে। দাসত্বের স্বরূপ তারা জানে আর সেই জন্যই তারা ভোট দেবে মুক্তির পক্ষে। হাত ধ'রে ভগবানের নামে আপনি তাদের চালনা করুন, আপনার নেতৃত্বকে তারা স্বীকার ক'রে নেবে। কিন্তু আপনি যেন তাদের পিঠে আর চাবুক মারতে যাবেন না। তারা জেনেছে স্বাধীনতার আস্বাদ কি রকম।"

চিন্তিত ভাবে কার্ডোজো বললেন, "গিডিয়ন, আপনি সে বিষয়ে আশ্বস্ত হতে পারেন।"

"এই অধিবেশনে আসার সময় নিজেকেই আমার সাহস দিতে হয়েছিল।"

"আমিও তা মনে করি। গিডিয়ন, এবার নিজের সম্বন্ধে কিছু বলুন।"

ধীরে ধীরে সে সুরু করল তার কাহিনী কিন্তু বলার সহজ গতি সে সব সময় বজায় রাখতে পারল না। যখন শেষ হল সে বর্ণনা তখন রাত্রি হয়ে গেছে। পিপাসার্ত ও ক্লান্ত বোধ করল গিডিয়ন। চ'লে যাবার পূর্বে কার্ডোজো তাকে দু খানা বই দিলেন। একখানা গেল্‌ডনের "বেসিক স্পেলার" আর একখানা ফিৎস্‌রয় ও জেম্‌সের "ইডসেজ্ অব দি ইংলিশ ল্যাংগুয়েজ।" এই প্রথম গিডিয়নের হাতে এই রকম দু খানা বই এল। এমন ভাবে সে হাত দিয়ে বই দুখানা ধরল যেন ওগুলো ডিমের খোলসে তৈরী। পরে মনে ক'রে সে জিজ্ঞাসা করল, "সেক্সপিয়রের কোনও বই আপনার আছে?" এক মুহূর্ত কার্ডোজো ইতস্ততঃ করলেন। তারপর না হেসেই তাঁর বই রাখার ছোট্ট তাকের কাছে গিয়ে "ওথেলো" খানা নিয়ে গিডিয়নের হাতে দিলেন।

গিডিয়ন বলল, "ধন্যবাদ।"

কার্ডোজো মাথা নাড়লেন। গিডিয়ন চ'লে যাবার পর তিনি তাঁর স্ত্রীকে বললেন, "যদি আমি হেসে ফেলতাম! যদি—! ভগবান আমাকে রক্ষা করেছেন। আমি ত হেসে ফেলেছিলাম আর কি? আমরা কি জানোয়ার!"

গিডিয়ন কার্টারকে কার্ডোজোর সম্বন্ধে কিছু বলতে বলল। গিডিয়ন কার্ডোজোর বাড়ীতে গিয়েছিল শুনে কার্টার যে কেন বিস্মিত হলেন তা গিডিয়ন বুঝতে পারল না। অথচ দেখাশুনাটা নেহাৎ সামাজিক শিষ্টাচার ছাড়া আর কিছুই ত নয়।

কার্টার বললেন, "সে আধা ইহুদি। এই নামেই সে এখানে পরিচিত। সে একজন দাম্ভিক নিগ্রো।"

গিডিয়ন আগে কখনও কোন ইহুদিকে দেখেনি। তাই সে বলল, "যে কোন নিগ্রোর মত তাঁকে দেখ্‌তে"

"কিন্তু গর্বিত।"

কার্টার জানালেন যে গিডিয়ন আলোটা নিতে পাবে। একমাস পরে যখন প্রতিনিধিরা মাহিনা পাবে তখন সে তেলের দামটা দিয়ে দিতে পারবে। বানানের বইটা নিয়ে সে অর্ধেক রাত্রি পর্যন্ত জেগে রইল। গিডিয়ন খবরের কাগজের প্রান্তে লিখল সব শব্দ। কখনও কোন একটা শব্দ জোরে উচ্চারণ করে শুনছিল কানে অদ্ভুত ঠেক্‌ছে কি না। তার এই নিয়ত চীৎকারে কার্টার বারবার দরজার কাছে এসে প্রশ্ন করলেন, "জ্বর হয়েছে?"

ক্ষমা প্রর্থনা ক'রে গিডিয়ন বলল, "পড়ছি।"

বানানের বইটা সত্যই চমৎকার। কিন্তু বইটাতে শব্দের অর্থ দেওয়া

ছিল না। গিডিয়ন সময় সময় ভাবত এমন কোনও বই আছে কি না যেখানে শব্দার্থ মিল্‌বে।

খুব সামান্য আশা নিয়েই সে "ওথেলো" পড়তে আরম্ভ করল। কিন্তু সে আশাটুকু লুপ্ত হল যখন সে পড়ল :—

Iago : I am about it, but indee' my invention comes from my pate as birdlime does from frize............

মাথায় তার যন্ত্রণা হচ্ছে। আগের মতই গভীর হতাশায় ভ'রে গেল তার মন। শেষে সে ঘুমিয়ে পড়ল।

কার্ডোজো গিডিয়নের চেয়েও অনেক রাত্রি পর্যন্ত জেগে রইলেন। তাক থেকে গিডিয়ন বই তিনখানা নিয়ে গেল; কার্ডোজোর সামনে রেখে গেল তাকের শূন্য স্থানটুকু। সেটার দিকে এক দৃষ্টে চেয়ে রইলেন কার্ডোজো। তাঁর মনে হল—শুধু তাঁর জীবনের নয়, মানুষের ইতিহাসের ধারায়, বেদনাহত নিষ্পেষিত মানুষের জীবন-প্রবাহে অমন একটা শূন্যতা যেন রয়ে গেছে। গিডিয়নের সঙ্গে দেখা হওয়ার আগে পর্যন্ত এই শূন্যতার খবর তিনি পাননি জীবনে। অথচ এই দেখা হওয়াটাও কি আকস্মিক নয়? দাসত্ব ও অন্ধকারের মধ্যে থেকে এই লোকটির আবির্ভাব। সুদূর ক্যারোলিনার এক অনুন্নত গ্রাম থেকে সে এসেছে—এইটাই কি তার সবচেয়ে বড় পরিচয়? চলনে-বলনে এই লোকটি যে ধার দেয় কি শুধু দেহের বিরাটত্বের পরিচায়ক? ওর মনটাও কি সেই সঙ্গে বিরাট নয়? তবে কেন কার্ডোজো তার কাছে নিজেকে এত ছোট মনে করছেন? কি দিয়ে একটা মানুষের পরিমাপ হয়? কার্ডোজো স্বাধীন হয়েই জন্মেছেন। তাঁর স্মৃতিতে রয়েছে গ্লাসগোর বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা। লণ্ডনের বাইরে বহুবার বনভোজন হয়েছে; একটা বড় সভায় তিনি তিন হাজার ইংরেজের সামনে বক্তৃতা করেছেন।

খ্যাতি পেয়েছেন, পেয়েছেন সম্মান। সাত সমুদ্র তের নদী পার হয়ে গিয়েছেন বহুদূর দেশে, বরণীয় অতিথি হয়েছেন বহু গণ্যমান্য ব্যক্তির গৃহে। নিউ হ্যাভেনে তিনি একজন মন্ত্রী ছিলেন। দাসত্ব-প্রথা যারা লোপ করতে চেয়েছেন তাঁর বাড়ীতে তাঁরাএসেছেন, প্রস্তুত করেছেন বহু কর্ম-তালিকা। একসঙ্গে নিগ্রো ও ইণ্ডিয়ান, ইহুদি ও বিধর্মী, শ্বেতাঙ্গ ও কৃষ্ণকায়ের রক্ত তাঁর ধমনীতে বইছে। এমন কি চার্লস্টনের শ্বেতাঙ্গলোকেরাও তাঁকে সম্মান দেয়।

তবুও বিশৃঙ্খলার এই অন্ধকার রাজ্যে যদি সত্যই কোন মুক্তির আলো থাকে ত তিনি সন্ধান পেলেন গিডিয়নের মধ্যে; সেই বিরাটকায় অশিক্ষিত নিগ্রোটি এমন এক সূর্যোদয়ের দিকে তাকিয়ে আছে যা কার্ডোজো দেখতে পাচ্ছেন না। নানান্ ভয়ে তিনি শঙ্কিত, আশাহীন আশায় তিনি দোলায়িত। সুতরাং ঘুম তাঁর চোখে এল না। বিনিদ্র চোখে তিনি ঈর্ষা করতে লাগলেন দুদিনের স্বাধীন এক নিগ্রোকে।

অবশ্যম্ভাবী কোন কিছুর আগমন যত বিলম্বিতই মনে হোক্ তবুও যেমন সে একদিন আসেই, তেমনি শেষ পর্যন্ত অধিবেশনও বসল এবং গিডিয়ন জ্যাক্সন্‌ও প্রতিনিধিদের মধ্যে আসন গ্রহণ করল। তার মনে হল সময়ের গতি যেন স্তব্ধ হয়ে গেছে। চল্লিশ বছর আগে এক নিগ্রো শিশু হয়ে তার জীবনের সুরু। পৃথিবীর তিক্ত অভ্যর্থনায় জন্মেই সে কেঁদে উঠেছিল আর হত্যা করেছিল তার মাকে। গরু, ভেড়া ছাগলের দলে তার দিন কেটেছে, খোঁচা খেয়েছে, বার বার যাচাইএর মধ্যে দিয়ে ধার্য হয়েছে তার বাজার দর। আর আজ তার আসন সেই সমস্ত লোকের মধ্যে যাঁরা চলেছেন নতুন জগতের প্রতিষ্ঠা করতে। সমস্ত জগৎ যেন আজ উত্থানপতনের মাঝখানে এসে দাঁড়িয়েছে, রুদ্ধ হয়েছে তার গতি, স্তব্ধ হয়েছে তার কর্মচাঞ্চল্য। কোলের ওপর হাত

দুটো রেখে জানু দুটো চেপে ধ'রে গিডিয়ন যেন রুদ্ধশ্বাসে শুনতে চাইল তার বুকের প্রতিটি স্পন্দন। তখন অবশ্য সহজ ছিল না নিশ্বাস নেওয়া। সেই বিরাট হলে তিল ধারণের জায়গা ছিল না। সুসজ্জিত সোপানমালার ওপর অসংখ্য চেয়ার শ্রেণীবদ্ধ। এক এক সারিতে দেখা যায় কালো ও সাদা মুখ। কেউ এসেছেন গ্রাম্য পোষাকে, কেউ এসেছেন সহুরে পোষাকে, কেউ বা এসেছেন বাবুয়ানি পোষাকে আবার অভদ্রোচিত পোষাকেও কেউ এসেছেন। কেউ বৃদ্ধ, কেউ যুবা; কেউ দাস হয়ে জন্মেছেন, কেউ জন্মেছেন স্বাধীন হয়ে। কেউ বা দাক্ষিণাঞ্চলের রিপাবলিকান, কেউ বা তার বিরুদ্ধবাদী। পার্বত্য অঞ্চল থেকে এসেছেন রোদেপোড়া সুপুরুষ ইউনিয়নপন্থীরা। যারা বিদ্রোহীদের হয়ে লড়াই করেছিলেন এবং যাঁরা ইয়াংকি সৈন্যদের সঙ্গে সহযোগিতা করেছিলেন তাঁরা সবাই একত্রে আসন গ্রহণ করেছেন। এই পরিবেশে নিশ্বাসপ্রশ্বাসের ক্রিয়া সত্যই সহজ ছিল না।

এটাও যেন সব নয়। চার্লস্টনের লোকেরা শেষ পর্যন্ত তাদের ঘর থেকে বেরিয়ে এসে বৃহদকার কালো বাঁদরদের সার্কাস দেখবার জন্য ভীড় করল। কেবল স্থানীয় সাংবাদিকরাই সেখানে উপস্থিত হন নি, উপস্থিত হয়েছেন জর্জিয়া, লুইজিয়ানা, আলাবামা ও অন্যান্য দক্ষিণের রাষ্ট্রগুলি থেকে সেই সব ঈর্ষাপরায়ণ লেখকরা যাঁরা এই পাগলামির কলঙ্ক চিরকালের জন্য এঁকে দিয়ে যেতে চান আর এসেছেন নিউইয়র্কের সেই সব সাংবাদিকরা যাঁরা ছোট খাট সংবাদ থেকে ভ্রান্ত যুক্তি প্রয়োগ ক'রে বেছে নেবেন সেই সব অদ্ভুত স্থানীয় সংবাদ যা প'ড়ে সেই বড় সহরের অধিবাসীরা আনন্দ পাবেন। বোস্টন ও নিউইংল্যাণ্ড থেকেও সাংবাদিকরা এসেছেন। এঁদের মধ্যে কেউ কেউ আবার দাসত্ব-প্রথার বিরুদ্ধে দীর্ঘ সম্পাদকীয় লিখেছেন। ওয়াশিংটনের অধিবাসীরাও

সংবাদ-সরবরাহক পাঠিয়েছেন যাতে এখানকার সংবাদে রাজধানীতে সোরগোল পড়ে।..........এর পরেও কক্ষটিকে পরিবেষ্টিত ক'রে আছেন ইয়াংকি সৈন্যরা।

সমস্ত প্রকার আঁশঙ্কা, উৎকণ্ঠা ও উত্তেজনা সত্বেও অধিবেশনের প্রথম দিনটা শান্ত ভাবেই কাটল। ক্রমিক সংখ্যানুযায়ী নাম ডাক হল। যে পর্যন্ত না তার নাম ডাক হল সে পর্যন্ত গিডিয়ন উদ্বেগকাতর ও সন্ত্রস্ত হয়ে রইল। যখন সে বলল "এই যে" এবং সভাপতি পরবর্তী নাম ডাকলেন তখন তার মনে হল তার কণ্ঠস্বর হয়ত শোনা যায়নি।

নাম ডাকের পর সাউথ ক্যারোলিনার পূর্বতন শাসনকর্তা মিঃ ওর অধিবেশনে বক্তৃতা দিতে উঠলেন। বিশেষ নিমন্ত্রণে তিনি এসেছেন। প্রতিনিধিরা এই নিমন্ত্রণের মধ্য দিয়ে প্রকাশ করতে চেয়েছেন যে, তাঁরা জনগণের মধ্যেই কাজ করতে চান্। সমস্ত হলটা নিস্তব্ধ হয়ে গেল এবং গিডিয়ন সম্মুখের দিকে ঝুঁকে বসল যাতে প্রতিটি কথা সে শুনতে পায়। প্রথমে সে খুশীই হল। ভূতপূর্ব ক্রীতদাসদেব শিক্ষাব একান্ত প্রয়োজন সম্বন্ধে মিঃ ওর বললেন। কিন্তু তারপর তিনি স্পষ্টভাষায় ঘোষণা করলেন যে, এই সব ক্রীতদাস রাষ্ট্রের সম্পদ, ধীশক্তি বা মনন-শক্তিব বাহক নয়। সার্বজনীন ভোটাধিকারের কথা আজ তারা বললেও সেটা একটা স্বপ্ন মাত্র।

সমস্ত বক্তৃতার অনেক কিছুই গিডিয়ন বুঝতে পারল না। সেই সব অর্ধোচ্চারিত ও অর্ধ-ভাবগত কথাগুলো যে সে বুঝতে পারল না এবং ধরতে গেলে প্রতি তৃতীয় বা চতুর্থ কথা যে তার অবোধ্য হয়ে রইল—তার জন্য নিজের ওপরই তার রাগ হল বেশী। মিঃ ওর কি তাদের নিয়ে তামাসা করলেন? অবজ্ঞা করলেন? আক্রমণ করলেন?

মিঃ ওরের বক্তৃতা শেষ হলে প্রশংসাসূচক খুব বেশী করধ্বনি

হল না। সেইজন্য ঘরের শৃঙ্খলাও বজায় রইল। আগামীদিনের আলোচ্য বিষয় স্থিরীকৃত হবার পর অধিবেশন সে দিনের মত মূলতুবি রইল।

রাস্তায় কয়েকজন প্রতিনিধি জমায়েৎ হয়ে কথাবার্তা বলছিলেন। তাদের সেই কথাবার্তায় বেশ একটা উত্তেজনার ভাব। গিডিয়ন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তাদের কথাবার্তা শুনল। গ্রাম থেকে তারা এসেছে। ক্ষেতমজুরদের মত তাদের পেশীবহুল শক্ত চেহারা। তাদের কাঁধে রয়েছে বছরের পর বছর লাঙ্গল টানার ছাপ। ওদের মধ্যে একজন বয়স্ক লোক—আলকাতরার মত তার রঙ, লম্বামুখ, তীক্ষ্ণ দৃষ্টি—বলল,

"আমরা ত শিক্ষা পাইনি কিন্তু এদেশের কে পেয়েছে? জেলাতে একটা ইস্কুল নেই, পয়সাওয়ালা লোকেরা নিজেদের বাড়ীতে শিক্ষক রেখে ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া শেখায় এবং ইউরোপে পাঠায়। পয়সার ভাবনা ত তাদের নেই। কিন্তু মিঃ ওয়েব কথা মত তাতে পুঁথিগত শিক্ষাই হয়, বুদ্ধির বিকাশ ঘটে না। বুদ্ধিমান হতে আমরা ক'দিনই বা সময় পেয়েছি? দুবছরের মুক্তি আর একদিনের অধিবেশন! বলব—লোকটা কেন আমাদের ছোট করতে চান্?"

একজন দীর্ঘকায়, চোয়াড়ে গোছের শ্বেতাঙ্গ ভীড় ঠেলে এগিয়ে এলেন। পাহাড়িয়া লোকের মত তিনি ধীরে ধীরে কথা বলেন। মাঝে মাঝে আবার তাঁর কথা বেধে যায়। তিনি বললেন—

"অনেক কারণ আছে বাপু।"

"কি রকম?"

"বাপুহে, তোমাদের মত নিগ্রোরা কেন চোখ চেয়ে দেখবে না? সকলে সমান হয়ে যাবে—একথার কোনই অর্থ হবে না যদি তোমরা

সে কথাটাকে সার্থক না করে তোল। এটা ভাল করেই জেন যে, ওরা চীৎকার ক'রে তোমার ও আমার কথা চেপে দেবে। তোমরা নিগ্রো আর আমি একজন শ্বেতাঙ্গ ছোটলোক। শ্বেতাঙ্গ ছোটলোকেরা আমাকে নির্বাচিত করেছে আর নিগ্রোরা করেছে তোমাকে। তোমার নির্বাচনের জন্য হয়ত আমাদের স্বজাতীয়দের কয়েকজন ভোট দিয়েছে আবার আমার নির্বাচনের জন্য হয়ত তোমাদেরই কয়েকজন ভোট দিয়েছে। নিগ্রোদের প্রতি আমার বিশেষ কোন প্রীতি নেই। দুয়ে দুয়ে চার হয় এ রকম চিন্তাই আমার ভাল লাগে। এভাবে ভাবলেই আমরা সহজে জানতে পারব—সাধারণ জ্ঞান নিয়ে আমরা কি করতে পারি? কিন্তু শুধু ভাবলেই ত ওরা আমাদের জানোয়ার বলা বন্ধ করবে না।"

একজন জিজ্ঞাসা করল, "ওহে সাহেব, তাহলে আপনি কি করতে চলেছেন?"

"মাথা বিকাব না এইটুকু জানি। এই অধিবেশনে বিদ্যালয় স্থাপন ও ভোটাধিকার পাশ করাও। আমি জানি আমার শত্রুরা কি বলবে।"

"আপনি কি তাহলে আপনার শত্রুদের ঐ রকম কথা বলতে বাধা দেবেন না?"

"না। ওদের বলা হলে আমার কথাটাও শোনাব।"

"কিন্তু জমি? ফসল ফলাবার মত একটুকরো জমি আমরা যদি না পাই তাহলে এই বিদ্যালয় ও ভোটাধিকার কোন্ কাজে আসবে?"

শ্বেতাঙ্গ লোকটি কথাটা চিবিয়ে নিয়ে বললেন, "জমি! ভাই জমির কথা বলতে গেলে ওরা তোমাকে মেরে মাটির সঙ্গে লুটিয়ে দেবে। এই অধিবেশনে জমি সম্বন্ধে কিছুই হবে না। যদি জমির

মালিক হবার ইচ্ছে আমাদের থাকে তাহলে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে খাটতে হবে এবং পরে সেই টাকা দিয়ে জমি কিনতে হবে।”

“একশ বছর আমরা কি ঐ জমির পিছনে খাটিনি? আমরা কি সেখানে ফসল ফলাইনি, ঘরে তুলিনি কি সে ফসল? তারপর সমস্ত দেশটা ধ্বংস করবার জন্য ওরা এল। জমির ওপর অধিকার কার বেশী?”

“বাপু, এটা অধিকারের প্রশ্ন নয়, প্রশ্ন হচ্ছে সম্পত্তির। আকাশের তারার পিছনে আমি ছুটিনা, নিকটবর্তী পাহাড়ের চূড়োর দিকে আমার লক্ষ্য—”

কথাবার্তা যেমন চলতে লাগল, তেমনি বাড়তে লাগল উত্তেজনা। গিডিয়ন শ্বেতাঙ্গ লোকটির সঙ্গে কিছুদূর গিয়ে তার জামার হাতা টেনে ধরল।

“ম'শায়।”

শ্বেতাঙ্গ লোকটি থামলেন। দুটি নীল চোখের স্নিগ্ধ দৃষ্টি দিয়ে দেখলেন গিডিয়নকে; তারপর আবার চলবার চেষ্টা করলেন। অপর একজনের মনে যে দ্বন্দ্ব চলছে—তার কিছুটা গিডিয়ন উপলব্ধি করল। দক্ষিণাঞ্চলে লোকটির জন্ম, সেখানেই তিনি হয়েছেন লালিতপালিত। যে দাসত্ব প্রথায় তিনি জমিহীন ঝাড়ুদারে পরিণত হয়েছেন সে দাসত্ব প্রথাকে তিনি মনেপ্রাণে ঘৃণা করেন। তাঁর শ্রেণীগত সম্মানও আর কিছু নেই। নিগ্রোদের ঘৃণা করা সত্ত্বেও আজ অর্থনৈতিক চাপে তিনি এক রকম নিগ্রোদেরই সামিল হয়েছেন। তাঁর গায়ের সাদা রঙে সম্মানের শেষ চিহ্নটুকু প'ড়ে আছে।

গিডিয়ন বলল—“ম'শায় যদি অনুগ্রহ করেন তাহলে আপনার সঙ্গে একটু কথা বলি। আমার নাম গিডিয়ন জ্যাক্সন্।”

"আমার নাম এণ্ডার্সন ক্লে," শ্বেতাঙ্গ লোকটি বিরক্তির সঙ্গে মাথা নেড়ে জানালেন। তারপর তিনি চলতে সুরু করলেন, গিডিয়নও চলল তাঁর পাশে পাশে।

গিডিয়ন বলল,—"আপনার কথার সবটুকু অনুমান ক'রে নেব—এমন অহঙ্কার আমার নেই। জমি সম্বন্ধে আপনার মন্তব্য শুনলাম। আমার স্বজাতীয়রা জমির মালিক হবে—আমার কাছে এ বিষয়টা খুব দরকারী। ওরা তাহলে আমাদের জমি দেবে না?"

"নিশ্চয়ই না।"

"কি নিয়ে আমরা তাহলে বাঁচব?"

"ওহে নিগ্রো, সেটা তোমরাই ভেবে ঠিক কর?"

চুপ ক'রে গিডিয়ন কিছুক্ষণ হাঁটল; শেষে বলল—"পুনরায় এ সম্বন্ধে আলোচনা হতে পারে কি?"

"হয়ত পারে।"

গিডিয়ন বলল—"আপনার সঙ্গে পরিচিত হয়ে আমি নিজেকে ভাগ্যবান্ ব'লে মনে করছি।"

কয়েকদিন পরে সে স্ত্রীর কাছে চিঠি লিখতে বসল। জীবনে এই প্রথম সে চিঠি লিখছে। নিজের লেখা প্রতিটি কথা তার মনে এনে দিল এক বিস্ময়। গিডিয়ন লিখল—

"রাসেল, প্রেয়সী!

তোমার কথা আমি সব সময় ভাবি; মনে মনে আঁকি তোমার ছবি। আজ পর্যন্ত একদিনও তুমি আমার চোখে অসুন্দর হলে না। আগে যখন ইয়াংকি সৈন্যদের সঙ্গে লড়ায়ে গিয়েছিলাম সে দিনের মত আজও তোমার কাছ থেকে দূরে এসে আমার মন কেমন করছে। বই দেখে আমি নিজে লিখতে পড়তে শিখছি। অধিবেশনের প্রতিনিধি

হ'য়ে আমাকে যে ভাল ভাল আইন তৈরী করতে হবে ! আমার ভাতা অনেক বেশী। প্রতিদিন তিন ডলার। বেশীর ভাগই আমি জমাই। প্রত্যেক রাত্রেই ঘুমাবার আগে দেখতে পাই তোমাকে ও ছেলেমেয়েদের। প্রার্থনা করি, ভগবান্ তোমাদের মঙ্গল করুন। কেবলমাত্র বই পড়েই আমি এরকম ভাল লিখতে পারছি। ভাত' সম্বন্ধে অধিবেশনে আমি একদিন বক্তৃতা দিয়েছিলাম। কত ভয়ই না সেদিন আমি পেয়েছিলাম! ঐ রকম বক্তৃতাকে বলে বিতর্ক। এলেনবি এলে তাঁকে যত্ন করো। ভগবান্ তোমায় আশীর্বাদ করুন। শীঘ্রই আবার চিঠি দিচ্ছি।"

অনেক রাত্রি পর্যন্ত গিডিয়ন কষ্ট ক'রে এই চিঠিটা লিখল। প্রতিটি কথা সে পরীক্ষা করল এবং যে খাতাটা কিনেছে সে খাতায় লিখে রাখল। চিঠিটা লিখে সে অনুভব করল রাসেলের ও আবাদ-ক্ষেতে ফেলে-আসা স্বজাতীয়দের প্রিয় সান্নিধ্য। তারা যখন জান্তে পারবে যে সে ইতিমধ্যেই অধিবেশনের বিতর্কে যোগ দিয়েছে তখন তারা কি মনে করবে ? বিষয়টা যে খুব প্রয়োজনীয় ছিল—এমন নয়। তার নিজেরও এ সম্বন্ধে কথা বলার ইচ্ছে ছিল না। ঠিক কেমন ক'রে সম্ভব হল সে জানে না—সে উঠে দাঁড়াল এবং বলতে স্বরু করে দিল। অধিবেশনে সেদিনকার বিতর্কের বিষয় ছিল প্রতিনিধিদের ভাতা।

বিতর্কের স্বরুতে কে এক মিঃ ল্যাংলি বললেন—"দিনে বার ডলার বেশ একটা মোটা অঙ্ক। আর এই অধিবেশনে উপস্থিত প্রতিনিধিরা ঐ রকম ভাতা পাবার যোগ্য।" উপস্থিত সাংবাদিকরা দ্রুত কলম চালালেন। নিগ্রো মিঃ রাইট এর পর বললেন যে দশ ডলার যথেষ্ট ব'লে বিবেচিত হওয়া উচিত। "এ না হলে একটা আইন সভার সদস্যের মৌলিক মর্যাদা থাকে না।" সমস্ত গ্যালারিতে একটা সোর-গোল প'ড়ে গেল এবং স্পীকার শান্ত অবস্থা ফিরিয়ে আনতে হাতুড়ি

পিটতে লাগলেন। পার্কার নামে একজন শ্বেতাঙ্গ ভাতা বাড়িয়ে এগার ডলারে নিয়ে এলেন। অধিবেশনে শতকরা নব্বইজনের কাছে এটা একটা সাংঘাতিক বড় অঙ্ক। তারা অধিকাংশই মজুর। কয়েকজন ভূতপূর্ব ক্রীতদাস ও কয়েকজন ঠিকা চাষী। কত বছর যে তারা পয়সাকড়ির মুখ দেখেনি তার ঠিক নেই!

দক্ষিণাঞ্চলের তিনজন রিপাবলিকান ও তাদের বিরুদ্ধবাদী দুজন প্রতিনিধি একইসঙ্গে আন্তরিক ভাবে সমর্থন করল যখন মিঃ লেস্‌লি নামে একজন কৃষ্ণকায় প্রতিনিধি বললেন—"আমার কাজের জন্য তিন ডলার পেলেই খুশী হব। তিন ডলার আমার কাজের মূল্য ব'লে মনে করি। আপনারা প্রতিনিধি; আপনাদেরই জিজ্ঞাসা করি আপনারা যদি নিজেদের পকেট থেকে আমাদের মত লোকদের মাহিনা দিতেন, তাহলে কত দেওয়ার ইচ্ছে হত আপনাদের? এক ডলার পঞ্চাশ সেণ্টই কি যথেষ্ট বলে মনে করতেন না? আট, নয়, দশ এরকম কথায় কোনও কাজ হবে কি? এটা জুয়াচুরি ছাড়া আর কিছু নয়।"

সমর্থনসূচক দু একটা হাততালির পর মিঃ মেলবোজ নামে একজন বললেন—"এই অধিবেশনের সদস্যদের জন্য এক ডলার পঞ্চাশ সেণ্ট ভাতা প্রস্তাব করার অর্থ অপমান করা।"

এরপর গিডিয়ন উঠে দাঁড়াল। তার যোগ্যতা সহজেই সদস্যদের স্বীকৃতি পেল। উঠে দাঁড়িয়েও গিডিয়ন যেন বিশ্বাস করতে পারল না যে সে এই বিতর্কে অংশ গ্রহণ করেছে। ক্রমশঃ সে নিজেকে ভুলে গেল। তার গম্ভীর কণ্ঠের ঝঙ্কারে ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হল সমস্ত ঘরটা।

"দশ ডলার, এগার ডলার—এ রকম কথাবার্তা আমি শুনলাম।

খবরের কাগজে আমাদের দস্যু বলা হয়। যখন সে কথা পড়ি, রাগে যেন আমি খেপে যাই। আমরা দস্যু নই। কিন্তু কথাটার চলন হল কি করে?" এই সময় তার কাজের গুরুত্ব সে অনুভব করল। উত্তেজনায় তার সমস্ত শরীরটা যেন অবশ হয়ে এল। পরবর্তী কথাগুলো সে তোত্‌লার মত বলল—"কয়েক বছর আগে ইয়াংকি সৈন্যদলের সঙ্গে আমি চার্লসটনে এসেছিলাম। তখন কত মাহিনা পেয়েছিলাম? বোধ হয় কুড়ি সেন্ট। আমি তখন ক্রীতদাস। কিছু না পেলেও আমি স্বাধীনতার জন্য লড়াই করতাম। অধিবেশন বসার আগে আমি চার্লসটনে এসেছি। কাছে কানাকড়ি ছিল না। কাজ পাই কোথায়? ডকে গিয়ে তুলো বহার কাজ পেলাম বটে কিন্তু মজুরী পেলাম পঞ্চাশ সেণ্ট। আর আজ দশ ডলার চাই কি করে?" এতক্ষণে তার ভয় কেটে গেছে। আরও বেশী আত্মপ্রত্যয় নিয়ে সে বলল—"হয়ত অন্য লোকেরা বলবে এটা আত্মমর্যাদার ব্যাপার। আর তাই যদি হয় তাহলেও তিন ডলার যথেষ্ট। একজন প্রতিনিধি ও খালাসীর মধ্যে পার্থক্য তিন ডলার দিলেই বোঝা যাবে যদিও মাহিনার পার্থক্যটাই বড নয়। আর তাছাড়া আমি দিনে দশ ডলার পাওয়ার যোগ্য নই।" অধিবেশন-কক্ষে এই হল গিডিয়নের প্রথম বক্তৃতা।

৫

অধিবেশনের সুরুতে গিডিয়ন যে ভয়-সঙ্কুচিত মন ও অদ্ভুত অনুভূতি নিয়ে এসেছিল, তা আর রইল না যতই অধিবেশনের মেয়াদ বাড়তে লাগল। এক এক ক'রে দিন গেল, সপ্তাহ গেল মাস গেল। তার জীবনের অন্যান্য ঘটনার মত যা পূর্বে অস্বাভাবিক ও অদ্ভুত ছিল তা অতি স্বাভাবিক ও সাধারণ মনে হল। তার মনোরাজ্যের পরিবর্তন সম্বন্ধে সে সচেতন ছিল না। প্রতিমুহূর্তের পরিবর্তন ভাবার মত অবসর সে পায়নি আর পায়নি বলেই সে বুঝতে পারেনি যে কিছু আগে যা সে ছিল এখন আর তা নেই। বাস্তব কাজের মধ্যে এসে সে সমস্ত কিছুতেই অভ্যস্ত হল। ব্রাদার পিটার তাকে একবার বলেছিলেন—"লোকের কথা শুনবে কেননা অনেক কিছুর মত কথা দিয়েও মানুষের চরিত্র বিচার করা যায়। তিরিশ থেকে নব্বই দিন অধিবেশন-কক্ষে বসে সে বহুলোকের বক্তৃতা শুনেছে। অনেক সময় আবার সে নিজে বক্তৃতা দিয়েছে। প্রত্যেক বারেই লোকেরা যে আরও আগ্রহের সঙ্গে তার বক্তৃতা শুনেছে—এ দেখার মত কৌতূহল কিন্তু তার হয়নি।

ফল ফলতে সুরু করেছে। কার্টারের বাড়ীতে তার ঘরে বই এর সংখ্যা বেড়ে বেড়ে আজ চব্বিশ খানায় দাঁড়িয়েছে। প্রতি রাত্রে খেয়েদেয়ে সে চলে আসত নিজের ঘরে। দরজাটা বন্ধ ক'রে দিয়ে টেবিলের ওপর আলোর সামনে বই খুলে বসত। তিন ঘণ্টার কম কোনও দিনই সে পড়ত না। কোনও কোনও দিন পাঁচঘণ্টা, আবার কোনও কোনও দিন সমস্ত রাত্রি সে পড়ত। 'আকল

টম্‌স্ কেবিন্' বইটা নিয়ে তার এইরকম হয়েছিল। এই প্রথম সে উপন্যাস পড়ছে। ডিলার্জ নামে একজন কৃষ্ণকায় প্রতিনিধি তাকে যখন বইটা দিলেন, সে তখন আপত্তি জানিয়ে বলেছিল—"গল্পের বই পড়ার মত সময় আমার নেই।"

ডিলার্জ সেদিন বলেছিলেন—"যে ঐতিহাসিক কারণে আপনি এই অধিবেশনে উপস্থিত হতে পেরেছেন এই বইটা তাদের অন্যতম।"

"একখানা বই?"

"এই বই এর লেখিকা মিসেস্ ষ্টোইর সঙ্গে আব্রাহাম লিঙ্কনের সাক্ষাৎ হলে, লিঙ্কন সেই মহিলাকে লক্ষ্য করে বলেছিলেন—"এই খর্বকায় নারীই কি একটা বিরাট জাতিকে যুদ্ধের মধ্যে টেনে এনেছেন?"

মৃদু হেসে গিডিয়ন বলেছিল—"যুদ্ধের পিছনে ত অনেক কারণই ছিল।"

"কিন্তু সে যাই হোক্, বইটা আপনি নিন্ এবং পড়ে দেখুন্।"

গিডিয়ন বইটা বাড়ীতে নিয়ে গেলেও পড়া সুরু করতে পারল না। তারপর যেন একটা নতুন জগৎ খুলে গেল তার সামনে। কার্টার দম্পতি তাকে বার বার অনুরোধ ক'রে বললেন—না ঘুমালে তার শরীর নিশ্চয়ই ভেঙ্গে পড়বে। নীচের অনুচ্ছেদটার মত বইটা থেকে অনেক অংশ সে টুকে রাখল। আগে যে সব সমস্যার সমাধান সে খুঁজে পায়নি কিন্তু যে সব বিষয় তার মনোজগতে দ্বন্দ্ব এনেছিল—সেগুলি আজ স্পষ্ট ও সরল হয়ে গেল তার কাছে।

"জেনে রাখ—জগতের সর্বত্র অভিজাত লোকেরা মানবোচিত সহানুভূতি প্রকাশে সমাজের মধ্যে একটা বিশেষ সীমা মেনে চলে। সে সীমার বাইরে তাদের কোনও সহানুভূতি নেই। ইংলণ্ডে সে

সীমা একস্থানে, বার্মাতে অন্যস্থানে, আমেরিকায় আবার অন্য এক স্থানে। কিন্তু যেখানেই সে সীমা থাক, অভিজাত সম্প্রদায় কখনও সে সীমার বাইরে যায় না। তার নিজের শ্রেণীতে যা কষ্ট, দুঃখ ও অন্যায়, অপরের শ্রেণীতে তা নিতান্তই স্বাভাবিক। আমার বাবার কাছে গায়ের রঙই ছিল সেই পার্থক্যসূচক সীমা। স্বশ্রেণীভুক্ত লোকদের মধ্যে তাঁর মত ন্যায়বান্ ও উদার লোক খুব কমই ছিল। কিন্তু গায়ের রঙের নিরিখে সম্ভাব্য সকল রকম শ্রেণীবিভাগ করে নিগ্রোকে তিনি জানোয়ার ও মানুষের মধ্যবর্তী জীব মনে করতেন এবং এই অনুমানের ওপর নির্ভর করত তাঁর ন্যায় ও উদারতার সমস্ত ধারণা।" আর এই অংশটি——

"জগতের সমস্ত স্বেচ্ছাচারী উৎপীড়কের মত আলফ্রেড ও দৃঢ়চেতা ছিলেন। কোনও ওজরের ভান দেখান তাঁর স্বভাববিরুদ্ধ। 'জোর যার মুল্লুক তার'—চিরকালের প্রশংসিত এই যুক্তি প্রয়োগ করে গর্বোদ্ধত ভঙ্গীতে তিনি চলেন। যুক্তি সহকারে আমি মনে করি যে ইংলণ্ডের অভিজাত সম্প্রদায় ও পুঁজিপতিরা নিজেদের দেশের নিম্নশ্রেণীর লোকদের নিয়ে যা করছে আমেরিকার আবাদক্ষেত্রের শ্বেতাঙ্গ মালিকরা অনুরূপে তাই করছে। অর্থাৎ আমার মতে তারা নিজেদের প্রয়োজন ও সুবিধামত শোষণ করে চলেছে নিম্নশ্রেণীর অস্থি, মেদ, মজ্জা, মাংস, চিত্তবৃত্তি ও উৎসাহ-উদ্দীপনা। আলফ্রেড নিজেদের প্রয়োজন ও সুবিধার সমর্থনে যুক্তি দেখান এবং আমি মনে করি, সে যুক্তি একেবারে অসংলগ্ন নয়। তিনি বলেন—জনগণকে কার্যতঃ অথবা নামতঃ দাসত্বের শৃঙ্খলে শৃঙ্খলিত না করলে উচ্চতর সভ্যতার উন্মেষ সম্ভব হয় না। তিনি আরও বলেন—নিম্ন শ্রেণীর লোকেরা চিরদিন পশুর পর্যায়ে পড়ে থেকে খেটে

যাবে এবং তার ফলেই উচ্চশ্রেণীর লোকেরা বুদ্ধির বিকাশ ও আত্মোন্নতির জন্য অবসর পাবে—পাবে প্রচুর সম্পদ ও সেই সঙ্গে নেবে নিম্নশ্রেণীকে পরিচালনা করার দায়িত্ব। এই হচ্ছে তাঁর যুক্তি। আমি ত আগেই বলেছি—অভিজাত হয়েই তাঁর জন্ম। গণতন্ত্রী মনোভাব নিয়ে আমার জন্ম বলেই আমি ঐ যুক্তি বিশ্বাস করি না।"

গিডিয়ন কথাগুলো টুকে রাখল। তারপর আবার সে পড়া সুরু করল। পরে ডিলার্জি এর সঙ্গে দেখা হলে সে বলল—"বইটা আমি পড়ছি।"

"কিছু শিখছেন কি ?"

গিডিয়ন মৃদু হেসে বলল—"সব সময় আমি অল্পই শিখি। সে যাই হোক্, ইংলণ্ডেও বইটা ছাপা হয়েছে ?"

"হাঁ। বইটা জার্মান, রুশীয়, হাঙ্গেরীয়, ফরাসী, স্পেনীয় ও অন্ততঃ আরও বারটা ভাষায় অনূদিত হয়েছে। ইউরোপে শ্রমিকদের কাছে বইটা বাইবেলের মত।"

"আর এমন একটা বই যার বিষয়বস্তু হচ্ছে একজন নিগ্রো ক্রীতদাসের জীবন কাহিনী ?"

"গিডিয়ন, নিগ্রো কেন ? সমস্ত শৃঙ্খলিত মানুষের কাহিনী।"

পরিশ্রমের ফল ফলল। জীবনে এই প্রথম গিডিয়নের চোখদুটো টন্‌টন্ করতে লাগল। তার ওজনও কমে গেল। দু হাতে লাঙ্গল ধরে অথবা সৈন্যদলের সঙ্গে দিনে তিরিশ মাইল মার্চ ক'রেও আগে আজকের মত শ্রান্ত সে বোধ করেনি। এতদিন তার মনে হয়েছিল—উদয়াস্তের মধ্যে পড়ে রয়েছে দীর্ঘ দিন। সে দীর্ঘায়ত দিনের মধ্যে সব কাজই করা যাবে। সময়ের গতি সেখানে মন্থর।

সময়ের সেই ধীর ও ছন্দময় গতি দেখা যেত তুলোর ক্ষেতে, পাইন বনে ও জঙ্গলাকীর্ণ জলাভূমিতে। কাজের মধ্যে যে গান তারা গাইত তার বিষাদময় সুরে সময় হারাত তার গতির ক্ষিপ্রতা। কিন্তু এখানে সমস্ত জগৎ যেন এক ঘূর্ণিপাকের মধ্যে পড়ে গেছে। অপেক্ষা করবার মত স্থৈর্য এখানে নেই। প্রতিটি দিনের মূল্য আছে--মূল্য আছে প্রতিটি ঘণ্টার। যে অভিধান খানা সে কিনেছে তাতে পঞ্চাশ হাজারের মত শব্দ আছে। শব্দ নিয়েই আজকাল তার নাড়াচাড়া। জ্ঞানের শেষ নেই। সেই অসীম জ্ঞানভূমির ওপর সে একটা সামান্য আঁচড় কাটছে বলেই তার আক্ষেপ। সমস্ত সপ্তাহটা গেছে সরল যোগবিয়োগ ও গুণভাগ শিখতে। আগামী ক'ল শিক্ষা সম্বন্ধে যে বক্তৃতা সে দেবে তার একপাতা বিবরণ নিয়ে সমস্ত রাত্রি কেটে গেল। গিডিয়ন কল্পনা করতে চেষ্টা করে —সে অধিবেশন-কক্ষে দাঁড়িয়ে বলছে—"

"গত কয়েকদিন আমার বন্ধু প্রতিনিধিরা শিক্ষা সম্বন্ধে অনেক কথা বলেছেন। অনেকে বলেছেন—শিক্ষাকে আইনের মারফৎ চাপিয়ে দিতে হবে। আবার অনেক ভদ্রমহোদয় বলেছেন—শিক্ষাকে চাপিয়ে দেবার আশা করা যেমন যুক্তিযুক্ত নয় তেমনি মঙ্গলজনক ও নয়। এ সম্বন্ধে আমি ভিন্ন মত পোষণ করি। কাপড় পরতেই হবে—এ আইন যদি না থাকত লোকে হয়ত উলঙ্গ থাকত। আইন আছে বলেই লোকে কাপড় পরে এবং তাতে অভ্যস্ত হয়। আমি মনে করি—আগামী পাঁচ দশ বছরের মধ্যে লোকে ভাবতে অভ্যস্ত হবে যে ইচ্ছে থাক্ আর না থাক ইস্কুলে তাদের যেতেই হবে। লেখাপড়া শিখেছে দেখলে ক্রীতদাসের মালিকরা কেন ক্রীতদাসকে বিক্রী ক'রে দিত? আমি বলি এই জন্য যে কেবলমাত্র

নিরক্ষব লোকেরাই ক্রীতদাস হতে পারে। পড়াশুনা না থাকলে গণতন্ত্র ও সাম্যের কথা কেউ বুঝতে পারবে না। স্বাধীন হতে শিখতে হয় তবেই স্বাধীন হওয়া যায়।"

এই সামান্য বিষয়টা লিখতে তার সমস্ত রাত্রি কেটেছে। পরে তার মনে হল—যা বলাব ইচ্ছে ও আশা সে করেছিল তা যেন বলা হল না। ভাষাটাও যেন সুন্দর হল না। এ সব ত্রুটি সত্ত্বেও কার্ডোজো তার কাছে এলেন ও জিজ্ঞাসা করলেন—

"গিডিয়ন, এতদিন কোথায় লুকিয়েছিলেন ?"

"লুকিয়েছিলাম মানে ?"

"বলছি প্রতিদিনেব অধিবেশনেব পর আপনি যেন অদৃশ্য হয়ে যান্।"

"আমি পড়াশুনা কবছি," বল্ল গিডিয়ন।

"প্রত্যেক বাত্রিতে ?"

"হাঁ।"

চিন্তিতভবে কার্ডোজো বললেন—"খেলাধূলা নেই. অবসর বিনোদন নেই শুধু পড়া! কারুর সঙ্গেও ত আপনি আজকাল দেখাশুনা কবেন না। করেন কি ? এটা ভাল কাজ হচ্ছে না।"

"এই অধিবেশনেই যা আসি।"

"কিন্তু আমি চাই—আপনি কয়েকজন শ্বেতাঙ্গ ও কৃষ্ণকায় লোকের সঙ্গে দেখাশুনা করবেন। শ্বেতাঙ্গ লোকদের সঙ্গে পরিচিত হওয়া আপনাব একান্ত প্রয়োজন। তাঁদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ থেকে ঘনিষ্ঠতর সহযোগিতায় আমরা কাজ করতে চলেছি বলেই আপনার জানা দরকার—তাঁরা কি ভাবছেন, কি বলছেন আব কিই বা করছেন।"

সম্মতি জানিয়ে গিডিয়ন বলল—"আমিও তাই মনে করি।"

"কাল আমাদের সঙ্গে আপনার মধ্যাহ্ন ভোজনের সময় হবে কি ?"

"মধ্যাহ্ন ভোজনের?" গিডিয়ন ইতস্ততঃ করতে লাগল। কিন্তু কার্ডোজো পীড়াপীড়ি করতে লাগলেন।

"বিশেষ করে বলছি—আপনি আসবেন।"

"আচ্ছা।"

"কিন্তু নিমন্ত্রণ করতেই আমি আসিনি। বাধ্যতামূলক শিক্ষা সম্বন্ধে আপনি যা বললেন তাতে আমি মুগ্ধ হয়েছি। শিক্ষা সম্বন্ধে আমার আগ্রহ অপরিসীম এবং আমি মনে করি শিক্ষা-সমস্যার সমাধানে আমরা যদি ব্যর্থ হই তাহলে শাসনতন্ত্রেরও কোনও অর্থ থাকবে না। সমস্ত কিছুই ব্যর্থ হয়ে যাবে। আগামী সপ্তাহে শিক্ষা সম্পর্কে একটা কমিটি গঠন করা হবে। কমিটিতে আপনি থাকতে চান?"

গিডিয়ন একদৃষ্টে কার্ডোজোর দিকে তাকিয়ে রইল। তার মনে হল কার্ডোজো হয়ত তাকে নিয়ে তামাসা করছেন। কিন্তু তাঁর দৃষ্টিতে তামাসার কোনও লক্ষণই না দেখে গিডিয়ন সম্মত হল।

কার্ডোজো বললেন—"জেনে খুশী হলাম।"

এ ঘটনার কিছুদিন আগে গিডিয়ন ভেবেছিল তার একটা স্যুট দরকার। মিসেস্ কার্টারের তালি দেওয়া সত্ত্বেও পা'জামাগুলো এত ছিঁড়েছে যে, দু চারদিনেই সেগুলো জঞ্জাল হয়ে যাবে। কোটটা ত তার গায়ে ছোট হয়। প্রত্যেকদিনই কোটের একটা না একটা জোড়ের অংশ ছিঁড়ে যাচ্ছিল। দু ডলারে জ্যাকব কার্টার গিডিয়নের জন্য একজোড়া জুতো তৈরী ক'রে দিলেন। কিন্তু স্যুটের অবস্থা বড়ই সঙ্গীন। মিসেস্ কার্টার একদিন বললেন—"একজন প্রতিনিধি হ'য়ে ঐ রকম ছেঁড়া পোষাকে আপনি যে অধিবেশনে যান্—সত্যই লজ্জার বিষয়।"

গিডিয়ন বলেছিল—"পোষাক ত আর বিনা পয়সায় পাওয়া যায় না; তারজন্য পয়সা লাগে। জামা-কাপড়ের চেয়ে আরও অনেক ভাল জিনিষে আমাকে পয়সা খরচ করতে হয়।"

মিসেস কার্টার তার উত্তরে বলেছিলেন—"পোষাক পরিচ্ছদটাও হেলা করবার জিনিষ নয়। পোষাক-পরিচ্ছদেও ভিতরকার মানুষটাকে দেখা যায়।"

এ কথার পর গিডিয়ন একরকম বাধ্য হয়েই বৃদ্ধ আঙ্কল ব্যাডির কাছে গিয়েছিল। রুটলেজ এভিনিউ এর হেন্‌রিদের বাড়ীতে সে থাকত। যুদ্ধের সময় এমনকি তারও আগে আঙ্কল ব্যাডি হেন্‌রিদেরই ক্রীতদাস ছিল। পঁচাত্তর কি আটাত্তর বছর তার বয়স। হেন্‌রিরা তাকে দর্জির কাজ শিখিয়েছে। হেন্‌রিদের দুপুরুষ সে কাটাচ্ছে তার কুঁড়ে ঘরে। টেবিলের ওপর ব'সে পায়ের ওপর পা তুলে সে সেলাই করেছে ওদের নাচের পোষাক, কিংখাবের গাউন এবং সাদা, ধূসর, কালো রঙের স্যুট। তারপর এল স্বাধীনতা। কিন্তু সেই একই জায়গায় সে রয়ে গেল। পরিবারের জামা কাপড় সেলাই ক'রে দেয় ব'লেই হেনরিরাও ওকে থাকতে দিল! আজকাল সে ঠিকা দর্জির কাজও করে। কার্টার গিডিয়নকে তার কাছে পাঠালেন। বৃদ্ধ গিডিয়নের আপাদ-মস্তক চোখ বুলিয়ে বলল—"না—না; তোমার স্যুট তৈরী হবে না। তোমার ঐ বিরাট দেহের মাপের কাপড় পাব কোথায়?"

গিডিয়ন বলল—"ঠিক স্যুট করবার প্রয়োজন নেই। ঝুল থাকলেই চলবে।"

"কি বললে? আমি স্যুট তৈরী করতে পারি না? চল্লিশ পঞ্চাশ বছর এই হেন্‌রিদের স্যুট তৈরী করছি আর আজ কি ক'রে স্যুট তৈরী করতে হয় শেখাতে এসেছ?"

গিডিয়ন ক্ষমা চাইল। দু সপ্তাহের মধ্যেই কালো রঙের সুন্দর স্যুট তৈরী হয়ে এল। দাম পড়ল দশ ডলার।

এরপর গিডিয়ন রাসেলকে লিখল—

"প্রিয়া রাসেল,

আমাকে একটা স্যুট কিনতে হল। আগেরগুলো সব ছিঁড়ে গেছে। দাম পড়েছে দশ ডলার। প্রায় সবটাই কাপড়ের দাম দিতে গেছে। জামাকাপড়ে অনেক খরচ হয়ে গেল। সত্যই লজ্জার কথা, কিন্তু কি করব? চার্লসটনে শুধু টাকার খেলা। তোমরা ভাল আছ জেনে সুখী হয়েছি। আরও সুখী হয়েছি এই জেনে যে, মিঃ জেমস্ এলেনবির কাছে ছেলেমেয়েরা লেখাপড়া শিখছে ও তিনি ভাল আছেন। এলেনবির চিঠি থেকে জানলাম—সিন্‌কারটনে কয়েকজন উচ্ছৃঙ্খল লোক চারজন নিগ্রোকে হত্যা করেছে। এ সংবাদে অত্যন্ত দুঃখ পেয়েছি। নিগ্রোকে যারা ঘৃণা করে তারাই এ রকম সন্ত্রাস সৃষ্টি করে। নতুন শাসনতন্ত্র অনুযায়ী বেসামরিক গভর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত হলে এ সব বন্ধ হয়ে যাবে আর আমাদের সুন্দরী ক্যারোলিনা আবার স্বর্গ হ'য়ে উঠবে। এখানে ভাল লোকদের সঙ্গে আলাপ পরিচয় ক'রে বুঝছি—সে রকম হতে একটু দেরী হবে। ধৈর্য হারালে চলবে না। আমার হয়ে ছেলেমেয়েদের চুমু দিও; ভগবান্ তোমার ও সকলের কল্যাণ করুন।"

খামের মধ্যে সে এক ডলারের একটা বিল পাঠাল। প্রত্যেকদিনই সে পাঠায় এবং প্রত্যেকদিনই রাসেলের কাছে কিছু না কিছু লেখে।

* * * *

নতুন স্যুট প'রে গিডিয়ন কার্ডোজোর বাড়ীতে এল।

১৮৬৮ সাল। কার্ডোজোর বাড়ীতে আয়োজন হয়েছে মধ্যাহ্ন

ভোজনের। যে অবশ্যম্ভাবী লক্ষ্যের দিকে ইতিহাস চলেছে তার মাঝপথে আজ যেন সে থেমে গেল। কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্টের বেয়নেটের জোরে আমেরিকায় যে নতুন ঐতিহাসিক শক্তির বিকাশ ঘটছে তার জোয়ার যেন এই অধিবেশন-সংক্রান্ত যাবতীয় ঘটনায় এসে থেমেছে। সে অধিবেশনে চলেছে শুধু বর্তমানের আবর্তন—নেই আগামী দিনের কোনও নির্ভুল সূচনা। যে চার্লসটন্ ছিল দক্ষিণের মুকুটমণি, পরীর মত ছিল যার সৌন্দর্য, পামগাছের সারি ছিল যার দেহের সলজ্জ আবরণ, সে আজ যেন নিজেকে নিঃশেষ করে দিয়ে শ্রান্ত হয়ে পড়ে আছে। যুদ্ধ যেন এ সহরের নাড়ি ছিঁড়ে দিয়ে গেছে। জর্জিয়ার শ্বেতাঙ্গদের এমন একটা বাড়ী ছিল না যেখানে পড়েনি মৃত্যু ও অর্থনৈতিক সর্বনাশের ছায়া। কৃষ্ণকায় ক্রীতদাসদের প্রশস্ত পিঠের ওপর ভিত্তি করেই একদিন গড়ে উঠেছিল এখানকার বিপুল সম্পদ। সেই সম্পদে নির্মিত হয়েছিল এখানকার এই অসংখ্য সাদারঙের বিস্ময়ঘেরা বাড়ী যাদের তুলনা আমেরিকার আর কোথাও পাওয়া যাবেনা। সম্পদসৃষ্টির মূলে রয়েছে কায়িকশ্রম। ক্রীতদাস শুধু এই কায়িকশ্রমের উৎসই ছিল না—ছিল এই দক্ষিণাঞ্চলের শ্বেতাঙ্গদের অত্যন্ত প্রয়োজনীয় মূলধন। এক অর্থে ক্রীতদাসরা ছিল আদিমকালের যন্ত্র বিশেষ।

আর সেইজন্যই বার বার তারা হাতবদল হয়েছে। স্রোতের ধারায় চলেছিল তাদের জীবন। আর স্রোতবাহিত সেই ক্রীতদাসরাই ছিল দক্ষিণাঞ্চলের অর্থনৈতিক কাঠামোর ভিত্তিপ্রস্তর। তারপর এসেছে দেশব্যাপী লড়াই আর এই লড়াই এর মধ্যে ভেঙ্গে পড়েছে দক্ষিণাঞ্চলের আর্থিক কাঠামো, অবরুদ্ধ হয়েছে চার্লসটনের মত অনেক বন্দর, চারবছর আবাদক্ষেত্রের মধ্যে দিয়ে মার্চ ক'রে গেছে দুই

পক্ষের বহু সৈন্যদল এবং শেষে মুক্তি পেয়েছে ক্রীতদাস। মুক্তির সে নির্দেশ-নামায় সই করেছিলেন হোয়াইট হাউসের এক শ্রান্ত মহাত্মা। মুক্তির সে নির্দেশ-নামা সহজে স্বীকৃত হয়নি। সে স্বীকৃতির জন্য নিয়োজিত হয়েছে কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্টের সামরিক শক্তি।

যুদ্ধের ঠিক পরেই দক্ষিণাঞ্চল বজ্রাহতের মত হয়ে রইল। দু লক্ষ ক্রীতদাস উত্তরাঞ্চলের পক্ষ অবলম্বন ক'রে নিজেদের স্বাধীনতার জন্য শেষ পর্যন্ত প্রচণ্ড লড়াই করল। ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল দক্ষিণাঞ্চলের সৈন্যবাহিনী; শ্রান্ত হয়ে বসে পড়ল তার নেতারা। বিষাদময় বিস্ময়ে তাকিয়ে রইল তারা, দেখল জোয়ারের আঘাতে ধ্বসে পড়েছে তাদের বালির বাঁধ। চাষ-আবাদের ওপর যারা রাজত্ব করেছে—যারা পিছন থেকে ষড়যন্ত্র করেছে ও শেষে যুদ্ধ বাধিয়েছে—যারা তুলো, ধান, আক ও তামাকের সাম্রাজ্যের লোলুপতায় দু হাত ডুবিয়ে দিয়েছে রক্তে—তারা দেখল যা তারা ভাবতে পারে না তাই ঘটে গেল। মুক্ত হল লক্ষ লক্ষ ক্রীতদাস ও সেই সঙ্গে শূন্যতায় মিলিয়ে গেল তাদের লক্ষ লক্ষ ডলারের মূলধন।

জগতের ইতিহাসে হয়ত পূর্বে কখনও এত শীঘ্র ও এমন বিদ্যুৎ স্পৃষ্টের মত কোনও জাতির কোনও শাসকশ্রেণী তার সম্পদ থেকে বঞ্চিত হয়নি। প্রতিক্রিয়ার প্রাথমিক পর্যায়ে কথা বলার মত শক্তি তাদের রইল না। বিরাট আঘাতে বিমূঢ় হয়ে তারা শুধু ভাবল তাদের সর্বনাশের কথা। বিদ্রোহ করার মত কোন সহায় সম্বলও আর রইল না। ক্রীতদাস এতদিন রঙীন করেছিল তাদের ভবিষ্যতের দিকচক্রবাল। যে ভবিষ্যতে ক্রীতদাস থাকবে না সে ভবিষ্যতের জন্য তারা তৈরী করতে পারে না কোনও কর্মতালিকা। ওদের মধ্যে কয়েকজন আবার ক্রীতদাসের লেন-দেন চালাত। দাসত্ব-প্রথার

লোপ হওয়ায় চলে গেল সে মহাজনী কারবারের রাজত্ব। এক রকম শূন্য পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে রইল বড় বড় আবাদক্ষেত। যেহেতু নিগ্রোদের যাবার মত কোনও জায়গা ছিল না সেই কারণে কিছু চাষবাসও হ'ল। আবাব অনেক আবাদক্ষেত দেনা ও খাজনার দায়ে নিলামে বিক্রী হয়ে গেল। অনাবাদী পড়ে বইল অনেক মাঠ। তুলোব চাষ কমে গেল এবং স্থানে স্থানে একেবারে অদৃশ্য হ'ল।

আবদক্ষেতের বজ্রাহত মালিকদেব মধ্যে আবার দেখা দিল প্রাণ স্পন্দন। তাবা ভাবল—এই মুক্তিব দৌড় বেশী দূর নয়। ক্রীতদাসকে আবার ক্রীতদাস ক'রেই রাখা যাবে। ঘৃণ্য নিগ্রো নিগ্রোই থাকবে। নিগ্রো হয়ে যার জন্ম, নিগ্রো হয়েই হবে তার জীবনেব সমাপ্তি। ওয়াশিংটনে যা উদ্ভাবিত হচ্ছিল দক্ষিণাঞ্চলেব বাস্তব প্রয়োজন তা নয়। উন্মত্তের মত তাই তারা তাড়াতাড়ি কতকগুলো কালা কানুন প্রবর্তন করতে লেগে গেল। সেই সব কালা কানুন নিগ্রোদের আবার ঠিক পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে আনল। প্রথমে এটা সহজ ছিল। হোয়াইট হাউসে তখন এমন একজন প্রেসিডেণ্ট ছিলেন—যিনি তাদেব সঙ্গে সহযোগিতা করেছিলেন, সমর্থন করেছিলেন তাদেব সন্ত্রাসেব রাজত্ব। পারস্পবিক বোঝাপাড়া হয়েছিল হাসিতে। "টেনেসি জনসনকে আমাদের দরকাব।" লোকটাকে তারা ঘৃণা কবত কিন্তু সেই সঙ্গে তাঁকে কাজেও লাগাত। আব একবার আবাদক্ষেতের মালিকবা দেখল তাদেব সামনে সেই আগের ভবিষ্যৎ—যে ভবিষ্যতের সৌধ গড়ে উঠেছিল চল্লিশলক্ষ কৃষ্ণকায় ক্রীতদাসেব পিঠেব ওপর।

কিন্তু শীঘ্রই ধ্বসে পড়ল তাদের তাসের ঘব। তখনকাব কংগ্রেস ছিল বিপ্লবী। এই কংগ্রেসই একদিন মানুষের ইতিহাসে ভীষণতম সংগ্রাম পবিচালনা কবেছিল। ক্রোধোন্মত্ত কংগ্রেস স্থির করল যে

এ রক্তপাত বিফলে যেতে দেওয়া হবে না। ক্রোধে সে প্রায় অভিযুক্ত করল প্রেসিডেন্টকে। দাক্ষিণাঞ্চলে প্রেরিত হল সৈন্যবাহিনী, বিনষ্ট হল সেই সন্ত্রাস-সৃষ্টির চেষ্টা। বিদ্রোহী রাষ্ট্রসমূহ আইনতঃ হারাল স্বীকৃতি। সমস্ত দক্ষিণাঞ্চল কতকগুলো জিলায় বিভক্ত হল ও সেখানে প্রবর্তিত হল সামরিক শাসন। আহূত হল বহু রাষ্ট্রীয় অধিবেশন। সেই সব অধিবেশনে জনগণকে প্রতিনিধি নির্বাচন ক'রে পাঠাতে বলা হল। এই সব অধিবেশনে জন্ম নেবে শাসনতন্ত্র আর সেই শাসনতন্ত্র দাক্ষিণাঞ্চলে প্রবর্তন করবে এক নতুন গণতন্ত্র। শ্বেতাঙ্গ ও কৃষ্ণকায়ের মিলিত প্রয়াসে সৃষ্ট হবে সে নতুন সমাজ-ব্যবস্থা।

দক্ষিণ ক্যারোলিনায় কৃষ্ণকায়দের সংখ্যাধিক্য। এই দ্বিতীয় তীব্র আঘাতে আবাদক্ষেতের মালিকরা একটি মাত্র পথ দেখতে পেয়েছিল—নির্বাচন থেকে স'রে দাড়িয়ে ঘৃণা প্রকাশ করা। নিরক্ষর নিগ্রো ও নিম্নশ্রেণীর শ্বেতাঙ্গরা ভোট দিক। ওরা আশা করেছিল এর ফলেই কংগ্রেসের এই অবিশ্বাস্য ও শয়তানী মতলব ফেঁসে যাবে। শ্বেতাঙ্গ মালিকদের এই বর্জন-নীতির ফলে কৃষ্ণকায় নিগ্রোদের প্রতিনিধিরা অধিবেশনে সংখ্যাধিক্য পেল। শ্বেতাঙ্গ ও কৃষ্ণকায়দের এ অধিবেশন সার্কাস হওয়ার পরিবর্তে ধীরে ধীরে বিধান-সভার মত কাজ করতে লাগল। কেউ কিছুই জানত না, অনেক কষ্টে তাদের এগুতে হল। তবু সুনিশ্চিতভাবে জন্ম নিল এক নতুন শাসনতন্ত্রের খসড়া।

চার্লসটনে যখন এ সব চলছে, অভিজাত শ্বেতাঙ্গরা তখন দরজা বন্ধ ক'রে দিল, ছিট্‌কিনি দিল তাদের খড়খড়িতে। শেষ যবনিকা পাতের অপেক্ষায় তারা বসে রইল। রাস্তায় রাস্তায় পাহারা-রত

ইয়াংকি সৈন্যদের বেয়নেটের সামনে তারা নিস্তেজ হয়ে পড়ে রইল। আজ নেই তাদের কোনও ভবিষ্যতের স্বপ্ন, অতীতের নেই কোনও ঐ'তহ্য। ইতিহাসের ধারা যেন আজ এসে পড়েছে এক অতল গহ্বরে। সমতলরেখায় তার গতি হয়েছে রুদ্ধ। হিংসায় উন্মত্ত দেশ সে গহ্বর সৃষ্টি করেছে আর এই গহ্বরেই হচ্ছে এক অভাবিতের জন্ম। সে গহ্বরেই আজ কার্ডোজোর বাড়ীতে ভোজের আয়োজন আর তার সামনে এসে দাঁড়াল নতুন কালো স্যুটে সজ্জিত গিডিয়ন আর আবাদক্ষেতের শ্বেতাঙ্গ মালিকরা।

আজকের ভোজসভায় গিডিয়ন হল সম্মানীয় অতিথি। কার্ডোজোর অন্য অতিথিদেব মধ্যে একজন হলেন স্টিফেন হোম্‌স্। তিনি অধিবেশনের প্রতিনিধি এবং বহু ক্রীতদাসের ভূতপূর্ব মালিক। দক্ষিণাঞ্চলের যে সব শ্বেতাঙ্গ মুক্তক্রীতদাস ও ইয়াংকিদের সঙ্গে সহযোগিতা করেছিলেন হোমস তাঁদেরই একজন। হোমস আগে খুব ধনী ছিলেন এবং এখনও আছেন। আবাদক্ষেতের শ্বেতাঙ্গ মালিকেরা এই নির্বাচন থেকে স'রে দাঁড়াবে এবং এই অবিশ্বাস্য বিপ্লবে অংশ গ্রহণ করবে না—এ যুক্তির প্রতিবাদ করেছেন তিনি ব্যক্তিগত ভাবে। তাঁর পূর্বতন ক্রীতদাসদের ভোটের জোরে তিনি এ অধিবেশনের প্রতিনিধি নির্বাচিত হয়েছেন। অধিবেশনে তিনি কেবল দর্শক; ব'সে ব'সে তিনি সব কথা শোনেন; একটা কথাও বলেন না। শ্বেতাঙ্গ ও কৃষ্ণকায় উভয়ের সঙ্গেই তিনি ভদ্র ব্যবহার করেন। কার্ডোজো স্থির করলেন—হোমসের রহস্য তিনি ভেদ করবেন।

বাইরে থেকে বোঝা যায় না তাঁর মনের কথা। দক্ষিণ ক্যারোলিনার একটা পরিবারের তিনি শেষ জীবিত পুরুষ। যুদ্ধে

নিহত হয়েছেন তার এক ভাই ও এক ছেলে। তিনি নিজে ছিলেন মেজর। জ্যাক্‌সন্‌ ও লী এর সহচর হয়ে লড়াই করেছেন তিনি। কিন্তু কোনও পদোন্নতি বা সম্মান তাঁর ভাগ্যে জোটেনি। এ গৃহযুদ্ধে তাঁর নিজের কোনও সমর্থন ছিল না। তিনি ভেবেছিলেন —প্রথম থেকেই দক্ষিণাঞ্চলের রাষ্ট্রগুলির কেন্দ্রের সঙ্গে সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা অত্যন্ত বোকামি হয়েছে। এক সময় কলাম্বিয়ার নিকটে কোঙ্গারী নদীর ধারে তাঁর ছিল একটা আবাদক্ষেত। কিন্তু এখন তিনি মাকে নিয়ে চার্লসটনের বাড়ীতে থাকেন। এর থেকেই বোঝা যায় যে সে ক্ষেতখামার আর তাঁর নেই। হয় দেনার দায়ে, নয় তো খাজনার কবলে সেগুলো গেছে। যে কারণেই হোক্‌, সে সম্বন্ধে একটা কথাও তিনি বলেন না।

তাঁর ক্ষয়িষ্ণু দেহে এখনও লাবণ্য আছে। উদরাময় রোগে তাঁর দেহের রঙ্‌ হয়েছে হরিদ্রাভ। মুখটা তাঁর লম্বা; মাথায় তাঁর ঘন কেশ। সাধারণ লোক অপেক্ষা তিনি একটু বেশী লম্বা। মন্থর তাঁর পদক্ষেপ। ব্যবহারে তাঁর ভদ্রতার সুস্পষ্ট ছাপ। সংযত তাঁর কথাবার্তা। কার্ডোজোকে তিনি বেছে নিয়েছেন। কয়েকবার কথাবার্তায় তিনি ব্যক্ত করেছেন জমি ও শিক্ষার বিষয়ে তাঁর আগ্রহ। আর সেইজন্যই ভোজসভায় কার্ডোজোর অপ্রত্যাশিত নিমন্ত্রণ তিনি সানন্দে গ্রহণ করেছেন।

যেমন তাঁকে নিমন্ত্রণ করতে তেমনি তাঁর নিমন্ত্রণ গ্রহণে কার্ডোজো বিব্রত বোধ করেছেন। চার্লসটনে শ্বেতাঙ্গ ও কৃষ্ণাঙ্গেরা যখন একত্রে আহার করল সমস্ত জগত যেন প্রলয়ের সামনে দাঁড়িয়ে কেঁপে উঠল। বহু ক্রীতদাসের ভূতপূর্ব মালিক হোমসের কাছে ভূতপূর্ব ক্রীতদাস গিডিয়নের পরিচয় দেবার সময় কার্ডোজোর প্রাণে এল

সেই আতঙ্কের অনুভূতি। হোমস্ বললেন—

"মিঃ জ্যাক্‌সন, আপনার সঙ্গে সাক্ষাতে আমি সম্মানিত বোধ করেছি।" এমন মধুর ও শান্তভাবে তিনি কথাগুলো বললেন যাতে মনে হল নিগ্রোর প্রতি শ্বেতাঙ্গের এং আপ্যায়ন যেন কত স্বাভাবিক ও প্রাত্যহিক ঘটনা। গিডিয়নের ওপর তিনি চোখ বুলিয়ে মূল্য নির্ধারণের চেষ্টা করলেন। গিডিয়ন দেখার মতই বটে। কালো কোট, সাদা সার্ট ও কালো টাই-তে গিডিয়নের প্রশস্ত কাঁধ ও বুক চমৎকার মানিয়েছে। এতেই প্রমাণ পাওয়া যায় যে দর্জির নিপুণতা আছে। তার পশমের মত চুল কাঁধের কাছে ছোট ছোট করে কাটা। দাড়িটা পরিষ্কার ভাবে কামান আর সেইজন্যই মুখের মাংসপেশীগুলির রেখা সুদৃশ্য হয়েছে। কিন্তু আগের চেয়ে তাকে রোগা দেখালেও, হোমসের মনে পড়ল—আগেকার দিন হলে নিলামে এই রকম একটা লোকের জন্য হুড়োহুড়ি পড়ে যেত। নিলামে দামডাক থামতই না উপরন্তু বেড়েই চলত, যখন নিলামদার হাঁক দিত—"বন্ধুগণ, যাঁরা ভাল জাতের জানোয়ারের কদর বোঝেন তাঁদেরই কাছে আমি বলছি যে, এমন একটা ষাঁড় আপনারা আগে কখনও দেখেননি।"

গিডিয়ন বলল—"আপনার সঙ্গে সাক্ষাতে আমিও খুসী হয়েছি।"

ডাক্তার র‍্যাণ্ডলফ্ এ ভোজসভায় চতুর্থ অতিথি। তিনিও একজন প্রতিনিধি। র‍্যাণ্ডল্‌ফ খর্বকায়। গায়ের রঙ্ তাঁর বাদামি। খুব দ্রুততালে তিনি কথা বলেন। তিনি হোমসের সামনে গিডিয়ন, এমনকি কার্ডোজো অপেক্ষা বেশী বিব্রত বোধ করলেন। কথা বলতে গিয়ে তিনি যেন তোৎলা হয়ে গেলেন। ভোজের টেবিলে কার্ডোজোর স্ত্রী ছাড়া আর কোনও নারী উপস্থিত ছিলেন না। মিসেস্ কার্ডোজো অতিথিদের স্বাচ্ছন্দ্যবিধানে ব্যস্ত। হোম্‌স্ তাঁকে সাহায্য

করতে লাগলেন। প্রীতি ও মাধুর্যে পূর্ণ হয়ে গেল সমস্ত পরিবেশ। বিস্মিত গিডিয়ন নিজেকে প্রশ্ন করল—"কিসে মানুষের পরিচয়? কেন সে মানুষ? কেমন সে মানুষ? কে সে মানুষ?"

জীবনে এই প্রথম সে অর্জন করল হোমসের মত লোকের সঙ্গে করমর্দনের গৌরব, মানুষের মত মানুষের সঙ্গে কথা বলার মর্যাদা ও শ্বেতাঙ্গের সঙ্গে একত্র আহারের সৌভাগ্য। স্পষ্টতঃই কার্ডোজোর সম্পর্কে এ সব কিছু বলা যায় না। কিন্তু র‍্যাণ্ডল্‌ফের সম্পর্কে? র‍্যাণ্ডল্‌ফ এক কথায় ভয় পেয়ে গিয়েছিলেন। গিডিয়ন দেখল—মিসেস কার্ডোজোর পিছনে তাকের ওপর সাজান রয়েছে পাত্রে পাখীর মাংস, গ্লাসে পানীয়। ঘরের দেওয়াল চিত্রিত কাগজে আবৃত। কার্ডোজোর পরিচয় আছে এ জগতের সঙ্গে কিন্তু যে জগতে হোমসের বিচরণ সে জগতে গিডিয়নের পদক্ষেপ সচেতন সাবধানতায় সঙ্কুচিত। সঙ্কোচ নিয়েই সে বলল—"আচ্ছা দেখুন, শিক্ষা একটা বিশেষ প্রয়োজনীয় জিনিষ।"

"বিশেষ প্রয়োজনীয়?" হোমস্ প্রশ্ন করলেন। কোনও একটা বিশেষ মত তিনি কখনও প্রকাশ করেন না, শুধু প্রশ্ন করে তিনি একেবারে নিরপেক্ষ থাকেন। আসল প্রশ্ন এড়িয়ে যাবার তাঁর এই যে বিশেষ ভঙ্গী তা অপরকে তুষ্ট করার পক্ষে একটা কার্যকরী পন্থা।

"হাঁ। একটা কথার মধ্যে দিয়ে সহজেই বোঝা যাবে। কথাটা হচ্ছে এই যে, চল্লিশ লক্ষ নিরক্ষর লোকের দাস হওয়া সম্ভব কিন্তু চল্লিশ লক্ষ নিরক্ষর নিগ্রোর স্বাধীন হওয়া অসম্ভব।"

"এরকম ভাবে সমস্যাটা দেখা সত্যই অপূর্ব," স্বীকার করলেন হোম্‌স্। "মিঃ জ্যাকসন্, আপনি কি ভাবছেন?"

"আমি ভাবছি শিক্ষা যেন একটা বন্দুক।"

"বন্দুক?"

কার্ডোজো ভ্রুকুটি করলেন ; ওদিকে র‍্যাণডল্‌ফ কাঁটাচামচ নাড়তে থাকে। মৃদু হেসে হোমস বললেন—"আপনি বলে যান্।" হোমসের হাসিতে এমন একটা কিছু ছিল যার অর্থ গিডিয়ন ধরতে চেষ্টা করল এবং প্রায় যেন ধ'রেও ফেলল। গিডিয়ন ও হোমসের মনোজগতে যে সব পরিবর্তন এল হোমস যেন হাসি দিয়ে তাদের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানের চেষ্টা করলেন। তাই সে হাসিতে যেন প্রকাশ পেল দুই মনের শক্তির ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া। যে কারণেই হোক, গিডিয়ন ষ্টিফেন হোম্‌সকে বোঝার চেষ্টা ত্যাগ করল। তার মনে হল সে কোনওদিনই ষ্টিফেন হোমসকে বুঝে উঠতে পারবে না। গিডিয়ন বলল—"হ্যাঁ, বন্দুকেরই মত। এমন কি তারও বেশী। ধরুন, একটা লোকের হাতে বন্দুক রয়েছে। আপনি তাকে আপনার দাস করতে চান্। আপনার প্রথম কাজ হবে তার হাত থেকে বন্দুক ছিনিয়ে নেওয়া। সে জন্য আপনাকে চেষ্টা করতে হবে। আপনাকে সে গুলি করতে পারে আবার নাও পারে। কিন্তু বন্দুক আপনাকে ছিনিয়ে নিতেই হবে। কেন?"

"এটা কি বোঝা যায় না?"

"না, সে ভাবে নয়," গিডিয়ন ধীরে ধীরে বলল। টেবিলের একটা কোণ হাত দিয়ে চেপে ধরে সে যেন পরবর্তী কথাগুলোর জন্য হাতড়াতে লাগল। শেষে সে বলল—"যার হাতে বন্দুক নেই সে দাস হতে পারে আবার নাও পারে। অনেক কিছুর ওপর সেটা তখন নির্ভর করে। কিন্তু যার হাতে বন্দুক আছে সে দাস নয়। সেটা নির্ভর করে তখন শুধু বন্দুকের ওপর। আপনার কাজ হবে বন্দুক ছিনিয়ে নেওয়া। এখন শিক্ষার কথা ভাবুন। একবার শিক্ষিত হলে কোনও লোকের কাছ থেকে শিক্ষা ছিনিয়ে নিতে পারবেন

না এবং আমি বিশ্বাস করি, যে সত্যই শিক্ষিত সে দাস হতে পারে না। একদিক থেকে শিক্ষা বন্দুকের মত অন্যদিক থেকে বন্দুক অপেক্ষাও শিক্ষা বড।"

কার্ডোজো মৃদু হেসে বললেন—"শিক্ষাকে ওরকমভাবে দেখিনি।"

হোম্‌স্ বললেন—"ওরকম ভাবে দেখতে আপনি পারতেন না। সে যাই হোক্। মিঃ জ্যাক্‌সনের বিশ্লেষণ সত্যই অপূর্ব, কারণ দাসত্ব ও মুক্তি—এই দুয়ের পরিপ্রেক্ষিতে তিনি শিক্ষাকে দেখেছেন। আমি মনে করি—এতে বিষয় বস্তুটা আরও সহজবোধ্য হয়েছে। আপনি নিজেও ত একজন ক্রীতদাস ছিলেন, মিঃ জ্যাক্‌সন?"

"হাঁ, ছিলাম।"

"কিন্তু দাসত্বপ্রথা ত লোপ পেয়েছে।"

গিডিয়ন ধীরে ধীরে মাথা নাড়ায়।

শান্তভাবে হোম্‌স্ প্রশ্ন করলেন—"আপনি কি মনে করেন দাসত্ব-প্রথা আবার ফিরে আসবে?"

গিডিয়ন বলল—"ফিরে আসতেও পারে।"

হঠাৎ তার দৃষ্টি পড়ল মিসেস্ কার্ডোজোর ওপর। তাঁর চোখে সে দেখল ত্রস্তা হরিণীর ভয়চকিত চাহনি। সেদিনের মত ভোজসভা তাড়াতাড়ি ভেঙ্গে গেলেও আরও একটা ঘটনার সূচনা হয়ে রইল।

এক সপ্তাহ পরে গিডিয়ন যখন অধিবেশন কক্ষ থেকে বেরিয়ে আসছিল হোম্‌স্ তাকে থামিয়ে বললেন—

"মিঃ জ্যাক্‌সন্, আমার বাড়ীতে কয়েকজন লোককে অভ্যর্থনার আয়োজন করেছি। আপনি কি আসবেন?"

গিডিয়ন ইতস্ততঃ করতে লাগল। তাকে সম্মত করার জন্য হোমস বললেন—"আমি চাই আপনি আসুন। আমি কথা দিচ্ছি

—অপ্রিয় কিছু ঘটবে না। তা' ছাড়াও একটা জিনিষ আপনার ভাবা দরকার যে, আমাদের এক সঙ্গে কাজ করতে হবে।"

গিডিয়ন যেতে সম্মত হল।

* * * *

অধিবেশনের কাজ এগুতে লাগল। ধীরে ধীরে কেটে গেল সেই প্রাথমিক বিশৃঙ্খলা। প্রথমে হাত দেওয়া হল ছোট কাজে। বৃহত্তর সংস্থা সমূহের আলোচনা পরে হল। ছোট বিষয়ে অনেক ক্ষেত্রে মতের মিল দেখা গেল। অবলুপ্ত হল মল্লযুদ্ধের প্রথা। বিপুল সংখ্যাধিক্যে দেনার দায়ে আটক করার রীতি বে-আইনী ঘোষিত হল। বহু প্রতিনিধির স্বাভাবিক সরলতা আইন তৈরীর প্রশ্নে এনে দিল একটা সজীব অপূর্ব দৃষ্টিভঙ্গী। সমাজের চিরাচরিত আইন ও রীতিনীতি তাদের সরল দৃষ্টিকে সংস্কারাচ্ছন্ন করে তোলেনি। অনেক সহজ ও সরল বিষয়ের সমাধান মিলল না আবার যাদের সমাধান মিলল সেগুলো সহজ ও সরল বলে মনে হলনা। সমাজে নর-নারীর সম্পর্ক-সংক্রান্ত বিষয়টির সামনে এসে তারা বহুযুগের সংস্কারের প্রাচীরকে ভেঙ্গে দিতে চাইল। একজন নিম্নশ্রেণীর শ্বেতাঙ্গ বললেন—

"চার বছর ইয়াংকিদের সঙ্গে আমি যুদ্ধ ক'রে ফিরেছি আর আমার স্ত্রী ঘরসংসার চালিয়েছে। ছেলেমেয়েদের সে ভরণপোষণ করেছে, জমি চাষ ক'রে সামান্য কিছু ফসল ফলিয়েছে ও ঘরে তুলেছে। ভদ্রমহোদয়গণ, এখন আপনাদের প্রশ্ন করছি—আপনারা আমাকে ভোটাধিকার দিয়ে কোন্ যুক্তিতে আমার স্ত্রীকে সে অধিকার থেকে বঞ্চিত করবেন?"

গিডিয়ন তারপর উঠে দাঁড়িয়ে বলল—"দাসত্বের মধ্যে পেয়েছিলাম আমার স্ত্রীকে। গোপনে আমাদের বিয়ে হয়েছিল, কারণ আমার

প্রভু ক্রীতদাসদের বিয়ে করা সমর্থন করতেন না। তাঁর চোখে আমরা দুজনাই সমান জানোয়ার। সব কাজই আমরা ভাগাভাগি ক'রে করতাম। তুলোর মাঠে আমাদের দুজনারই অজ্ঞান হওয়ার মত অবস্থা হত। দাসজীবনের সমস্ত দুঃখকষ্ট আমরা সমানভাবে ভোগ করেছি। সেই জন্যই আমি বলছি—এই অধিবেশনের চোখে আমার স্ত্রী ও আমার মধ্যে কোনও পার্থক্য নেই।"

এবার তাঁরা এলেন মানুষের চির-আকাঙ্খিত সার্বজনীন্ ভোটাধিকারের প্রশ্নে। বিষয়টার বিপ্লবাত্মক রূপ তাঁরা উপলব্ধি করলেন। আর এই উপলব্ধির ফলেই আইনটা পাশ হল না। তাঁদের মনে হল সুদূর ওয়াশিংটনের কংগ্রেস তাঁদের যে ক্ষমতা দিয়েছে, এ আইন পাশ করলে সে ক্ষমতার হবে অপব্যবহার। বহু বিতর্কের পর পাশ হল বিবাহ-বিচ্ছেদ আইন। দক্ষিণ ক্যারোলিনার ইতিহাসে এই প্রথম। বিবাহ-বিচ্ছেদ আইনে প্রকাশ পেল একটা সরল স্বাভাবিক বুদ্ধি। অথচ দক্ষিণাঞ্চলের সমস্ত সংবাদপত্র চীৎকার করে বলতে লাগল যে, কৃষ্ণকায় বর্বরের দল সমস্ত দেশটাকে নামিয়ে আনল একটা কলঙ্কময় হীনতার মধ্যে। বিতর্কের পর আর একটা আইন পাশ হল। স্ত্রীর সম্পত্তি স্বামীর দেনা মেটাতে বিক্রী করা চলবে না। এটাও দক্ষিণ ক্যারোলিনায় এই প্রথম। ভোটাধিকার প্রশ্নে চলল অনেক বিতর্ক। এ বিতর্কের জন্য গিডিয়নকে বাধ্য হয়ে পড়তে হল যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতন্ত্র। বার বার পড়ায় সমস্ত শাসনতন্ত্রটাই তার কণ্ঠস্থ হয়ে গেল। গিডিয়ন অন্যান্য সবাই এক সঙ্গে বলল—"ভোট গ্রহণ কেন্দ্রে শ্বেতাঙ্গ ও কৃষ্ণকায়দের মধ্যে কোনও পার্থক্য বিচার করা চলবে না।" বিষয়টা পাশ হয়ে গেল।

মার্চ মাস এসে গেল; এল বসন্ত। চার্লসটনের মত পৃথিবীর

আর কোথাও নেই এত ঘন নীল আকাশ। সমুদ্রচর পাখীদের চীৎকারে সমুদ্র-তট মুখরিত। তুষারপাতের মত মাঝে মাঝে পড়ছে বৃষ্টি তারপর আকাশ হচ্ছে পরিষ্কার। একজন প্রতিনিধি অধিবেশন-কক্ষে বললেন—"এ বছরটাকে গৌরবময় বছর বলে ঘোষণা করা হোক্।" কিন্তু প্রতিনিধিরা হেসে নাকচ্ করে দিলেন এ প্রস্তাব। তবু লোকেরা জানল যে এ বছর অন্য কোনও বছরের মত সাধারণ নয়।

নিউইয়র্ক হেরাল্ডের একজন সাংবাদিক লিখলেন—"এখানে চার্লসটনে অত্যন্ত অবিশ্বাস্য অথচ আশাপ্রদ এক পরীক্ষা চলিতেছে। মানুষের সমগ্র ইতিহাসে ইহার তুলনা নাই।"

চার্লস কেভুর নামে একজন বৃদ্ধ কৃষ্ণকায় প্রতিনিধি তিনজন ভূতপূর্ব সৈন্যদের দ্বারা আক্রান্ত হলেন এবং সাংঘাতিক ভাবে আহত হলেন। কিন্তু চার্লসটনে আশঙ্কিত বিস্ফোরণ ঘটল না। পাম গাছগুলোয় দেখা দিয়েছে সবুজ পল্লব। গিডিয়ন ব্যাটারীতে দাঁড়িয়ে পেল সামুদ্রিক বাতাসের স্পর্শ। অমলধবল পাল তুলে পারাপার করছে জাহাজগুলো। তার কাছে ছিল "ঘাসের পাতা" নামক বইখানা। তাতে সে দেখল লেখা রয়েছে—

"হে পৃথিবী! আমার কাছে কি চাও তুমি,
সে কি আমার ক্ষুদ্র হাতের দান?"

গিডিয়নের মনে 'কি চাও তুমি' কথাটা ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হতে লাগল। সে চায় সমগ্র বিশ্ব। আর সেই বিশ্ব যেন এখানে এসে মিলেছে। খালাসীরা কাজের মধ্যে গান করে চলেছে। তারাও যেন জানে এটা আনন্দোৎসবের বছর। একা গিডিয়নই শুধু এখন পড়াশুনা করছেনা। তার সঙ্গে যোগ দিয়েছেন আরও আটজন প্রতিনিধি। কার্ডোজোর বাড়ীতে সপ্তাহে তিনদিন ক্লাস হয়। সে

ক্লাসে দুজন শ্বেতাঙ্গও আসেন। ক্লাসে পড়ান হয় আমেরিকার ইতিহাস ও অর্থনীতি। অধিবেশন থেকে বেরিয়ে একদিন গিডিয়নের দেখা হল এণ্ডারসন ক্লের সঙ্গে।

ক্লে বললেন—"জ্যাক্‌সন, এক মিনিট অপেক্ষা করুন্।" গিডিয়ন থামল। তারপর ক্লের সঙ্গে হাঁটিতে লাগল। ক্লে গিডিয়ন অপেক্ষা লম্বা। তাঁর দীর্ঘ, সুন্দর চুলগুলো মাথার ওপর বিশৃঙ্খল হয়ে পড়ে আছে। তার ওপর সূর্যের আলো পড়ে চিক্‌চিক্ করছে।

অনেকটা বোকার মত ক্লে বললেন—"আজকাল আমার মনে হচ্ছে—আপনারা আমাদের শত্রুতার পরিবর্তে সহযোগিতাই চান্।"

"ব্যাপারটা কি ?"

"গত কয়েক সপ্তাহ অনেক নিগ্রোর বাড়ীতে আমি অখাদ্য-কুখাদ্য খেয়েছি। এমন কাজ জীবনে আর কখনও করিনি। এ সব সত্ত্বেও প্রথমে আমার মনে হয়েছিল—বাড়ী গিয়ে নিগ্রোদের দেশে আবার নরক সৃষ্টি করতে পারব।"

গিডিয়ন শান্তভাবে বলল—"আপনার ওরকমভাবে ভাবা উচিত হয়নি।"

"আমি কিন্তু এখন ভাবছি যে, একজন শ্বেতাঙ্গ ও একজন কৃষ্ণকায় হয়ত একসঙ্গে বাস করতে পারে। কেন যে ভাবছি তা বলতে পারব না। এ সম্পর্কে আপনি কি কিছু বলবেন ?"

গিডিয়ন বলল—"কিছু বলবার ইচ্ছে আমারও আছে।" কিছুক্ষণ তারা চুপ করে হাঁটল। বহুযুগ ধরে তাদের মধ্যে গড়ে উঠেছে এক বিরাট ব্যবধান। সে ব্যবধানের প্রাচীর দু জনার কেউই আজ সম্পূর্ণরূপে ভাঙতে পারলনা। চার্লসটনের সঙ্কীর্ণ পথে প্রক্ষিপ্ত সূর্যালোকে তারা হেঁটে চলল। পথের দুপাশের বাড়ীগুলোর চুণকাম

করা দেওয়াল বিশ্বের সঙ্গে ওদের যোগাযোগ যেন ছিন্ন করে দিল। শেষে ক্লে বললেন—

"নতুন জগতের সূচনা হলে আপনি কি করবেন? হয় আপনাকে গড়ে তুলতে হবে সে জগতে সফল প্রয়াসের সৌধ, আর নয় ধূলিসাৎ করতে হবে আমাদের এতদিনের সাধনা। আর আজ যারা ভবিষ্যতের সৌধকে আগে থেকেই ধ্বংস করার জন্য উঠে পড়ে লেগেছে—আমি তাদের মোটেই বরদাস্ত করতে পারি না।"

আজকাল গিডিয়ন খুব কমই ঘুমায়। শিক্ষা-সংক্রান্ত কমিটিতে কাজ করায় সে কার্ডোজোর আরও ঘনিষ্ঠ হয়ে পড়ে। গিডিয়ন বুঝত—সেই মার্জিতরুচি ও বুদ্ধিমান নিগ্রো তাকে বাজিয়ে নিচ্ছেন। তবুও সে রাগ করত না। শিক্ষা পেয়ে একজন বিকশিত আর একজন শিক্ষার স্বাদ সবেমাত্র গ্রহণ করেছে এবং তার মাদকতায় ইতিমধ্যেই মত্ত। এখন একটিমাত্র লক্ষ্যে নিয়োজিত হ'ল উভয়ের প্রয়াস। সে লক্ষ্য হচ্ছে —"সার্বজনীন বাধ্যতামূলক শিক্ষা।" এই শিক্ষাই ত হবে নতুন উপ-রাষ্ট্রীয় শাসনতন্ত্রের ভিত্তি। শিক্ষার এই পরিকল্পনা যেমন অনেকের সমর্থন পেল তেমনি পেল অনেকের বিরোধিতা। বিরোধী পক্ষ বললেন,

"আপোষ-রফার মধ্যে দিয়ে যাও। একটা নিরক্ষর জাতির ওপর তোমরা জোর ক'রে শিক্ষা চাপিয়ে দিতে পার না।"

"কেন?

"শিক্ষা নেওয়ার ইচ্ছে তাদের নেই।"

"আমরা আইনের মারফৎ তাদের বাধ্য করব।"

"যদি সমস্ত লোককেই শিক্ষিত ও আইনজ্ঞ ক'রে তোল, ক্ষেত-খামারের মজুর পাবে কোথায়?"

"সবাই যে শিক্ষিত হয়ে ব্যবহারজীবী হবে—এমন কোনও কথা নেই। এমন কি নিউ ইংলণ্ডে যেখানে শিক্ষিতের সংখ্যা সবচেয়ে বেশী সেখানেও এ রকম কিছু হয়নি। যে কোনও অশিক্ষিত লোকের মত একজন শিক্ষিত লোকও মাঠে কাজ করবে।"

"শ্বেতাঙ্গরা কৃষ্ণকায়দের সঙ্গে এক ইস্কুলে পড়বে না।"

"যারা চায় তাদের জন্য আমরা আলাদা ইস্কুল তৈরী করব। তবে শ্বেতাঙ্গ ও কৃষ্ণকায় সকল ছেলেমেয়েদেরই ইস্কুলে পাঠাতে হবে।"

"এটা পাগলামি ছাড়া আর কিছু নয়। এ দেশে ওরকম কোন আইন আগে হয়নি।"

"আমরা তাহলে প্রথম সে কাজ করব। কাউকে না কাউকে এ কাজ করতেই ত হবে।"

"জগতের বুদ্ধিমান্ লোকেরা যা করতে সাহস করেননি ক্যারোলিনার নিগ্রোরা তা করতে পারবে?"

"আমরা চেষ্টা করতে পারি।"

অবশেষে কমিটি পরিষদ-কক্ষে বিলটা উপস্থাপিত করলেন। ঘণ্টার পর ঘণ্টা বিলটা নিয়ে চলল উত্তেজনাপূর্ণ বিতর্ক। গিডিয়ন লক্ষ্য করল—যাদের কাছ থেকে তারা কোনও সমর্থন আশা করেনি দক্ষিণাঞ্চলের সেই সব নিম্নশ্রেণীর দরিদ্র শ্বেতাঙ্গ বিলটি সমর্থন করলেন। সমস্ত সংবাদপত্র তাঁদের ওপর ক্ষিপ্ত হয়ে গেল। সংবাদপত্রগুলি যে ভাবে তাঁদের আক্রমণ করতে লাগল তাতে নিগ্রোদের সম্পর্কে কুৎসা প্রচার ও যেন ম্লান হয়ে গেল। যেহেতু তাঁরা নিগ্রোদের সঙ্গে সহযোগিতা করেছেন সেহেতু তাঁরা ঘৃণ্য। যেমন চেহারা তেমনি কথাবার্তা। দীর্ঘ দেহে ওদের মাংস বলতে নেই! এমনভাবে কথা বলে যেন কতদিন খায়নি! মাথায় এক

ফোঁটা তেলও জোটে না। যারা দেশের প্রকৃত কায়া না হয়ে ছায়া —যাদের জীবন উচ্চশ্রেণীর দয়ায় নির্ভরশীল—সেই সব ভূমিহীনের দল ওদের নির্বাচিত করে পাঠিয়েছে। যত সব জলাভূমি ও পাইন বনের জানোয়ার।..... ......

এণ্ডারসন ক্লে উঠে দাঁড়িয়ে চীৎকার করে বললেন—"চুলোয় যাক্। শ্বেতাঙ্গ ও কৃষ্ণকায়দের ছেলেমেয়েরা পড়বে এমন ইস্কুল হলেই যদি সব কিছুর নিষ্পত্তি হয় আমি তাহলে ইস্কুলের পক্ষে। যদি এই অধিবেশন-কক্ষে আমি নিগ্রোদের সঙ্গে বসতে পারি আমার ছেলেও ইস্কুলে তাদের সঙ্গে বসতে পারবে।"

পি ডি সোয়াম্প থেকে আগত ক্রেয়ার বুনি বললেন—"গত লড়াই এ আমি যোগ দিয়েছিলাম। তিন বছর আমি যুদ্ধ করেছি আর সেই সময়ের মধ্যে একটা বই বা খবরের কাগজ পড়ার মত শিক্ষা আমি পেয়েছি। আমার ৬ ভাই যুদ্ধে মারা গেছে। কেন? কিসের জন্য তারা প্রাণ দিল? কয়েকজন ক্রীতদাসের মালিককে ক্ষমতায় বসাতে তারা কি প্রাণ দিল? ভগবানের নামে বলছি, আমাদের সে কথা জানতে দেওয়া হয়নি, আমরা জানতেও পারিনি। চুলোয় যাক ওদের বিরোধিতা। আমি শিক্ষা চাই যদি জাহান্নামে যেতে হয় তবুও। আমরা এই রাষ্ট্রের জনগণের প্রতিনিধি। আমাদের উচ্চারিত প্রতিটি কথার জন্য আমাদেরই ফল ভোগ করতে হবে।"

অল্প কথায় গিডিয়ন বলল—"কোনও মানুষই স্বাধীন নয়। যেটুকু ইতিহাস আমার জানা আছে সেটুকু থেকে আমি বলতে পারি স্বাধীনতার জন্য চিরন্তন সংগ্রাম নিয়েই ইতিহাস। সে স্বাধীনতার সংগ্রামের মহাস্ত্র হচ্ছে শিক্ষা। আমাদের সে অস্ত্রে সজ্জিত হতে হবে।"

সমস্ত বিতর্কের মূল বিষয় নিয়ে পরের দিন কার্ডোজো বললেন

—"আগের দিন অনেকে এই যুক্তি এনেছেন যে, শাসনতন্ত্রে যতদূর সম্ভব সেই সব ব্যবস্থা লিপিবদ্ধ করতে আমাদের যথাশক্তি চেষ্টা করতে হবে যাতে আমাদের বিরোধীপক্ষ মিত্রভাবাপন্ন হন। বিরোধী পক্ষের কথামত আমি অনেকদূর যেতে রাজী আছি। কিন্তু অন্যপক্ষের মনস্তুষ্ট করবার সময় আমাদের একটু সাবধানে চলা দরকার। প্রথমতঃ কয়েকজন আছেন আমরা যাই করি,—তাঁরা বিরোধিতা করবেন। তাঁদের কোনও দিনই মনস্তুষ্ট করা যাবে না। আমরা যে শাসনতন্ত্র তৈরী করতে চলেছি তাঁরা শুধু তারই বিরোধী নন, এখানে অধিবেশনে আমাদের সঙ্গে একত্রে বসারও বিরোধী। তাঁদের আপত্তি এতই মূলগত যে, তাঁদের মনস্তুষ্ট-বিধানের জন্য কোনও শাসন তন্ত্রই তৈরী করা যাবে না। দ্বিতীয়তঃ, আবার অনেকে আছেন যাঁরা আমাদের এমন শাসনতন্ত্র তৈরী করতে বলেন যাতে আমাদের শত্রুরা সন্তুষ্ট হয়ে আমাদের দলে চলে আসবেন। তৃতীয়তঃ, অনেক সৎ ব্যক্তিও আছেন যাঁরা আমাদের শাসনতন্ত্র তৈরী করার ক্ষমতা সম্বন্ধে সন্দিহান্। আমি তাঁদের শ্রদ্ধা করি। যদি আমরা গণতান্ত্রিক গভর্ণমেন্ট ও উদারনৈতিক মতবাদের ওপর ভিত্তি ক'রে শাসনতন্ত্র তৈরী করতে পারি এবং তাতে যদি তাঁদের প্রতি ন্যায়ব্যবহার করা হয়, তাহলে, আমি মনে করি, ঐ শ্রেণীর বুদ্ধিজীবীরা সন্তুষ্ট হবেন।

কয়েকজন ভদ্রমহোদয় ভেবেছেন যে, "বাধ্যতামূলক" কথার সঙ্গে এই বিধি গ্রহণ করলে অনেক কুফল ফলবে। প্রশ্নটার বিশদ আলোচনার পূর্বে আমি শুধু বলতে চাই যে, তাঁদের এরকম চিন্তা ও ভয় যেমন অযৌক্তিক তেমনি কাল্পনিক। তাঁরা বলেন—এ আইন চালু হলে শ্বেতাঙ্গ ও কৃষ্ণকায়দের ছেলেমেয়েরা একই ইস্কুলে পড়তে বাধ্য হবে।

সত্যই এ আইনে সেরকম কোনও নির্দেশ নেই। আইনে শুধু বলা হয়েছে যে ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া শেখাতেই হবে কিন্তু কেমন করে তা বাপমায়েদের ওপর ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। বাপমায়েরাই ঠিক করবেন তাঁদের ছেলেমেয়েদের সরকারী ইস্কুলে পাঠান হবে, কি বেসরকারী ইস্কুলে পাঠান হবে। শ্বেতাঙ্গ ও কৃষ্ণকায়দের জন্য পৃথক ইস্কুলঘর নির্মাণ করা হবে। আইনে শুধু বলা হয়েছে যে যদি কোনও কৃষ্ণকায় শ্বেতাঙ্গদের ইস্কুলে পড়তে চায় তবে তাকে সে সুযোগ দিতে হবে। আমার কোনও সন্দেহই নেই যে, বিশেষতঃ যতদিন কৃষ্ণকায়দের সম্পর্কে বর্তমান সংস্কার চলে না যাচ্ছে ততদিন সব অঞ্চলের কৃষ্ণকায়রা পৃথক ইস্কুলই বেশী পছন্দ করবেন।"

গিডিয়ন চারদিকে একবার তাকিয়ে দেখল। সারি সারি সাদা কালো মুখে অঙ্কিত চিন্তার রেখা। কতদিন ত তাঁরা এ অধিবেশন কক্ষে এসেছেন, গেছেন, কিন্তু এমন উদগ্র মুখ সে ত কখনও দেখেনি। এমন মুখ অনেকদিন আগে বিপ্লবের মধ্যে যখন চাষী থেকে ছুতোর, কামার প্রভৃতি সবাই ভোট দিতে গিয়েছিল তখনই চোখে পড়েছিল, তারপর আর পড়েনি। মুখগুলো থেকেই বোঝা যায়—তাঁরা অচেতনভাবেই কাডোজোর কথায় সম্মতি জানিয়েছেন। কত আন্তরিকতা, কত দৃঢ়তা, কত ভ্রাতৃত্ব-বোধের সুর বেজেছে কার্ডোজোর কথায়। হাতের ওপর মাথা রেখে শুয়ে গিডিয়নের কাঁদতে ইচ্ছে করল। তার মনে হল কোনও কৃষ্ণকায় যেন একটা হারিয়ে-যাওয়া ছেলে। নিজের বলতে তার দেশ নেই, একখণ্ড জমিও নেই। কোনওরকমে মাথা গুঁজবার জন্য তারা আজ চেষ্টা করছে। স্পীকারের মঞ্চটা লাল, সাদা ও নীল রঙের কাপড়ে ঘেরা। তার পশ্চাতে যুক্তরাষ্ট্রের দুটো পতাকা। গিডিয়ন শুনতে পেল র‍্যাণ্ডল্ফ তাঁর ক্ষীণ কণ্ঠে বলছেন,

"আমরা এই সম্মেলনে উপস্থিত দক্ষিণ ক্যারোলিনার জনগণ এই প্রস্তাব করছি যে, যতদিন বেসামরিক সরকারী ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত না হচ্ছে ততদিন উদ্বাস্তু, মুক্ত ক্রীতদাস ও পরিত্যক্ত জমি সম্পর্কীয় সংস্থা রাখা হোক্। আর ভাল স্কুল প্রতিষ্ঠা করবার জন্য শিক্ষা-সম্বন্ধীয় একটা সংস্থা গঠন করা হোক্।"

গিডিয়নের নিকটে বসেছিলেন এক বৃদ্ধ নিগ্রো। এদিকে সমস্ত অধিবেশন-কক্ষটি তখন প্রশংসাসূচক ধ্বনিতে মুখরিত আর তিনি নিজের মনেই একটা পুরাণ দিনের গান গুন্‌গুন্ করতে করতে মাথা দোলাচ্ছেন ও কাঁদ্ছেন। ওদিকে সাংবাদিকরা আগামী দিনের কাগজে গল্প লেখার জন্য সজোরে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

এইরকম একটা গল্প "অবজারভার" কাগজে প্রকাশিত হল,—

"দুঃসাহসী কৃষ্ণকায়দের অবিশ্বাস্য প্রচেষ্টা। গতকাল সমস্ত লাজলজ্জা ত্যাগ করিয়া সেই সব জানোয়ারদের সার্কাস—যাহার আর একটা নাম দেওয়া হইয়াছে অধিবেশন—এমন একটা প্রস্তাব পাশ করিয়াছে যাহাতে এই রাষ্ট্রের সম্পূর্ণ সর্বনাশ হইবে ও তাহার আর্থিক সংগঠন দেউলিয়া হইয়া যাইবে। শ্বেতাঙ্গ ও কৃষ্ণকায় ছেলেমেয়েদের একই স্কুলে পাঠাইতে হইবে। দক্ষিণাঞ্চলের মেয়েরা এই রকম ভাবে উনিশ বছর হইবার পূর্বেই চরিত্র হারাইয়া কলঙ্কিত হইবে। আর এইরকম জীর্ণ শিক্ষাব্যবস্থা রাখিতে যাইয়া দক্ষিণাঞ্চলের সৎ অধিবাসীরা উপবাস করিতে বাধ্য হইবে।"

এইরকম আরও কত কি। গিডিয়ন এখন ওসব প্রচারে অনেক অভ্যস্ত হয়ে গেছে। প্রত্যেকদিনের অধিবেশনের পর শাসনতন্ত্রের কাঠামো দৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত হল, সাধিত হল বিচার ব্যবস্থার সংস্কার, প্রবর্তিত হল বিচারকদের নির্বাচিত করার রীতি, অবলুপ্ত

হল জাতি ও রঙের জন্য পার্থক্য-বিচার, সুরক্ষিত হল মত প্রকাশের স্বাধীনতা। এক প্রস্তাবে বড় বড় ক্ষেতখামারগুলো নিজের হাতে নিয়ে জনগণের মধ্যে বণ্টন ক'রে দেওয়ার জন্য গভর্ণমেণ্টের কাছে আবেদন করা হল। এ সবের পরেও কি ঐরকম প্রচার না হয়ে পারে?

যুক্তরাষ্ট্রের গভর্ণমেণ্টের কাছে উপরোক্ত আবেদনের ফলাফল সম্পর্কে প্রতিনিধিদের মনে অনিশ্চয়তা ছিল। তবুও নীতিগতভাবে তাঁরা ঐ প্রস্তাব গ্রহণ করেছেন।

গিডিয়নের এখন মনে হয়—সে যেন কত যুগ আগে কার্টারদের বাড়ীতে এসেছে! খাবার টেবিলে গিডিয়ন নিগ্রো ও শ্বেতাঙ্গদের সম্পর্কে শোনায় কত রঙীন্ ভবিষ্যতের কথা আর কার্টারদের মনে হয় গিডিয়নের মত প্রতিনিধি তাঁদের বাড়ীতে আছে—এই নিয়ে তাঁরা বন্ধুবান্ধবদের কাছে গর্ব করতে পারেন।

* * * * *

স্টিফেন হোম্‌স্ তাঁর মাকে বললেন, "আগামী কাল রাত্রে একজন নিগ্রো আমাদের বাড়ীতে খাবে।"

তাঁর মা চাকরবাকর কেউ হবে ভেবে বললেন, "বেশ ত স্টিফেন খাবে।"

"মা, আপনি হয়ত আমার কথা ঠিকভাবে বোঝেননি। কাল ডিনার টেবিলে খাবে আমার একজন নিমন্ত্রিত অতিথি।"

তাঁর মা বললেন, "তুমি ওসব কাজ কর—এ আমি চাই না। তুমি এমন কথা বল—"

"সত্যি ক'রেই বলছি। আপনার ইচ্ছে থাকলে কাল তিনি আমাদের সম্মানীয় অতিথি হতে পারেন।"

তাঁর মা একটা চেয়ারে বসে পড়লেন এবং একদৃষ্টে ছেলের দিকে তাকালেন। হোম্‌স মায়ের মাথার ওপাশে জানালার মধ্যে দিয়ে দেখলেন দূরে সাম্‌টার দুর্গের অস্পষ্ট ছবি। ছেলের দিকে তাকিয়ে মা বুঝলেন যে, হোম্‌স চিন্তামগ্ন। ছেলের সঙ্গে কিছুক্ষণ তিনি তর্ক করতে পারতেন কিন্তু ছেলে তার আপন পথ বেছে নেবেই। নিজের মতে সে অসম্ভব দৃঢ়। তার দৃঢ়তা এমন কি এক এক সময় ভীতিপ্রদ হয়ে ওঠে। লোকে তার সম্বন্ধে এ কথা সে কথা বললে অথবা তার কাজের সমর্থন বা নিন্দা করলে মা হয়ে কিন্তু তিনি ছেলের পক্ষ অবলম্বন করেন ও বলেন, "তোমরা বুঝতে পারনি। স্টিফেন যা করে—"

মার্থা হোমসের বয়স ষাটের কাছাকাছি। তিনি এখন অবসন্ন ও শ্রান্ত। রক্ত গঙ্গার মধ্যে যে অতীত নিমজ্জিত হয়েছে সে অতীতের মায়া ত্যাগ করতে তিনি রাজী আছেন। আবার অতীতের যেটুকু আজ অবশিষ্ট সেটুকুতেই তিনি সন্তুষ্ট। স্টিফেন অত সামান্যে সন্তুষ্ট নন্। আর তিনি মনেও করেন না যে, অতীতের সব কিছুই চিরকালের জন্য চ'লে গেছে। যে দিন তিনি মাকে বললেন, "মা আমি অধিবেশনে যোগ দিতে চলেছি কারণ, যে দানবীয় ব্যাপার সংঘটিত হয়েছে তার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে হলে তার স্বরূপ উপলব্ধি করতে হবে আর স্বরূপ উপলব্ধি করতে গেলে তার অংশীভূত হওয়া দরকার," সেদিন তাঁর মা কথাগুলো বুঝে উঠতে পারলেন না।

"মা, একজন নিগ্রোকে আহারের নিমন্ত্রণ করা আমার প্রয়োজন। আর আমি যখন বলেছি তখন এ হবেই।"

"কিন্তু কেন? কোন্ বাস্তব যুক্তিতে?"

"যুক্তি ত, মা, একটা নয়, বহু এবং সবগুলিই বিচার-সঙ্গত। আমি আপনাকে বুঝিয়ে বলছি—"

"স্টিফেন, তোমার যুক্তি আমি বুঝতে পারিনা।"

"চেষ্টা করলে পারেন।"

"স্টিফেন, তুমি যদি একান্তই নিগ্রোপ্রেমিক হয়ে অপরের কাছে হাস্যাস্পদ হতে চাও ত নিষেধ করার কিছু নেই। কিন্তু আমার মনোভাবটা তোমার মেনে চলা উচিত নয় কি?"

"না", হোম্‌স্ বললেন, "আর কারুর মনোভাবকে এত শ্রদ্ধা আমি করি না।"

"লোকেরা কি বলবে?"

"তারা কিছুই বলবে না। কর্ণেল ফেন্‌টন্, মিসেস্ ফেন্‌টন, সাণ্টেল্, রবার্ট, জেন ডুপ্রে, কারওয়েল, জেনাবেল গানক্রেট্ ও তাঁর স্ত্রী উপস্থিত থাকবেন।"

"তাঁরা কি সকলেই জানেন যে, এই ভোজসভায় একজন নিগ্রো উপস্থিত থাকবে?"

"হাঁ, তাঁরা সকলেই জানেন।"

"এ লোকটি কে, স্টিফেন?"

"কারওয়েলদের পূর্বতন ক্রীতদাস। তার নাম হচ্ছে গিডিয়ন জ্যাক্‌সন।"

শেষে গিডিয়ন যেন এক বড় প্রাচীরের সাম্‌নে এসে দাঁড়াল। ওরা যখন নিগ্রোদের জন্তুজানোয়ারের মত পালন করত সেই সব দিনের শত শত স্মৃতি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে সে প্রাচীর—দাঁড়িয়ে আছে তার শৈশব, কৈশোর ও যৌবনের তিক্ত অভিজ্ঞতা নিয়ে। কার্ডোজো যদি পীড়াপীড়ি না করতেন তাহলে গিডিয়ন যেত না। কার্ডোজো বললেন, "গিডিয়ন, আপনার যাওয়া শুধু উচিতই নয়, যাওয়া দরকার। যে কোনও একটা কারণে হোম্‌স্ আপনাকে

নিমন্ত্রণ করেছেন। প্রথমতঃ হয়ত তিনি আমাদের বুঝতে চান্, চান্ আমাদের সহকর্মী হতে। আমি অবশ্য তাঁর এসব কথা বিশ্বাস করি না। তিনি খুব চালাক লোক এবং বহু ক্রীতদাসের ভূতপূর্ব মালিক। দ্বিতীয়তঃ হয়ত তিনি আপনাকে বোকা বানাতে চান্। তাতেও আমার সন্দেহ আছে। আমি বিশ্বাস করি না যে, আপনাকে অত সহজে বোকা বানান যাবে এবং হোম্‌সও এ রকম ছেলেমানুষি করার মত লোক নন্। কিংবা তৃতীয়তঃ আর যেটা আমি বিশ্বাস করি সেটা হচ্ছে এই যে, তিনি সন্দেহ করেছেন যে নিগ্রোরা একটা গোপন ষড়যন্ত্র পাকিয়ে তুলেছে এবং সেইজন্য তিনি সেই ষড়যন্ত্রের কথা জানতে চান, জানতে চান্ তাঁর অলক্ষিতে কি ঘটছে। যদি তাই হয়, তাহলে আপনার লুকাবার কিছু নেই।"

ভয় ছাড়া গিডিয়নের আর কিছু লুকাবারও ছিল না। সেই পুরোন দিনের ভয় যেন আবার ফিরে এল। এটা, ওটা লোকে বলতে পারে—বলতে পারে স্বাধীনতা এসেছে, শ্বেতাঙ্গ ও কৃষ্ণকায় মিলিত ভাবে নতুন জগতের প্রতিষ্ঠা করতে চলেছে। পুরোন দিনের শিকল ছিঁড়ে গেছে এবং দাসত্ব এখন একটা তিক্ত স্মৃতিতে পর্যবসিত হয়েছে; তবু ভয় যেন কাটতে চায় না। ভয় আর সেই সব দিনের স্মৃতি মনে গভীর দাগ রেখে গেছে। সেই প্রহার, সেই পলায়ন, সেই কাজ করার সময় গান, সেই ঘৃণা ও বিদ্বেষ—সমস্ত কিছুতেই যেন অন্তরটা পুড়ে গেছে।

ব্যাটারীর মধ্যে দিয়ে হাঁটিতে হাঁটিতে সে অবশেষে সেই সাদা বাড়ীটার কাছে এল। বাড়ীটার গঠন-ভঙ্গীতেও যেন প্রকাশ পেয়েছে একটা গর্বোদ্ধত ভাব। প্রবেশদ্বারের নিকটে বেল-টা সে বাজাল। সে শব্দে তার নিজের শরীরেই একটা কাঁপুনি এল।

একজন বৃদ্ধ নিগ্রো চাকর দরজা খুলে দিল। তার দৃষ্টিতে একটা কৌতূহল কিন্তু দেখে মনে হয় আগে থেকেই তাকে সাবধান ক'রে দেওয়া হয়েছে। সিঁড়ি দিয়ে গিডিয়ন বারান্দায় উ'ঠে এল। নিজেকে এত দুর্বল তার মনে হচ্ছিল যে, সে আর দাঁড়াতে পারবে না। একটা খোলা দরজার মধ্যে দিয়ে সে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করল।

এই রকম বাড়ীতে—এই রকম আলোকিত, জীবন-স্পন্দিত, বিদ্বেষভাবাপন্ন ও সৌন্দর্যে অনুপম বাড়ীতে জীবনে এই প্রথম সে প্রবেশ করল। শৈশবে কারওয়েলদের সেই বড় বাড়ীটার রান্নাঘরের আনাচেকানাচে সে ঘোরাফেরা করত। কখনও বড় ঘরগুলোর মধ্যে প্রবেশ করার দুঃসাহস তার হয়নি। পরবর্তীকালে বেশী বয়সে কারওয়েলদের সেই পরিত্যক্ত শূন্য বড়ীটার এঘর ওঘর সে ঘুরে দেখেছে। সুশোভিত বাতিদানে জ্বলছে বাতির মালা আর সেই আলোর মধ্যে গিডিয়নের চোখ যেন ঝল্‌সে গেল। হল ঘরের জানালাদরজাগুলি পর্যন্ত তুষারশুভ্র। ঘরের আসবাবপত্র এক পুরুষ আগেকার চলনসই বিভিন্ন সৌন্দর্যের ভঙ্গীতে গঠিত। সিঁড়ি পথটা যেন সুদূর কুয়াশার রাজ্যে গিয়ে মিশেছে। অদূরের ঐ বৈঠকখানার একটা বড় দরজা মুখ ব্যাদন ক'রে যেন দৈত্যের মত দাঁড়িয়ে আছে। সে নিজেকে অসুস্থ বোধ করল, নিজেকে মনে হল কত অকিঞ্চিৎকর। হোম্‌সের আন্তরিক অভ্যর্থনায় তার মানসিক অবস্থার কোনও ইতরবিশেষ হল না। হোম্‌স্ বললেন, "জ্যাক্‌সন্ আপনি এসেছেন, আমি অত্যন্ত খুশী হয়েছি।" গিডিয়ন শুধু মাথা নেড়ে সে অভ্যর্থনা গ্রহণ করল। কথা বলার মত শক্তি তার তখন ছিল না। হোম্‌স্ তাকে আলোকোজ্জ্বল বৈঠকখানায় নিয়ে এলেন। সুন্দর গাউন প'রে এসেছেন মহিলারা, ভোজসভার উপযোগী

তুষারশুভ্র পোষাকে এসেছেন পুরুষেরা। দীপ্ত আলোর ঝাড়ে ঘরটা আলোকিত। মেহগিনি কাঠের আসবাবপত্র ঘরের শোভা বর্ধন করছে। এসব আসবাব পত্রের তুলনায় কার্ডোজোর বাড়ীর আসবাবপত্র কত নগণ্য। গ্লাস ও কাঁটাচামচের যেন ছড়াছড়ি। হোম্‌স্ একের পর এক জনের সঙ্গে গিডিয়নের পরিচয় করিয়ে দিলেন। কিন্তু একজনও উঠলেন না, একজনও করমর্দনের জন্য প্রসারিত করলেন না তাঁর হাত। গিডিয়নের মনে হল এ জীবন-চঞ্চল পরিবেশেও লোকগুলো যেন বরফের তৈরী, উষ্ণতা বলতে কিছু নেই। গিডিয়ন যখন তার ভূতপূর্ব প্রভু ডাড্‌লি কারওয়েলের কাছে এল তিনি তাকে না চেনার ভান করলেন। এটাও স্বাভাবিক ছিল। গিডিয়ন ত একজন ক্ষেতমজুর ছাড়া আর কিছু ছিল না। গিডিয়ন যখন ঘরের মধ্যে প্রবেশ করেছিল, সবাই তখন গল্পগুজব করছিলেন। তাঁদের সেই গল্পগুজব সমানে চলতে লাগল। হোম্‌স্ মুখে একটু ক্ষীণ হাসি এনে বললেন, "জ্যাক্‌সন্, কিছু মনে করবেন না। কখনও কখনও আমাদের ভদ্রতাবোধ সময়োপযোগী হয়ে ওঠে না। সে যাক্। কোন্ পানীয়ের বন্দোবস্ত করব?"

ঘরের মধ্যে কৃষ্ণকায় চাকরবাকর ছায়ার মত আনাগোনা করতে লাগল। গিডিয়ন যেন রাত্রির স্বপ্নের ঘোরে এসব দেখছে। কোন্ এক রহস্যলোকের অস্পষ্ট স্বপ্ন! জীবনের খাতায় এর কোনও কিছুই একটা সুসমঞ্জস ছবির সৃষ্টি করেনি। মাথা নেড়ে সে শুধু জানাল, "কিছুরই বন্দোবস্ত করতে হবে না।" "কিছু না?" "না।" নিশ্চল পাথরের মত সে শুধু দাঁড়িয়ে রইল। সমস্ত শরীরটা মাঝে মাঝে রোমাঞ্চিত হয়ে উঠছে। সজাগ চেতনায় সে শুধু দেখল চাকরবাকরদের বক্রদৃষ্টি। সে যেন একটা জানোয়ার এবং তাকে

জালে ফেলা হয়েছে। সে যেন আগের দিনের সেই পলাতক ক্রীতদাস এবং তাকে আবার ধ'রে নিয়ে আসা হয়েছে। তাকে যেন একটা খুঁটিতে বেঁধে আবার বেত মারা হবে! কি ভয়ঙ্কর সেই স্মৃতি! কি মর্মস্পর্শী সে বেদনা! কি তিক্ত সে হৃদয়হীনতা!

তার মনে হল সময় যেন আর কাটছে না। কতকাল সে যেন বন্দী এদের ঘরে! অবশেষে তাঁরা আহারে বসলেন।

অনেক লোকের খাওয়া সে দেখেছে। আবাদক্ষেতে তার নিজের লোকেরা একরকম ভাবে খায়, কার্টারিরা অন্যভাবে খান্, কার্ডোজোরা আবার অন্যভাবে খান্। কিন্তু এরকমটি সে আর কারুর বাড়ীতে দেখেনি। তাঁরা যে ভাবে কাঁটাচামচ ধরেছেন সেরকমভাবে সে ধরতে পারল না। সে যেন জড়ভরত হয়ে গেল। তার হাত থেকে খাবার প'ড়ে যেতে লাগল। ওঁদের খাওয়া দেখে তাকে খেতে হল। তাঁরাও বুঝতে পারলেন যে সে দেখছে। কেন সে নিজেকে এত ছোট করার সুযোগ ওঁদের দিল? খাঁচায় আবদ্ধ পাখীর মত তার চিন্তা ছাড়া পাবার আশায় ছুটতে লাগল। হোম্স্ কি ভেবেছেন? এ সবের অর্থ কি? কেন এত আয়োজন? হোমসের এতে লাভই বা কি?

হঠাৎ সে জানতে পারল যে, তাঁরা তার সঙ্গে কথা বলছেন এবং সেও দু একটা প্রশ্নের উত্তর দিয়েছে। হোমস্ যেন জোর ক'রেই কথাবার্তা সুরু করলেন। হোমসের কথাবার্তায় যেন একটা কিসের ইঙ্গিত। গিডিয়ন সে ইঙ্গিতটা ধরতে পেরেও যেন ধরতে পারছে না। যে মোহাবেশে আচ্ছন্ন হয়েছিল তার মস্তিষ্ক, ওদের কথায় হঠাৎ সেটা যেন কেটে গেল। মনে হল ছত্রিশ বছর বয়সে সে এই প্রথম ঐ লোকগুলোকে দেখছে আর শুনছে তাদের কথা। এখন

তাদের সকলের ওপর সে যেন ক্রুদ্ধ হয়ে উঠল। যে সব কথা সে বলে সেই সব কথাই তাঁরা বলছেন। ঘুরিয়ে সেই একই কথা দিয়ে সে জবাব দিচ্ছে। খুব মনোযোগ সহকারে শুনলেও তাঁদের কথাগুলো খুব চাতুরী-ভরা বলে মনে হল না। এক মুহূর্তে অন্ততঃ একশ কথা সে বলেছে। ধাক্কা খেয়ে সে কথাগুলো তার মাথায় যেন ঘুরতে লাগল; দুলে উঠল যেন সমস্ত জগৎ। এণ্ডার্সন ক্লে, যদিও শ্বেতাঙ্গ, গরীব ব'লেই হয়ত এঁদের চেয়ে ঠাণ্ডা মেজাজে কোনও বিষয় তলিয়ে দেখতে পারেন। তাঁরা ভেবেছেন যে সে তাঁদের টোপ গিলবে। কিন্তু অত বোকা আর সে নেই। ধীর-গম্ভীর কণ্ঠে সে জবাব দিয়ে গেল। একমাত্র হোম্‌স্‌ তার সমকক্ষ। হোমসের মুখে হাসির রেখা দেখা দিল যখন কর্ণেল ফেন্‌টন্‌ বললেন—"জ্যাক্‌সন, আমি মনে করি আইন তৈরীর কাজ তোমাকে একটু বৈচিত্র্য দিয়েছে। এতদিন যে কাজ করছিলে!"

"হঁ্যা, ক্ষেতে তুলো তোলার চেয়ে অনেক ভাল," বলল গিডিয়ন।

"আর তা ছাড়া এখানে দিনে তিন ডলার ক'রে পাচ্ছি।"

"হঁ্যা, অনেক ভদ্রলোক আজকাল যা উপায় করতে পারেনা।" মিসেস্‌ জেন্‌ ডুপ্রে বিস্ময় প্রকাশ ক'রে বললেন—"অত অর্থ নিয়ে নিগ্রোরা কি করবে?"

মিসেস্‌ ডুপ্রে ক্ষীণাঙ্গী হলেও সুশ্রী। তাঁর কথায় তাঁর স্বামী ভ্রূকুটি করলেন।

গিডিয়ন বলল—"খাওয়াপরায় তারা খরচ করতে পারে কিন্তু বেশীর ভাগই মদ খেয়ে উড়িয়ে দেয়।"

সরলভাবেই সে কথাগুলো ব'লে গেল কিন্তু তাঁরা কথাগুলোর সঠিক অর্থ বুঝে উঠতে পারলেন না। কথার মধ্যে যদি কিছু থেকেও

থাকে ত তাঁদের অবস্থা গিডিয়নের চেয়েও সঙ্গীন হয়ে উঠল কেননা তাঁরা যে বুঝতে পেরেছেন যে হোমস্ এ পরিস্থিতি বেশ উপভোগ করছেন। গিডিয়ন চ'লে যাবার পরে মিসেস ডুগ্রে বলেছিলেন,—"সেই কৃষ্ণকায়টার কোদালের মত কাঁটা চামচ ধরার ভঙ্গী দেখে আমি হেসে টেবিলের ওপর গড়িয়ে পড়ছিলাম আর কি।"

জেনারেল গানক্রেন্ট বললেন—"জ্যাক্‌সন্, আমার মনে হয় আইন তৈরী করতে গেলেই হলনা, তার আগে শিক্ষিত হওয়া দরকার। অধিবেশনে তোমারও কি কোনও অসুবিধা হচ্ছে না ?"

গিডিয়ন স্বীকার ক'রে বলল—"হাঁ, আমার পক্ষে শক্তই বটে।"

"তোমার যে খুবই শক্ত লাগছে তা বুঝলাম যখন জানতে পারলাম যে, কিছুদিন আগে তুমি কারওয়েলদের ক্ষেতমজুর ছিলে।"

গিডিয়ন একটু হেসে বলল—"হাঁ, তা ছিলাম।"

সাণ্টেল মন্তব্য করলেন যে, গিডিয়ন এ জগতে বেশ পরিচিত হয়ে গেছে। সাণ্টেলের বয়স বোধ হয় পঞ্চাশ। মুখটা তাঁর লম্বা, চোখ দু'টো তাঁর ছোট। একদিন এ অঞ্চলের সবচেয়ে বড় আবাদের মালিক ছিলেন তিনি।

গিডিয়ন প্রত্যুত্তরে বলল—"হাঁ, তা হয়েছি। কিন্তু জগৎটারও পরিবর্তন হচ্ছে।"

একজন বললেন—"তাও আবার খারাপের দিকে।"

গিডিয়ন বলল—"যে যেমন ভাবে দেখে।"

একজন মন্তব্য ক'রে বললেন—"তুমি পড়াশুনা কর ?"

"যখন আমি সৈন্যবাহিনীতে ছিলাম তখন একটু পড়তে শিখেছিলাম।"

জেনারেল প্রশ্ন করলেন—"কবে তুমি সৈন্যবাহিনীতে ছিলে ?"

"যে ইয়াংকি সৈন্যদল চার্লস্‌টনে মার্চ ক'রে গিয়েছিল যে দলে আমি ছিলাম। আপনার হয়ত কৃষ্ণকায়দের সেই সৈন্যদলের কথা মনে আছে।"

গিডিয়ন যেন একটা বারুদস্তুপের সল্‌তেই আগুন ধরিয়ে দিল। বিস্ফোরণের আশঙ্কায় যেন হোমস্‌ একবার ঢোক গিলে নিলেন এবং জেনারেল ও অন্যান্যরা যেন সেই ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে বসে রইলেন। আগের সেই ভাবটা তার মনকে পেয়ে বসল। গিডিয়নের কাছে আবার তারা হিম-শীতল ব'লে মনে হল। না, না, এসব কিছুই নয়। শ্বেত প্রভুদের পক্ষেই সকলে, নিগ্রোর পক্ষে একজনও নেই। সে বুঝল এ জিনিষ আর চলতে পারে না। বিস্ফোরণ একটা ঘটবেই। মিসেস্‌ হোম্‌স্‌ ক্ষমা চেয়ে টেবিল ত্যাগ ক'রে চলে গেলেন। ঘর থেকে তাঁর কান্নার স্বর ভেসে আসতে লাগল। হোম্‌স্‌ তাঁর পিছু পিছু গেলেন এবং ফিরে এসে বললেন—

"আমার মাকে আপনারা ক্ষমা করবেন। তিনি আজ একটু অসুস্থ।"

জেনারেল বিষণ্ণ স্তব্ধতায় যেন ডুবে গেলেন। ফেন্‌টন্‌ এই অস্বস্তিকর পরিস্থিতি কাটাবার জন্য গিডিয়নকে বললেন—

"তোমার দক্ষিণদেশীয় জ্যাকসন্‌ নামটা বেশ সুন্দর। কিন্তু আমি ত জান্‌তাম ক্রীতদাসদের নামকরণ প্রভুদের নাম দিয়েই হত।"

গিডিয়ন বলল—"অনেকে সেই রকমই করে। বহুদিন আমার বংশপরিচয়সূচক কোনও নাম ছিল না। আমি সৈন্যবাহিনীতে যখন সার্জেণ্ট পদে উন্নীত হলাম, ইয়াংকি ক্যাপ্টেন আমাকে ঐরকম নাম গ্রহণ করতে উপদেশ দিলেন। তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন 'তোমার ভূতপূর্ব প্রভুর নাম কি?'" এই সময় গিডিয়ন একবার থামল এবং মিঃ কারওয়েলের দিকে ফিরে মাথা নাড়াল! তার যেন মনে

হল—মহিলারা যদি এ সময়ে উপস্থিত না থাকতেন তা হলে তাঁরা নিশ্চয়ই তাকে মেরে ফেলতেন। গিডিয়ন আবার স্থরু করল—

"যিনি আমার প্রভু ছিলেন তাঁর নাম আমি কোনও দিনই নেব না। জ্যাকসন নামটা——"

গিডিয়নের কথা শেষ হবার আগেই কারওয়েল উঠে বললেন—"দূর হ, কালা শুয়ার কা বাচ্চা।"

গিডিয়ন বাড়ী যাবার পথে নেমে ভাবল তার মনের ওপর থেকে যেন একটা পাথর নেমে গেছে। অদৃশ্য হয়েছে কত না রহস্য! অযৌক্তিক প্রমাণিত হয়েছে কত না ভয়। ভাল ক'রে পরীক্ষা না করলে সমস্ত জগৎটাই এক অসীম অজানার অংশ হয়ে দেখা দেয়। দূরে আঁধারের কোলে রূপালী সমুদ্র এখন চন্দ্রালোকে দানবের আকার ধারণ করেছে। আর আগামীকাল সূর্যালোকে সেই সমুদ্রই হবে শান্ত জলরাশি। তার জাতির পায়ের শৃঙ্খল চিরদিনের জন্য হয়েছে ছিন্ন। চেষ্টা করলেও আর সে শৃঙ্খল পড়ান যাবে না। সূর্যালোকে দাসত্বের সেই শিকলের কোনও অস্তিত্ব নেই। বহুর উপর মুষ্টিমেয় কয়েকজনের শাসনের প্রচলিত রীতি যুগযুগান্তের মানুষের স্মৃতিতে আসুরিক অন্যায় রূপে অতল গুহার ভয়াল অন্ধকার নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সামান্য আঘাতেই তার আঁধারঘন মিথ্যার জাল ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়, উদ্‌ঘাটিত হয়ে পড়ে তার আসল স্বরূপ যেমন জলপূর্ণ ব্লাডারের গায়ে ছিদ্র করলে শূন্যতায় মিলিয়ে যায় তার স্ফীতোদর।

গিডিয়ন মৃদুকণ্ঠে গান ধরল—

"মিশর দেশে ইস্‌রাইলরা হাঁকতো যবে মুক্তি চাহি
স্বাধীনতাই কাম্য ছিল—
চূর্ণ করার ইচ্ছে ছিল,
অত্যাচারের শাহানশাহী।"

হোম্‌সের বাড়ী থেকে মহিলারা একে একে চ'লে গেলেন। পুরুষেরা সিগারেট ধরিয়ে টেবিলে ব'সে রইলেন। কিছুক্ষণ পরে জেনারেল বললেন—

"হোম্‌স্ এটা ক্ষমার অযোগ্য।"

"তা একরকম ঠিকই বলেছেন।"

শান্ত-কঠোর স্বরে সান্টেল বললেন—"স্টিফেন, তুমি বলেছিলে যে এর পিছনে একটা কারণ আছে। একজন নিগ্রোর সঙ্গে একত্র আহারের পিছনে অনেক কারণ আছে ব'লে তুমি আমাদের নিমন্ত্রণ করেছিলে। সব ক্ষেত্রেই তুমি কারণ দেখাও। আর আমরা তোমাকে সবসময়েই ঠাট্টা ক'রে এসেছি। নিগ্রোদের মত গাধাদের খোসামোদ ক'রে যখন তুমি অধিবেশনে গেলে তখন আমরা তোমার অনন্ত রহস্য ধরতে পারলাম না। তুমি বললে—তোমার এ কাজেরও একটা কারণ আছে। তোমার কারণ দেখাতে অন্ততঃ আমি যে গেলাম।"

হাল্কা ভাবে হোম্‌স্ বললেন—"সে যাইহোক, আমার কারণগুলো সবসময়েই অর্থপূর্ণ। আজকের রাত্রির এ আয়োজন আপনারা কিন্তু ব্যর্থ ক'রে দিলেন। আমিই কেবল জানি—নিগ্রো আপনাদের বোকা বানিয়ে গেছে।"

জেনারেল বললেন—অনেক কথা তুমি বলেছ। এবার একটু চুপ করলে ভাল হয়।"

ফেন্‌টন্ বললেন—"আমি তা মনে করি না। স্টিফেনের কাজ সম্বন্ধে আপনারা যাই কিছু ভাবুন্ না, এ ক্ষেত্রে সে অন্যায় কিছু করেনি। নিগ্রো যে আমাদের বোকা বানিয়েছে—সে কথা স্বীকার করুন।

"আমি স্বীকার ক'রে নেব যদি স্টিফেন্ বুঝিয়ে দেয়, নতুবা—"

হোম্‌স্ যেন ফেটে প'ড়ে বললেন—"ভগবানের দোহাই, ডুপ্রে

আপনি আমাকে মল্লযুদ্ধে আহ্বান করবেন না। সেটা তাহলে অত্যন্ত বেশী হবে। আপনারা কি সব কচিখোকা? ঝিনুকে ক'রে দুধ খান্? এত বোকা? আপনাদের এখানে নিমন্ত্রণ করেছিলাম এবং যে কোনও কারণেই হোক্ আমি ভেবেছিলাম—আপনারা ধৈর্যশীল। আপনাদের সম্বন্ধে সে ভুল ধারণা রাখতে পারলে খুশীই হতাম।"

"হোম্স্।"

"আমাকে আমার কথাগুলো বলতে দিন্। আমি স্বীকার করছি যে, আমি আজ রাত্রে এখানে একটা সার্কাসের আয়োজন করেছিলাম—স্বীকার করছি সেই নিগ্রোকে এখানে নিয়ে এসে আপনাদের ও সেই সঙ্গে তাকে এক অসম্ভব পরিস্থিতিতে ফেলেছিলাম; কিন্তু আমি ভাবতে পারিনি যে, একজন নিগ্রো টেবিলের ওপারে বসলে আপনারা সম্পূর্ণ ভাবে নিজেদের আত্মমর্যাদা হারিয়ে ফেলবেন। আমি পরিস্থিতিটা বিশ্লেষণ করছি। এই শাসনতান্ত্রিক অধিবেশনের একজন প্রতিনিধির সঙ্গে একটা প্রীতি সন্ধ্যা কাটাব—এ ইচ্ছে আমার হয়েছিল। আমার ওপর আপনাদের অনুগ্রহ আছে জেনে আপনাদের নিমন্ত্রণ করেছিলাম—ভেবেছিলাম সে অনুগ্রহে আমি যেমন উপকৃত হব তেমনি উপকৃত হবেন আপনারা। আরও একটা কারণ ছিল। ভেবেছিলাম—সেইভাবে আপনাদের কাছে আমার কাজের ব্যাখ্যা দিতে পারব। আগে থেকে আপনাদের যে সে ব্যাখ্যা দিইনি তার কারণ তখন আমার কোনও বক্তব্য ছিল না। এর পরেও আর কিছু বলার প্রয়োজন আছে? কিন্তু আর কিছুক্ষণ আপনাদের থাকতে হবে। আমার আরও কিছু কথা আছে।

আপনাদের অর্থাৎ আমার শ্রেণীর দৃষ্টিভঙ্গীটা কি? যুক্তরাষ্ট্রীয় গভর্ণমেণ্টের পুনর্গঠনের আদেশ আপনারা স্বীকার ক'রে

নেন্‌নি। আপনারা রাগ ক'রে আপনাদের গোঁ ধ'রে রইলেন। এ দক্ষিণাঞ্চলে আপনাদের মত সবাই গোঁ ছাড়লেন না। নির্বাচনের আগে ভোটের তালিকায় আপনাদের নাম রেজিষ্ট্রী করলেন না; ভোট দেবেন না ব'লে নির্বাচনী প্রচারেও নামলেন না। আপনারা নিগ্রোদের ও নিম্নশ্রেণীর শ্বেতাঙ্গদের বর্বর বলেন। সেইজন্যই আপনারা মনে করলেন যে, আপনা থেকেই এ সমস্ত কিছুই ধ্বসে পড়বে। সত্যই কি আপনারা এটা বিশ্বাস করতেন? এত বড় একটা রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পরেও আপনাদের মাথায় এ ছেলেমানুষি ধারণা এল কি করে? এ অধিবেশনের অগ্রগতি আপনারা লক্ষ্য করছেন কি? লক্ষ্য করার অর্থে আমি সংস্কারান্ধ সংবাদপত্রগুলো পড়ার কথা বলছি না।"

"যথেষ্ট হয়নি কি?" ডুপ্রে আরম্ভ করলেন। ও দিক থেকে কর্ণেল ফেন্‌টন্ অমনি চীৎকার করে উঠলেন—"চুপ করুন্। ষ্টিফেন্ তোমার বক্তব্য বল।" ডুপ্রে থতমত খেয়ে গেলেন এবং হক্‌চকিয়ে সকলের মুখের দিকে তাকালেন। হোম্‌স্ একটা চুরুটের সম্মুখ-ভ'গ ছিঁড়ে ফেললেন, তারপর ধরিয়ে ফেললেন চুরটটা। গ্লাসে একটু ব্র্যাণ্ডি ঢেলে নিয়ে তিনি খেলেন, তারপর সুরুকরলেন—

"এই নতুন পরিস্থিতিতে আমাদের অবস্থাটা কি? আট বছর আগে আমরা যে জগতে ছিলাম সে জগতের কোনও স্মৃতি আজও কি আপনাদের মনে আছে? আমার বয়স তখন ছাব্বিশ, আর এখন চৌত্রিশ। এখনও আমি তরুণ। তারুণ্য আছে বলেই আজও জীবনের সাধ মেটেনি। আশা করি আপনাদেরও সে সাধ আছে। সেই পুরোন দিনের কথা আমারও মনে আছে। কিন্তু আজিকার পরিস্থিতিতে আমাদের অবস্থা কি? একটা বিষয়ে আমাদের সকলের

মিল আছে। আমরা সকলেই বড় বড় আবাদক্ষেতের মালিক ছিলাম। কয়েকজন এখনও আছেন। এই দক্ষিণাঞ্চলের অর্থনৈতিক কাঠামোর আমরা ত ভিত্তিভূমি। আর একটা বিষয়ে আমাদের সকলের মিল আছে। আমরা সকলেই আজ পতলস্পর্শী সর্বনাশের মুখে এসে দাঁড়িয়েছি, দাঁড়িয়েছি এক ভয়াবহ পরিণতির সামনে। একশ তিরিশ বছর আমার পিতা ও পিতামহ যে আবাদক্ষেতের মালিক ছিলেন আমি সে আবাদক্ষেত হারিয়েছি। ডুপ্রে তাঁর আবাদক্ষেত হ'রিয়েছেন—হারিয়েছেন কারওয়েলরাও। আমাদের এই সর্বনাশের মূলে রয়েছে দেনা, খাজনা, যুদ্ধ ও ক্রীতদাসদের মুক্তি। আমাদের মধ্যে অনেকে আছেন যাঁরা অবশেষটুকু আঁকড়ে প'ড়ে আছেন। আমরা যখন সে যুদ্ধের পথে পা বাড়িয়েছিলাম তখন আমি এই যুদ্ধের পরিণতি সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলাম। আমার ওপর দোষারোপ করে অনেকে আমায় বিশ্বাসঘাতক বলেছিলেন। বিশ্বাসঘাতক! কার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা? আমার ধমনীতে যে রক্ত বইছে, যে অস্থিমেদমাংসে আমার দেহ গঠিত হয়েছে সেই রক্তের, সেই অস্থিমেদমাংসের প্রতি বিশ্বাসঘাতক কি আমি হতে পারি? নিজেকে পারি কি নিজে ছলনা করতে? যে নতুন পরিস্থিতির মধ্যে আমরা পড়ে গেছি সেটা একটু ভাবতে আমি আপনাদের আন্তরিকভাবে অনুরোধ করছি। সেই পথেই আছে আমাদের মুক্তি।"

জেনারেল চুরুটের ধোঁয়ার কুণ্ডলী পাকিয়ে বললেন—"স্টিফেন, তুমি কি আমাদের ঐ বাঁদরদের সার্কাসে যাবার প্রস্তাব করছ?"

সাণ্টেল্ বললেন—"কেমন ক'রে তা সম্ভব? আমরা অনেক চেষ্টা করেছি। নিগ্রোদের কিনে নিতে চেষ্টা করেছি, প্রলোভন দেখিয়েছি, ভয় দেখিয়েছি। তারা শুধু একটা কথা মনে রাখে যে একদিন আমরা ওদের মালিক ছিলাম।"

ফেন্‌টন্‌ প্রশ্ন করলেন—"ঐ নিগ্রোটাকে আজ এখানে এনেছিলে কেন?"

"সেইটাই ত আসল প্রশ্ন। 'বাঁদরদের সার্কাস' জেনারেলের এই কথায় আমি আপত্তি তুলছি। ঐ রকম ভাবে ভাবলে আমরা নিজেদের পায়ে নিজেরাই কুড়ুল মারব। ঐ অধিবেশন বাঁদরদেব সার্কাস নয়। এখানে মিলিত হয়েছে কয়েকজন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ও বুদ্ধিমান লোক। নিজেদেব মতবাদের প্রতি তাদের নিষ্ঠা আছে।"

"তুমি বড় বাজে বকছ'', জেনারেল আপত্তি জানালেন।

"সত্যই কি বাজে বকছি? একটা দিনও কি আপনি অধিবেশনে উপস্থিত ছিলেন?

"আমি কাগজে পড়েছি।"

"দক্ষিণাঞ্চলের প্রতিটি কাগজ মিথ্যা প্রচার করে। আমাকে বিশ্বাস করুন। আমি অধিবেশনে প্রতিদিন ছিলাম। আমি বলছি কাগজ মিথ্যা কথা বলে। একটি মাত্র কাবণে নিগ্রোটাকে আমি এখানে এনেছিলাম। দু তিন বছর আগে সে নিরক্ষর ছিল। তাবও কয়েকবছর আগে সে ছিল কারওয়েলের ক্রীতদাস। আজকে তাকে ভাল ক'রে দেখলেন কি? তাকে কি বাঁদর ব'লে বোধ হল? দু'শ বছর যে কৃষ্ণকায়দের আমরা বেচাকেনা করেছি তাদের সত্যকার মূল্য কোথায়? ভদ্রমহোদয়গণ, আমরা জানি না; জানবার চেষ্টাও করি না। আজকে গিডিয়নের মত লোকেরা যা পেয়েছে তা কি তাবা সহজে ত্যাগ করবে? আজ তারা একক নয়। তাদের সঙ্গে সহযোগিতা করছে সেই সব ছোটজাতের শ্বেতাঙ্গ যাদেব আমবা চিবকাল ঘৃণা করেছি, যাদের প্রয়োজন আমরা বোধ করলাম শুধু যুদ্ধেব সময়। যারা আমাদের জন্য যুদ্ধের খোরাক হয়েছে, সেই সব শ্বেতাঙ্গবা আজ ভাবতে

আরম্ভ করেছে। ভদ্রমহোদয়গণ, এ অধিবেশনটা নিগ্রো আর ঐ ঘৃণ্য শ্বেতাঙ্গদের হাতে তুলে দিয়ে আপনাদের জীবিতকালে দ্বিতীয় মস্ত বড় ভুল করলেন। প্রথম ভুল হয়েছিল যুদ্ধের পথে পা বাড়ান। আপনারা বলেছিলেন যে অধিবেশন টুক্‌রো টুক্‌রো হয়ে ভেঙ্গে পড়বে। কিন্তু ভেঙ্গে পড়েনি। নব্বই দিনেরও বেশী এই অধিবেশন চলেছে এবং একটা শাসনতন্ত্রও খাড়া করা হয়েছে। আপনারা বলেছিলেন যে, সমস্ত জাতি ক্রোধে বিদ্রোহ করবে এবং এই দানবীয় ব্যাপারকে সমূলে বিনাশ করবে। জাতি বিদ্রোহ করেনি; পরন্তু ইয়াংকি সাংবাদিকরা এ অধিবেশনের সত্য কথা দেশ জুড়ে প্রচার করছে। আমরা যখন যুদ্ধের পর বোকার মত সন্ত্রাসের রাজত্ব সৃষ্টি করলাম—প্রবর্তন করলাম যতসব কালাকানুন, আমরা ভাবলাম যে, আমরা আবার শক্তি ফিরে পেয়েছি এবং যে জাতি আমাদের যুদ্ধক্ষেত্রে হারিয়েছে, তাদের কাছ থেকে জয় আমরা ছিনিয়ে নেব। সেই বোকা জন্‌সন্‌কে আমরা কাজে লাগালাম। আমাদের ধারণা ছিল—সমগ্র জাতি জন্‌সনের কথা শুনবে। কিন্তু কি হল? কংগ্রেস জন্‌সন্‌কে দমিয়ে দিল। আর এখন যে সহানুভূতি আমাদের পাওনা সে সহানুভূতি অর্জন করেছে নিগ্রোরা। সেটাও আমাদের ভুলেই হয়েছে।"

ডুপ্রে বললেন—"আমাদের সম্বন্ধে তোমার কোনও উঁচু ধারণা নেই হোম্‌স্।"

"সত্য কথা বলতে কি নেই। এক অর্থে যে নিগ্রোটাকে আজ এখানে এনেছিলাম তার সম্বন্ধে আপনাদের চেয়ে আমার ধারণা অনেক উঁচু।"

"আমার কিন্তু নেই——"

ফেন্‌টন্‌ বললেন—"ভগবানের দোহাই, ডুপ্রে, চুপ করুন।"

হোম্‌সের দিকে ফিরে তিনি বললেন—"আমরা নিগ্রোটাকে দেখলাম

ও তোমার বক্তব্য শুনলাম। এখন তোমার নীতিকথা বন্ধ ক'রে বল তোমার প্রস্তাবটা কি।"

হোম্‌স বললেন—"বেশ। নিগ্রোটাকে আপনারা ত দেখলেন। দক্ষিণাঞ্চলের চল্লিশ লক্ষ নিগ্রোর মধ্যে যে সম্ভাবনা লুকিয়ে আছে—লুকিয়ে আছে যে অন্তর্নিহিত শক্তি সেই সম্ভাবনা ও শক্তির প্রতিমূর্তি ঐ নিগ্রো।"

"খুব ভাল, ব'লে যাও।"

"এই অধিবেশনের দিকে তাকালে আমরা কি দেখতে পাই? প্রথমতঃ শিক্ষা। দক্ষিণাঞ্চলে শিক্ষাকে সার্বজনীন ও বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। যার অর্থ দাঁড়ায় নিগ্রো ও ছোট জাতের শ্বেতাঙ্গ আমাদের সমান স্তরে উঠে আমাদের সঙ্গে লড়াই করবে।"

"তবুও তারা সেই নিগ্রো ও ছোটজাতের শ্বেতাঙ্গই থেকে যাবে।"

"ওঃ ভগবান্! বাস্তব অবস্থা আর আপনাদের কি আমি বোঝাতে পারব না? ওদের একটা পুরুষ শিক্ষিত হয়ে উঠলে আর আমাদের অস্তিত্ব থাকবে না। বিস্মৃতির অতল তলায় আমরা তলিয়ে যাব। আর একটা বিষয়। বড় বড় আবাদক্ষেতগুলোকে খণ্ড খণ্ড ক'রে সমান ভাবে বন্টনের জন্য অধিবেশন থেকে গভর্ণমেণ্টের কাছে আবেদন জানান হয়েছে। শিক্ষাব্যবস্থার সঙ্গে এই আবেদন সংযুক্ত করলে আমরা দেখতে পাই যে, আমাদের বড় সাধের আবাদক্ষেতগুলোর ওপর ইতিমধ্যেই শেষ কালো যবনিকা টানা হয়েছে। অধিবেশন আইন ক'রে সমস্ত জাতির মধ্যে বর্ণ-বৈষম্য দূর করে সাম্য প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছে। ভদ্রমহোদয়গণ, আপনারা একবার ভেবে দেখুন—কোন্ সর্বনাশের মুখে আমরা এসে পড়েছি। অধিবেশনে এই আশ্বাস দেওয়া হয়েছে যে কৃষ্ণকায় বিচারপতি হতে পারবে ও জুরির মধ্যে শ্বেতাঙ্গ

ও কৃষ্ণকায় নির্বিশেষে থাকবে। বন্ধুগণ, একবার ভেবে দেখুন। অধিবেশন সমস্ত কিছুর নিষ্পত্তি ব্যালটের মধ্যে হবে ব'লে ঘোষণা করেছে। চিরাচরিত বিধানের বলে একচ্ছত্র ক্ষমতা ভোগ করার যে স্বপ্ন আমরা দেখেছি সে স্বপ্নও আজ বিদূরিত হল। ভদ্রমহোদয়গণ, এটাও আপনাদের লক্ষ্যে আনতে চাই যে, প্রতিটি বিষয়ে অধিবেশন আবেদন জানিয়েছে শ্বেতাঙ্গ ও কৃষ্ণকায় নির্বিশেষে সকলের কাছে। অধিবেশন প্রতিটি প্রস্তাবে, প্রতিটি নির্দেশে নিগ্রো ও নীচু স্তরের শ্বেতাঙ্গকে একই বন্ধনীতে ফেলেছে। ভদ্রমহোদয়গণ, এ কি সাড়া জাগাবে না?"

অনেকক্ষণ সবাই চুপচাপ্ রইলেন। জেনারেল সেই নিস্তব্ধতা ভেঙ্গে বললেন—"হোম্‌স্, ওরা এর কোনটাই কার্যকরী করতে পারবে না। নিশ্চয়ই এ সব কিছু ভেঙ্গে পড়বে। এ রাষ্ট্রের আর্থিক অবস্থায় ওসব সম্ভব নয়। পরবর্তী নির্বাচনে—"

"পরবর্তী নির্বাচনে তারা গভর্ণমেণ্টের মধ্যে প্রবেশ করবে যেমন করেছে গত নির্বাচনে অধিবেশনের মধ্যে।"

কারওয়েল বললেন—"স্টিফেন্, আমাদের দাঁড়াবার জায়গা কোথায়?"

"সঠিক বললে কোথাও না।"

"ওদের মত আমরাও কি নির্বাচনের পথ নিতে পারি না?"

"যারা আমাদের ভোট দেবে তারা কি আশায় দেবে? দিনে কুড়ি সেণ্ট মজুরি? দাসত্বের পুনর্বহাল? বড় বড় আবাদক্ষেত? অজ্ঞানতা?"

"পথ ত অনেক আছে।"

"হাঁ, কিন্তু ও পথ নয়। একদিন আমাদের ক্ষমতা ছিল কিন্তু আজ আর নেই। সেই ক্ষমতা পুনরায় অধিকারের প্রস্তাবই আমি করছি। এর চেয়ে বেশী কিছু নয়। আজ রাত্রে যে নিগ্রোটার পরিচয় আপনারা

নিজেদের চোখে পেলেন সে নিগ্রোকে প্রলোভন দেখিয়ে বা মিষ্টি কথা ব'লে ঠকাতে পারেন ?"

চিন্তিত ভাবে ফেন্‌টন্ বললেন—"না। কিন্তু তাকে ফাঁসি দেওয়া যেতে পারে।"

জেনারেল মন্তব্য করলেন—"সন্ত্রাসের পথেও আমাদের বিফলতা আমরা দেখেছি, স্টিফেন। তুমি নিজেও তা দেখিয়ে দিয়েছ।"

"হাঁ, সে পথেও আমরা বিফল হয়েছি কারণ, সে সন্ত্রাস-সৃষ্টিতে আমরা কোনও বুদ্ধির পরিচয় দিতে পারিনি। সন্ত্রাস-সৃষ্টির পিছনে সেদিন আমাদের কোনও লক্ষ্য ছিল না। সুতরাং এখানে সন্ত্রাস-সৃষ্টি ব্যর্থ হতে বাধ্য। ইয়াংকিদের বেয়নেটের ডগার সামনে আমরা জনগণকে খোঁচা দিতে গিয়েছিলাম। বুড়ো বয়সে আমাদের ছেলেমানুষি করার সখ হয়েছিল। আমরা পূর্বতন সৈন্যগুলোকে লাগালাম নিগ্রোদের মাথায় ডাণ্ডা মারতে, আইনকানুনের তোয়াক্কা না ক'রে তাদের মৃত্যুদণ্ড দিতে আর লুণ্ঠন করতে তাদের সর্বস্ব। আমাদের না ছিল কোন কর্মতালিকা, না ছিল কোনও লক্ষ্য। সবচেয়ে প্রয়োজনীয় যে সংগঠন সে সংগঠনও আমাদের ছিল না।"

ফেন্‌টন্ আবার একটা চুরুট ধরালেন। একজন মহিলা দরজা খুলে প্রশ্ন করলেন—"আপনারা কি এখান থেকে নড়বেন না ?" একজন নিগ্রো চাকর হুইস্কি নিয়ে এল। হোমস তাকে বললেন—"তুই গেলে আর কেউ যেন এ ঘরে প্রবেশ না করে।" স্টিফেনের চুরুটের প্রান্তে দীর্ঘ ছাই জ'মে উঠেছে। আঙুল লাগাতেই ছাইটা তাঁর জামার ওপর পড়ল। ছাইটা তিনি ফুঁ দিয়ে উড়িয়ে দিলেন।

তিনি বললেন—"চাই একটা সংগঠন, একটা সুনির্দিষ্ট কর্মতালিকা ও একটা স্থির লক্ষ্য।"

ফেন্‌টন্‌ বললেন—"স্টিফেন, তুমি কি ক্ল্যানদের কথা ভেবেছ?"

"হাঁ, কিছু ভেবেছি। এই দু বছরে তাদের কাজের মধ্যে কোনও শৃঙ্খলা, কোনও বুদ্ধির চাতুর্য দেখা যায়নি। তবে বলতে পারি—হাঁ, তাদের অন্ততঃ একটা সংগঠন আছে। কোনও পাল্টা সংগঠন যদি আমরা গড়ি তা হলে আমাদের শক্তির অপচয় হবে। আমরা যদি ক্ল্যানদের সঙ্গে যোগ দিয়ে মিলিতভাবে একটা সংগঠন তৈরী করি, তবেই বুদ্ধিমানের কাজ হবে। যে অবশেষটুকু আছে সেটুকু বিধ্বস্ত হবার আগে আমাদের স্থির ক'রে ফেলতে হবে এবং সেই অনুযায়ী তাড়াতাড়ি কাজে নামতে হবে।"

জেনারেল বললেন—"সৈন্যবাহিনীর কয়েকজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী ওদের সামরিক শিক্ষায় শিক্ষিত ক'রে তুলছেন।"

"ওতেই ত উৎসাহের সঞ্চার হয়। ডুপ্রে ত ইতিমধ্যেই ক্ল্যান-সংগঠনের সদস্য। এ দিক থেকে ডুপ্রের অনেক সাহায্য আমরা পাব। সাদা সার্ট প'রে ও জ্বলন্ত ক্রুশ নিয়ে ক্ল্যানরা রাত্রিতে কাজ করে। কিন্তু এতে মূর্খতার পরিচয়ই বেশী। এ রকম কাজেরও যে প্রয়োজন নেই তা বলতে চাই না। তবে সাধারণতঃ দেখা যায় ভাম্‌এর মত ভীরু ও নিরীহ প্রাণীরাই রাত্রির অন্ধকারে সাহস পায়।"

"আমি ওরকম কথা শুনতে চাই না।"

"সত্যই চান্‌ না, ডুপ্রে? কিন্তু রাত্রির অন্ধকারে মাথায় একটা তোয়ালে ফেলে চীৎকার ক'রে ছুটতে আপনার ইচ্ছে হয় কি? নিশ্চয়ই না। আমরাও বুঝি—আপনাদের ওসব একটা উপায় বিশেষ। আপনাদের ক্ল্যান সংগঠনের প্রয়োজন লোক—হাজার হাজার লোক। কোথায় পাবেন এত লোক? সৈন্যদল থেকে নিশ্চয়ই কয়েকজন আসবে—কিন্তু খুব বেশী নয়। যাই কিছু বলুন না কেন, আমাদের সৈন্য

দলের আমরা যাকে বলি সাহস তা আছে আর আছে আত্মসম্মান। তারা দয়াপরবশ হয়ে আপনাদের এই হত্যাকাণ্ড, এই সন্ত্রাস-সৃষ্টি, এই নৈশ অভিযান শুধু দাঁড়িয়ে দেখবে না।"

জেনারেল বললেন—"তুমি যে ভাবে সমস্ত জিনিষটা দেখেছ আমি সেভাবে দেখিনা।"

"আর কি ভাবে দেখব? নিজেদের মধ্যে সত্য কথাটাও কি বলতে পারব না? সে যাক্, সৈন্যদল থেকে অল্প কয়েকজন এলেও আরও বহুলোক আছে। আছে আমাদের শ্রেণীর উচ্ছিষ্টরা, যাদের ওপর আমরা আবাদক্ষেতের তদারকের ভার দিয়েছিলাম, আছে সেই ঘৃণ্য দালালেরা যাদের মাধ্যমে চলত ক্রীতদাসদের বেচাকেনা আর তাদের রক্ষণাবেক্ষণ। এদের সবাই হাতে বেত নিয়ে অপরের সম্পত্তি তদারক করতে আবর্জনার মধ্যে দিন কাটিয়েছে। এরা মরলেও শ্রেণীগত কোনও ক্ষতি হবে না; বরং আমাদের শ্রেণীর আবর্জনা দূর হবে। তারা আসবে কেন? আসবে, যেহেতু তাদের গায়ের রঙ্ সাদা। গায়ের এই সাদা রঙ্ নিয়ে আমরা বাজাব আমাদের ঐক্যতান। এই সাদা রঙই তাদের চোখে গৌরবের বস্তু ক'রে তুলব। সাদা চামড়ার যে দাম আছে তা আমরা জানিয়ে দেব। নর্দমা ও জলাভূমি থেকে আমরা লোক জোগাড় করব। আমরা তাদের দেব সাদা চামড়ার গৌরব আর তার প্রতিদানে তারা ফিরিয়ে দেবে আমাদের সেই সব কিছু যা উন্মত্ত যুদ্ধের মধ্যে আমরা হারিয়েছি।"

ফেন্‌টন্ জানতে চাইলেন—"স্টিফেন, কেমন ক'রে তা সম্ভব। পূর্বেও ত আমরা চেষ্টা করেছিলাম—"

"হাঁ, চেষ্টা আমরা করেছিলাম। কিন্তু এবার আমাদের সবকিছু

জানা হয়ে গেছে। এবার আমাদের গতি হবে মন্থর। প্রথমে সংগঠন ছাড়া আর কোনও কিছুতে হাত দেব না। ক্ল্যানদের মধ্যে আমাদের ঢুকে পড়তে হবে, তাদের অর্থ সাহায্য করতে হবে। বেশী কিছু আর আমাদের নেই। তবু যেটুকু পড়ে আছে তাই দিয়েই সাহায্য করতে হবে। যতদিন দখলকারী সৈন্য থাকবে ততদিন আমরা টু শব্দ করব না। কোনও নিগ্রোকে গাছে ঝুলান, সাক্ষী-সাবুদের অভাবেও তাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া, নিগ্রো মেয়ের ওপর বলাৎকার. বা ঐ রকম দু একটা সামান্য ঘটনা হয়ত স্বাভাবিক ভাবেই ঘটবে কিন্তু সৈন্যদল আসার আগেই ক্ল্যানরা নিশ্চয়ই ঘোড়ায় চেপে পালাবে। প্রচার হিসাবে রাত্রিবেলা দু একটা দুঃসাহসী লোকের অভিযান চলতে পারে কিন্তু এর প্রচার ছাড়া অন্য কিছু লক্ষ্য থাকবে না। সংগঠনের জন্য আমাদের অপেক্ষা করতে হবে। পাকাপাকি বন্দোবস্ত ছাড়া আমরা কিছু করছিনা। এ কথা মনে রেখে যারা কাজ করতে পারবে তারা রাজনীতির মধ্যে প্রবেশ করতে পারে। কিন্তু বিরোধিতা ত্যাগ ক'রে তাদের সঙ্গে সহযোগিতার ভান করতে হবে যারা রাষ্ট্রের পুনর্গঠনে আত্মনিয়োগ করেছে। আমি এই কাজ করতে চলেছি। অন্যরা আমার সঙ্গে নিশ্চয়ই যোগ দেবেন। আমাদের এক পা এক পা ক'রে এগুতে হবে। অপেক্ষা করা ছাড়া আমাদের গত্যন্তর নেই।"

"কতদিন অপেক্ষা করতে হবে?" জেনারেল জানতে চাইলেন।

"তা আমি বলতে পারব না। হয়ত দু তিন বছর, এমনকি পাঁচ বছরও হতে পারে। সাফল্য সম্বন্ধে যতদিন না আমরা নিশ্চিত হচ্ছি, যতদিন না জাতীয় অর্থনৈতিক জীবনে পুনর্গঠিত দক্ষিণাঞ্চল মহৎ মর্যাদার স্থান ফিরে পাচ্ছে, যতদিন প্রতিটি ইয়াংকি সৈন্যকে

এখান থেকে সরিয়ে না নেওয়া হচ্ছে ততদিন আমাদের অপেক্ষা করতে হবে। কিন্তু এ সময়ের মধ্যে চুপ ক'রে ব'সে থাকলে চলবে না। অসীম ধৈর্যের সহিত মানুষের মত সে দুঃখকে মাথা পেতে নিতে হবে আর উত্তরাঞ্চলকে বুঝিয়ে দিতে হবে কত অসহ দুঃখের বোঝা আমরা বহেছি। ছেলেমানুষের মত চীৎকার ক'রে কাঁদলে চলবে না। আত্মমর্যাদা রেখে জানাতে হবে যে, আমাদের ওপর অন্যায় করা হয়েছে। সেরকম ভাবে বলতে পারলেই ওদের বিশ্বাস অর্জন করা যাবে। উত্তরাঞ্চলে আমাদের অনুরাগী ও আমাদের সমর্থক দল সৃষ্টি করতে হবে। উত্তরাঞ্চলের হাজার হাজার লোক আমাদের ঈর্ষা করেছে—ঈর্ষা করেছে আমাদের বড় বড় ক্ষেতখামার, আমাদের ক্রীতদাসের কারবার, আমাদের ঐশ্বর্য, এক কথায় আমাদের জীবনধারা। এই ঈর্ষায় তাদের ফাঁকা মিথ্যা নৈতিক মূল্যবোধ সামঞ্জস্য হারায়নি। নিগ্রোর প্রতি তারা যে দয়া দেখিয়েছে, ক্রীতদাসের দুঃখে তারা যে সমবেদনা প্রকাশ করেছে, সে সব কোথায় থাকবে যখন আমরা সমগ্র বিশ্বকে জানাব কেমন ক'রে এই বর্বরের দল নারীত্বকে করছে কলুষিত, অত্যাচার করছে ভদ্রলোকের মনুষ্যত্ব ও ছিনিয়ে নিচ্ছে সভ্যসমাজের যা কিছু সুন্দর, যা কিছু মহান্ ও যা কিছু মার্জিত? তখন কি সমগ্র বিশ্ব জানতে পারবে না কে অত্যাচারী?"

জেনারেল মৃদুকণ্ঠে বললেন—"সত্যই ত ওরা অত্যাচারী।"

"ধরুন, আমাদের অনেকে অনুরাগী হল। উত্তরাঞ্চলের মূলধন আমরা খাটাব। ইংলণ্ড থেকে শিল্প-কেন্দ্র উত্তরাঞ্চলে স্থানান্তরিত হচ্ছে। উত্তরাঞ্চল নিজের শিল্পের প্রয়োজনে তুলোর জন্য চীৎকার সুরু ক'রে দেবে। আমরা তুলো দেব কিন্তু প্রয়োজন মত পরিমাণে

দেব না। তুলোর চাষ আমরা চালিয়ে যাব। দক্ষিণাঞ্চলে তাদের শিল্পের কিছুটা সরিয়ে আনার জন্য তাদের অনুরোধ করব। এই ভাবে এক নৌকায় তাদের টেনে তুলব। ভবিষ্যতে পাড়ি দিতে গিয়ে যদি ডুবি ত দু-জনাই ডুবব। তখন কোথায় থাকবে তাদের নীতিবোধ! তখন তারা বুঝবে যে, তাদের যুদ্ধ করা অন্যায় হয়েছে—বুঝবে যে আমরাও স্বাধীনতা চাই এবং আমরাও আমেরিকার স্বাধীনতা রক্ষার জন্য লড়াই করেছি।"

"সত্যই ত আমরা করেছি," বললেন জেনারেল।

"দু বছরেই হোক আর পাঁচ বছরেই হোক্ যতদিন তা না হচ্ছে ততদিন আমাদের আঘাত ক'রে যেতে হবে—সৃষ্টি করতে হবে সন্ত্রাস। অস্ত্রশক্তির বলে ও সন্ত্রাস-সৃষ্টি ক'রেই এ বিষয়ের শেষ নিষ্পত্তি হবে। আমরাও ততদিনে আমাদের লক্ষ্যে পৌঁছে যাব। উত্তরাঞ্চল আমাদের এসব কাজের কিছু জানতেও পারবে না আর যদিও বা পারে বিশ্বাস করবে না। ততদিনে ক্ল্যান একটা সুগঠিত সৈন্যবাহিনী হয়ে উঠবে এবং আজ যে সব জিনিষের উদ্ভব হয়েছে তা এমন ভাবে ধূলিসাৎ ক'রে দেবে যে আর মাথা তুলতে পারবে না। নিগ্রো আবার ক্রীতদাস হবে যেমন সে আগে ছিল—যা হবার জন্য সে জন্মেছে। যুদ্ধ সে নিশ্চয়ই করবে কিন্তু সন্ত্রাস ও শক্তিতে তারা সঙ্ঘবদ্ধ হতে পারবে না যেমন হব আমরা। কয়েকজন শ্বেতাঙ্গ হয়ত তাদের সঙ্গে আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে। কিন্তু অধিকাংশ শ্বেতাঙ্গ আমাদের পক্ষেই থাকবে। ভয় ও সাদা চামড়ার জন্য তারা ওপথে পা দিতে পারবে না। সে দিন এলে আমরা জিতবই।"

এতক্ষণ স্টিফেন্ হোম্স্ এমন একটা আবেগময় উত্তেজনা ও এমন একটা অগ্নিগর্ভ শক্তি নিয়ে কথা বলেছেন যাতে সবচেয়ে

কম আবেগপ্রবণ জেনারেল পর্যন্ত উত্তেজিত হয়েছেন। কিন্তু তাঁর কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সে আগুন নিভে গেল। হঠাৎ তাঁদের মধ্যে একটা চেতনা এল যে মানুষের সভ্যতার ঐতিহ্য নিয়ে তাঁরা জন্মেছেন। সে চেতনায় তাঁদের সে উত্তেজনা হ্রাস পেল। হোম্‌স্‌ আর একটা চুরুট ধরালেন। তাঁর প্রস্তাবের বিভিন্ন দিক নিয়ে অন্যান্যরা যথেষ্ট আলোচনা করলেন। হোম্‌স্‌ তারপর বললেন—"আমরা কি এখন মহিলাদের কাছে যেতে পারি না?"

৬

প্রায় শেষ হয়ে এল অধিবেশনের কাজ। এক নয়া শাসনতন্ত্রের রূপ দিলেন জনগণের প্রতিনিধিরা। সেই শাসনতন্ত্রে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত এই উপরাষ্ট্রের জনজীবন স্বাধীনতা ও মুক্তির নতুন সংজ্ঞা পেল,—পেল সুখসমৃদ্ধির নতুন নির্দেশ। সেই সঙ্গে একটার পর একটা আইন পাশ হয়ে গেল। এল ১৮৬৮ সালের বসন্তকাল। নতুন যুগের সূচনা হল সমস্ত পরিবেশে। ধুয়ে মুছে গেল যেন যুগান্তের আবর্জনা। গীর্জায় গীর্জায় ধ্বনিত হল যাজকের প্রার্থনা—

"হে করুণাময় ভগবান্। হে সর্বজ্ঞ। হে ক্ষমাময়। আমাদের মহৎপ্রয়াসে চাই তোমার আশীষ। আমাদের ভুলত্রুটি ইচ্ছাকৃত নয়। ধরণীর ধূলি, নশ্বর জীবনের দৈন্য ও ক্ষুদ্রতা স্বভাবতঃই সে ভুলত্রুটি এনে দেয়।........."

সমাপ্তির পূর্বে সমস্ত অধিবেশন-কক্ষ প্রতিনিধিদের ধ্যানগম্ভীর সঙ্গীতে ধ্বনিত হল—

"স্বদেশ আমার, জননী আমার, তোমারেই আমি বরি
হেথায় বহেছে মুক্তিগঙ্গা, তাই ত বন্দনা করি।"

কার্ডোজো গিডিয়নকে প্রশ্ন করলেন—"এরপর কি করবেন ঠিক করেছেন?"

"বাড়ী যাব।"

"তা অনেক দিন হল আপনি বাড়ী থেকে এসেছেন।"

গিডিয়ন মৃদু হেসে বলল—"হাঁ, অনেক দিন হল। মজার ব্যাপার হচ্ছে এই যে, কালা-আদমিদের বাড়ীর জন্য বড মন কেমন করে।

পুরনো দিনের মধ্যে আবার ফিরে যেতে হবে। মনে পড়ে, সেই নিগ্রোকে নদীর ধারে নিয়ে গিয়ে বিক্রী ক'রে দেওয়ার কথা। প্রাণে মাবার চেয়েও সেটা হত আরও প্রাণান্তকর। বাড়ী যাবার জন্য আমার মনও বড় ব্যাকুল হয়ে উঠেছে।"

"তারপর?"

গিডিয়ন চিন্তিতভাবে উত্তর দিল—"তারপরের কথাটাই ত আমি ভাবছি! জমি ছাড়া আমার স্বজাতীয়রা আর কিছু জানে না। জানে শুধু একটুকরো জমি চাষ ক'রে সামান্য পরিমাণ তুলো ও ধানের ফসল তুলতে। অল্পতেই তারা সন্তুষ্ট। কারওয়েলদের সেই আবাদক্ষেতটাতে সামান্য কিছু চাষ ক'রে চলছে তাদের জীবন। কিন্তু সে সুযোগও ত চিরকাল থাকবে না। খুঁজে খুঁজে আমি জমিসম্পর্কীয় অফিসটাতে গিয়েছিলাম। সেখানে জানলাম—কারওয়েলরা দেনার দায়ে সে আবাদক্ষেতটা খুইয়েছেন, যাদের কাছে দেনা ছিল তাঁরা আবার খাজনার দায়ে হারিয়েছেন। কিছু দিনের মধ্যে জমিটা নিলামে উঠবে ও সেই সঙ্গে সিকায় উঠবে আমাদের ভাতের হাঁড়ি।"

"কৃষ্ণকায়দের এক ফোঁটা জমি নেই, মাথা গুঁজবার জায়গা নেই। উপবাসক্লিষ্ট তাদের জীবন। গিডিয়ন, এইটাই আমাদের সামনে সবচেয়ে বড় সমস্যা।"

"এ ক্ষেত্রে আমি সামান্যই করতে পারি। কিন্তু তাতে কিছুই হবে না। তবে অন্ততঃ দেখাতে পারব কি ক'রে তারা জমি কিনতে পারে কিন্তু সে সম্বন্ধেও আমার মনে কোনও নিশ্চয়তা নেই। একটা কোন পথের সন্ধান হয়ত মিলতে পারে বা নাও পারে। তবে জানি না কি হবে। সেইজন্য আমাকে বাড়ী যেতেই হবে এবং চেষ্টা ক'রে দেখতে হবে।"

"গিডিয়ন, বাড়ী গেলে দু'একটা সমস্যার সমাধান হয়ত আপনি করতে পারবেন কিন্তু আসল প্রশ্নের সত্যকার কোনও সমাধান হবে না।"

"তা আমি জানি।"

"গিডিয়ন, রাজনীতি সম্বন্ধে কোনওদিন চিন্তা করেছেন?"

"সেটা আবার কি?"

কার্ডোজোর মুখে দেখা গেল কেমন ধরণের একটা হাসি। কার্ডোজো বললেন—"মনে পড়ে আপনার সঙ্গে আমার সাক্ষাতের সেই প্রথম দিনটা। সেইদিনই আমি উপলব্ধি করেছি যে, আপনার মত লোকদের ওপর ন্যস্ত করতে হবে আমাদের সমস্ত দায়িত্ব ও সমস্ত বিশ্বাস।"

"আমার মত কেন?"

"কারণ, আমাদের বিরোধী অল্প কয়েকজনকে বাদ দিয়ে এই দক্ষিণ রাষ্ট্রের, বস্তুতঃ এই দাক্ষিণাঞ্চলের একটি মাত্র ভবিষ্যত আছে। যারা পদদলিত তারা উঠে না দাঁড়ালে সে ভবিষ্যত হবে অন্ধকার। আপনি উঠে দাঁড়িয়েছেন যেমন দাঁড়িয়েছে আজ আপনার মত শত শত লোক। আপনার সঙ্গে আমার মতের অমিল আছে। অনেক বিষয়েই আপনার সঙ্গে আমার আসমান জমি তফাৎ। আপনার শিষ্টতা ও শান্তভাব থাকা সত্ত্বেও আপনার মধ্যে জ্বলছে হিংসার আগুন। আমার মধ্যে সে সব কিছুই নেই। আপনার মধ্যে আছে আবার এমন অনেক কিছু যা আমার নেই। আপনার মধ্যে আছে অনেক শক্তি আর আছে প্রচুর সম্ভাবনা। কেমন ক'রে সে শক্তিকে আপনি কাজে লাগাবেন?"

"হয়ত আমার মধ্যে অনেক কিছু আছে কিন্তু সত্যই আমি কিছুই

জানি না। লেখাপড়া জানি না। নিজের সম্বন্ধে জ্ঞান কি ক'রেই বা থাকবে? সেইজন্যই ত লেখাপড়া শেখার ইচ্ছে আমাব এত। আগে যদি জানতাম আমার অজ্ঞতা কত গভীর, তাহলে এ পথে এগুতে পারতাম না।"

"গিডিয়ন, যাবার আগে আপনি এ সম্বন্ধে একটু ভেবে দেখুন্। দু'চারদিনের মধ্যেই এই রাষ্ট্রের রিপাবলিকান্ প্রতিনিধিরা মিলিত হবেন। আমিও থাকব। গিডিয়ন, একবার ভেবে দেখুন। আব্রাহাম লিঙ্কনের পার্টির অধিবেশন এখানে হচ্ছে। এটা নিশ্চয়ই জানবেন যে, এই পার্টিই বাষ্ট্রের পরিচালক হবে। আমাদের যে অধিবেশন শেষ হল সেখানে ভোটের মধ্যে তার লক্ষণ পাওয়া গেছে। এই পার্টিই হবে রাষ্ট্রের ভাবী বিধানসভা। এই পার্টি থেকেই নির্বাচিত হবে কংগ্রেসের সদস্য, সেনেটের সদস্য ও রাষ্ট্রের বিভিন্ন বিভাগের পরিচালক। সুরু থেকেই আপনি আছেন, যত সামান্যই হোক আমাদের শাসনতন্ত্রে রয়েছে আপনার হাতের একটা বিশিষ্ট দান। সেই শাসনতান্ত্রিক কাজে আপনি আত্মনিয়োগ করতে পারেন—পারেন সেই সব আইনকে কার্যকরী করতে।"

ধীরে ধীরে গিডিয়ন বলল—'কি রকম?"

"আমাদের কয়েকজনের ইচ্ছে আপনি এই সেনেটেব প্রতিনিধি হন্। সেজন্য প্রার্থী হিসাবে আপনাকে দাঁড়াতে হবে।"

গিডিয়ন মাথা নেড়ে জানাল—"না।"

"না কেন?"

গিডিয়ন বলল—"আমার দ্বারা হবে না।"

"আপনি কি ভয় পাচ্ছেন?"

গিডিয়ন মৃদু হেসে বলল—"ভয় আর আমি পাই না। তবু বলছি ও কাজ আমার দ্বারা হবে না, কেননা আমার জানা আছে কতটুকু আমার ক্ষমতা। দুপাঁচ বছর পরে হলেও হতে পারে; এখন আমি অনুপযুক্ত।"

"যাঁরা সেখানে যাবেন তাঁদের সকলের চেয়ে আপনি উপযুক্ত।"

গিডিয়ন কাঁধদুটো তুলে একরকম ভঙ্গী ক'রে বলল—"হতে পারে।"

"এ সম্বন্ধে একবার চিন্তা ক'রে দেখবেন কি ?"

"না। আমি বাড়ী যাব।"

"আর আমি যদি বলি আপনি ভুল করছেন ?"

"আমি যা ভাল বুঝি তাই আমি করব।"

কার্ডোজো গিডিয়নের মনোভাব বুঝে বললেন—"আপনার সঙ্গে তর্ক ক'রে কোনও লাভ নেই। আছে কি ?"

"না, লাভ নেই "

কার্ডোজো বললেন—"আমি তার জন্য দুঃখিত।"

কার্ডোজোর কথায় একটা আন্তরিকতার সুর ধ্বনিত হল।

করমর্দনের পর কার্ডোজো বললেন—"আপনার সঙ্গে পরিচয় হওয়ায় নিজেকে সৌভাগ্যবান্ মনে করছি।"

"কি যে বলেন! সে যাক্। দু'চারদিনের মধ্যেই বাড়ী পৌঁছে যাচ্ছি।"

*　　*　　*　　*　　*

গিডিয়নের যাত্রার সময় হ'য়ে এল। সকলের সামনেই কেঁদে ফেললেন মিসেস্ কার্টার। এতে তিনি একটুও লজ্জা বোধ করলেন না। গিডিয়নকে দুহাত দিয়ে ধ'রে তিনি তার মুখে চুমু খেলেন। "কোনও

কাজে যদি আবার চার্লসটনে আস, আমাদের বাড়ীতে এস।" তাকে নিয়ে বাড়ীতে হৈচৈ প'ড়ে গেল। রাস্তায় খাবার জন্য তাঁরা গিডিয়নকে এক হাঁড়ি খাবার দিলেন। কার্টার রাসেলের জন্য এক জোড়া জুতো দিলেন। বেশ সুন্দর কালো হিল-তোলা জুতো।

গিডিয়ন দাম দিতে চাইলে কার্টার বললেন—"ও দুটো আমার উপহার।" আর একটা উপহার সে পেল। সেটা হচ্ছে বাইবেল। কার্টার বললেন—"গিডিয়ন, তুমি খুব ভাল ছেলে। সান্ত্বনার প্রয়োজন হ'লে তাকিও ভগবানের দিকে।" গিডিয়ন অনুভব করল, সে চ'লে যাবার পর সমস্ত বাড়ীটা খাঁখাঁ করবে। কার্টার একটা প্রায় ভোজের আয়োজন করলেন। ভাজা মুরগীর মাংস, ভাজা বাগ্‌দা চিংড়ী, গরম গরম চাপাটি ও শাকসব্জীর তরকারী—আরও কত সব রাঁধলেন মিসেস্ কার্টার। প্রতিবেশীরা এল। সমস্ত বাড়ীটা ভর্তি হয়ে গেল লোকে। এত কিছু হবে গিডিয়ন আগে ভাবেনি। তারা সবাই গিডিয়নের সঙ্গে করমর্দন করতে চায়। সবার চোখেই জল। কোন মৃত লোককে কবর দেবার সময়ও বোধ হয় এত চোখের জল পড়ে না। এতদিন গিডিয়ন অধিবেশন আর শাসনতন্ত্র নিয়েই মগ্ন ছিল। বাইরের দুনিয়ায় কত লোকের কত চোখের জল, কত হাসির ছটা, কত গর্বানুভূতি নিয়ে চলেছে যে বিশ্বজীবন তার দিকে ত সে নজর দিতে পারেনি...............

গিডিয়ন এণ্ডার্সন ক্লের বাড়ীতে এক ঘণ্টা কাটিয়ে এল। ক্লে বললেন—"গিডিয়ন, আনন্দে বা দুঃখে আমি সাধারণ লোকের মত আত্মহারা হই না তবে এই ত হ'ল সুরু। ধর, সব চুরমার হ'য়ে গেল। আমাদের আবার আরম্ভ করতে হবে। সমস্ত দেশেই তোমার আমার মত লোক ছড়িয়ে থাকবে। কিন্তু জানাশোনা হওয়া দরকার।"

সেই দীর্ঘ ক্ষীণদেহী লালমুখো লোকটার হাতটা ধরে গিডিয়ন বলল—"নিশ্চয়ই, পরস্পরকে জানা আমাদের দরকার।"

কিন্তু ইতিমধ্যেই ঘটনাস্রোত তাকে ছাড়িয়ে বহুদূর এগিয়ে গেছে। সেও আর এক জায়গায় দাঁড়িয়ে নেই। পনের সপ্তাহ পূর্বে বিশ্বের যে ক্ষুদ্র কোণে সে আপন আস্তানা গেড়েছিল সে ক্ষুদ্র কোণের চারপাশে এসেছে চাঞ্চল্য ও পরিবর্তনের ঢেউ। লোকেদের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করবার ইচ্ছে থাকলেও বই-টই বাঁধার কাজে সে সময় ক'রে উঠতে পারল না। যাদের সে ফেলে চলেছে যাবার আগে তাদের কাছ থেকে নিতে পারল না প্রীতির উষ্ণ পরশ। বই এর পুঁটলিটা বেশ বড় হয়েছে। একটা কার্পেটের থলিতে সে ভর্তি করল কাপড়চোপড়। রেলের টিকিট কেনা হয়ে গেছে। হাঁটা পথে সে আর কারওয়েলে যাচ্ছে না। তবু সেই আগেকার গিডিয়নের জন্য তার ঈর্ষা হ'তে লাগল, যে গিডিয়ন একশ' মাইল পথ হেঁটে গণ্ড গ্রাম থেকে এসেছিল চার্লসটনে।

কারওয়েলেও সে পরিবর্তনের ঢেউ কি লাগেনি? যে কৃষ্ণকায় লোকটার খচ্চরের গাড়ীতে সে শেষ বিশ মাইল এল সে লোকটা অধিবেশনের কোনও কিছুই জানে না। চার্লসটনকে কেন্দ্র ক'রে সমগ্র বিশ্বে যে আলোড়ন চলেছে—যে সব যুগান্তকারী ঘটনায় গিডিয়ন অংশ গ্রহণ করেছে—তাদের কোনও সংবাদই এসে পৌঁছায়নি এদের কাছে। "অধিবেশন? কই শুনিনি ত?" গ্রামাঞ্চলের যে সংবাদ সে দিল তাতেও কোনও বৈচিত্র্য ছিল না। সেই একই জন্মমৃত্যুর খতিয়ান্। জোয়ারভাঁটার মত গ্রামাঞ্চলের জীবনধারা কখনও শান্ত, কখনও হিংস্র অত্যাচারে ক্ষুব্ধ হয়েছে। ভূগর্ভস্থ আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতের মত দেখা দিয়েছে সে হিংস্র অত্যাচার। "মিসেস্ বুলারের

ছেলেটা খেলতে খেলতে সহরের দিকে যাচ্ছিল। পাঁচজন শ্বেতাঙ্গ রাস্তায় ধ'রে লাঠি দিয়ে মেরেছে। তারপর তুলোর ক্ষেতের কাছে একটা গাছে ঝুলিয়ে রেখে দিয়ে গেছে।" "সে কি করেছিল?" "আমি যতদূর জানি সে কিছুই করেনি। রাস্তা দিয়ে খেলতে খেলতে যাচ্ছিল—এই তার দোষ।" বৃদ্ধলোকটা গিডিয়নকে জানাল যে, সেই বড় জলাভূমির ওপর দিয়ে রেলপথ আসবে। সেখানে ওরা একটা বাঁধ দেবে; সেজন্য লোকও নিচ্ছে। দিনে এক ডলার মজুরী। গিডিয়ন প্রশ্ন করল—"কৃষ্ণকায়দের জন্য এক ডলার?" "হাঁ, এক ডলার; ইয়াংকিরা এই রেলপথ তৈরী করছে কি না!" "কারওয়েলের খবর কি?" গিডিয়ন প্রশ্ন করল। কারওয়েলে সে বড় যায় না—সে জানাল। "কিছু শুনতে পাওনা?" "তোমার এত অধৈর্যই বা কেন বাপু? একটুখানি পরেই ত সব দেখতে পাবে। তবে এ টুকু বলতে পারি যে কেউ কোনও রাজত্ব পায়নি। সেই গাই গরু আর নিগ্রো মাগীদের একই পালান নামছে। এ ছাড়া আর কি খবর থাকতে পারে?" গিডিয়ন চুপ ক'রে গেল আর শুনতে লাগল গত ছ' সপ্তাহের আবহাওয়ার ধারাবাহিক বিবরণ এখানেও বসন্ত এসেছে। সৌন্দর্যে স্পন্দিত হয়েছে বিশ্বপ্রকৃতি। মাঠে মাঠে ফলেছে ফসল। মাথার ওপর দিয়ে উড়ে যাচ্ছে কাক—ডাক্‌ছে কা-কা-কা। হাত ভাঁজ ক'রে একটা বন্দুক নিয়ে একজন লোক শিকারে চলেছে। ঘাসের ওপর দিয়ে তার সঙ্গে চলেছে কুকুরটা। ক্লান্ত অপরাহ্নের দীর্ঘছায়া নামছে গ্রামাঞ্চলে। যেন নিভে আসছে দিনান্তের খেদ। দূরে দেখা যায় কারওয়েল আর তার আবাদ-ক্ষেতের সেই বড় বাড়ীটা। অস্তোন্মুখ সূর্যের তির্যক রশ্মি এসে পড়েছে বাড়ীটার গায়ে। সেখানে চলেছে বিচিত্র রঙের খেলা। বাড়ীটার একদিক ছায়ার

আবরণে হয়েছে শুভ্র, আর একদিক হয়েছে লোহিত ও সোনালি রঙে অনুলিপ্ত। খচ্চর ক্লান্ত হয়ে পড়েছে, মন্থর হ'য়ে এসেছে তার গতি। লোকটা অনুযোগ ক'রে বলল—"অনেকটা পথ এসেছি। আবার এই দারুণ অন্ধকারে ফিরে যেতে হবে।"

গিডিয়ন আবার কারওয়েলে ফিরে এল। পূর্বাপরের মত এবারও ছেলেরা চারদিক থেকে চীৎকার ক'রে ছুটে এল যেন ভাকই পাখীর ঝাঁকে কে ঢিল ছুঁড়েছে। মার্কাসও সে দলে রয়েছে। কত লম্বা হয়েছে সে। জেফ্ মানুষের মত হয়েছে। সে দৌড়ে আসছিল না, আসছিল হেঁটে। সে হাঁটার ধরণে প্রকাশ পাচ্ছিল তার বয়সোচিত গাম্ভীর্য। শেষে হাতের কাছে পেয়ে গিডিয়ন রাসেলকে জড়িয়ে ধরল। গিডিয়ন চোখের জল আটকাতে পারল না। ছেলেদের সামনে এ দুর্বলতা প্রকাশে সে লজ্জিত হ'ল।

রাসেল আবার ফিরে পেল গিডিয়নকে। একটা রবারের জিনিষের মত সময়কে ইচ্ছে করলে টেনে বাড়ান যায় আবার ইচ্ছে করলে ছেড়ে দিয়ে জট পাকানও যায়। রাসেলের বেলায়ও তার ব্যতিক্রম হয়নি। গত তিনমাস মনে হয়েছে যেন অনন্তকাল। রাসেল নিজের মতন ক'রে জেনেছিল—যে গিডিয়ন চার্লসটনে গেছে, সে গিডিয়ন ফিরে আসবে না।

নানা ভয় ও আশঙ্কায় দোলায়িত হয়েছে তার অন্তর। রূপহীন নতুন নতুন ভয় ছায়ার মত এসেছে তার মনে। দূরে দিগন্তরেখায় পাহাড়ের ওপর থেকে যে অজানা লোক চলে গেছে বহির্বিশ্বে, সেই অজানা এসে উঁকি মারে তার অন্তরে। কারওয়েলের মধ্যে সীমাবদ্ধ তার বিশ্ব পরিচয়। এর বাইরে রহস্যের অকূল পরিধি। তার মাকে আনা হয়েছিল ভার্জিনিয়া থেকে। তার সঙ্গে তখন ছিল একটা শিশু।

তারপর চাল'সটনের বাজারে তাকে শিশু সমেত বিক্রী ক'রে দেওয়া হয়েছিল। সেই শিশুটা সঙ্গে থাকায় তার দাম বিয়াল্লিশ ডলার বেশী হয়েছিল। সেই শিশুই রাসেল। কারওয়েলে তার জ্ঞানোন্মেষ। কারওয়েল ছাড়া আর কোথাও সে যায়নি। এমনকি সমস্ত দক্ষিণাঞ্চল জুড়ে যুদ্ধের যে ঝড় বয়ে গেছে তার কোনও গভীর ছাপ পড়েনি কারওয়েলে। কারওয়েলে সেই সময় কখনও কখনও কোনও ক্লান্ত কালো ঘোড়ায় চেপে আসত কোনও যুবক শ্বেতাঙ্গ। মুখটা তার লাল, সোনালি তার গোঁফ, ধূসরিত নীল তার পোষাক। তার পিছনে আসত নীল পোষাকে একটা সৈন্যদল। সেই প্রথম সে ইয়াংকিদের দেখেছিল। যুবকটা তার কাছে এসে প্রশ্ন করত—"ও মেয়ে, কোনও বিদ্রোহীকে ঐ ধারে দেখেছ ?"

তার নাকি-সুরের কথা থেকে রাসেল ত বুঝত না যে সে আসছে নিউ ইংলণ্ড থেকে। মার্কাস তার আঁচলের পাশে লুকাত। মার্কাসকে হয়ত ওরা নিয়ে গিয়ে নদীর ধারে বিক্রী ক'রে দেবে—এই ভয়ঙ্কর আশঙ্কায় রাসেল ছুটে পালাত। যখন সে আবার ফিরে আসত তখন আর ইয়াংকিদের দেখা পেত না। সেই যুদ্ধের জোয়ারে কখনও আসত আরও অনেক ইয়াংকি, কখনও আসত বিদ্রোহীরা।

সে জোয়ারে একদিন অদৃশ্য হল গিডিয়ন, হ্যানিবল ওয়াশিংটন ও আরও অনেকে। তারা গেল ইয়াংকিদের দলে যোগ দিতে—গেল মুক্তির জন্য লড়াই করতে। বিরাট রহস্যঘেরা বহির্বিশ্ব সেদিন মুখব্যাদন করেছিল। সুযোগ বুঝে গিলে ফেলল তাদের। রাসেল পড়ে থাকল, কাছে রইল দুটি শিশু। তারা যে একদিন ফিরে আসবে—এ বিশ্বাস তাকে রখতে হয়েছিল। অন্যান্য মেয়েরা যখন চোখের জল ফেলেছে, রাসেলের চোখ তখন শুষ্ক। গিডিয়ন ত সাধারণ লোক নয়।

সূর্য যখন ওঠে বা অস্ত যায় তাকে তখন কত বিরাট দেখায় আকাশে! গিডিয়ন সেই সূর্যের মত বিরাট এবং সেই সূর্যের উদয়াস্তের মতই অপরিবর্তনীয়। নিজের মনকে সে সান্ত্বনা দিয়ে বলত—"গিডিয়ন বলে গেছে যে সে ফিরে আসবে।" প্রাণে আবার বিশ্বাস জাগত কিন্তু ভয় যেত না। সে যদি গিডিয়নকে হারাত তার কাছে থাকত না বিশ্বের কোনও অস্তিত্ব। অন্যান্য মেয়েরা তার মত নয়। পাপের পথে তাদের সঙ্কোচ আসত না। অনায়াসে তারা বিকিয়ে দিত দেহ। রাসেল সবই বুঝত। সে ভাবত—কাম প্রবৃত্তি ও এই নিঃসঙ্গতা তাদের পাপের পথে টেনে এনেছে। গিডিয়নের বিশ্বাস সে নষ্ট করেছে—এমন এক অবস্থা সে ভাবতে চেষ্টা করত। তখন তার হাসি পেত কারণ, সে এবং গিডিয়ন অভিন্ন। তার বিবাহের রাত্রিটা মনে পড়ে। ব্রাদার পিটার লোকচক্ষুর অন্তরালে সেই উৎসবে পৌরোহিত্য করেছিলেন। তাদের বিবাহটাও ত ওদের মত নয়। একদিন, একমাস বা এক বছরের জন্য ওদের বিবাহ। ভগবানের সামনে অঙ্গীকৃত চিরকালের বন্ধন সে নয়। ওদের বিবাহ শুধু ক্ষণিক সুখের জন্য; ওরাও যেমন বিক্রীত হয় তেমনি বিক্রীত হয় ওদের দেহ, কলঙ্কিত হয় ওদের জীবন। শপথ ক'রে গিডিয়ন যে তাকে গ্রহণ করেছে জীবনে!

জীবনে সে সুখী হয়েছে। তার সে সুখী জীবন কথার কথা হয়ে গেছে। যদি একটা ভরত পাখীও ভালভাবে গান গায় তবে সে গান গায় রাসেলের মত। রাসেল যে নিজের লোককে চেনে! সে জানত, ভগবান্ যখন গিডিয়নকে তার হাতে তুলে দিয়েছিলেন তখন তিনি হেসেছিলেন। গিডিয়ন চ'লে গেলে রাসেলের ব্যথা-বেদনা হয়েছিল বহুগুণতর। কিন্তু এই বেদনার মধ্যে দিয়েই সে গিডিয়নকে পেয়েছিল। এটা সে মনে মনে উপলব্ধি করেছিল। রাসেলের উপলব্ধি আর

গিডিয়নের উপলব্ধি এক নয়। ছোট বেলায় অন্যান্য শিশুদের সঙ্গে সে জেনেছিল যে গাছের পাতা নড়লেই বাতাস হয়। কিন্তু গিডিয়ন যেদিন বলল—বাতাস বইলেই গাছের পাতা নড়ে, সেদিন সে গিডিয়নের কথা স্বীকার ক'রে নিল। এইরকম গিডিয়নের সব কথাই সে স্বীকার ক'রে নিয়েছে। গিডিয়নকে সব জিনিষের কারণ খুঁজতে হয়েছে। গিডিয়ন জেনেছে যে বিনা কারণে জগতে কোনও কিছুই ঘটে না। কিন্তু রাসেলের অন্তরে যে রক্ত বহে মনে হয় সেও বুঝি পায় জগতের রহস্যের আভাস। কার্যকারণের তর্কজাল সে বোনে না। অন্তরের অপূর্ব গভীর মমতায় সে বুঝত সকল জিনিষ। মাঝে মাঝে তার সে উপলব্ধি কত সঠিক হত। কোথায় চার্লসটন, কিসের অধিবেশন সেখানে বসেছিল ও কোন্ নতুন জগতের প্রতিষ্ঠা হয়েছে—এসব কিছুই জানার তার প্রয়োজন হয়নি—প্রয়োজন হয়নি ভাবার যে এবার চার্লসটনে গিয়ে সেই একই লোক আর ফিরে আসবে না। "মুক্তি দাও আমার লোকেদের"—সেই গানটাতে তার মনে পড়ে নিজের ছেলেমেয়েদের কথা আর গিডিয়নের কথা। আভাসে সে বুঝত গানের ঐ কলিটা গিডিয়নের কাছে তুলে ধরে এমন এক দিক্-চক্রবাল যেখানে হচ্ছে নব সূর্যোদয়। চার্লসটন থেকে গিডিয়ন প্রথম প্রথম যে সব চিঠি দিত, সেগুলো তাকে ব্রাদার পিটার অথবা জেম্‌স্ এলেন্‌বির কাছে পড়িয়ে নিতে হত। সেই লজ্জায় সে লেখাপড়া শিখতে আরম্ভ করেছে। রাত্রিতে ছোট ঘরে এসে জমত অনেক স্ত্রীপুরুষ। রাসেলও সেখানে যেত। এলেন্‌বি তাদের পড়াতেন। দিনের বেলায় তিনি পড়ান ছেলেদের। কিন্তু তার পড়াশুনা খুব ধীরে ধীরে এগুতে লাগল। পড়তে পড়তে তার মাথায় যন্ত্রণা হত; মনে হত—গিডিয়ন যেন স'রে যাচ্ছে দূরে বহুদূরে।··· ··· ··· ··· ··· ··· ···

আজ গিডিয়ন আবার ফিরে এসেছে। আবার রাসেলকে সে বুকের মধ্যে নিয়েছে। আজকে আগের চেয়ে রাসেল ভালভাবে বুঝতে পারে—"বিপুল প্রয়াসের ধন স্বাধীনতা।"

গিডিয়ন যেদিন ফিরে এল তার পরের দিন রবিবার। ব্রাদার পিটার মাঠে মিটিং ডাকলেন। প্রখর রৌদ্রে হল সে জনসমাগম। লোকেরা গাইল—"হাত ধ'রে তুমি নিয়ে চল মোরে, প্রভু, হাত ধ'রে নিয়ে চল মোরে।" ব্রাদার পিটার বাইবেল খুলে "ইসাইয়া" থেকে পড়লেন—"দেখ, করুণাময় ভগবান এই পৃথিবীতে আবির্ভূত হইতেছেন। সেই রুদ্রের দক্ষিণ পাণি জগৎ-সংসার শাসন করিবে। তাঁহার হাতেই আছে তাঁহার কাজের পুরস্কার। মেষপালকের মত তিনি পালক ও চালক। যাহারা শিশু এবং যাহারা হাঁটিতে পারে না তাহাদের তিনি বুকে তুলিয়া লন।" লোকেরা মাথা নেড়ে বলল—"তথাস্তু।" ছেলেরা কোলাহল করতে লাগল। কেউ কেউ চুলের মুঠি ধ'রে মারামারি সুরু করল। রাসেল, জেফ্., মার্কাস ও জেনিকে নিয়ে গিডিয়ন বসেছিল। গিডিয়নের দেহে চার্লসটনের পোষাক। রাসেল তাকে এ পোষাকে মাটিতে বসতে দিল না। মাটির ওপর বিছিয়ে দিল একটা আসন। গিডিয়নের চাহনিতে আজকে সকলের বুক গর্বে ফুলে উঠল। দূরে মিঃ এলেন্‌বির পাশে বসে আছে সেই অন্ধ মেয়েটি, এলেন জোন্স। জেফের দৃষ্টি বার বার সেই দিকে যাচ্ছে। গিডিয়ন তা দেখে ভ্রূকুটি করল। মেরিয়ন জেফার্সনের ছোট মেয়েটি কেঁদে উঠল। জেফার্সন্ মেয়েটির কানের কাছে মুখটা নিয়ে গিয়ে বলল—"চুপ কর্, চুপ কর্, এখন কাঁদে না।"

ব্রাদার পিটার বললেন—"আজ আর তোমাদের আমি কোনও ধর্মোপদেশ দেব না। ব্রাদার গিডিয়ন আবার আমাদের মধ্যে ফিরে

এসেছে। ভগবানকে ধন্যবাদ। ভগবানের কাছে আমাদের নিরন্তন প্রার্থনা পৌঁছেছে। তিনি আমাদের উপযুক্ত ভেবে স্বাধীনতা দিয়েছেন। ভগবানের আশীর্বাদে আমরা যে জমি পেয়েছি, সোনার ফসলে ভ'রে যায় সে জমি। কিন্তু এ দেশে আরও অনেকে আছে যাদের উপবাসের মধ্যে দিন কাটাতে হয়। তাদের মাথা গুঁজবার মত এক ফোঁটা জায়গা নেই। ভগবানের কৃপায় আমরা ভোটাধিকার পেয়েছি আর পেয়েছি গিডিয়নকে। ভগবান্ গিডিয়নকে চার্লসটন সহরে পাঠিয়েছিলেন। কেন? সেখানে অধিবেশন-কক্ষে গিডিয়ন বড় বড় লোকেদের সঙ্গে একত্রে আসন গ্রহণ করার গৌরব অর্জন করেছে। ভগবান যুবকরাজা ডেভিডকে যেভাবে মহৎ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন গিডিয়নকেও তাই করেছেন। ভগবানকে অশেষ ধন্যবাদ।"

সবাই সমস্বরে বলে উঠল—"সত্যই তাই।

ব্রাদার গিডিয়ন ফিরে এসেছে। অন্য দিনের মত আজ আর আমি তোমাদের ধর্মোপদেশ দেব না। তার বদলে গিডিয়নই তোমাদের কিছু বলবে। ব্রাদার গিডিয়ন, এখানে উঠে এস। সমস্ত জনতার সামনে দাঁড়িয়ে বল তোমার অভিজ্ঞতা।"

সুতরাং গিডিয়নকে বলতে হল। যত সরলভাবে পারল সে বলে গেল যা যা তার ঘটেছিল—তার চার্লসটনে হেঁটে যাওয়ার কাহিনী, তার প্রাথমিক ভয়ানুভূতি, তার খালাসী হওয়ার কথা, কার্টারের বাড়ীতে তার আস্তানা ও পরিশেষে কেমন ক'রে অধিবেশন-কক্ষে সে আপন আসন গ্রহণ করল। ভোটের ব্যাপারটি সে এই প্রথম বুঝিয়ে দিতে সক্ষম হল। সে বুঝিয়ে দিল—কংগ্রেস যে পুনর্গঠন নীতি গ্রহণ করেছে তার পিছনে কি আছে, বুঝিয়ে দিল—এখন যখন রাষ্ট্রীয় শাসনতন্ত্র গঠিত হয়েছে সে পুনর্গঠন কোন্ রীতিতে চলবে। একের

পর এক সে বর্ণনা করল—শাসনতন্ত্রে কি কি ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়েছে। সেই সঙ্গে সে বুঝিয়ে দিল যে, একটা ব্যবস্থা শাসনতন্ত্রে লিপিবদ্ধ করা এবং তাকে কার্যকরী করার মধ্যে পার্থক্য অনেক। শাসনতন্ত্র বলছে—এই দক্ষিণ ক্যারোলিনা রাষ্ট্রে শিক্ষা সার্বজনীন ও বাধ্যতামূলক হবে। কিন্তু সে শিক্ষার জন্য অর্থ, উপযুক্ত শিক্ষক ও বিদ্যালয় নির্মাণের প্রয়োজন। যতদিন তা না হচ্ছে ততদিন যে ভাবেই হোক সবাইকে কিছু না কিছু শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে। শাসনতন্ত্রে জাতিবিদ্বেষ লোপ ক'রে একটা ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়েছে। কিন্তু তাতেই জাতিবিদ্বেষ চ'লে যাবে না। সে বিষ দূর করতে বহু বছর লাগবে।

গিডিয়ন বলল—"এখানে আমাদের অবস্থাটা কি? যে ভবিষ্যতের বনিয়াদ আমরা স্থাপন করেছি সে ভবিষ্যতে আমাদের স্থান কোথায়? আমি সেখানে খোঁজখবর ক'রে একটা জিনিষ জেনে এসেছি। ডাড্‌লি কারওয়েল এ জায়গাটা দেনার দায়ে একটা লোকের কাছে খুইয়েছেন এবং সে লোকটা আবার খাজনার দায়ে খুইয়েছে। এর অর্থ হচ্ছে—দু চারদিনের মধ্যেই এ জায়গাটা নিলামে উঠবে এবং যে সবচেয়ে বেশী দাম দেবে সেই নিয়ে নেবে। তখন আমরা কোথায় যাব? খুব তাড়াতাড়ি একটা কিছু আমাদের করতে হবে, কিন্তু কি যে করতে হবে ঠিক জানি না। আর তা ছাড়া কোনও কিছু করতে গেলেই টাকার দরকার। কোথা থেকে যে সে টাকা আসবে—তা জানিনা। তাই ব'লে হতাশ হ'লে চলবে না। রঙীন্ ভবিষ্যৎ আমাদের সামনে। নতুন দিন আসছে।"

* * *

চার্লসটনে সময় যেন তীব্রগতিতে ছোটে। সময়ের কত টানাটানি

গিডিয়ন সেখানে অনুভব করেছে আর এখানে কারওয়েলে ধীর মন্থর সময়ের গতি। দিন এল আর গেল। তার সুন্দর পোষাকগুলোও জীর্ণ হ'য়ে এল। গিডিয়নের পরণে এখন সেই আগেকার প্যাণ্ট ও সার্ট। একটা রুগ্না শূকরীর প্রসবকালীন পরিচর্যায় এমনি এক রাত্রি সে কাটাল খামারে। এ দিন আর সে দিন! পার্থক্যটা ভাবলেও বিস্ময় লাগে। তবু কালের গতিতে সে বিস্ময়ও ক'মে আসে। এখানে ফিরে আসার পর ক্রীতদাসের যে খড়ের বিছানা গিডিয়নের ভীতিপ্রদ মনে হয়েছিল তা আবার আগের দিনের মত অত্যন্ত পরিচিত ও স্বাভাবিক হ'য়ে গেল।

মোমবাতি জ্বেলে এখনও সে রাত্রিবেলা পড়ে। প্রায় সবসময় সে চেঁচিয়ে পড়ে। মার্কাস, জেফ্‌, জেনি ও রাসেল পাশে ব'সে থাকে আর তার পড়া শোনে। কোনও রাত্রিতে আসেন এলেনবি, সঙ্গে আসে এলেন জোন্স। কোনও রাত্রিতে আসেন ব্রাদার পিটার, কোনও রাত্রিতে আর কেউ না। হুইট্‌ম্যান্‌, এমার্সন থেকে প'ড়ে তাদের সে শোনাত, কোনও দিন শোনাত বৃদ্ধ জন্‌ ব্রাউনের শেষ স্মরণীয় কথাগুলো, কোনও দিন শোনাত জন্‌ গ্রীণলিফ্‌ হুইট্টিয়ারের কবিতা। কবিতা তাদের কল্পনাকে পেয়ে বসত। গিডিয়ন কবিতা বেশ ভাল পড়তে পারে। তার সুরের সঙ্গে তাল রেখে ওরা মৃদু হাততালি দিত।

জেফ্‌ দেখত তার বাবা কেমন পড়ছে। তা'ই দেখে গিডিয়ন ভাবত—শীঘ্রই জেফের সঙ্গে কথা বলে জেনে নিতে হবে ওর ঐ কালো বিষাদমলিন চোখ ও মুখের মধ্যে কি লুকান আছে। মার্কাস কিন্তু জীবনটাকে সহজভাবে নিয়েছে। লেখাপড়ায় তার মাথা দেখে এলেনবি মুগ্ধ হয়েছেন। এই অবসরে গিডিয়ন আপন অন্তরে এক ক্রমবর্ধমান অধৈর্য অনুভব করছে। ব্রাদার পিটার একদিন বললেন—"গিডিয়ন,

তোমার মনে পড়ে, একদিন বলেছিলাম পাতকুয়া থেকে বালতি ভর্তি করার মত নিজেকে শুধু পূর্ণ ক'রে নাও ?"

"হাঁ, মনে পড়ে", মাথা নেড়ে জানাল গিডিয়ন।

"তুমি চার্লসটনে গেলে। ভগবান্ তোমাকে মহৎ মর্যাদায় উন্নীত করলেন। আজ তুমি নিজের লোকেদের সঙ্গে কোনও একাত্মীয়তা অনুভব করতে পারছ না।"

"না, ওকথা সত্যি নয়।"

"ভগবানের কাছ থেকে স'রে গেলে, ভগবানও তোমার কাছ থেকে সরে যাবেন'', চিন্তিতভাবে বললেন ব্রাদার পিটার। একটা দুঃখের রেশ টেনে তিনি পুনরায় বললেন—"গিডিয়ন, তুমি আজ তাই করছ।"

"না, ঠিক তা নয়; তার চেয়েও বেশী। ব্রাদার পিটার, আমি সব কিছুই দেখি শুধু একটা জিনিষের মাধ্যমে আর সেটা হচ্ছে আমার উপলব্ধি। আমি দেখেছি মানুষের শৃঙ্খলিত অবস্থা। ভগবান এসে মানুষের পায়ের সে শিকল ছিঁড়ে দিয়ে যান্নি। মানুষ নিজে ছিঁড়েছে সে শিকল। আমি দেখেছি—কেমন ক'রে সৎ লোকের প্রেরণায় মন্দ ও উদাসীন লোকেরাও কাঁধে বন্দুক নিয়ে লড়াই-এ গেছে। মানুষের সংগ্রাম, দুঃখভোগ ও রক্তপাতের মধ্যে দিয়েই এসেছে জগতের সবকিছু।"

"গিডিয়ন, আমাদের এই যে মুক্তি, তা'কেও কি তুমি এইভাবে বোঝ ?"

"মুক্তি বলতে আমি একটি মাত্র জিনিষই বুঝি। আমি মুক্তিকে দেখেছি সত্যোপলব্ধির মধ্যে—দেখেছি স্কুল, ভাল আইন আর এই কুঁড়ে ঘরের পরিবর্তে ভাল বাসস্থানের মধ্যে।"

রাত্রিতে রাসেল যেন মরিয়া হয়ে ফিস্‌ফিস্‌ ক'রে গিডিয়নের কানে বলল—"গিডিয়ন ?"

"কি ব্যাপার ?"

"গিডিয়ন, বল তুমি আমায় ভালবাস ?"

"আর ক'াকে ভালবাসব বল ?"

"তাহলে এমন পরিবর্তন তোমার হল কেন ? আজকাল তোমার কথাবার্তা ও কাজ যেন আগের থেকে কত বদ্‌লে গেছে ! তোমার ও আমার মধ্যে কোনও কিছু হবে না ত ?"

"না, গো, না।"

"তুমি হয়ত আবার শীঘ্র চ'লে যাবে।"

"না।"

"তোমার মুখে এক, অন্তরে আর এক।"

"না, না", আশ্বাস দিল গিডিয়ন।

ক্যাপ হলস্টাইন একখানা চিঠি দিয়ে গেলেন। চিঠিটা আসছে কার্ডোজোর কাছ থেকে। কার্ডোজো লিখেছেন—"গিডিয়ন, আমার সে কথা আপনি ভেবেছেন কি ? সমস্ত জগতে যখন আলোড়ন চলছে, আপনাকে আমরা ওখানে শান্তির জীবন যাপন করতে দেব না।"

একদিন অপরাহ্ণে তারা খামারের দিকে পিঠ ক'রে পা ছড়িয়ে বসল যেমন বসত অনেকদিন আগে। গিডিয়ন, ব্রাদার পিটার, হ্যানিবল ওয়াশিংটন, এলেনবি, এন্‌ড্রু ও ফার্ডিন্যাণ্ড—সবাই উপস্থিত। শেষোক্ত দু জন লিঙ্কন নাম গ্রহণ করেছে। তারা ঘাস চিবাচ্ছে আর পা দিয়ে মাটি খুঁড়তে খুঁড়তে বলাবলি করছে—

"বৃষ্টি হবে বলে মনে হচ্ছে।"

"বৃষ্টি একটু হলে ভাল হয়।"

"ধুলো তাহলে একটু কমে।"

"হাঁ।"

"পশ্চিমী বাতাস বইছে।"

"দেখছি—বেশ জোরেই বইছে।"

গিডিয়ন বলল—"আমার ইচ্ছে এবার তোমরা দুচার একর তুলোর চাষ কর।"

"তুলোর ফল ফাটছে—দেখতে না পেলেই আমি সুখী হব।"

"তুলোর চাষে দুঃখ ঘোচে না।"

গিডিয়ন বলল—"এ অঞ্চলে তুলোর চাষই ভাল হয়। তুলোর চাষে পয়সা আছে আর এদিকে আমাদেরও পয়সার অত্যন্ত দরকার।"

এলেনবি মন্তব্য করলেন—"তোমার বলাই সার হবে।"

"তা ঠিক। কিন্তু ভাবা দরকার—নিজের বলতে আমাদের কিছুই নেই। যে জমি আমরা চাষ করি সে জমিও আমাদের নয়; আবার যে কুঁড়ে ঘরে আছি সেটাও আমাদের নয়। এই সেদিন পর্যন্ত সব কিছুই বিশৃঙ্খল অবস্থায় ছিল। এ দেশের নথিপত্র সব ধামা চাপা পড়েছিল। কেউ এসে জিজ্ঞাসাও করেনি—এখানকার নিগ্রোরা কি করছে। প্রথম নির্বাচনের পর বেসামরিক গভর্ণমেণ্ট আমরা পাব। তখন কিন্তু এক ফোঁটা জমি পড়ে থাকবে না।"

"কে আমাদের জমি থেকে উৎখাত করছে?"

"যে জমি কিনবে।"

"একজন শ্বেতাঙ্গ ত আর একলা সব জমি চাষ করতে পারবে না। তার নিগ্রোদের দরকার হবেই।"

"হাঁ। তারা নিগ্রোদের যুদ্ধের আগের মত ভাগে খাটাবে। প্রত্যেক একর জমিতে তারা তুলোর চাষ করবে আর নিগ্রো তার উপবাসী

ছেলেমেয়েদের খাওয়াবার জন্য দোরে দোরে ভিক্ষে করবে। ব্রাদার পিটার তোমাদের বলেছেন যে আমাদের এ মাটি অন্নপূর্ণা, কিন্তু কেন? কারণ এখানে আমরা খাদ্যশস্য ফলাই। অর্থের প্রয়োজন আমাদের হয় না। কিন্তু রাত্রিতে মোমবাতি জেলে পড়তে গেলেও পয়সা লাগে। আবার ছেলেমেয়েদের সামান্য একটু লেখাপড়া শেখাতেও পয়সা লাগবে।”

হ্যানিবল ওয়াশিংটন প্রশ্ন করল—“গিডিয়ন, গভর্ণমেণ্ট কি নিগ্রোদের জমি কিনে দেবে না?”

“দিতেও পারে। কিন্তু ধর দিল না। আর তা ছাড়া হাজারটা লোক নিয়ে গভর্ণমেণ্ট। তার কাজ কখনও তাড়াতাড়ি হয় না। দু পাঁচ বছরে গভর্ণমেণ্ট সে কাজ করতে পারে আবার নাও পারে। ধর গভর্ণমেণ্ট বলল—‘জর্জিয়া ছাড়া অন্যত্র ভাল জমি দিচ্ছি, সেখানে যাও।’ কিন্তু সে ত ভাল হবে না। এখানে আমরা জন্মেছি ও এতদিন কাটিয়েছি। এটা আমাদের দেশ। এ দেশের ওপরই আমাদের অধিকার। এখানেই আমাদের জমি পেতে হবে।”

“কিন্তু কেমন ক’রে?”

“কিনে”, বলল গিডিয়ন। “কাজ ক’রে আমাদের অর্থ উপার্জন করতে হবে এবং সেই অর্থ দিয়ে আমাদের জমি কিনতে হবে।”

এলেনবি বললেন—“গিডিয়ন, তাতে কিন্তু বেশ কিছু অর্থের দরকার।”

“নিশ্চয়ই। কিন্তু সেজন্য চেষ্টা ত করতে হবে। শুনেছি ব্যাঙ্ক টাকা ধার দেয়। ব্যাঙ্ক যদি দেখে যে, আমরা আকাশ কুসুমের পিছনে ছুটছি না এবং আমাদেরও কিছু সঙ্গতি আছে, আছে সদিচ্ছা, তাহলে আমাদের মত নিগ্রোদেরও টাকা ধার দেবে। আমাদের এখানে

রেলপথ আসছে এবং সেইজন্য জলাভূমিতে একটা বাঁধ দেওয়া হচ্ছে। সে কাজে দিনে এক ডলার মজুরীতে শ্বেতাঙ্গ ও কৃষ্ণকায় নির্বিশেষে নিয়োগ করা হচ্ছে। ধরুন, ছ' আট সপ্তাহ আমরা সেখানে খেটে এলাম।”

“ফসলের কি হবে?”

“ফিরে এসে ঘরে তুলব।”

অনেকক্ষণ কেউ কোনও কথা বলল না। তারপর ব্রাদার পিটার বললেন—“মেয়েদের একলা ফেলে যাওয়া বড় দুঃখের ব্যাপার।”

কিন্তু হ্যানিবল ওয়াশিংটন বলল—“গিডিয়ন, ঠিক বলেছে।”

গিডিয়ন তাদের বলল—“আমরা শীঘ্রই এ সম্বন্ধে একটা সভা ডাক্‌ছি।”

শুধু মেয়েদের কাছেই সমস্ত ব্যাপারটা বেদনাদায়ক মনে হল। ছোট নদীটায় রাসেল নীরবে কাপড়চোপড় পরিষ্কার করছিল। কথা বলতে বলতে সবাই তারা একবার তার দিকে ফিরে তাকাল। তাকে দেখে সবার মন কেমন যেন হয়ে গেল। কি যেন ছিল আর কি যেন নেই! কত দিকে কত পরিবর্তন যেন ঘ'টে গেছে! স্বাধীনতা এসেছে; পরিবর্তনের এই ত হল সুরু। তবু মন যেন কেমন ব্যথাতুর হয়ে ওঠে। ছেলেরা বেশ আছে। উলঙ্গ হয়ে তারা দাপাদাপি, হৈহুল্লোড় করছে; কোনও লজ্জা নেই। কিন্তু তারা ত ছেলেদের মত নয়। সেই জলাভূমিতে কাজ করতে গিয়ে লোকেরা হয়ত ম্যালেরিয়ায় মরবে। মানুষের বসবাস সেখানে নেই। জলাভূমিটা একটা যমপুরী বিশেষ। রাসেল চুপ ক'রে কাপড়গুলো থুপে থুপে কাচ্ছিল। হঠাৎ সে দেখতে পেল যে জেনি প'ড়ে গেছে। সে চীৎকার ক'রে ডাকল—“জেনি, জেনি, উঠে আয়।” অন্যান্য মেয়েরা ওর দিকে

কেমন যেন অদ্ভুতভাবে তাকাল, তবু সে একটা কথাও বলল না.........

এলেনবি গিডিয়নকে প্রশ্ন করলেন—"তুমি কি জেফ্‌কে সঙ্গে নিয়ে যাবে?"

"হাঁ। সে ত এখন বড় হয়ে উঠেছে।"

"আমি নিয়ে যেতে দেব না, গিডিয়ন।"

"কেন?"

ওদের কথাবার্তা চলছিল গোলাঘরের একটা অংশে। এখানেই এলেন্‌বি তার স্কুল খুলেছেন। ওপরের ছাউনির একটা ফাঁক দিয়ে সূর্যের আলো এসে পড়ছে। ঘরের মেঝের ছড়ানো ছেঁড়া কাগজ ও সরু কাঠ-কয়লা। ছেলেরা সব চ'লে গেছে; তবু গিডিয়ন অনুভব করল—ঘরটার মধ্যে তখনও যেন একটা ছেলেমানুষি ভাব রয়েছে, রয়েছে সেখানকার বাতাসে যেন একটা ক্ষুধা ও কিসের আকাঙ্খা। একদিন পড়াবার সময় এসে গিডিয়ন দেখেছিল—সেই বৃদ্ধ লোকটির কি অবিশ্বাস্য ধৈর্য! এলেন্‌বি তখন বলেছিলেন—"ওরা সব ক্ষুদ্র জীব। ওদের কাছ থেকে এর চেয়ে বেশী আর কি তুমি আশা ক'রতে পার?" লেখাপড়ায় ছেলেদের যে কত ব্যগ্রতা সেদিনই সে বুঝেছিল আর বুঝেছিল এলেন্‌বির মত ধৈর্যশীল শিক্ষক বিরল।

"কেন?" গিডিয়ন প্রশ্ন করল। তার মনে পড়ল জেফের সঙ্গে যে কথা বলার ইচ্ছে তার হয়েছিল সে কথা বলা হয়নি।

"'কেন'র জবাব দেওয়া শক্ত। হয়ত এই জন্য যে সে একটা আগুন। গিডিয়ন, তুমি জান ও ছেলের অন্তরে কি চল্‌ছে?"

গিডিয়ন অপ্রস্তুত হয়ে কোনও উত্তর দিল না।

"সে ইতিমধ্যেই লিখতে পড়তে শিখেছে। সে একটা স্পঞ্জের মত যেন সমস্ত জিনিষ শুষে নিচ্ছে। সমস্ত জগৎটাকেই সে যেন শুষে

নিতে চায় এবং এত তাড়াতাড়ি যে আমি পর্যন্ত ভয় পাই। ভবিষ্যতে সে যে কি হবে সেই জানে। সে চায় ডাক্তার হতে।"

"আপনি কি ক'রে জানলেন?"

"সে আমায় বলেছে।"

গিডিয়ন বলল—"আমাকে কিন্তু সে কোনওদিন বলেনি।"

"কোনওদিন তুমি জিজ্ঞাসা করেছিলে?"

গিডিয়ন মাথা নাড়াল। এলেনবি ব'লে চললেন—"নিজের দিকে তাকিয়ে কোনওদিন কোনও প্রশ্ন কি তোমার মনে জেগেছে? তোমার কি মনে আছে সেই লোকটাকে যে একদিন পায়ে হেঁটে চার্লসটনে গিয়েছিল? সে ত বেশী দিনের কথা নয়, তবু তুমি আর সে দিনের গিডিয়ন নও। আজ তোমার, আমার ও সকলের জীবনে যা ঘটছে তার সম্বন্ধে কোনওদিন কোনও প্রশ্ন কি তোমার মনে জেগেছে? অধিবেশন-কক্ষে আপন আসনে ব'সে যেদিন তুমি সামাজিক পরিবর্তনের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলে সেদিন কি তোমার মনে হয়েছিল যে নবজাতকের মত নতুনের আবির্ভাব চিরদিন বেদনাদায়ক?"

গিডিয়ন চিন্তিতভাবে জিজ্ঞাসা করল, "কিন্তু জেফকে নিয়ে কি করা যায়?"

"কি করা যায়? সে ত তোমার ছেলে। ভাল বোঝ তুমি তাকে জলাভূমিতে নিয়ে যেতে পার এবং তাকে দিয়ে দিনে এক ডলার উপার্জন করাতেও পার। আমি বলব না যে এটা খারাপ। কিন্তু আমাদের যখন সব কিছুরই পত্তন করতে হচ্ছে তখন একবার চেষ্টা ক'রে দেখা দরকার। এখানে ত কোনও স্কুল নেই। জেফকে উত্তরাঞ্চলে পাঠালে ভাল হয়। ম্যাসাচুসেট্স্ প্রভৃতি জায়গায় ত স্কুল আছে। তারা কৃষ্ণকায় ছেলেকে শিক্ষিত ক'রে তুলতে আপত্তি করবে না।"

হতভম্ব হয়ে গিডিয়ন বলল—"আমি ত জানি না কেমন ক'রে তা সম্ভব।"

"চার্লসটনে তোমার ত অনেক বন্ধুবান্ধব আছে। কার্ডোজোকে একবার ব'লে দেখতে পার।"

গিডিয়ন বলল—"জেফকে তাহলে অতদূরে পাঠাতে হবে?"

* * *

জেফ এলেনকে পাইনবনে নিয়ে এল। এলেনকে ঘিরে রয়েছে ছোট বড় যে অসংখ্য বস্তু তাদেরই কথা তাকে সে ব'লে চলল। "তোমার পায়ের সামনে একটা কোলাব্যাঙ্ লাফিয়ে লাফিয়ে যাচ্ছে!" অস্তায়মান সূর্যের বর্ণনা দিতে গিয়ে জেফ বলল—"ডালপালার মধ্যে দিয়ে যেন একটা কিছুদিনের ফোটা গোলাপ বেরিয়ে আসছে।" বাতাস এলেনকে যেন দিয়ে যায় কার হাতের স্পর্শ। প্রথমে তার চারদিকে ছিল একটা ভয়ের রাজত্ব। কোন্ এক যাদুমন্ত্রে জেফ যেন আপন অনুভূতি দিয়ে জানতে পারে কেন এবং কিভাবে সে ভয় পেয়েছে। জেফ ধীরে ধীরে তার ভয় ভাঙ্গাল। যেন একটা গভীর তমসাচ্ছন্ন গহ্বরে তার বাস—আলো নেই সেখানে, নেই কোনও রঙ। জেফ এমনভাবে একপাও কখনও নড়েনি, বলেনি কখনও এমন একটা কথা যাতে সে ভয় পায়। এই অন্ধ মেয়েটি তার কাছে জগতের মধ্যে অনিন্দ্য ও অপূর্ব সুন্দরী ব'লে মনে হয়। তাকে মাঠে নিয়ে যায় জেফ; মেঠো ফুল বা ঘাসের ওপর তার হাতটা নিয়ে গিয়ে বোঝায় তার গঠন-লালিত্য। লোকেরা যে কুঁড়েঘরটা ঠিক ক'রে দিয়েছিল সেই ঘরে এলেনবি থাকতেন। গৃহে কর্মরতা এলেনকে জেফ গিয়ে মাঝে মাঝে বই প'ড়ে শোনাত। তার জন্য এলেনবি কিছু মনে করতেন না। বৃদ্ধ খুড়ো সেক্সটন গত বছরে মারা গেছেন। তাঁর কাছ থেকে জেফ শুনেছিল বহু জলাভূমির কাহিনী।

সেই সব গল্পে পাখী, জানোয়ার ও সরীসৃপ পরস্পরের সঙ্গে কথা বলত। তাদের কি সব বিস্ময়কর জীবনের কাহিনী! এলেনের কাছে জেফ সেইসব গল্প করে। রাসেল জানত যে, জেফ এলেনকে ভালবেসেছে—বুঝত তার ছন্দহীন যৌবনের বেদনা। গিডিয়নের সঙ্গে জেফের কত না মিল! মার্কাস যখন জেফকে এই নিয়ে তামাসা করত, রাসেল তাকে তখন পিটুনি দিত। তবু রাসেলের দুঃখ হয়। যতই যা হোক মেয়েটি যে অন্ধ! তার ওপরই সবসময় নজর রাখতে হবে। যে দিক দিয়েই দেখা যাক না কেন, একটা অন্ধ মেয়ে পুরুষের কাছে ভার ছাড়া আর কিছুই নয়। জেফের এখন সেই বয়স—যে বয়সে গিডিয়ন বিয়ে করেছিল। পুরুষের যেমন প্রয়োজন নারীর তেমনি নারীর প্রয়োজন পুরুষের। কিন্তু মিলন সমানে সমানে হওয়া দরকার। দুজনার আকর্ষণ যেন একটা ওজন দাঁড়ির দুটো পাল্লার মত সমতা রক্ষা করে। এলেনবি রাসেলকে বলেছিলেন—"সমস্ত ঠিক হয়ে যাবে। রাসেল, তুমি আমাকে বিশ্বাস কর।"

বনের মধ্যে দিয়ে পথ। আধ মাইল দূরে দক্ষিণ দিকের মাঠের শেষে একটা ফাঁকা জায়গায় তারা এসে পড়ল। এখানকার গাছগুলো কেটে ফেলা হয়েছে; শূন্য মাঠে তাদের গুঁড়িগুলো রোদে পুড়ছে। এখানে আসে সব বাজপাখী, সেই গুঁড়িগুলোর ওপর দাঁড়িয়ে রোদ পোহায় আর পরস্পরের সঙ্গে মাথা নেড়ে কথা বলে। বনের মধ্যে শীতে কুঁকড়ে থাকে সাপ। তারাও আসে এখানে রোদ পোহাতে। জেফ এলেনকে এখানে নিয়ে এল। দূরে একস্থানে একটা রৌদ্র-তপ্ত বালির ঢিপি। জেফ আর এলেন এসে বসল, হেলান দিল একটা পড়া গাছে। বিস্ময়-ঘেরা এই পরিবেশে তারা কত নিঃসঙ্গ! ঘণ্টার পর ঘণ্টা জেফ এখানে বসে থাকে, অন্ধ এলেনের সামনে কথা দিয়ে আঁকে এই

প্রত্যক্ষ জগৎ। আকাশে ভেসে যাচ্ছে এক খণ্ড মেঘ, উড়ে যাচ্ছে একটা নীলকণ্ঠ পাখী। সময় সময় তার নিজের স্বপ্ন মিশে যায় সে সব ছবিতে।

শান্ত অলক্ষিত পদক্ষেপে এলেনের মধ্যে এল কে এক অজানা। সেই অজানা যেন লুকিয়ে আছে এইসব লোকেদের মধ্যে। এক নিবিড় দরদে তার সমস্ত প্রাণটা যেন উথলে উঠে। ছেলেরা মাঠে খেলে। শোনা যায় লোকেদের কথাবার্তা। প্রাত্যহিক জীবনের এই সমস্ত কোলাহলের মধ্যে সে যেন পায় সেই অজানার আভাস। ওদের মারফৎ আকাশ-পারের বাণী তাকে যেন ডাক দিয়ে যায়। সেই অজানা রয়েছে জেফের মধ্যে। জেফ একদিন তাকে বলেছিল--"এলেন, আমি তোমায় ভালবাসি, ভালবাসি সমস্ত হৃদয় দিয়ে।" আর একদিন জেফ তাকে টেনে নিয়েছিল বুকে। রোমাঞ্চিত দেহে সে বলেছিল—"জেফ, বল—তুমি আমায় কোনও দিন দুঃখ দেবে না?" নিজের ও এলেনের জীবনে লুকান আছে যে রহস্য, সে রহস্য জেফ যেন উপলব্ধি করতে আরম্ভ করেছে। কত অপূর্ব সে উপলব্ধি। এখানে এমন একজন নেই যার কাছে নিয়ে যাওয়া যায় জীবনের এই সব প্রশ্ন। সমস্ত রহস্যের সন্ধান তাকে নিজেই করতে হবে। তার বয়সী ছেলেরা ঝোপের মধ্যে লুকিয়ে লুকিয়ে মেয়েদের স্নান করা দেখে। তারা আবার মেয়েদের পিছু নেয় এবং সময় সময় নানারকম অত্যাচারও করে।

এলেন একদিন জেফকে জিজ্ঞাসা করেছিল—"ভবিষ্যৎ জীবনে তুমি কি হতে চাও?"

"আমার মনেই আছে কি হতে চাই।"

"তবু কি?"

"তোমার বাবার মত;" জেফ্ বলল। এই প্রথম তাদের মধ্যে এলেনের বাবার সম্পর্কে কথা উঠল।

"ডাক্তার ?" বলল এলেন।

"হাঁ, তাই।"

স্বপ্নের জাল বুনে চলে জেফ্। তার গ্রামের ডাক্তার অত্যন্ত খারাপ চরিত্রের লোক। মদ-তামাক তার সমানে চলে। তার দাঁতগুলো পর্যন্ত তামাকের রঙ হয়ে গেছে। একবার একটা মেয়ে মরতে বসেছিল। বাড়ীতে লোকজনের মধ্যে হৈ চৈ পড়ে গিয়েছিল। সবাই ডাক্তার আনার কথা বলছে। জেফের সেদিন ইচ্ছে হয়েছিল—তার বাবার সঙ্গে এই সম্পর্কে কথা বলে। তার বাবার হয়ত এসব জানা আছে। কিন্তু অসীম ভক্তি-শ্রদ্ধা থাকা সত্ত্বেও গিডিয়নের সঙ্গে কথা বলার সাহস সেদিন তার হয়নি। এলেনবির কাছে সে প্রশ্ন করেছিল—

"ডাক্তার কি রকম লোক ?"

"যে রোগ সারায়।"

"সত্যই কি সে রোগ সারাতে পারে ?"

এই গ্রাম থেকে কয়েক মাইল দূরে একজন স্ত্রীলোক বাস করত। কি সব ঝাড়ফুঁক সে করত আর পয়সা নিত। "সেই রকম ?" সে জানতে চাইল।

"না, সেরকম নয়। ডাক্তার বিজ্ঞান-সম্মত উপায়ে রোগ সারায়। বিজ্ঞান প'ড়ে সে জানে কিসে মানুষের রোগ হয়।"

"কিসে মানুষের রোগ হয় ?"

এই প্রশ্নের মধ্যেই সে দেখেছে তার ভাবী জীবনের স্বপ্ন। আজ এলেনের হাত ধ'রে পাইন বনের মধ্যে দিয়ে যাবার সময় সে বলল—

"আমাকে ওরা দূরে পাঠিয়ে দিচ্ছে।"

"পাঠিয়ে দিচ্ছে কোথায় ?"

"হয়ত উত্তরাঞ্চলে। পড়াশুনা করতে হবে, ডাক্তার হতে হবে।"

এলেন বিশ্বাস করতে চাইল না। মিনতির সুরে বার বার প্রশ্ন ক'রে সে জানতে চাইল কথাটা সত্য কিনা, জানতে চাইল—সে চ'লে গেলে আর কে থাকবে এখানে। জেফ্ অনুভব করতে পারে—সে চ'লে গেলে ঐ অন্ধ মেয়েটির চোখে আরও গভীর অন্ধকার ঘনিয়ে আসবে। কেমন যেন তার মনে হয়; মনে হয় এসব চিন্তা ত আগে কখনও তার মনে উদয় হয়নি।

"আমি ভালবাসি তোমায়, শুধু তোমায়," সে বলল।

"কিন্তু সত্যই কি তুমি যেতে চাও?"

দুঃখের সুরে সে উত্তর দিল—"সত্যই যেতে চাই, এলেন। আবার একদিন তোমার কাছে ফিরে আসব, নিশ্চয়ই ফিরে আসব; কথা দিচ্ছি আসব।"

কার্ডোজোর কাছ থেকে উত্তর পাবার পর গিডিয়ন কথাটা রাসেলকে জানাল। কার্ডোজো লিখেছেন যে, জেফ চার্লসটনে তাঁর কাছে আসতে পারে; বন্দোবস্ত যা হয় একটা কিছু করা যাবে। তিনি আরও জানিয়েছেন যে, তিনি ফ্রেডারিক ডগ্লাস ও উত্তরাঞ্চলে তাঁর অন্যান্য বন্ধুদের এ সম্পর্কে চিঠি দেবেন।

উপস্থিত পঁচিশ ডলার হলেই চলবে এবং কার্ডোজো জেফ্কে সমুদ্রপথে বোষ্টনে পাঠাবার বন্দোবস্ত করবেন। এখন গিডিয়ন রাসেলকে সব কিছু খুলে বলল।

"বোষ্টন কত দূরে?"

"মনে হয় হাজার মাইল। রাসেল, একবার ভেবে দেখ কি হতে চলেছে। আমাদের যে ছেলে দাসত্বের মধ্যে জন্মেছে সে ডাক্তারি পড়তে বোষ্টনে যাচ্ছে।"

রাসেল শুধু মাথা নাড়াল।

গিডিয়ন আবার জিজ্ঞাসা করল—"আমি যে তাকে কাছে রাখতে চেয়েছিলাম তা কি তোমার মনে হয় না?"

কিছু না ব'লে এবারও রাসেল শুধু মাথা নাড়ায়। গিডিয়ন রাসেলকে দু হাতে জড়িয়ে ধরে বলে—"দেখ, ওরকম ছেলে পাওয়া খুবই গর্বের কথা। আমাদের ছেলে যশের পথে হবে নির্ভীক যাত্রী। তাতেই ত আমাদের গৌরব।"

"তা আমি জানি," বলল রাসেল।

* * * *

ইয়াংকি উপরওয়ালা বেশ দীর্ঘকায়। তার দাড়িও বেশ সুন্দর। পায়ে তার বুট জুতো। তার ভিজা পোষাকে কাদার দাগ লেগে আছে। এই মাত্র সে ম্যালেরিয়ার রোগীদের দেখে ফিরেছে। গিডিয়নকে দেখে সে বলল—"এই লোকগুলোর কথা তুমি বলছিলে?" "হাঁ।" "ক'জন?" "আমরা বাইশজন।" "চাই শুধু খোন্তা, কোদাল আর কুড়ুল। দিনে এক ডলার পাবে। সপ্তাহের সাতদিনই খাটতে হবে—সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত। মঙ্গলবার মঙ্গলবার হপ্তা পাবে।" "খুব ভাল," মাথা নেড়ে জানাল গিডিয়ন। দূরে একটা কুঁড়ে ঘরের দিকে ঘাড় বাঁকিয়ে শ্বেতাঙ্গ লোকটি বলল—"ওখানে গিয়ে যে যা পারিস সই ক'রে অথবা টিপ দিয়ে আয়।"

গিডিয়ন, ট্রুপার ও ফার্ডিন্যাণ্ড লিঙ্কন কাঠুরিয়া দলের সঙ্গে থাকল। এক হাঁটু কাদা ও জলে সমস্ত দিন দাঁড়িয়ে গাছের পর গাছে চালাতে হত তাদের দুমুখো কুড়ুল। রেলপথ নির্মাণে বিভিন্ন দলের সমস্ত কৃষ্ণকায় এই প্রথম স্বাধীনভাবে কাজ করল। যখন ইয়াংকিরা সহরে অফিস বসিয়ে রেলপথ নির্মাণের জন্য লোক নিয়োগ করছিল তখন স্থানীয় দালালরা মাথা নেড়ে জানাল—"শুধু সময়ের অপচয় হবে।

একটা নিগ্রোর পিঠে বেত না পড়লে অথবা তাকে প্রভুর তদারকে না রাখলে সে কোনও দিন কাজ করবে না।" তারা আরও বলল যে, নিগ্রোকে দিনে এক ডলার মজুরী দেওয়া কেলেঙ্কারী করার সামিল হবে এবং তার ফলে তাদের সর্বনাশ হবে। নিগ্রোর এত মজুরী এ রাজ্যে কেউ কোনওদিন শুনেছে? ইয়াংকিরা তবু মজুর নিয়োগ করেছে। স্থানীয় লোকেরা না পেরে বলেছে—"ভাল, আমাদের কথা ত শুনলে না; কিন্তু জেনে রাখ যে জলাভূমির ওপর দিয়ে তোমরা শেষ পর্যন্ত রেলপথ নিয়ে যেতে পারবে না।" তবু আশ্চর্যের বিষয়—রেলপথ এগুচ্ছে। সেই সব বড় বড় গাছের গুঁড়ি ও ডালপালা যখন অদৃশ্য হল তখন এলেন ইঞ্জিনীয়াররা। পাথর বিছিয়ে পথ তৈরী ক'রে ফেললেন তাঁরা। বৃষ্টিতে জলাভূমিটা মাঝে মাঝে কাদায় আল্‌কাতরার হ্রদের মত দেখায়। আর লোকেরা সেই কাদার মধ্যে কোমর পর্যন্ত ডুবিয়ে গাছ কাটে। মশার কামড়ে হাজার হাজার লোক যেমন ম্যালেরিয়ায় প'ড়ে হাসপাতালে যাচ্ছে তেমনি সমানতালে চলছে হাজার হাজার লোকের নিয়োগ। গ্রামাঞ্চলে রেলপথের কথায় প্রথমদিকে একটা সোরগোল প'ড়ে গিয়েছিল। এখন তা অনেকটা ক'মে এসেছে। আবাদক্ষেতের পূর্বতন মালিক, পর্যবেক্ষক ও নিগ্রো ক্রীতদাসের তদারককারী শ্বেতাঙ্গদের কাছে এই রেলপথ নির্মাণ যেন একটা অবশ্যম্ভাবী অমঙ্গলের সূচনা করল। নিউ ইংলণ্ডের লোকেদের দ্বারা গঠিত ও পরিচালিত এই রেল কোম্পানী তাদের কাছে একটা সম্পূর্ণ নতুন জিনিষ তুলে ধরল। তারা মনে করল—ঐ কোম্পানী এই যে কারুর কথা না শুনে হনুমানের সমুদ্র লঙ্ঘনের মত অবিশ্বাস্য গতিতে দক্ষিণাঞ্চলে রেলপথ নির্মাণ ক'রে চলেছে তাতে জাহান্নামের পথই খোলসা হবে।

কৃষ্ণকায় লোকেরা কিন্তু ব্যাপারটাকে অন্য চোখে দেখল। এই প্রথম গিডিয়ন সমস্ত সভ্যতা ও মানব-জীবনের সঙ্গে শ্রমের সম্পর্ক অনুমান করল। ক্রীতদাস ছিল যখন তারা, বলদের মত বছরের পর বছর পরিশ্রম করেছে। নিজের বলতে যেমন তাদের কিছু ছিল না তেমনি তাদের ভাগ্যেও কিছু জোটেনি। আর আজ এই কোম্পানী বিজ্ঞাপন দিয়ে প্রয়োজন মত পণ্য কিনছে আর এই পণ্য হচ্ছে তাদের কায়িক শ্রম। গিডিয়ন আর তার লোকেরা দিনে এক ডলার নিয়ে তাদের শ্রম বিক্রী করছে। তাদের শ্রমের মধ্যে দিয়ে রূপ নিচ্ছে একটা স্বপ্ন—একটা কল্পনা। রাত্রির বুক চিরে বাঁশি বাজিয়ে রেল ছুটছে এই ঝক্‌ঝকে ইস্পাতের পথে। এখানে তাদের স্বাধীনতা কেউ কেড়ে নিল না; বরং নিজেদের দরকারী কেনাকাটার জন্য হাতে পেল কিছু পয়সা। এই পয়সা নিয়ে তারা পিছনে রেখে গেল তাদের শক্তি ও দিনান্ত পরিশ্রমের সৃষ্টি!

গিডিয়ন বলতে পারবে না—ক্রীতদাসদের নিয়ে এ রকম পথ তৈরী করা যেত কিনা। তবে সে জানে যে, এমনকি পিঠে যখন বেত পড়ত তখনও তারা এরকম পরিশ্রম করেনি। তার দল গাছ কেটে ডালপালা বাদ দিয়ে রেলপথের জন্য গুঁড়ি বানাত। দুজন মজুর মুখোমুখি হয়ে গাছ কাটতে আরম্ভ করত। ওপর থেকে একজন কোপ মারত, আর একজন তলা থেকে। ছোট গাছে আট কোপই যথেষ্ট। মড়্ মড়্ শব্দ করে গাছটা যখন পড়ত, তারাও অমনি চীৎকার ক'রে উঠত—"গাছ পড়ছে। গাছ পড়ছে।" ঝপাং ক'রে জলের ওপর গাছটা পড়ার পর ওরা একটা খচ্চরের গাড়ী নিয়ে আসত। কখনও জলের ওপর ভাসিয়ে, কখনও টেনে তারা সেই গাড়ীর ওপর তুলে দিত কাঠ। খালি

গায়ে লোকেরা কাজ করত। জলের মধ্যেও ওদের কালো দেহ চক্‌চক্‌ করত। কুড়ুল চালাবার সময় ওদের কালো দেহের শক্ত পেশীগুলোর ওপর খেলে যেত ছন্দের সুষমা। অতীতে যখন তারা ক্রীতদাস ছিল তখন কাজের সময় যে গান তারা গাইত সেই গান এখানেও প্রথম প্রথম তারা গেয়েছিল। কিন্তু সে গান যেন অচল হয়ে গেছে। সে গানের তাললয় আজকের কাজের মধ্যে মিল পেল না। আর এ পরিবর্ত্তনের জন্য ওদের প্রাণে একটুও দুঃখ নেই। বাণীহীন সুরেই জন্ম নিল তাদের নতুন গান। পরে সেই সুরের ধারায় বেরিয়ে এল তাদের সরল মনের কথা। "ওরে বুড়ো গাছ! তুই কি আমার কুড়ুল চাস্?" এমনি এল কথা আর সেই হল তাদের গান.........।

গিডিয়নের দৃঢ়তা যেন ক'মে আসছে। রাত্রিতে তার সমস্ত শরীর বেদনায় টন্‌টন্‌ করে। তখন তার আর কোনও চিন্তা থাকে না, মনে জাগে না কোনও আকাঙ্খা; শুধু ব্যারাকের কুঁড়ে ঘরে নিজের দেহটা এলিয়ে দিয়ে ঘুমুতে ইচ্ছে করে। কাজ, খাওয়া আর ঘুম। প্রাত্যহিক জীবনে এ তিনের বাইরে আর যেন কিছু নেই। "বিশ্রাম কোথায়? বই কোথায়? শিক্ষা কোথায়? কাজ ছাড়া এ জীবনে কি আর কিছুই নেই?" সভ্যতার ইতিহাসে দাসত্বের পর প্রথম পদক্ষেপে তারা এক নতুন যুগে এসে পড়ল। কিন্তু এ চলার কি শেষ নেই? শেষ নেই কি এই দীর্ঘ পথের?

তিনবার খাবার দেওয়া হত। ভাত, মাংস আর আলুসিদ্ধ। ভালই বলতে হবে। কেবল প্রত্যেকবার একই খাবার—এই যা। একটা ক'রে টিনের থালা নিয়ে সমস্ত লোক সার দিয়ে এসে দাঁড়াত। সেই থালাতে খাবার ঢেলে দেওয়া হত। চোদ্দ ঘণ্টা

পরিশ্রমের মধ্যে এই তিনবারই তারা যা একটু বিশ্রাম পেত। রাত্রিতে কাঠের ব্যারাকে অথবা তাঁবুতে সবাই কুম্ভকর্ণের ঘুম দিত। চার নম্বর দলের উপরওয়ালা কেলি প্রধান ইঞ্জিনীয়ার রীড্‌কে বলল—"আমার দলের মত আর দশটা দল দিন্, আমি নরক পর্যন্ত পথ তৈরী ক'রে দেব।" রীড্ যুদ্ধের সময়েও ইঞ্জিনীয়ার ছিলেন। তিনি বললেন—"তুমি তোমার নিজের কাজটুকু কর। তাহলেই পুরস্কার পাবে। বেশী করার দরকার নেই।" ম্যালেরিয়া প্রচণ্ড আকারে দেখা দিল। সমস্ত জলাভূমিটা এই সংক্রামক ব্যাধির কুণ্ড হয়ে গেল। দিন নেই, রাত্রি নেই, মশার ঝাঁক গুন্-গুন্ করে ফিরছে। গিডিয়নের দলে জর্জ রাইডার নামে একজন লোক জ্বর নিয়ে এল আর চার দিনের মধ্যেই মারা গেল। তার শব নিয়ে ব্রাদার পিটা'র ও হ্যানিবল ওয়াশিংটন বাড়ী গেল যাতে মেয়েরা তার কবর দেওয়া দেখে কাঁদতে কাঁদতেও একটু সান্ত্বনা পায়। ওরা যে দাম দিয়েছে! এ সব ঘটনায় আর বলবারই বা কি আছে। যে দলটা রেলপথে পাথর বিছানর কাজ নিয়েছে গিডিয়ন সেই দলে যোগ দিল এবং রেলপথে পাত্‌বার জন্য শক্ত কাঠগুলো মসৃণ করতে লেগে গেল। একদিন রাত্রে তারা শুনতে পেল বাঁশি বাজিয়ে একখানা গাড়ী দূরে চ'লে গেল। জলাভূমির জল ক্রমশ গেল নেমে, চড়্‌চড়্ ক'রে শুকিয়ে এল কাদা, বাড়তে লাগল রোদের তেজ। এ সব সত্ত্বেও কাজ এখন অনেক সহজ হয়ে এসেছে। সেহ আড়া-আড়ি ক'রে রাখা কাঠগুলোর দেহের নগ্নতা ঢেকে দেওয়া হল নুড়ি পাথরে। ইস্পাতের রেল-পথ কাজের গাড়িকে এগিয়ে নিয়ে গেল। মানুষের হাতের এই অপূর্ব সৃষ্টিকে বুঝ্‌তে গিয়ে গিডিয়নের মাথা ঝিম্‌ঝিম্ করতে থাকে।

হ্যানিবল ওয়াশিংটন একদিন বলল—"গিডিয়ন, উত্তরাঞ্চলের শ্বেতাঙ্গরা কি এই রকম পরিশ্রম করে?"

"হয়ত কয়েকজন করে।"

"অবসর নেই, খেলাধূলা নেই, মেয়েদের সঙ্গ পাবার সময়টুকু পর্যন্ত নেই?"

"হয়ত তাই।"

"গিডিয়ন, এত খাটান কি ভাল?"

"আমি জানি না, ভেবে দেখতে হবে।"

* * * *

গ্রামের বাইরে যখন লোকেরা তখন এ ঘটনাটা ঘটল। ট্রুপারের একটা চোদ্দ বছরের মেয়ে ছিল; তার নাম জেসী। জেসীকে নিয়েই এ ঘটনাটা। সমস্ত ঘটনা তার নিজেরই মনে নেই। তার অসংলগ্ন কথায় ঘটনাটা এইরূপে প্রকাশ পেল। তামাকক্ষেতের পাশ দিয়ে যে বহুদিনের পথটা গেছে সেই পথ দিয়ে জেসী একদিন যাচ্ছিল। কোনও দিকে তার দৃষ্টি ছিল না, কল্পনার জাল বুনে সে হাঁটছিল। সেই সময় একটা খচ্চর-টানা গাড়ীতে এল দুজন শ্বেতাঙ্গ। তারা চীৎকার ক'রে উঠল—"এই, এদিকে আয়।" তাই দেখেশুনে জেসী ছুটল। লোক দুটোও তার পিছু নিল। ছুটতে ছুটতে জেসী একটা কাঁটা ঝোপে আটকে গেল। শ্বেতাঙ্গ দুজনও এসে তাকে ধরে ফেলল। জেসীকে কাঁটাঝোপ থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে এসে তারা তার জামাকাপড় ছিঁড়ে ফেলল এবং তারপর পাশবিক অত্যাচার করল। তাকে হত্যা করবে কি করবে না—এই নিয়ে সামান্য কথাবার্তা তাদের মধ্যে চলল। পরিশেষে তারা তাকে ছেড়ে দিল। হাঁফাতে হাঁফাতে উলঙ্গ জেসী বাড়ী এল। ভয়ে তখন তার পাগলের অবস্থা।

যখন ট্রুপার এ ঘটনা শুনল, ক্রোধে সে নিজেকে হারিয়ে ফেলল। অন্তত একজন শ্বেতাঙ্গকে মেরে সে প্রতিশোধ নেবে। ব্রাদার পিটার ও গিডিয়ন বোঝাল—"ফল হবে তুমি নিজে ফাঁসি কাঠে ঝুলবে।" "তাহলেও আমি একজনকে মারব।" "কি লাভ হবে তাতে ?" "একটা কিছু হবে নিশ্চয়ই।" চাপা ক্রোধে গিডিয়ন শেষে বলল—"বোকার মত তুমি কথা বলছ। ও কাজ তোমার দ্বারা হবে না। সাত সপ্তাহ আমরা যে এখানে খাটলাম—কিসের জন্য ? ট্রুপার, নিজেকেই জিজ্ঞাসা কর—কেন ? ম্যালেরিয়ায় একটা লোক মরল ; তাকে নিয়ে গিয়ে কবর দেওয়া হয়েছে। চিৎ হয়ে শুয়ে নীল আকাশটা একটুখানি দেখবার সময়ও আমাদের হয়নি, সময় হয়নি কোনও নারীর মুখ দেখার। নিজেকে জিজ্ঞাসা কর—কেন, কিসের জন্য ?"

বোকার মত ট্রুপার জিজ্ঞাসা করল—"কিসের জন্য ?"

"একটা নতুন জীবনের জন্য। গাধা বুঝেছ ?"

"গিডিয়ন, তুমি শুধু বড় বড় কথা বল। চার্লসটনে গিয়ে ওসব কথা বোল। ভাল ভাল খাবার খেও আর বোল। শ্বেতাঙ্গ ও বাবু নিগ্রোদের সঙ্গে—।

"ওরে বোকা ! আমি চার্লসটনে গিয়েছিলাম কারণ, চার্লসটনে যেতে বাধ্য হয়েছিলাম। আমি জানি—আমি কত ছোট ! আর কত ভয় নিয়েই না চার্লসটনে গিয়েছিলাম ! ভয় করার মত কারণও সেদিন ছিল। সে ভয় এখনও আছে"—ব'লে গিডিয়ন ট্রুপারের গলা জড়িয়ে ধরল। তারপর সে বলল—"একবার ভেবে দেখ—যা ঘটেছে তা সত্যই মর্মান্তিক। একটা মেয়ের অক্ষত চরিত্রে গভীর ক্ষত ক'রে দেওয়া হয়েছে। তবু সে ক্ষত সেরে যাবে যেমন দুনিয়ায় সব ক্ষতই সেরে যায়। জেনী নিজেও ভুলে যাবে ওসব কথা। আমাদের কথাও একটু

ভাব—ভাব কেন আমরা এখানে এসেছি আর কেমনভাবে আমাদের দিন কাটছে। ঘরে তোমার বৌ রয়েছে, আরও ছেলেমেয়ে রয়েছে। কাজের পর আমরা এখান থেকে প্রায় হাজার ডলার নিয়ে যাব। ট্রুপার, শুনছ? আমরা হাজার ডলার নিয়ে যাচ্ছি। মদ, পোলাও, মাংস খেয়ে হল্লা করার পক্ষে ঐ পরিমাণ অর্থ যথেষ্ট, বাবুয়ানি করার পক্ষেও যথেষ্ট। কিন্তু ও ত লালসার পথ। সকল লোককে আমি একথা বলেছি। তারা আমাকে বলেছে—'গিডিয়ন, ঐ অর্থ তুমিই রাখ যাতে জমি কেনা যায়।' এই সব নিরক্ষর নিগ্রোরা কেন এরকম কথা বলল? ভবিষ্যতের এত আশা, এত বিশ্বাস কেন তাদের?"

বিব্রত ট্রুপার শুধু মাথা নাড়াল।

"বলছি—কেন। মনে কর দিনান্তের ক্লান্ত সূর্য অস্ত গেছে আর একটা লোক নিদ্রাহীন রাত্রি কাটাচ্ছে। আগামী দিনের প্রভাতের অপেক্ষায় উৎকণ্ঠিত তার প্রাণ। সকলের প্রাণে ভবিষ্যতের জন্য সেই একই রকম প্রতীক্ষা—সেই একই রকম উৎকণ্ঠা। সে লোকটার হয়ত মাঝে মাঝে মনে হয়েছে—'আর কাজ নেই প্রভাত হয়। অনন্তকাল পৃথিবী জুড়ে যেন থাকে রাত্রির এই ঘন অন্ধকার। এই অন্ধকার ভেদ ক'রে প্রয়োজন নেই আর একটা সূর্যোদয়ের। এমনভাবে মুহূর্ত গুণে কাটাব এই অনন্ত স্তব্ধ রাত্রি।' কিন্তু আজ আমাদের প্রতীক্ষা পূর্ণতার সীমায়—সত্যই এখানে প্রভাত হতে চলেছে। সেই নব সূর্যের অরুণ দীপ্তিতে মিলিয়ে যাচ্ছে জীর্ণ যা কিছু যা কিছু ক্ষীণ।' বিনা কারণে একজন নিগ্রোকে ফাঁসি দেওয়া হচ্ছে। একটা নিগ্রো মেয়ের ওপর অত্যাচার করা হচ্ছে। কিন্তু এ সমস্তই ধীরে ধীরে মিলিয়ে যাবে।"

জেফ চিঠি দিয়েছে। গিডিয়ন চিঠিটা রাসেলকে পড়িয়ে শোনাচ্ছে। চিঠি পড়ার মধ্যেই গিডিয়ন রাসেলের কাছে বর্ণনা করল কোথায় এবং কোন্ স্কুলে জেফ পড়ছে। সেই সযত্ন-লিখিত গোল হরফগুলো নিয়ে এসেছে জেফের ছবি। ভাবতেও গিডিয়নের যেন বিস্ময় লাগে। কত দূরে আছে জেফ। চিঠিটার মাধ্যমে গিডিয়ন চেষ্টা করে জেফের সান্নিধ্য পেতে—চেষ্টা করে জেফের সঙ্গে রাসেল, জেনি, মার্কাস আর তার নিজের ব্যবধান দূর করতে। যখন মার্কাস ও জেনি জিজ্ঞাসা করল—ম্যাসাচুসেটস্ কোথায়, গিডিয়ন উত্তর দিতে পারল না। সে শুধু বলল—"জায়গাটা দূরে, অনেক দূরে। সেখানে শুধু ইয়াংকিরা বাস করে।" "শুধু ইয়াংকিরা?" "হাঁ, তাই ত মনে হয়," বলল গিডিয়ন। "এখানে জেফ সহরটা সম্বন্ধে লিখছে, শোন: 'ওরচেষ্টার সুন্দর জায়গা। এখানে বহু লোকের বাস। এ রকম জায়গাকে সহর বলে। প্রথম প্রথম একটু ভয় হয় কিন্তু কিছুদিন বাস করলেই এ রকম সহরে তুমি অভ্যস্ত হয়ে যাবে'।"

"চার্লসটনের মত?" জিজ্ঞাসা করল মার্কাস, যদিও চার্লস্টন সম্বন্ধে তার নিজের ধারণা অত্যন্ত অস্পষ্ট।

"হাঁ, সে রকমই মনে করি", অনিশ্চিতভাবে জানাল গিডিয়ন। তারপর সে পড়ে চলল—"এখানে প্রেস-বাইটেরিয়ান্ ফ্রী-একাডেমিতে চোদ্দজন নিগ্রো ছাত্র পড়ে। আমি ছাড়া আর সকল ছেলেই পিতৃ-মাতৃহীন। রেভারেণ্ড চার্লস স্মিথ এবং রেভারেণ্ড ক্লড সাউথউইক—এই দুজনই অঙ্ক, লাটিন, ইতিহাস, ভূগোল এবং প্রায় সমস্ত কিছুই শেখান। রেভারেণ্ড ক্লড প্রেসবাইটেরিয়ান্ নন্। ইনি একজন ইউনিটেরিয়ান—"

'ইউনিটেরিয়ান্ কি?"

গিডিয়ন জানত না, সুতরাং সে বলতে পারল না। কিন্তু ভূগোল

কি—গিডিয়ন বুঝিয়ে দিতে সক্ষম হল। "লাটিন একটা ভাষা যা শত শত বছর আগে অন্য এক দেশের অধিবাসীরা বলত।" "তারা কি এখনও বলে?" গিডিয়ন ঠিক জানত না। জেফকে তারা সে দেশে পাঠাবে কিনা—তাও সে বলতে পারল না। সে পড়ল :

"যাজকের বাসভবনের পিছনে একটা ঘরে আমরা পড়ি ও শুই। মেয়েদের নিয়ে একটা কমিটি আছে। সেই কমিটি আমাদের খাবারের বন্দোবস্ত করে। তাঁরাই আমাদের জামা ও পোষাক তৈরী ক'রে দেন। ভাল ও পরিষ্কার পোষাক অল্প সময়ের জন্য পরতে হয়। এ সবের বদলে আমরা কাজ ক'রে দিই। আমরা ঘাস কাটি, দরজা জানালা ধুই এবং গীর্জাটাকে ঝক্‌ঝকে তক্‌তকে ক'রে রাখি। এসব কাজের জন্য আমরা হাতখরচ বাবদ হপ্তায় দশ সেণ্ট পাই। তোমাদের ছেড়ে এসে আমার বড় একা একা লাগছে। তাছাড়া ভালই আছি। এলেনকে বোল—তার জন্যও আমার মন কেমন করছে।......"

রাসেল চোখ মুছল। কিন্তু মার্কাস ও জেনি চিঠিটার বিস্ময়কর অংশ বিশেষ নিয়ে আলোচনা করতে করতে যেন সেই উত্তরদেশে চলে গেল যেখানে আছে জেফ্। গিডিয়ন বলল—"তাহলে দেখতে পাচ্ছ—এতে তার কত ভাল হয়েছে?" কেবল গিডিয়ন জানে জেফের স্বপ্ন কেননা, সেও যে স্বপ্নরাজ্যের পথিক। চিঠির মধ্যে দিয়ে সে জেফকে যেন আরও ঘনিষ্ঠভাবে পেল। অথচ এ ঘনিষ্ঠতা ছিল না তাদের এখনকার প্রাত্যহিক জীবনে। একটা চিঠিতে সে লিখল—"চার্লস ডিকেন্সের লেখা বইগুলো পড়ে দেখ। সে সব বই পড়লে আপন মনে উপলব্ধি করবে মানুষের সঙ্গে সৌভ্রাত্রমূলক একাত্মীয়তা আর সেখানে পাবে কত ভাল ও মন্দ লোকের সমাবেশ!"

জমি নিয়ে কথাবার্তা চালাবার পূর্বে গিডিয়ন একদিন এবনার

লেটের সঙ্গে দেখা করতে গেল। সেই শ্বেতাঙ্গের দৃষ্টিপথে পড়ার আশায় গিডিয়ন প্রবেশদ্বারে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। মিসেস্ লেট্ দরজার কাছে দেখা দিলেন এবং গিডিয়নের ওপর একবার দৃষ্টি ফেলে আবার ভিতরে চলে গেলেন। জিমি এসে গিডিয়নকে জানাল যে লেট্ শূকর-ছানাগুলিকে খাবার দিচ্ছেন।

বালকটা প্রশ্ন করল—"নিগ্রো, তোমার নাম কি?"

"গিডিয়ন জ্যাক্সন্।"

"আমি তোমায় যেন কোথায় দেখেছি?"

"তা হতে পারে," মাথা নেড়ে গিডিয়ন বলল। "গত শীতে আমি যখন এখানে এসেছিলাম তখন দেখে থাকবে।"

"ঠিক, ঠিক।"

"খোকা, তোমার বয়স কত," জিজ্ঞাসা করল গিডিয়ন।

"দশ বছর।"

"স্কুলে পড়?"

বালকটা অবজ্ঞা দেখিয়ে মাথা নাড়াল। "স্কুলের শিক্ষার দরকার আছে বলে মনে করি না।"

এরপর এবনার লেট শুয়োরদের খোঁয়াড় থেকে এলেন এবং গিডিয়নের দিকে মাথা নেড়ে বললেন—"সুপ্রভাত।"

"মিঃ এবনার, সুপ্রভাত!" বলল গিডিয়ন।

"ফসল, দেখছি, এবার খুব ভালই হয়েছে। দেখছি, আপনার কয়েক একর তুলোর ক্ষেতও আছে। এ বছর তুলো থেকে দু পয়সা আসবে বলে মনে হয়।"

"অবশ্য তুলোর ফল তোলার কাজ যদি শেষ করতে পারি," জানালেন এবনার।

"তা আপনি পারবেন।"

এবনার বললেন,—"খুশী হলাম জেনে যে তুই এত আশাবাদী। এখানে এসে তোর পক্ষে আমায় সাহায্য করা সম্ভব হবে কি?"

"তা করতে পারি।"

পকেটে দু হাত দিয়ে এবনার প্যান্টটা একটু তুলে ফেললেন। তারপর থুথু ফেলে, পাছায় কয়েকবার হাত দুটো ঘ'সে তিনি বললেন —"গিডিয়ন, শুনলাম, তোরা নাকি রেলপথে কাজ করছিস্?" এরপর পিটার এল আর এল এবনারের একটা ছ' বছরের মেয়ে।

"এখন অবশ্য করছি না, তবে করে এসেছি।"

"যে নিগ্রো অধিবেশনে যোগ দিয়েছিল তার উপযুক্ত কাজই বটে!"

"তা যে যেভাবে দেখে"—হেসে বলল গিডিয়ন।

"মনে হচ্ছে ত নিগ্রোরা দেশের শাসনভার নিতে চলেছে।"

"মিঃ এবনার, আমি ত সেরকম কিছু বলছি না।"

"তাই নাকি?"

গিডিয়ন বলল,—"মিঃ এবনার, ভিতরে যেতে পারি কি? আমার বড় জলপিপাসা পেয়েছে; এক গ্লাস জল পেলে বড় আনন্দ পেতাম।"

"আমি আনব," ব'লে পিটার পাতকুয়ার দিকে ছুটল।

মিঃ এবনার বললেন—"ভিতরে আয়।"

এবনার গিডিয়নকে একটা গাছের ছায়ায় নিয়ে এসে বসলেন। গিডিয়নও তাঁর পাশে বসল। টিনের কাপে পিটার জল নিয়ে এল। সকৃতজ্ঞ ভঙ্গীতে জল পান ক'রে গিডিয়ন বলল—"আপনার পাতকুয়ার জল ত বেশ ভাল।" "হাঁ," জানালেন এবনার। "জলটা একেই ঠাণ্ডা, তারওপর আমি পাতকুয়ার মুখটা চাপা দিয়ে রাখি।" "ঠাণ্ডা জলের কাছে আর কিছু লাগেনা।" দালানে দেখা দিলেন এবনার

লেটের স্ত্রী। এক মুহূর্ত তাদের দিকে তাকিয়ে তিনি আবার ভিতরে গেলেন।

"পিছন ফিরে বসে থাকলে ভাল সময় কোনও দিনই আসবে না," বলল গিডিয়ন।

"এটা ভাল কি মন্দ সময় যে যা মনে করে।"

ধীরে ধীরে গিডিয়ন উত্তর দিল—"আমি মনে করি যুদ্ধের আগের চেয়ে ভাল দিন আসছে। বড় বড় আবাদক্ষেতের মালিকদের এটা খুব দুঃসময়। কিন্তু ছোট চাষীদের সুসময় আসছে। আগে আর কখনও এরকম সুযোগ আসেনি।"

"হবেও বা।"

একটা ঘাসের শিষ তুলে চিন্তিত ভাবে চিবুতে চিবুতে গিডিয়ন বলল—"তবুও ভাল সময় এক কথা আর বোকার স্বর্গ অন্য কথা।" এবনার চুপ ক'রে রইলেন। সূর্যের দিকে একবার তাকিয়ে তিনি যেন জানতে চাইলেন—গিডিয়ন কতক্ষণ তাঁর বাড়ীতে এসেছে। তাঁর বাঘা কুকুরটা এল এবং গিডিয়নকে একবার শুঁকে শুয়ে পড়ল। ছেলেরা একে একে চ'লে গেল। বাড়ী থেকে শোনা যেতে লাগল মিসেস্ লেটের কণ্ঠস্বর—"পিটার, এদিকে একবার আয়।"

গিডিয়ন বলল—"একবার এই ভাবে জিনিষটা ভেবে দেখুন। অতীত ভেবে কোনও লাভ নেই। এমন একটা লোক নেই যে যুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্ত বা মর্মাহত হয়নি। মেয়েরা একলা বাড়ীতে সেদিন হাড়ভাঙ্গা খাটুনি খেটেছে। দুঃখে তাদের সে সব দিন গেছে তবু তারা মনে আশা রেখেছিল। আপনাদের সঙ্গে আমরাও ফিরে এলাম এবং জামার আস্তিন গুটিয়ে এই দুঃখের রাজত্বে একটা কিছু করতে চাইলাম। সামান্য কিছু বীজ ছিল আর ছিল দু একটা ছাগল

ভেড়া। সে বীজ কটা দিয়েই সামান্য কিছু শাকসব্জী ও ধানের চাষ করেছি। আপনি যেটুকু ধান ও তুলোর চাষ করেছেন একটা মানুষের পক্ষে তা খুব বেশী। ঐ সামান্য চাষেই হয়ত আপনার পিঠের শিরদাঁড়া ভেঙ্গে গেছে। তবু একলার পক্ষে এটা গর্বের কথা। সে যাই হোক্, মিঃ এবনার, অপনি যে জমিতে চাষ করেন সে জমির মালিক কে?"

এবনার গিডিয়নের দিকে এক দৃষ্টে তাকিয়ে বললেন—"কে মালিক? কে জানতে গেছে আর জানার প্রয়োজনই বা কি? প্রথমে জমিটা ডাড্‌লি কারওয়েলের ছিল; তারপর ফাব্‌গুস্‌ন্ হোয়াইট নামে একটা লোকের কাছে তিনি দেনার দায়ে জমিটা খোয়ান। লোকে বলে হোয়াইটও টেক্সাস্ না কোথায় চলে গেছে?"

"সবই সত্যি। খাজনার দায়ে ডাড্‌লি কারওয়েলের সব জমি বেদখল হয়ে গেছে।"

"ভাল, তা যাক্। ভগবান জানেন—খাজনা দেবার মত একটা কানাকড়িও আমার কাছে নেই।"

শান্তভাবে গিডিয়ন বলল—"ঐটাই ত ভাববার বিষয়। আগামী অক্টোবরের যে কোনও দিন কারওয়েলের এ সব জমি কলম্বিয়ায় নিলামে বিক্রী হয়ে যাবে। আমি এ সংবাদ পেয়েছি ফেডারেল কমিশনারের কাছ থেকে। এক একটা ভাগে হাজার একর ক'রে জমি থাকবে। ছোট ছোট ভাগে বিক্রী হবে না। যখন সমস্ত জমি বিক্রী হয়ে যাবে তখন আমরা কোথায় দাঁড়াব আর মিঃ এবনার, আপনিই বা কোথায় দাঁড়াবেন?"

"যেখানে আছি সেখানে," বোকার মত বললেন এবনার। "কোনও শালা ইয়াংকি বা নিগ্রো-মালিকের সাধ্য নেই যে আমাকে এখান

থেকে হটায়। তাদের মত আমিও যুদ্ধ করেছি কিন্তু কি ছাই-পাঁশ জুটেছে আমার? কিছু না। আমি এখানে আমার গাধার ওপর চ'ড়ে বসে রইলাম, কার ক্ষমতা আছে তাড়াক্ দেখি?"

"মিঃ এবনার, মাপ করবেন। আপনি কি বলছেন একবার ভেবে দেখুন। কেউ আপনাকে তাড়াতে পারবে না—এ কথা বলতে খুব ভাল শোনায় কিন্তু কার্যক্ষেত্রে ওর কোনও মূল্য থাকে না। মনে করুন, শেরিফ এলেন; তখন আপনি কি করবেন? আইনের বিরুদ্ধে লড়বেন? আবাদক্ষেতের যে মালিকের পিছনে রয়েছে রাষ্ট্রের আইন-আদালত তার সঙ্গে আপনি লড়বেন? লড়বেন ত বুঝলাম কিন্তু কেমন ক'রে?"

"সে সম্পর্কে একজন নিগ্রোর উপদেশ নেব না।"

"খুব ভাল। আর এক মিনিট, মিঃ এবনার। নিগ্রোদের আপনি কি ভাবেন তা আপনিই জানেন। সে সম্পর্কে তর্ক করতে আমি আসিনি। কিন্তু একটা কথা আমি বলতে চাই—যাও কেন না আপনি নিগ্রোদের ভাবুন, নিগ্রো অপনার শত্রু নয়।"

এবনার গিডিয়নকে অনুত্তেজিত ভাবে বললেন—"এখান থেকে তুই দূর হ।"

মুখটা গম্ভীর ক'রে গিডিয়ন বলল—"এখান থেকে আমি চলে যাচ্ছি। কারওয়েলের এ সব জমিজায়গা নিলামে বিক্রী হতে চলেছে আর আপনি দুনিয়ার সমস্ত লোককেই ঘৃণা ক'রে চলেছেন। কিন্তু আপনি কি করবেন? আপনি শুনতে চান আর নাই চান, একটা কথা আমি বলব, মিঃ এবনার। শুধু জমি কেনার অর্থের জন্যই আমি আমার দলবল নিয়ে সেই জলাভূমিতে কাজ করতে গিয়েছিলাম। এ দেশে যার জমি নেই সে ক্রীতদাসের সামিল। মিঃ এবনার সে

ক্রীতদাস শ্বেতাঙ্গই হোক্ আর কৃষ্ণকায়ই হোক তাতে এমন কিছু পার্থক্য হয় না। আমাদের কাছে এখন হাজার ডলার আছে এবং আমরা যদি এমন একটা ব্যাঙ্কার পাই যে বন্ধক রেখে বেশ কিছু অর্থ ধার দেবে তাহলে আমরাও নিলামে কয়েক হাজার একর জমি দর করি। সত্যই খুব ভাল হয় যদি আপনিও যান এবং আপনার জমি কেনেন।"

এবনার লেট মাটির দিকে চোখ রেখে হেলে দুলে অন্যমনস্কভাবে মাটির ওপর আঁচড় কাটতে লাগলেন। সময় চলে যেতে লাগল। লেট্ একটা কথা বললেন না, শুধু তাকিয়ে রইলেন নিজের ভাঁজ-করা সুদীর্ঘ হাতের দিকে। তাঁর হাতের কমলালেবু রঙের লোমগুলো সরু তারের মত কেমন কুঞ্চিত হয়ে উঠেছে! একজন ইয়াংকি তাঁর হাতের কব্জিতে খোঁচা মেরেছিল। সে জায়গার দাগ এখনও মিলায়নি! গিডিয়ন তাঁর দিকে তাকাল ও বুঝতে চেষ্টা করল তাঁর সেই জীবনব্যাপী মর্মান্তক অন্তর্দ্বন্দ্ব! কাকে তিনি ঘৃণা করেন? কার জন্য তিনি লড়াই করেছেন? একটা যুদ্ধ চলে গেছে। কয়েক বছর ধরে স্বচ্ছন্দ জীবনযাত্রা হয়েছে ব্যাহত, দেশব্যাপী চলেছে হানাহানি। মৃত্যুর কবল থেকে রেহাই পাবার নিয়ত চেষ্টা করতে হয়েছে। এরপর সকল মানুষের পরিবর্তন না হয়ে যায় না। এ সবের পরেও কোনও মানুষ ফিরে এসে আগের মত লাঙ্গল ধরতে পারে, পারে শুয়োরের বাচ্চাগুলোকে খাবার দিতে কিন্তু আগের সেই মানুষ থাকে না।

শেষে ক্লান্ত সুরে এবনার বললেন—"আমার ত কোনও অর্থ নেই। গিডিয়ন, বাড়াতে আমার আছে চার ডলার ষাট সেণ্ট। এই আমার সর্বস্ব।" তাঁর কথার সুরে বাজে না কিছু আগের সেই তীক্ষ্ণতা

গিডিয়ন বলল—"এ ক্ষেত্রে আপনার অর্থ না থাকলেও চলে যাবে।

আমাদের যে অর্থ আছে তাতেই চলে যাবার হলে চলে যাবে। আমি চাই এমন কতকগুলো পরিবার যাদের মধ্যে জমি ভাগ ক'রে দেওয়া যাবে। এখানে কারওয়েলে আছে সাতাশ ঘর কৃষ্ণকায় আর সাত ঘর শ্বেতাঙ্গ। এরা সবাই সেই আগের জমি চাষ ক'চ্ছে। কিন্তু এ সব জমি বিক্রী হয়ে গেলে হয় তাদের এখান থেকে উঠে যেতে হবে, নয়ত ভাগচাষী হতে হবে। একটা পরিবারের ভরণপোষণের জন্য আশি থেকে নব্বই একর জমি থাকা দরকার। এর মধ্যেই থাকবে জ্বালানি কাঠের জন্য একটু জমি, সামান্য একটু গোচর আর বাকিটা চাষের জমি। আমরা যদি তিন হাজার একরের মত জমি নিলাম থেকে কিনি তাহলে এ কয় ঘরের প্রয়োজন মিটতে পারে।"

এবনার প্রশ্ন করলেন—"কিন্তু আমাকে তোদের এত প্রয়োজন কেন? কি তোদের করেছি আমি? নিগ্রো-প্রীতি ত আমার নেই। নিগ্রোদের সঙ্গে আমি কি কখনও সহযোগিতা করেছি যে তুই আমার কাছে এসেছিস্?"

"তা ঠিক," গিডিয়ন স্বীকার করল।

"তাহলে আমাকে কেন?"

গিডিয়ন বলল—"সবই ঠিক। কিন্তু একটা জিনিষ ভেবে দেখুন। আমাদের এই দক্ষিণাঞ্চলে চল্লিশ লক্ষ নিগ্রো আর আশি লক্ষ শ্বেতাঙ্গের বাস। সত্যকথা দক্ষিণ ক্যারোলিনায় সমগ্র জনসংখ্যার বেশীর ভাগ কৃষ্ণকায় লোক। অতীত আর ঘুরে-ফিরে আসছে না। যুদ্ধ সব কিছু খতম করেছে। অধিবেশন ও নির্বাচনের মধ্যে দিয়ে এই দক্ষিণাঞ্চলে নতুন জীবনের আবির্ভাব হচ্ছে। মিঃ এবনার, সে নতুন জীবনটা কি? কি ক'রেই বা বলবেন? এখান থেকে ত সে নতুন জীবনের কোনও লক্ষণ দেখা যাবে না। এখানে আজও রয়েছে অতীত দিনের সেই ভাঙ্গা

কাঠের ঘর, মানুষে মানুষে সেই বিদ্বেষ ও সেই দেশব্যাপী অজ্ঞানতা। এদের মধ্যে কোথায় সে জীবনের স্পন্দন? কোনও সৃষ্টি আপনা থেকে হয় না। প্রতিটি সৃষ্টির পিছনে রয়েছে প্রয়াস। জলাভূমির মধ্যে দিয়ে রেলপথ এল কিন্তু শুধু কথায় হয়েছে কি? বহুলোকের শ্রমের ফলেই হয়েছে। এখানেও সেই একই কথা। সুজলা সুফলা আমাদের দেশ। সামান্য পরিশ্রম করলেই এখানে সোনার ফসল ফলবে। ইয়াংকিদের দেশের মত এখানে প্রচণ্ড শীত নেই আবার আরও দক্ষিণের মত রোগের প্রকোপ নেই। এখানকার লোকেরাও ভাল, যেমন শ্বেতাঙ্গরা তেমনি কৃষ্ণকায়রা—"

এবনার বললেন—"সব ছিল কিন্তু ইয়াংকি শালারা সব নষ্ট করেছে।"

"কিন্তু এখনও কি তারা নষ্ট ক'রে চলেছে? কে না জানে—যুদ্ধে আছে শুধু ক্ষয় আর ক্ষতি। তবুও আমি বন্দুক নিয়েছি, আপনিও কাঁধে বন্দুক তুলেছিলেন। সত্যকথা বলতে কি আপনি ও আমি পরস্পরের বিরুদ্ধে লড়েছিলাম। কিসের জন্য? সত্যকথা ইয়াংকিরা এখানে এসে নিগ্রোদের মুক্ত করেছিল এবং তার ফলে এখানকার আবাদক্ষেতের অর্ধেক শ্বেতাঙ্গ মালিকের সর্বনাশ হয়েছে। কিন্তু আবাদক্ষেত আর ক'টা? এখানে যেদিকেই দৃষ্টি ফিরাবেন, দেখবেন শুধু কারওয়েলদের জমি। আমি আর ক্রীতদাস নই আর আপনার অবস্থাও ধরে নিলাম আগের চেয়ে ভাল হয়েছে। কিন্তু সেদিনও যেমন নিজের বলতে একটুকরো জমি আশা করতে পারেননি তেমনি আজও পারেন না! ভাল জমি বলতে সবই ওদের আবাদ-ক্ষেত। আপনাদের হয় জলাভূমিতে, নয় জঙ্গল পরিষ্কার ক'রে চাষ করতে হয়েছে। ইয়াংকিরা পিছনে রেখে গেছে এই সব আবাদক্ষেত আর আমাদের জন্য আগের চেয়ে একটু বেশী আশা।"

এবনার হাত দিয়ে ধুলো সরিয়ে বললেন—"তারপর ?"

"এবার আমাদের ভবিষ্যতের কথায় আসা যাক্। আমরাই কেবল ভবিষ্যতের রূপ দিতে পারি। কিন্তু কোনও কিছুই কাজে আসবে না যদি আমরা শ্বেতাঙ্গ ও কৃষ্ণকায়কে এক ক'রে না দেখি। সে ভবিষ্যতে যদি আপনার ও আমার স্থান একসঙ্গে না থাকে তবে এ ঘৃণারও শেষ নেই। জমি কেনার জন্য আমাদের শক্তি অনেক বেড়ে যাবে যদি আপনি আসেন, আসেন ম্যাক্রব্রোমলি, আসেন কার্সন ভাইরা এবং ফ্রেড ম্যাকাহউ।"

"তারা আসবে না।"

"তাঁরা আসতেও পারেন, মিঃ এবনার। এখানে সবকিছুরই পরিবর্তন হচ্ছে। এখানে আমাদের জন্য একটা স্কুল খুলেছি। এর কোনও কারণ নেই যে, আপনার ছেলেরা সে স্কুলে যাবে না। হয়ত একদিন সরকারী সাহায্যে গড়ে উঠবে সুন্দর স্কুল। শুধু একজন কৃষ্ণকায় আর একজন শ্বেতাঙ্গ বলেই কি আমার ও আপনার ছেলে-মেয়ে এক স্কুলে পড়তে পারবে না ?"

এবনার মাথা নাড়ালেন।

"কথাটা ভাববার মত মিঃ এবনার। তবে একদিনেই যে এসব সংস্কার যাবে না তা' আমি স্বীকার করি। কিন্তু এ জমির প্রশ্নে আপনার আমাদের সঙ্গে না আসার কোনও কারণ নেই।"

এবনার জোর ক'রে বললেন—"আমি কোনও নিগ্রোর দয়া চাই না।"

"দয়া দেখিয়ে আপনার সহানুভূতি চাইতে আমি আসিনি। ব্যাঙ্কারের কাছে গিয়ে যদি বলি যে শ্বেতাঙ্গরা আমার এই জমি কেনার পিছনে আছে, তাহলে আমার বিষয়টা আরও জোরদার হবে।"

একটু পরে মিঃ এবনার বললেন—"হয়ত হবে। তুই কি ক'রে জানলি যে তারা আমাদের কাছে জমি বিক্রী করবে?"

"আমি জমির ইয়াংকি দালালের সঙ্গে কথা বলেছিলাম। তিনি বলেছেন যে এ নিলামে কোনও পক্ষপাতিত্ব দেখান হবে না। যে বেশী দাম দেবে সেই জমি পাবে।"

"যদি বলি, তুই মিথ্যে কথা বলছিস্?"

"তাহলে তাই," বলল গিডিয়ন।

তারপর তারা পরস্পরের দিকে তাকাল এবং এই প্রথম এবনার হেসে ফেললেন।

"জমি কিনতে কে যাবে?"

"আমার লোকেরা চায় যে আমি তাদের হয়ে কথা বলি। কিন্তু এখনও কিছুই সাব্যস্ত হয়নি। পরে এই নিয়ে আমরা আলোচনা করতে পারি।"

"আমি তোর ওপরই সব ছেড়ে দিলাম।"

গিডিয়ন জিজ্ঞাসা করল—"তাহলে আপনি আমাদের সঙ্গে আসছেন?"

"হাঁ।"

গিডিয়ন বলল—"আপনার সঙ্গে করমর্দন করতে পেলে আমি নিজেকে গর্বিত ও সৌভাগ্যবান মনে করব।"

জীবনে এই প্রথম এবনার লেট্ একজন নিগ্রোর সঙ্গে করমর্দন করলেন।

কার্সন ভাইদের সঙ্গে দু ঘণ্টা কথাবার্তা বলার পর তারাও সম্মত হল এবং গিডিয়নের হাতে জমি কেনার তহবিলে পঁয়ষট্টি ডলার দিল। ম্যাক্স ব্রোমলি গিডিয়নের কোনও যুক্তিতর্কে কান দিলেন না। তিনি

জানালেন নিগ্রোদের সঙ্গে কোনও কাজেই তিনি আসতে চান্ না। ফ্রেড ম্যাক্'হুউ সম্মত হলেন এবং সেই সঙ্গে সম্মত হলেন তাঁর শ্যালক জেফ্ সাটার। গিডিয়নের নিজের লোকেরা প্রশ্ন তুলল—"এর মধ্যে শ্বেতাঙ্গদের টানা কেন? অর্থ বলতে যা কিছু সব ত আমাদের। তাদের একজনও ত সেই জলাভূমিতে মরতে যায়নি?" তাদের বোঝাতে গিডিয়নের তিনদিন লাগল।

একই কথা গিডিয়ন তাদের বার বার বুঝিয়ে বলল। প্রায় অর্ধেক লোক গিডিয়নের পক্ষে ছিল। পরিশেষে অবশিষ্ট লোকেরাও গিডিয়নের কথা স্বীকার ক'রে নিল। গত কয়েকমাসের মধ্যে এই প্রথম গিডিয়ন একটা বিরাট জয়লাভ করল। রাসেলকে জড়িয়ে ধরল গিডিয়ন যেন কোন অতীতের স্বপ্ন আবার ফিরে এসেছে।

গিডিয়নের সঙ্গে কথাবার্তা হওয়ার চারদিন পরে সকালবেলা এবনার লেট্ দুই ছেলেকে পাহাড়ের পাশ দিয়ে হাঁটিয়ে নিয়ে এলেন। গিডিয়নের সঙ্গে দেখা ক'রে তিনি বললেন—"হেলেনের সঙ্গে এই নিয়ে আমার কথাবার্তা হয়েছে। আমার স্ত্রীর ইচ্ছে ছেলেরা একটু লেখা-পড়া করুক্।"

ওদিকে ছেলেদুটো চীৎকার করতে করতে হাতাহাতি ও লাথালাথি সুরু করে। এবনার তাদের মাথায় দু চারটা গাঁট্টা দিয়ে বললেন, "তোদের লজ্জা করে না? আচ্ছা, দেখছি!"

নিগ্রোদের কাছে এতখানি পথ হেঁটে আসার লজ্জা এবনারকে পেতে হল। গিডিয়ন বুঝল সে লজ্জা এবং যতদূর সম্ভব তাকে সহজ ক'রে দিল। সে বলল—"ধন্যবাদ আপনাকে। এই ত সবে সুরু।"

এবনার মাথা নেড়ে পিছন ফিরলেন এবং কিছু না বলেই অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

৭

কলম্বিয়ার ফার্স্ট ন্যাশনাল ব্যাঙ্কের সহ-সভাপতি কার্ল রবিন্স মাথা নেড়ে গিডিয়নকে জানালেন—এতে তাঁর কিছুমাত্র আগ্রহ নেই। তিনি তাচ্ছিল্যের হাসি হেসে এরকম ব্যাপারে তাঁর অনুৎসুক মনোভাব জানিয়ে দিলেন। মাথায় তাঁর বড় টাক এবং তার চারপাশে গুটিকয়েক চুল। চোখদুটো তাঁর নীল এবং ছোট। তাঁর ঘাড়ের পিছনে অনেকখানি মাংস; দেখে মনে হয় যেন তার ওপরই বসান আছে তাঁর মাথার খুলি। বেশ ধীরভাবে তিনি গিডিয়নকে বললেন—

"জ্যাক্সন, এত সহজে কোনও জিনিষই হয় না; তা যদি হত, তাহলে নিয়ম-শৃঙ্খলা বলে আর কিছু থাকত না। একহাজার ডলার নিয়ে এসে তুমি বলছ যে তুমি কয়েকজন হাস্যাস্পদ নিগ্রো ও নিম্নশ্রেণীর শ্বেতাঙ্গের প্রতিনিধি। কারওয়েলের খানিকটা জায়গা জুড়ে ব'সে থাকলেও এদের নিজের বলতে কিছু নেই। এর পরেও তুমি প্রস্তাব করেছ যেন এই ব্যাঙ্ক থেকে তোমাকে নিলামে জমি কেনার জন্য টাকা দাদন করা হয়। পাগলামি ছাড়া একে আর কি বলব?"

গিডিয়ন তর্ক ক'রে বলল—"কিন্তু বন্ধক রেখে আমি দাদন চেয়েছিলাম—"

রবিন্স বাধা দিয়ে বললেন—"একটু বিবেচনা ক'রে কথা বল। দিনকাল খুব খারাপ। এমনি বন্ধক রাখতে লোকে আজকাল ইতস্তত করে, তার ওপর যে জমির অস্তিত্ব নেই তা বন্ধক র'খার কথা না তোলাই ভাল। চাল নেই চুলো নেই কতকগুলো নিগ্রোদের দেওয়া খৎ কোন্ কাজে আসবে?"

"মিঃ রবিন্স, আমাদের চালচুলো নেই এমন নয়। এই মাটিতে

আমাদের জন্ম—এই মাটিতে আমরা জীবনের এতদিন কাটালাম। আমাদের অনেকে এই মাটির বুক চিরে বছরে তিনটে ফসল ফলিয়েছে। আপনি যদি একবার কারওয়েলে যান এবং সেখানকার অবস্থা দেখেন তাহলে আপনার মত পাল্টাতে পারে।"

রবিন্স বললেন—"একজন নিগ্রো আমাকে চিন্তা করতে শেখাবে—এ আমি বরদাস্ত করতে পারি না।"

"মিঃ রবিন্স, আমি ওরকম কিছু বলতে চাইনি। বিশ্বাস করুন। সরল বিশ্বাসে আমি একাজ করছি। কয়েক একর জমি পাব—এই শুধু আমাদের আশা।"

কিছু দূরে রক্ষী দাঁড়িয়ে আছে। অধৈর্যের সঙ্গে হাতের ঘড়িটা দেখে নিয়ে এবং রক্ষীর প্রতি ইঙ্গিতসূচক মাথা নেড়ে মিঃ রবিন্স বললেন—"আমি ওসব কিছু দেখতে চাই না। যদি সরল বিশ্বাসে কাজ করার ইচ্ছে তোমাদের থাকে তাহলে যে জমি কিনবে তার কাছেই তোমরা কাজ করতে পারবে। আর তাছাড়া নিগ্রো জমির মালিক হবে এ আমি পছন্দ করি না। জমি পেলে তারা খারাপ হয়ে যাবে। যাক্ মিঃ জ্যাকসন, এর জন্য আমি খুবই দুঃখিত। কাজের লোক আমি—"

সেই মুহূর্তে রক্ষী এল এবং গিডিয়নকে হাত ধ'রে বার ক'রে দিল।

* * *

রাসেল গিডিয়নকে বলল—"গিডিয়ন, আমি বলছি সব ঠিক হয়ে যাবে। বিশ্বাস কর।" কথাগুলো শুনে গেলেও গিডিয়ন তখন অন্য একটা চিন্তায় অন্যমনস্ক রইল। তার স্বজাতীয়রা দৈনন্দিন জীবনের কথাই শুধু ভাবে—ভাবে না পরের দিন কি হবে। এক রাত্রিতেই দাসত্বের শিকল ছেঁড়া যায় না। রক্তে মাংসে মিশে গেছে সে দাসত্বের

মনোবৃত্তি। হতাশা ও তিক্ততা নিয়ে সে বাড়ী ফিরেছে। কিন্তু রাসেল তাকে কাছে পেয়েই সুখী। একরকম রাগত ভাবেই সে বলতে আরম্ভ করেছিল—"তুমি কি দেখতে পাচ্ছ না—।" মাঝখানে সে বাধা পেল যখন রাসেল বলল—"সমস্ত ঠিক হয়ে যাবে। লক্ষ্মীটি, তুমি মনোস্থির কর।"

তার দিকে তাকাল গিডিয়ন—দেখল তার সুঠাম দেহে নারীত্বের লালিত্য, তার মসৃণ গণ্ডদেশ, তার ক্ষুদ্র বঙ্কিম নাক, তার চক্‌চকে রঙ্‌। গিডিয়ন হেসে ফেলল। রাসেল জিজ্ঞাসা করল—"আমার দিকে তাকিয়ে অত হাসছ কেন?"

"হাসছি না ত।"

গিডিয়ন ভাবল—তাদের প্রেম-প্রীতির এই সব সম্বন্ধ, এই সব ক্ষুদ্র ভয়, ক্ষুদ্র আশঙ্কা ও এই সরল জীবনধারা অবিশ্বাস্যভাবে ক্রমশ যেন জটিল হয়ে উঠছে—যেন ছুটছে সেই দিকে যেদিকে বহে চলেছে অনন্ত-কাল ধরে সমগ্র মানুষের স্পন্দিত জীবনধারা। কত মানুষের উত্থান ও পতন, হর্ষ ও বিষাদ, সফল প্রয়াস আর বিফল বাসনার কি অপূর্ব লীলা সে জীবনধারায়! কোন্ দূর অতীতে আফ্রিকার তটভূমি থেকে এসেছিল এক কৃষ্ণকায় নিগ্রো! সেই নিগ্রোর সঙ্গে যোগ রয়েছে এই নারীর, যে তার স্ত্রী, যাকে সে হৃদয় ঢেলে ভালবাসে ও যাকে কেন্দ্র ক'রে গ'ড়ে উঠেছে এক পারিবারিক সম্বন্ধ!..................

"কি অত ভাবছ?" বলল রাসেল। জেনি গিডিয়নের হাত বেয়ে উঠতে চেষ্টা করল। মার্কাস আগুনের সামনে শুয়ে আছে। রাসেল বলল—"জেনি, শুতে যা।"

গিডিয়ন জেনিকে জিজ্ঞাসা করল—"এখন আবার কি?" "সেই শিয়াল ভাই এর গল্প।" "শিয়াল ভাইএর গল্প যা জানতাম সব ত

বলেছি।" "কিন্তু কেন সে কচ্ছপ ভাইকে কোনও আমল দেয় না?" "যতটুকু দেবার দেয়। তাছাড়া শিয়াল ভাই সেই পাইন বনে সকলের চেয়ে চালাক। কচ্ছপের গায়ে মোটা খোলস। তাকে কেউ চালাক বলবে না। সুতরাং চালাক লোক কি বোকা লোককে খুব বেশী আমল দেয়?" রাসেল তাকিয়ে রইল গিডিয়নের দিকে। গল্পের সমস্ত কথা তার কানে গেল না। মার্কাসও খুব ভালভাবে শুনল না। অতি পুরোন গল্প! মনোযোগ দেবার কিই বা আছে? হঠাৎ দরজায় কে আঘাত করল। রাসেল দরজা খুলে দিতে জেমস্ এলেনবি ঘরে প্রবেশ করলেন। তিনি এসে বসলেন এবং গিডিয়নের গল্প শেষ না হওয়া পর্যন্ত একটা কথাও বললেন না। গিডিয়নের গল্প জেনির ঘুম না আসা পর্যন্ত চলে। গিডিয়নের গলা জড়িয়ে জেনি শুয়ে রইল। ঘুমিয়ে পড়লে গিডিয়ন তাকে মাদুরের ওপর শুইয়ে দিল। আগুনের পাশে আরামে বসে মার্কাস ঢুলতে লাগল। তার সেই তন্দ্রালু রূপ দেখে মনে হল তার মধ্যে জৈবজীবন যেন সকল হিংস্রতা নিয়ে সবে বেরিয়ে আসছে। বাইরের আবহাওয়ার ওপর মন্তব্য ক'রে এবং রাসেলকে কত সুন্দর দেখতে হয়েছে ব'লে এলেনবি কথা সুরু করলেন:

"কলম্বিয়ায় যা ঘটেছে তা আগেই আমরা আশা করেছিলাম গিডিয়ন।"

"তা ঠিক।"

"এখন কি করা যায় ভেবে দেখেছ কি?"

"মনে হয় চার্লসটনে একবার যেতে হবে।"

"তাদের কাছ থেকেও খুব বেশী সমর্থন পাবে না।"

গিডিয়ন বলল—"তারপর বোষ্টন আছে, আছে নিউইয়র্ক, ফিলাডেলফিয়া—"

"শেষ পর্যন্ত কোথাও না," ভাবল রাসেল।

চিন্তিতস্বরে এলেনবি বললেন—"গিডিয়ন, জমি তোমার চাই-তাই না?"

"হাঁ, সেজন্য একবার চেষ্টা ক'রে দেখব।"

বৃদ্ধ লোকটি বললেন—"আমিও তাই মনে করি। যে রাত্রিতে আমার ঘরে তুমি ছিলে সেদিনই বুঝেছিলাম যে তোমার চলার পথে কোনও বাধাকে তুমি স্বীকার ক'রে নেবে না। কে তোমার পথ রোধ ক'রে দাঁড়াবে গিডিয়ন? তবে করতে হবে বলেই কোনও কাজ কোর না। ক্ষমতা জিনিষটা স্থানকালপাত্রভেদে অনেকসময় খারাপ হয়ে যায়। আর যেখানেই যাও বাড়ী আসতে কখনও ভুল না।"

"কি বলতে চান খুলে বলুন।"

এলেনবি কাঁধ দুটো তুলে একপ্রকার ভঙ্গী ক'রে হাসলেন; তারপর বললেন—"গিডিয়ন, আমি বুড়ো হয়েছি আর কথাও একটু বেশী বলি। যদি তুমি উত্তরাঞ্চলে যাও এবং ইয়াংকিদের সঙ্গে দেখা কর, মনে রেখ, তারাও মানুষ, অন্য কিছু নয়। তাদের মধ্যে অনেকে আছে যারা দক্ষিণাঞ্চলের লোকদের অপেক্ষাও নিগ্রোকে বেশী ঘৃণা করে। আর ঐ সমস্ত লোকের কাছে আমরা বিদেশী এবং কালো চামড়ার আজব জানোয়ার বিশেষ। কিন্তু আমাদের ঘৃণা করলেও দক্ষিণাঞ্চলের এই সব লোকের কাছে আমরা বিদেশী নই। এই পাইন বন, তুলো ও তামাকের মত এই মাটির সঙ্গে আমাদের রয়েছে অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ। আবার সেখানে এমন কয়েকজন ইয়াংকির সাক্ষাৎ পাবে যারা সত্যই অদ্ভুত। এক টেবিলে তোমার সঙ্গে বসবে এবং তোমার সঙ্গে করমর্দন করবে। গায়ের রঙে তাদের কাছে কিছুই এসে যায় না। গিডিয়ন, এই সমস্ত লোককে বিশ্বাস করবে ও তাদের সদিচ্ছাকে সত্য বলে

জানবে। তাদের দুপুরুষ আমাদের মুক্তির জন্য লড়াই করেছে। যেহেতু তারা সকল মানুষের মধ্যে ভ্রাতৃত্ববোধে বিশ্বাস রাখে, তাদের সম্বন্ধে অনেক মিথ্যা প্রচার তুমি শুনতে পাবে কিন্তু কখনও বিশ্বাস করবে না।"

গিডিয়ন মাথা নাড়াল। বৃদ্ধ লোকটি হেসে গিডিয়নের জানুর ওপর একটা হাত রাখলেন এবং বললেন—"কারুর দান নেব না—এমন আত্মশ্লাঘা থাকা উচিত নয়। নেবার যদি কেউ না থাকে আবার দেবারও যদি কেউ না থাকে তবে ত সমস্ত মানুষই বর্বর হয়ে যাবে। অত্যন্ত দরকারী বিষয়ে তুমি যাচ্ছ কিন্তু যদি কিছু বই-শ্লেট ও খাতা পেন্সিল পাও নিয়ে এস। এখানে আমাদের দরকার।"

"আমার মনে থাকবে," বলল গিডিয়ন।

গিডিয়নের লেখাপড়া কিন্তু থামেনি। কলম্বিয়াতে সে ব্ল্যাকষ্টোনের লেখা ইংলণ্ডের আইন সম্বন্ধে একটা বই পেল। বইটা পুরাণ ও জীর্ণ। ষাট সেণ্ট দিয়ে সে বইটা কিনল। এণ্ডার্সন ক্লে গিডিয়নকে পেইনের "রাইটস অব ম্যান" বইখানা পাঠালেন। তার সামান্য জ্ঞান ও জীবনের অভিজ্ঞতার সঙ্গে বইটার কোনও সামঞ্জস্য ছিল না। সুতরাং বিষয় বস্তুতে অস্পষ্টতা থাকায় বইটা গিডিয়নের কাছে চিরদিনের জন্য এক অপূর্ব বিস্ময়ের বস্তু হয়ে রইল। এলেনবির কাছে পোর কতকগুলো কবিতা ছিল। সেগুলি তিনি গিডিয়নকে দিয়েছিলেন। গিডিয়ন সে কবিতাগুলো পড়ে সংশয়গ্রস্ত হল। "কারুর মধ্যেই যেন জীবনের স্পন্দন নেই", সে বলল। এমার্সনের লেখা তাকে আনন্দ দেয়। এলেনবি বলেছিলেন, "যদি তুমি তাকে দেখতে পেতে গিডিয়ন!"

* * * * *

শীত পড়ছে। গিডিয়ন চার্লসটনে আবার এল। কার্টারদের বাড়ীতেই

সে উঠল। কার্টারদের বাড়ীতে আনন্দের সাড়া পড়ে গেল। গিডিয়ন ফ্রান্সিস কার্ডোজোর বাড়ীতে এসে হাজির হল। একটা অবাক ধরণের হাসি হেসে কার্ডোজো গিডিয়নের হাত ধ'রে বললেন—"তাহলে গি ডয়ন, আবার আমাদের কাছে এলেন!"

"হাঁ। এলাম ত।"

"মনে হচ্ছে বয়সে ও জ্ঞানে অনেক বছর এগিয়ে গেছেন।"

"আমাদের প্রত্যেকেই," গিডিয়ন স্বীকার করল।

কার্ডোজোর বৈঠকখানায় গি ডয়ন হাত দুটো জানুর তলায় রেখে সোজা হয়ে বসে রইল। এক গ্লাস মদ ও কিছু মিষ্টি কেক সে খেল। আগে যেমন সে দেখেছিল তার চেয়ে ঘরটা যেন অনেক ছোট হয়ে গেছে, কার্ডোজোও যেন অনেক খর্বকায় হয়েছেন। গিডিয়ন ধীরে ও সুচিন্তিতভাবে কথা বলতে লাগল এবং কলম্বিয়ায় ব্যাঙ্কারের সম্বন্ধে কথা না ওঠা পর্যন্ত কার্ডোজো একটা কথাও বললেন না।

"গিডিয়ন, আপনি কি এতে খুব বেশী বিস্মিত হয়েছেন?"

"না, আমি খুব বেশী বিস্মিত হইনি। এমনি কিছু ঘটবে—আমি আগেই আশা করেছিলাম।"

চিন্তিতভাবে কার্ডোজো বললেন—"হয়ত এখানেও একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হবে। আপনি জানেন, গিডিয়ন, রবিন্স তাঁর নিজস্ব মতবাদ অনুযায়ী অন্যায় কিছু করেননি। দু এক হাজার ডলার, সেই সঙ্গে একটা অঙ্গীকার, কয়েকটা শ্বেতাঙ্গ ও কৃষ্ণকায় পরিবারের সমর্থন আর একটা স্বপ্নের মত অস্পষ্ট ভবিষ্যৎ—এ ছাড়া আর কিই বা আপনাদের দেবার আছে?"

"কিন্তু চিরদিন স্বপ্নের মধ্যেই ত লুকিয়ে থাকে ভবিষ্যৎ," বলল গিডিয়ন।

"কম বেশী তা সত্যি। কিন্তু গিডিয়ন, আপনি দেখতে পাচ্ছেন দক্ষিণাঞ্চলের বড় সমস্যা হচ্ছে জমি-সমস্যা আর এই সমস্যার সমাধানের ওপর নির্ভর করছে আমাদের ভবিষ্যৎ। কিন্তু কেমনভাবে সে সমস্যার সমাধান করা যায়? গত বছর মার্চ মাসে থ্যাডিয়ুস ষ্টিভেন্স কংগ্রেসে জমি-ভাগ সংক্রান্ত একটা বিল এনেছিলেন। বিদ্রোহীদের প্রতিটি আবাদক্ষেত দখল ক'রে এবং সে সব জমি বিখণ্ডিত ক'রে প্রতিটি মুক্তিপ্রাপ্ত নিগ্রোকে চল্লিশ একর জমি ও ঘর বাঁধবার জন্য পঞ্চাশ ডলার দেওয়া হোক—এই ছিল তাঁর প্রস্তাব। এক মুহূর্ত অপেক্ষা কর, থ্যাডিয়ুস এ সম্বন্ধে কি বলেছিলেন আমি পড়ে শোনাচ্ছি—।" কার্ডোজো তাঁর ডেস্কের কাছে গেলেন এবং কতকগুলো কাগজপত্র উল্টেপাল্টে গিডিয়নের দিকে ফিরে পড়লেন—"কোনও সন্দেহই নাই যে, এই পরিকল্পনা গ্রহণ করিলে দক্ষিণাঞ্চলের সমস্ত সামাজিক ব্যবস্থার ও রীতিনীতির বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধিত হইতে পারে। তাহাদের নীতি ও মনোবৃত্তির ক্ষেত্রে এই বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনয়ন করাই এই পরিকল্পনার লক্ষ্য। ইহাতে চকিত ও সন্ত্রস্ত হইবে তাহারা—দৃঢ় নয় যাহাদের মন ও দুর্বল যাহাদের স্নায়ু। রাজনৈতিক ও আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে সমস্ত নূতন ও মহৎ অবদানেই এমন ঘটিয়া থাকে। দক্ষিণাঞ্চলের রাষ্ট্রগুলি স্বৈরাচারী, জনগণের গভর্ণমেণ্ট নয়। যেখানে দুই চার হাজার লোক সমস্ত ভূসম্পত্তির মালিক সেখানে সকলের সমান অধিকার থাকা অসম্ভব। একদিকে যেখানে রহিয়াছে কয়েকজন নবাব আর অন্যদিকে অসংখ্য ক্রীতদাস, একদিকে যেখানে উঠিয়াছে প্রাসাদোপম সৌধ আর অন্যদিকে তাহাদেরই পাশে রহিয়াছে অসংখ্য বস্তিবাসী, সেখানে কি করিয়া গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান, বাধামুক্ত শিক্ষাব্যবস্থা, কুসংস্কারবর্জিত গীর্জা ও স্বাধীন সামাজিক আদান-প্রদান থাকিতে পারে?"

কার্ডোজো আবার নিজের কথায় ফিরে এলেন। হাত তুলে তিনি বললেন—"এই হচ্ছে তাঁর কথা। ষ্টিভেন্সেরই কথা মত আমরাও আমাদের অধিবেশনে, আমাদের শাসনতন্ত্রে একটা অসামঞ্জস্য সৃষ্টি করেছি। আমাদের সুন্দর সুন্দর প্রস্তাবের যদি কোনও অনন্যপেক্ষ ভিত্তি না থাকে তবে তাতে কি লাভ হবে? এখানকার অসংখ্য জমিহীন দাসদের জমি দিলেই আমরা সব কিছুরই ভিত্তি স্থাপন করতে পারব।"

গিডিয়ন প্রশ্ন করল—"আপনি কি বলতে চান? আমি অন্তত এখানকার কয়েকজন লোকের সম্পর্কেই একটা পরিকল্পনা গ্রহণ করেছি। সে পরিকল্পনা বর্তমান অবস্থায় কার্যকরী করা যেতে পারে।"

কার্ডোজো চেয়ারে ঠেস দিয়ে হাত দুটো পিছনে ঘুরিয়ে নিলেন; তারপর হেসে বললেন—"আপনার কর্মতালিকা কয়েকজনকে নিয়ে আর আমার কর্মতালিকা এক কোটি কুড়ি লক্ষ লোক নিয়ে। গত মাসে থ্যাডিয়ুস ষ্টিভেন্স মারা গেছেন আর তাঁর মৃত্যুতে আমরা আমাদের এমন একজন হিতৈষীকে হারিয়েছি, যিনি আমাদের হয়ে লড়েছিলেন। কিন্তু তিনি পথ দেখিয়ে গেছেন—জনগণকে এ সমস্যা সম্পর্কে সচেতন ক'রে তোল, তাদের ভোটাধিকার দাও, তাদের শিক্ষিত কর, তাদের সৎ প্রতিনিধি আন উপরাজ্যের বিধানসভায় ও এই কংগ্রেসে এবং আইনানুগভাবে সমস্ত দেশে জমি ভাগ করার জন্য লড়াই চালাও।"

গিডিয়ন বলল—"আর ইত্যবসরে লোকেরা মরুক।"

"এই অবকাশে কিছু লোককে দুঃখভোগ করতেই হবে। যতটা পারা যায় তাদের দুঃখের লাঘব আমরা করব। কিন্তু এই রকম পরিস্থিতিতে আমাদের খুব বেশী করার নেই।"

"তথাপি আমি জমি কিনতে চাই। এখানে অর্থ না পেলে বোষ্টন অথবা নিউইয়র্কে পাব"—বলল গিডিয়ন।

চেয়ারে সামান্য কাৎ হয়ে কার্ডোজো কিছু না বলে গিডিয়নের দিকে তাকালেন। তারপর আবার সোজা হয়ে বসে তিনি বললেন—পাকাপাকিভাবে আপনার সঙ্গে একটা কথা বলব। আইসাক্ ওয়েন্ট নামে বোষ্টনের একজন ব্যাঙ্কারের সঙ্গে আমার জানাশোনা আছে। দাসত্ব অবলোপের তিনি একজন বড় পাণ্ডা ছিলেন। পয়সাকড়ি সম্বন্ধে তিনি বিশেষ হিসেবী নন্। আপনার মারফৎ তাঁকে একটা চিঠি দেব এবং আমি মনে করি চিঠিটাতে অনেক কাজ হবে। আর যদি নাও হয়, আপনার মারফৎ ফ্রেডারিক ডগলাসকেও একটা চিঠি দেব। তিনি আপনাকে এ সম্পর্কে অনেক সাহায্য করতে পারবেন। কিন্তু এ সবের বদলে আমাকে আপনার কথা দিতে হবে যে, আপনি আগামী নির্বাচনে রাষ্ট্রীয় বিধানসভার প্রার্থী হয়ে দাঁড়াচ্ছেন।"

"ভেবেচিন্তে আগামীকাল আপনাকে জানাব" বলল গিডিয়ন।

"উত্তম। আগামীকাল মধ্যাহ্ন ভোজনের নিমন্ত্রণ রইল এখানে।"

পরের দিন গিডিয়ন চার্লসটনের দুজন ব্যাঙ্কারের সঙ্গে কথাবার্তা বলল। তাদের একজন হচ্ছেন কর্ণেল ফেন্‌টন্। হোমসের বাড়ীতে ভোজসভায় ফেন্‌টনের সঙ্গে গিডিয়নের প্রথম সাক্ষাৎ হয়েছিল। কার্ডোজোর সঙ্গে গিডিয়ন যখন আবার দেখা করল, প্রথমেই তিনি প্রশ্ন করলেন—

"কিছু হল ?"

মৃদু হেসে গিডিয়ন বলল—"কি হবে বলে আশা করেন ?"

"কিছু না হোক, নিগ্রোর সদাপ্রফুল্ল ভাবটা রাখ।"

তিক্তকণ্ঠে গিডিয়ন বলল—"তাইত রাখছি। আমি অসুখী নই।"

"আগামী নির্বাচনে বিধানসভার প্রার্থী হওয়া সম্বন্ধে কিছু মনো স্থির করলেন ?"

গিডিয়ন বলল—"কেউ যদি চান যে, আমি সেখানে যাই তাহলে আমি যাব। আর নাই বা মনে করলাম এক বছর কি পাঁচ বছর আগে আমি কি ছিলাম! আইন ও আইন করা সম্বন্ধে যে সামান্য কিছু আমি পড়েছি তাতে মনে হয়, আমি খুব খারাপ কাজ করব না "

"জেনে সুখী হলাম", বললেন কার্ডোজো।

"আমি কিন্তু সুখী হতে পারলাম না। আগের মতই আমার কথা বলার ধরণ রয়ে গেছে। সে যাক্, আমি খুব শীঘ্রই অর্থাৎ আগামীকাল উত্তরদিকে রওনা হচ্ছি।"

"মনে হয়—আগামী কাল রওনা হওয়ার পক্ষে আপনার কোনও বাধা আসবে না।"

* * *

ওয়াশিংটন ডি. সি. তে এসে থামল ট্রেণটা। আবার রাত্রির বুক চিরে হুস্ হুস্ শব্দে তার যাত্রা হল সুরু। গিডিয়ন এই ট্রেণেই চলেছে উত্তর দিকে, চলেছে এক নতুন জগতে। নতুন জগতই বটে! আজ পর্যন্ত তার এই সাঁইত্রিশ বছরের জীবনে যা কিছু ঘটেছে, এসেছে যে সব ঝড়ঝঞ্ঝা ও আলোড়ন, সে সবই ঘটেছে দক্ষিণাঞ্চলে—তার একান্ত পরিচিত জগতে। যেখানে সে জন্মেছে, যার আলোবাতাস ও অন্নে তার দেহ পুষ্ট হয়েছে, যেখানে দাসত্বের মধ্যে বেত্রাঘাতে জর্জরিত হয়েছে তার সর্ব দেহ ও মন—সেই দক্ষিণাঞ্চলই দেয় তার সমগ্র জীবনের পরিচয়। তবুও সে দেশ এক। জাতি ও শ্রেণীগত বিদ্বেষ থাকা সত্ত্বেও সে দেশের নাড়ীতে যেন একই জীবনের স্পন্দন। সে দেশের ক্ষয়িষ্ণু জীবনধারা সে দেখেছে, দেখেছে সে দেশ জুড়ে অজ্ঞানতার

অন্ধকার, দেখেছে সে দেশের মাটির ও মানব-জীবনের বিরাট অপচয়। নিম্ন শ্রেণীর শ্বেতাঙ্গ ও কৃষ্ণকায় ক্রীতদাসদের জীর্ণ কুটীরের পিছনে সেখানে উঠেছে সামন্ত ভূস্বামীদের বিরাট অট্টালিকা। এত অসামঞ্জস্যের মধ্যেও সেখানে যেন একটা সামঞ্জস্য আছে। যেখানেই সে গেছে সেখানেই সে পেয়েছে এক আন্তরিক নিবিড়তা ও কল্যাণ-কামনা। এই নতুন জগতে একত্ব কিছু নেই। বড় বড় অট্টালিকা আর কর্দম-পিচ্ছিল পথঘাট নিয়ে ওয়াশিংটন সহর। তার অভিজ্ঞতার ঝুলিতে এ একেবারে নতুন। রেলকোম্পানীর এক যাত্রীবাহী গাড়ীতে অন্যান্য শ্বেতাঙ্গদের সঙ্গে গিডিয়নও উঠে বসল। কেউ খবরের কাগজ পড়তে লেগে গেল, কেউ বা গল্প গুজব করতে লাগল। একজন নিগ্রো তাদের মধ্যে রয়েছে বলে কেউ কিন্তু কোনও আপত্তি তুলল না। শীতের প্রারম্ভেই এখানে বেশ শীত। আর যখন বৃষ্টি হয় সে বৃষ্টি যেন চাবুক মারে সকল দেহে। এখানকার লোকেরা তাড়াতাড়ি কথা বলে এবং সে কথাবার্তা যেমনি সংক্ষিপ্ত তেমনি কর্কশ।

"গ্রাণ্ট একজন সেনাপতি, রাষ্ট্রনীতিবিদ নন।"

"কিন্তু সেনাপতির রাষ্ট্রপতি হতে ক্ষতি কি?"

"আমি সেটা পছন্দ করি না।" "কিন্তু জনসনের আরও কিছুদিন প্রেসিডেণ্ট থাকা কি আপনি পছন্দ করেন?" "আমি নিজে তা ভেবে দেখব, আপনার কথায় কথা দিচ্ছি না।" "কিন্তু খুব বেশী ভাববেন না।" "এটা কি আপনার হেরাল্ড? যদি পড়ি, কিছু মনে করবেন?" "আমার দুই ছেলে আছে শিকাগোতে; বিশ্বাস করুন, তারা ভালই আছে।"

এই সব কথাবার্তা শুনতে শুনতে গিডিয়ন ঢুলতে লাগল। পরে কেরোসিন তেলের আলো হাতে কনডাক্টর এলে, গিডিয়নের ঘুম ভেঙ্গে

গেল। ট্রেণের গদিগুলো জানোয়ারের লোম দিয়ে তৈরী হলেও আরামপ্রদ নয়। কয়েক মাইল গিয়ে ট্রেণ থামছে আর চলছে। যাত্রীরাও সেই সঙ্গে ধাক্কা খাচ্ছে। কত লোক এসে তার পাশে বসছে আবার নেমে যাচ্ছে। শ্বেতাঙ্গ পুরুষ, মহিলা, যুবতী—কেউই তার পাশে বসতে ইতস্তত করল না……………পরের দিন দৃষ্টিগোচরে এল জার্সের সারিসারি বাড়ী আর অপরিচ্ছন্ন, অবিন্যস্ত নিউআর্ক সহর। শেষে জার্সে সহরে গিডিয়ন ট্রেণ থেকে নেমে পড়ল। নদীর ওপারে নিউ ইয়র্ক। খেয়া নৌকোতে উঠে গিডিয়ন রেলিং ধ'রে তাকিয়ে রইল অপলক দৃষ্টিতে। পুকুরে শুকনো কাঠের মত নদীর বুকে ভাসছে অসংখ্য নৌকো ; ধব্‌ধবে সাদা কাগজে কাঠ কয়লার আঁচড়ের মত কালো ধোঁয়া উদ্গীরণ ক'রে চলেছে অসংখ্য স্টীমার ও পাল তুলে চলেছে বিভিন্ন আকারের জলযান ; ওদিকে যেন গোঁসা ক'রে রয়েছে ছোট ছোট গাধাবোট ; এদিকে গুণ টেনে নিয়ে যাচ্ছে কত বজ্‌রা। নদীর ওপারে দেখা যাচ্ছে অসংখ্য বাড়ী। এদের শতাংশ আছে চার্লসটনে কিংবা কলম্বিয়ায়। নগরীদের মধ্যে তারা মহিষী না হলেও বড় স্নেহশীলা জননী। এই কথাই বোধ করি হুইট-ম্যান বলতে চেয়েছিলেন। হাজার হাজার মানুষের রক্ত আর মাংস যেন এখানে পুঞ্জীভূত হয়েছে।

সেই সব দৃশ্য দেখতে দেখতে গিডিয়নের মনে পড়ল সেই সব একগুঁয়ে ও প্রেরণাহীন ইয়াংকি সৈন্যদলের কথা যারা একদিন দক্ষিণাঞ্চলে অভিযান করেছিল। কতবার সে সৈন্যদল ছত্রভঙ্গ হয়েছে আবার সংহতি ফিরিয়ে এনেছে। যুদ্ধ করার কৌশল তারা জানত না। অতি কষ্টে বোকার মত তারা সে সব কৌশল আয়ত্তে এনেছিল। তবু স্বাধীনতার যে সঙ্গীত তারা নিয়ে এসেছিল তাতেই সমস্ত

দক্ষিণাঞ্চল শেষ পর্যন্ত প্রকম্পিত হল, ছিন্নভিন্ন হল তার প্রতিরোধ। যে অসংখ্য শ্বেতাঙ্গ লোকের জনতা এখানে রাস্তা দিয়ে চলেছে ও নৌকাতে পারাপার হচ্ছে এরাই দক্ষিণাঞ্চলে নিয়ে গিয়েছিল সে স্বাধীনতার বাণী। এখানকার জীবনধারা কর্মচাঞ্চল্যে ক্ষুব্ধ। রাস্তায় রাস্তায় কর্মব্যস্ত জনসমুদ্র আর তার কোলাহল, ঠেলাঠেলি ও দৌড়ঝাঁপ। গাধাবোটে স্তূপীকৃত দ্রব্যসম্ভার। নোংরা রাস্তা দিয়ে চলেছে ঠেলাগাড়ী, গরুর গাড়ী ও ঘোড়ার গাড়ী। লালবাড়ীগুলো ধোঁয়ায় অস্পষ্ট! কত বিভিন্ন জাত এখানে এসেছে আর কত বিভিন্ন তাদের ভাষা। রাস্তা দিয়ে গিডিয়ন চলেছে; কেউ সেই দীর্ঘ কৃষ্ণকায় লোকটিকে লক্ষ্যই করল না। ট্রেণে উঠতে এখনও আড়াই ঘণ্টা সময় রয়েছে। নদী থেকে তাই হাঁটতে হাঁটতে গিডিয়ন সহরের সেই অংশে এল যেখানে রয়েছে অসংখ্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান। পথের মধ্যে এমন অনেক বাড়ী তার চোখে পড়ল যেগুলো বোধ হ'ল খুব তাড়াতাড়ি করা হয়েছে। গত কাল অস্বাভাবিক ঠাণ্ডা ছিল, আজকে আবার প্রচণ্ড গরম। ঐশ্বর্যের বিস্ময়কর পেখম ধ'রে যেন এই সহর দাঁড়িয়ে রয়েছে; নিজের অহমিকায় আবর্জনার দিকেও তার লক্ষ্য নেই। শুধু কাজ, কাজ আর কাজ। চারদিকে যেন কাজের মরশুম। এক পাগলামি যেন সমস্ত সহরটাকে পেয়ে বসেছে। অথচ আজকের এই অসহ্য গুমোটের মতই এ সহরের অন্তর্দাহ। কিন্তু নিজের ওপর তার বিশ্বাস আছে আর সেইজন্যই এই সহর ক্রমশ ব্যবসাবাণিজ্যের কেন্দ্র হয়ে উঠছে। এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেল আর কাদাজলে সমস্ত রাস্তাগুলো নোংরা হল। যে সব রাস্তায় জল জমল সেখানে শ্যামবর্ণের ছেলেরা কাঠের টুকরো ভাসিয়ে খেলা করতে লাগল। কতকগুলো ছেলে ফুটপাথে চীৎকার ক'রে খবরের কাগজ বিক্রী করছে। সহরটাকে বুঝতে চেষ্টা

করল গিডিয়ন। একদিন এই সহরেই ক্রোধোন্মত্ত জনতা একশ' নিগ্রোকে হত্যা করেছিল আবার এই সহরেরই অসংখ্য শ্রমিক একদিন যন্ত্রপাতি নামিয়ে রেখে বন্দুক ঘাড়ে ক'রে দক্ষিণাঞ্চলের দিকে ছুটেছিল নিপীড়িত ক্রীতদাস নিগ্রোদের দাসত্ব শৃঙ্খল হতে মুক্ত করতে। এই শ্রমিকরাই সেই মুক্তিযুদ্ধে প্রয়োজনীয় পোষাক ও কামান বন্দুক কিনতে ঢেলে দিয়েছিল নিজেদের স্বোপার্জিত অর্থ। এই সহর থেকেই একটার পর একটা সৈন্যদল সংগৃহীত হয়েছিল আর তারাই বছরের পর বছর ধরে যুদ্ধ চালিয়েছিল। যুদ্ধের রুদ্র ভ্রূকুটি আগে কখনও তারা দেখেনি, দেখেনি এমন রক্তগঙ্গা, ভয়লেশহীন প্রাণে করেনি এমন মৃত্যুবরণ! এখানে আবার এমন সব যুদ্ধবিরোধী দাঙ্গা হয়েছিল সমস্ত দেশে যার তুলনা মেলে না। বিস্মিত হয়ে গিডিয়ন চারদিকে তাকাল এবং অনেক কিছুই তার চোখে পড়ল।

বোষ্টন অপেক্ষাকৃত অনাড়ম্বর। দক্ষিণাঞ্চলের যে রকম সহরের সঙ্গে সে পরিচিত বোষ্টন অনেকটা সে রকম। উপসাগরের তীর দিয়ে যে পথটা গেছে সেখানে থাকেন আইসাক ওয়েণ্ট। ছায়াঘন সে শান্ত পথ চার্লসটনের যে কোনও পথের মত মনে হল। বাড়ীগুলো সব পুরোন। চূণকামকরা সাদা বাড়ীগুলোর মধ্যে নতুনের চাকচিক্য না থাকলেও দেখতে স্নিগ্ধকর। বাড়ীর খড়খড়ি জানালাগুলো উঁচু-নীচু ও ভাঙ্গাচোরা। গিডিয়ন এসে আস্তে দরজায় আঘাত করল। আঁটসাট ধরণের একটা ঝি এসে দরজা খুলে দিল এবং ভদ্রভাবে জিজ্ঞাসা করল— "আপনি কাকে চান?" "মিঃ আইসাক ওয়েণ্ট, অবশ্য যদি তাঁর সময় থাকে।" "দয়া ক'রে ভিতরে আসবেন কি?" মেয়েটির চোখদুটি নীল, পাকা গমের মত তার চুল, আর যেন মধুমাখান তার কণ্ঠস্বর।

টুপিটা হাতে নিয়ে গিডিয়ন ঘরের মধ্যে এল। দরজা পেরিয়ে

একটা ছোট বারান্দা। ঘরের মধ্যে মেহগিনি কাঠের ডিম্বাকৃতি দুখানি আয়না ঝুলছে। চারখানা মেহগিনি কাঠের পরিপাটি চেয়ার, দুটো ছোট চীনদেশীয় লাক্ষায় বার্ণিশ-করা কালোরঙের টেবিল। দরজার ওপাশে আর একটা দরজা খুলে দাঁড়াল মেয়েটি। তার সামনে একটা সুন্দর সিড়ি সিঁড়ির এপাশে বৈঠকখানা, ওপাশে খাবার ঘর। ঘরগুলো সব বড় বড়; কিন্তু দক্ষিণাঞ্চলের বাড়ীর ছাদের তুলনায় এসব ঘরের ছাদ খুব নীচু। এখানেও সেই ঐশ্বর্যের প্রকাশ যা সে দেখেছিল ষ্টিফেন্স হোমসের বাড়ীতে। তবু দুটোর পার্থক্য সে বুঝতে পারল। এখানে আড়ম্বর প্রয়োজনকে ঢেকে দেয়নি পরন্তু দুয়ের পার্থক্য প্রকাশ পেয়েছে। সে যে আসবে তা আগে থেকে না জানলেও ঘরখানা যেন অভ্যর্থনার হাত বাড়িয়েই আছে।

ঝি গিডিয়নকে বলল—"আপনি একটু দয়া ক'রে বসুন, আমি ওয়েন্টকে খবর দিচ্ছি। তাঁর কাছে আপনার নামটা কি বলব?"

"গিডিয়ন জ্যাক্সন্।"

"কেবল মিঃ গিডিয়ন জ্যাকসন্?"

"আর বলবে মিঃ ফ্রান্সিস্ কার্ডোজোর চিঠি নিয়ে এসেছি।"

"আচ্ছা একটু বসুন।"

ঝির এই ভদ্রতা প্রকাশ যেন নতুন কিছু নয়। এরকম কথা বলা যেন তার অভ্যাস হয়ে গেছে। বোকার মত শুধু ঐ কথাগুলো বলে যায়; ভাবতেও পারে না যে, এ বাড়ীতে প্রথম এলে কারুর কোনও অসুবিধা ঘটতে পারে। গিডিয়নকে আপনার জন ক'রে নেবার কোনও চেষ্টাই সে করল না। সে যাই হোক্, গিডিয়ন অন্য যে কোনও শ্বেতাঙ্গের বাড়ী অপেক্ষা এখানে বেশী স্বস্তি বোধ করল। ঘরখানার চারদিক সে দেখে নিল। আগুনের পাশে প'ড়ে রয়েছে লম্বা হাতল-ওয়ালা

দুখানা আরাম কেদারা। দেওয়ালে হেলান দিয়ে কোচটা যেখানে অবসন্ন প্রতীক্ষা নিয়ে প'ড়ে আছে গিডিয়ন সেদিকে গেল এগিয়ে, নিজেকে ধ'রে দিল তার সামনে।·········তারপর সে আর একখানা চেয়ারের কাছে এসে পরীক্ষা করতে চাইল ওর বুকের কোন অতলে কত আরাম আছে। বসল গিডিয়ন, কিন্তু বাইরে পদধ্বনি শুনেই সে তাড়াতাড়ি উঠে পড়ল। এখন প্রায় বিকাল পাঁচটা। এরকম সময়ে দেখা করতে আসা ঠিক হয়েছে কিনা—ভাবতে থাকে গিডিয়ন। আড়ষ্ট দেহে অপ্রতিভ ভঙ্গীতে সে দাঁড়িয়ে রইল। আইসাক ওয়েণ্ট ঘরের মধ্যে এলেন।

আইসাক ওয়েণ্টকে দেখতে খর্বকায়। দাঁড়ালে গিডিয়নের গলাবন্ধ তাঁর মাথার টাকে ঠেকে। সামান্য দুচারটি গোঁফ তাঁর মুখে। মুখখানা তাঁর কৃশ, চিবুকটা ছুঁচাল। গায়ে কালো প্যাণ্টের সঙ্গে ধোঁয়াটে রঙের জ্যাকেট, পায়ে সিল্কের স্লিপার এবং গলায় শক্ত সাদা কলারের ওপর কালো টাই। শঙ্কিত তাঁর দুর্বল পদক্ষেপ। পাখীর মত গিডিয়নের দিকে এগিয়ে এসে তিনি হাত বাড়িয়ে দিলেন আর প্রশ্ন করলেন :

"তোমার নাম কি? জ্যাকসন, না গিডিয়ন জ্যাকসন? মেয়েটি আমাকে বলল তুমি কার কাছ থেকে যেন একটা চিঠি এনেছ? তাঁর নাম সে ইতিমধ্যেই ভুলে গেছে। মাথাটা তার ঘাড়ের ওপর আছে—এটা যে সে ভুলে যায়নি তাতেই আমি অবাক হই।"

"চিঠিটা ফ্রান্সিস কার্ডোজো দিয়েছেন," বলল গিডিয়ন।

"কার্ডোজো? তুমি তাহলে দক্ষিণ থেকে আসছ?"

"দক্ষিণ ক্যারোলিনা থেকে আসছি।"

"বুঝলাম, কিন্তু কার্ডোজো কি করছে? রাজনীতি ক'রে একটা খুব হোমরা-চোমরা হতে চেষ্টা করছে? চিঠিটা কই?"

গিডিয়ন চিঠিটা দিল। থাম ছিঁড়ে তিনি চিঠিটা তাড়াতাড়ি পড়ে গেলেন। তারপর গিডিয়নের দিকে তাকিয়ে বললেন—"কার্ডোজো, দেখছি, তোমার সম্বন্ধে অনেক কথাই লিখেছে। তুমি বসছ না কেন? মদ খাবে?" একটা চেয়ারের দিকে ঘাড় বাঁকিয়ে তিনি মদের একটা বোতল আর দুটো গ্লাস হাতে নিয়ে বললেন—"এটা হচ্ছে শেরী, শেরী তোমার ভাল লাগে ত?"

গিডিয়ন মাথা নাড়াল।

ওয়েণ্ট কাঁধ দুটো তুলে একরকম ভঙ্গী ক'রে বললেন—"হ্যাঁ, কি না বল। তুমি নিশ্চয়ই জান, অধিকংশ কৃষ্ণকায় লোক মদ সম্বন্ধে ভাল কি মন্দ কিছুই বলতে পারে না। মদের স্বাদ ত তারা কোনও দিন পায়নি। একদিন আমি হুইস্কি খেতাম; আজকাল খাই শেরী। শরীরটা ভাল না থাকায় আজও হুইস্কির অভাবটা বোধ করি। চুরুট খাবে?"

গিডিয়ন এবারও মাথা নাড়াল।

"ভাল। আমি যদি চুরুট খাই কিছু মনে করবে কি? মনে করলেও আমার কিছু এসে যাবেনা। আমার স্ত্রীর জীবদ্দশায় তাঁর হুকুম মত আহারের পর আমাকে এসব খেতে হত।" একটা বড় কালো চুরুট ধরিয়ে তিনি আরাম কেদারায় হেলান দিয়ে বসলেন এবং দেওয়ালের তাকের দিকে ধোঁয়া ছেড়ে বললেন—"কার্ডোজো চিঠিতে লিখেছে যে, তুমি শাসনতান্ত্রিক অধিবেশনের একজন প্রতিনিধি ছিলে। অধিবেশন সম্বন্ধে তোমার কাছে আমার অনেক কিছু শোনার আছে। এখানকার খবরের কাগজ প'ড়ে কোনও কিছুই বুঝে উঠতে পারিনা। আগে তুমি আমাকে জমি সম্বন্ধে তোমার পরিকল্পনাটা বল। আচ্ছা, সেটা মধ্যাহ্ন ভোজনের সময় হবে। ডাক্তার এমিরী

তখন উপস্থিত থাকবে। তাকেও বিষয়টা শোনান দরকার। সে আবার কোনও বিষয় চট্‌পট্‌ বুঝে অন্য বিষয়ে যেতে পারে না। এখন তুমি আমার কাছে অধিবেশন সম্বন্ধে বল।”

গিডিয়ন বলে গেল সমস্ত ঘটনা। এই খর্বকায় লোকটির কাছে অনর্গল বকতে গিডিয়ন একটুও বাধা পেল না; যেন সে সমতল খোলা মাঠের ওপর দিয়ে চলেছে। ওয়েণ্ট বার বার থুতু ফেলে তর্ক করতে লাগলেন। কখনও গিডিয়নের সঙ্গে তাঁর মতের মিল হল, কখনও মতের মিল না হওয়ায় ক্রোধবশত গিডিয়নের ওপর তর্জন-গর্জন সুরু ক'রে দিলেন। কিন্তু তিনি ভুললেন না যে তাঁরই মত আর একজন মানুষের সঙ্গে তিনি কথা বলছেন। গিডিয়নের কালো রঙ যেন পরশপাথরের সামনে এসে অদৃশ্য হয়ে গেল। এই প্রথম সে সম্পূর্ণরূপে ভুলে গেল কি তার গায়ের রঙ—যা এতদিন কৃষ্ণাঙ্গ বা শ্বেতাঙ্গ কারুর সামনেই সম্ভব হয়নি। জীবনে এই প্রথম সে এমন একটা লোকের সঙ্গে কথা বলল যিনি বহুদিনের সাধনায় ও আশৈশব শিক্ষায় মনের এমন সংস্কৃতি অর্জন করেছেন যাতে তাঁর নিজের মধ্যে গড়ে উঠেছে বর্ণ-নির্বিশেষে এক গণতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গী।

ওয়েণ্টের কাছে গিডিয়ন একজন মানুষ। ইচ্ছায় হোক্‌ আর অনিচ্ছায় হোক্‌ তিনি গিডিয়নকে অন্য কিছু ভাবতে পারেন না, যেমন একজন সাধারণ আমেরিকান্‌ ল্যাটিন্‌ ভাষায় চিন্তা করতে পারে না। জমির প্রশ্নে অধিবেশনে যে বিতর্ক চলেছিল গিডিয়নের মুখে তা শুনে তিনি গর্জন ক'রে উঠলেন—

“জ্যাক্‌সন্‌, তোমরা সবাই নিরেট বোকা। ষ্টিভেন্স তখন বেঁচে। তার পরামর্শ নিয়েছিলে? ওয়াশিংটন থেকে কোনও সমর্থন পাবার চেষ্টা করেছিলে? না—সব নিজেরাই করতে চাও। তোমরা

একলাই নতুন সভ্যতার গোড়া-পত্তন করতে চাও। আর কার্ডোজো? সেও তাই। যেমন তোমরা বোকার দল, তেমনি তোমাদের শিক্ষিত লোকেরা। যত সব কূপমণ্ডুক। এমন সুযোগ আর তোমাদের আসবে না। আর সে সুযোগ তোমরা খুয়ালে; তখনই তোমরা সেই সব বড় বড় আবাদক্ষেত্রগুলোকে ভেঙ্গে চুরমার ক'রে দিতে পারতে। তোমরা তা করলে না—"

তাঁর এই তর্জনগর্জনের মধ্যেও অপরকে ছোট করার কোনও সুর বাজল না। গিডিয়ন কৃষ্ণকায় কি শ্বেতাঙ্গ সেদিকে তাঁর লক্ষ্য নেই। সমপর্যায়ভুক্ত একটা লোকের সঙ্গে তিনি যেন কথা বলছেন! ভদ্রতার অনাবশ্যক প্রকাশ নেই, নেই কোনও আত্মশ্লাঘার ব্যবধান। পরে তিনি গিডিয়নকে তাঁর এই তর্জনগর্জনের ভূমিকা বলতে গিয়ে বললেন—"মিঃ জ্যাক্সন্, আমি তাঁদেরই একজন যাঁরা একদিন দাসত্ব-প্রথা অবলোপ করতে চেয়েছিলেন। তাঁদের সমস্ত সদ্‌গুণ হয়ত আমার মধ্যে নেই। অন্যরা যখন সে আদর্শের জন্য লড়াই করছে আর প্রাণ দিচ্ছে আমি তখন ঘরের কোণে বসেছিলাম। কিন্তু কিছু কাজ আমিও করেছি। আমার অর্থ সে সময় অনেক প্রয়োজনে এসেছিল। তুমি কি জান যে, আজ যেখানে তুমি বসেছ সেখানে এসে একদিন বসেছিলেন সেই বৃদ্ধ ওসাওয়াটোমি ব্রাউন। তিনি আমাকে জানালেন—চাই ডলার, বন্দুক, গোলাবারুদ আর সৈন্য। তখন তাঁর চলেছে দক্ষিণাঞ্চল অভিযানের উদ্যোগ। দক্ষিণাঞ্চলে ভগবানের অভিশাপের মত যে দাসত্ব কলঙ্কিত করছে জাতীয় জীবন, সে দাসত্ব লোপ ক'রে তিনি ফিরবেন গৌরব নিয়ে—এই তখন তাঁর আশা। আমি তাঁকে অর্থ দিয়েছিলাম আর দিয়েছিলাম বন্দুক। আজ মনে হচ্ছে সে যেন হাজার বছর আগেকার কথা! আজকে যখন লোকের

মুখে মুখে চলছে দেশ থেকে সেই দূষিত রোগ দূর করা নিয়ে কথার ফোয়ারা তখন কি তাই মনে হয় না? তখন আমরা চার বছর ধরে সে যুদ্ধে রক্ত দিয়েছি। শুভ্র দাড়ি নিয়ে বৃদ্ধ ব্রাউন ওখানে ব'সে কি বলেছিলেন শুনতে চাও? প্রতিটি কথায় তাঁর চোখ থেকে যেন আগুন ঝ'রে পড়ছিল। তিনি বললেন, আমার বেশ মনে আছে, 'মিঃ ওয়েণ্ট, করুণাময় ভগবান্ আমাদের ত্যাগ করেননি। কিন্তু আমরা এত হতভাগ্য, ক্ষুদ্র, অসহায় ও দুর্বল জীব হয়েও তাঁকে ত্যাগ করেছি— ত্যাগ করেছি সেই দয়ালু ভগবানকে যিনি একদিন ইস্রেলের সন্তানদের মিশর থেকে নিয়ে গিয়েছিলেন।' আমার যতদুর মনে আছে এই কথা-গুলিই তিনি বলেছিলেন। তুমি যেখানে বসে রয়েছ সেখানে তিনি বসেছিলেন। আমি তখন ওখানে দাঁড়িয়ে। এমার্সন এখানে বসে। ওয়াল্ডো আমার দিকে তাকালেন, আমিও একবার তাঁর দিকে তাকালাম। জ্যাকসন, তুমি জান কিনা জানি না সেই বৃদ্ধ ব্রাউন কত বড় লোকই না ছিলেন! লোকে তাঁকে ভুল বুঝেছিল। সেই বৃদ্ধ লোকটি সমস্ত দেশের প্রাণে এনে দিয়েছিলেন ভগবৎ-বিশ্বাসের শক্তি। আমি ভগবৎবিশ্বাসী নই। নাস্তিক হওয়ার গর্ব আমার আছে। এমনকি ডাঃ এমিরীর চেয়েও বেশী আছে। কিন্তু সেদিন ওসাওয়াটোমি ওখানে বসে যখন কথা বলছিলেন, আমার মধ্যেও জেগেছিল ভগবানের প্রতি বিশ্বাস। আমার দক্ষিণপার্শ্বে তখন ভগবান, আমার প্রপিতামহের ভগবান! এই দেশে সেই বৃদ্ধ মহৎ লোকটি রুদ্রের প্রতিভূ হয়ে অসংখ্য তীর্থযাত্রী নিয়ে আবির্ভূত হয়েছিলেন। সে ভগবানকে বিশ্বাস না ক'রে উপায় কি? ভগবৎ-বিশ্বাসের কথায় তুমি কিছু মনে করলে না ত? ভগবানের প্রতি তোমার কোনও বিশ্বাস আছে কি না আমি জানি না। বহু কৃষ্ণকায় কিন্তু ভগবানে বিশ্বাস রাখে—"

"না, মনে কিছু করিনি", ধীরে ধীরে বলল গিডিয়ন।

আরও কিছুক্ষণ তাদের মধ্যে কথাবার্তা চলল। তারপর ওয়েণ্ট প্রস্তাব করলেন যে মধ্যাহ্ন ভোজনের আগে তাঁর এবং গিডিয়নের একটুখানি বিশ্রাম নেওয়া দরকার। "আমার এ অভ্যাসটা আছে, আর তাছাড়া আমি ত বুড়ো হয়েছি। জ্যাক্‌সন্, তোমার বয়স অল্প হলেও এ দিবানিদ্রা তোমার ভাল লাগবে।" গিডিয়ন জানাল যে, বোষ্টনে থাকার কোনও বন্দোবস্ত এখনও সে ক'রে উঠতে পারেনি। কৃষ্ণকায় লোকেরা থাকতে পারে এমন কোনও একটা হোটেলের খবর চাইলে ওয়েণ্ট বললেন—"তুমি আমার এখানে থাকবে।" গিডিয়ন মৃদু আপত্তি তুলল কিন্তু ওয়েণ্ট সে সব গ্রাহ্যই করলেন না। "ডগলাস পর্যন্ত আমার কাছে এসে থাকে। আর তাছাড়া, এখানে থাকলে তোমার ভালই হবে," বললেন ওয়েণ্ট। তারপর ঝি এসে গিডিয়নকে উপরতলায় নিয়ে গেল।

গিডিয়ন বলল—"যুদ্ধের ঠিক দুবছর পরের ঘটনা হল এই যে আমরা জেগে উঠলাম। কালাকানুন প্রবর্তন ক'রে আবার আমাদের দাসত্বের যূপকাষ্ঠে বলি দেবার চেষ্টা করা হল। আবাদক্ষেতের মালিকরা ভাবল যে কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্টের এ জয় তারা অনায়াসে মুছে ফেলবে। ঠিকই ভেবেছিল তারা। কিন্তু নেড়া বেলতলায় একবারই যায়। গরীব শ্বেতাঙ্গদের সঙ্গে আমরা মিতালি করলাম। এখন আমরা একতাবদ্ধ এবং আমাদের চোখও খুলে গেছে। যে ক্ষমতা আমরা পেয়েছি সে ক্ষমতা বজায় রাখতে আমরা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।"

খাবার টেবিলে আজ তিনজন উপস্থিত। ব্যাঙ্কার আইসাক্‌ ওয়েণ্ট, ডাক্তার নর্মাণ এমিরী আর গিডিয়ন। ডাঃ এমিরী প্রথম তলপেটে অস্ত্রোপচারের নিপুণতা দেখিয়ে এ অঞ্চলে বেশ নাম কিনেছেন।

অস্ত্রোপচারে তাঁর নামেই বোষ্টনের নামডাক। ডাঃ এমিরী দীর্ঘকায় ও কৃশ। তাঁর চোখ দুটো কালো। তাঁর দাড়ি নীচের দিকে ক্রমশ সরু হয়ে এসেছে। কালো ফিতা লাগান ডাঁটিবিহীন চশমা তাঁর চোখে। দেখে মনে হয় তাঁকে যেন বিশ্বাস করা যায় না। সবকিছুতেই তিনি যেন নির্বিকার ও নির্লিপ্ত। জন্ম ও বিবাহের দিক থেকে তাঁর লাওয়েল, এমার্সন ও লজ গোষ্ঠীদের সঙ্গে সম্পর্ক রয়েছে। তাঁর ক্ষুরধার মন সুতীক্ষ্ণ ছুরির মত অন্তর্ভেদী রসিকতায় ওয়েণ্টের সব কথার আঘাতকে করছে প্রত্যাহত। গিডিয়ন পরে দেখেছিল যে মানবোচিত মমত্ববোধ তাঁর মধ্যেও আছে কিন্তু খরচের ক্ষেত্রে সে মমত্ববোধ সঙ্কুচিত। ওয়েণ্ট ও এমিরী দুজনাই বিপত্নীক্। সেজন্য দুজনার মধ্যে আন্তরিক টান থাকলেও একটা পারস্পরিক সতর্কতা আছে। এমিরী গিডিয়নকে প্রশ্ন করলেন—"কোন্ কোন্ উপায়ে আপনারা সে ক্ষমতা বজায় রাখতে চান?"

গিডিয়ন বলল—"তিনটি উপায়ে। প্রথমত ভোটের মারফৎ। আমরা যখন কুড়িটা ভোট পাব আবাদক্ষেতের মালিকরা পাবে একটা। দ্বিতীয়ত আমরা শিক্ষার ব্যবস্থা করছি। আর দশটা বছর সময় পেলে আমরা আমাদের ছেলেমেয়েদের শিক্ষিত ক'রে তুলব। ডাঃ এমিরী, এটাই হচ্ছে আমাদের কাছে বড় অস্ত্র। আবাদক্ষেতের মালিকরাই আমাদের এ শিক্ষা দিয়ে গেছে। তারা একদিন বলেছিল—কোনও ক্রীতদাসের শিক্ষা চাওয়া বা নিজে থেকে শিক্ষিত হওয়া গুরুতর অপরাধ। তৃতীয় উপায় হচ্ছে জমি। আমরা সকলেই সেখানে চাষ-আবাদ করি। এখানকার মত সেখানে কারখানা গ'ড়ে ওঠেনি। মাটিই আমাদের জীবনধারণের একমাত্র অবলম্বন। সেখানে আমরা যদি সকলেই কিছু পরিমাণ জমি পাই এবং এখানকার চাষীদের মত

স্বাধীনভাবে চাষ-আবাদ করতে পারি, তাহলে আমরা নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারব এবং নিজেদের দাবী আদায়ের জন্য চীৎকার করবার সাহসও পাব। একবার জমি আমাদের হাতে এলে তা আমরা আর ছাড়ছি না।"

ওয়েণ্ট বললেন—"বেশ, খুব ভাল। নতুন দক্ষিণাঞ্চল সম্বন্ধে চমৎকার তোমার সুখের কল্পনা আর চমৎকার তোমার স্কুল প্রতিষ্ঠার দিবা স্বপ্ন। সে যাক্, এমিরী একটু ব্র্যাণ্ডি নেবে?"

"আর কতবার বলব যে, এতে তোমার হৃদ্-যন্ত্রের ক্ষতি হতে পারে? ব'লে ব'লে আমি এলে পড়েছি!"

"সে যাক্। যেটুকু হৃদ্‌যন্ত্র আছে তাতেই আমার কাজ চলে যাবে। জ্যাক্‌সন, তোমার সব কথা আমি স্বীকার ক'রে নিলাম। একটা কথা না বলে পারছি না যে তোমাদের ভবিষ্যৎ শুধু শাসনতন্ত্রের মধ্যে রয়েছে। কিন্তু আর্থিক আদানপ্রদান ত আর কল্পনার মারফৎ চলে না। যদি তুমি আমার কাছে দান চাইতে আসতে তাহলে আমি অনেক কিছু ভেবে চিন্তে তোমাকে কিছু দিতাম বা নাও দিতাম। এটা জেনে রেখ, মন আমার কোমল নয়, নয় আবেগপ্রবণ।"

এমিরী বললেন—"আইসাক্, মনে হয় গিডিয়ন তা বোঝে।"

"কিন্তু তুমি একটা পাগলের পরিকল্পনা নিয়ে এসেছ। তোমাদের হাতে কিছু অর্থ এসেছে আর সেই সামান্য অর্থ নিয়ে তোমরা জমি-কেনার দুঃসাহসিকতা দেখাতে চলেছ। ভেবে দেখনি তোমাদের এই দুঃসাহসিকতায় কি ফল হবে। তোমরা এক ডলার দিলে, যে জমি বন্ধক রাখবে তাকে দিতে হবে পনের ডলার। আর আমিই যদি বন্ধক রাখি, এর বদলে আমি কি পাব? জনকয়েক ভূতপূর্ব ক্রীতদাস, দু চারজন এমন গরীব শ্বেতাঙ্গ যারা এই সেদিনও বিদ্রোহীদের সঙ্গে

যোগ দিয়ে আমাদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছিল আর তোমার সদিচ্ছা। একটা অজানা বিষয়ে তুমি আমাকে অপরিমিত অর্থ লগ্নী করতে বলছ। জ্যাক্‌সন্‌, এটা কি যুক্তিযুক্ত? তুমিই বল আমার কি করা উচিত।"

এই বলে ওয়েণ্ট একটা চুরুট ধরালেন। এমিরী চেয়ারে হেলান দিয়ে সামান্য একটু হেসে গিডিয়নের দিকে তাকিয়ে রইলেন। নিদারুণ হতাশায় গিডিয়নের মনে হল যেন একখানা ভারী পাথরে তার বুকের রক্তস্রোত রুদ্ধ হয়ে গেছে। এতদূর সে এসেছে, রেলের ভাড়ায় বেশ কিছু ডলারও খরচ হয়েছে। কত হাড়ভাঙ্গা খাটুনি আর চোখের জলেই না একটা ডলার উপার্জিত হয়েছে! একটা ডলারের জন্য এমনকি একটা লোক মারা গেছে। আর কতদূর তাকে যেতে হবে? কার্ডোজো কি ঠিক কথাই বলেছিলেন? জীবনে যারা পেলে না কিছুই জগতের প্রগতির জন্য তারাই কি চিরদিন দুঃখভোগ করবে? এ চোখের জলের কি শেষ নেই? কবে শেষ হবে এই অনন্ত দুঃখের বোঝা বহার দিন।

গিডিয়ন বলল—"হয়ত এটা যুক্তিযুক্ত হবে না। কারবার সংক্রান্ত কোনও কিছুই আমি জানি না। আমি জানি কেবল তুলো আর জানি ধান। সমস্ত জীবনে আমি দেখে'ছ মাঠে মাঠে তুলোর ফসল—দেখেছি তুলোর ফলগুলো কেমন ফোটে আর কেমন ক'রে কৃষ্ণকায় লোকেরা মাঠ থেকে সে ফল তোলে। একটা তুলোর বীজ দেখে বলে দিতে পারি সেটা কোন জাতের তুলো হবে। ধান দেখলেই বুঝতে পারি কোথায় ফলেছিল সে ধান—ডাঙ্গাজমিতে, না জলাজমিতে। আরও একটা জিনিষ আমি জানি। এখানে ইয়াংকিরা কাপড় তৈরী করে। আপনাদের এই নিউ ইংলণ্ডের কাপড়ের কলগুলো কি ক'রে চলবে যদি কেউ তুলোর চাষ না ক'রে? যারা একদিন সে চাষ ক'রে এসেছে

সেই বড় বড় আবাদক্ষেতের মালিকদের মুখ চেয়ে আপনারা আছেন। কিন্তু অ-নে-ক দিন যে আপনাদের অপেক্ষা করতে হবে! আমাদের শিরদাঁড়া না ভেঙ্গে আর তারা আগের মত তুলোর চাষ করছে না। আর তারা যদি করেও, সেই দুচারজন মালি দের কবলে সমস্ত তুলোর সরবরাহ থাকবে। তাহলে তুলোর দাম কি দাঁড়াবে—ভেবে দেখেছেন কি? আপনি জিজ্ঞাসা করেছেন—আপনার টাকার আমরা কি নিরাপত্তা দিতে পারি? উচিত মূল্যে তুলোর সরবরাহ অব্যাহত থাকবে—এই নিরাপত্তাই আমরা দিতে পারি। তুলোর জন্য সমস্ত দেশ, এমনকি সমস্ত জগৎ 'হাঁ' ক'রে চেয়ে আছে। গত চার বছরে ভাল তুলোর চাষ হয়নি। যার একটুখানি তুলো আছে সে যে দাম বলে সেই দামেই বাজার চলে। আমার জাত-ভাইদের একটুখানি জমি দিন, তুলোর চাষ দেখিয়ে আমরা দৃষ্টান্ত স্থাপন করব। দেখিয়ে দেব ক্যারোলিনা কি করতে পারে। সমুদ্রের দ্বীপগুলিতে ধান চাষ ক'রে কৃষ্ণকায় লোকেরা একদিন দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিল। গভর্ণমেণ্ট সেদিন পিছন ফিরে ছিল। গভর্ণমেণ্ট এতটুকু সাহায্য ত দিলই না পরন্তু সে জমি কেড়ে নিল। অথচ এই জমি তারা দখল করেছিল সেই বিদ্রোহীদের সঙ্গে লড়াই ক'রে যারা একদিন যুক্তরাষ্ট্রীয় গভর্ণমেণ্টকে খতম করতে চেয়েছিল। সে যাক্। আপনি যদি ভয় না পেয়ে আমাদের সাহায্য করতে এগিয়ে আসেন তবে অন্যরাও আসবেন। পাঁচ বছর আমাদের জমি চাষ করতে দিন, দেশে আর তুলো ধরবে না। জান্ কবুল ক'রে আমরা খাটব। আপনার অর্থের প্রতিটি সেণ্ট আমরা ফিরৎ দেব আর সেই সঙ্গে দেব কিছু লাভ। কোনও নিগ্রোকে কোনওদিন খাটতে দেখেছেন? সেই দাসত্বের দিনে যদি একবার আপনি দক্ষিণাঞ্চলে যেতেন তাহলে দেখতে পেতেন চাবুক খেয়েও

নিগ্রোরা কি পরিশ্রম করত! আমি সেই কথা বলছি শুধু এইজন্য যে, স্বাধীন নিগ্রো জমি পেলে আগের চেয়ে দ্বিগুণ খাটবে। মিঃ ওয়েণ্ট, বিশ্বাস করুন, আপনার দান চাইতে আমি আসিনি। কারুর কোনও দান যে নেব না এমন আত্মশ্লাঘাও আমার নেই। আমার নিজের গ্রামের একজন শিক্ষক আমাকে গর্বিত হতে নিষেধ করেছেন। তিনি আমার স্বজাতীয় ছেলেমেয়েদের পড়ান। তাদের বই খাতার বড় প্রয়োজন। সে সব কেউ দান করলে আমাকে নিতে বলেছেন। এতে অবশ্য দান খয়রাতি বোঝায় না। আত্মসম্মানের শপথ নিয়ে আমি আপনাকে কথা দিচ্ছি।"

শেষ হল গিডিয়নের কথা। এত উত্তেজিত ভাবে এত কথা সে কোনওদিন কোনও শ্বেতাঙ্গের কাছে বলেনি। সে আত্মচেতনা আবার তার ফিরে এল। অপ্রস্তুত হয়ে সে টেবিল-ক্লথের দিকে চেয়ে রইল। কেমন যেন একটা অস্বস্তি সে অনুভব করল। ডাঃ এমিরী তাঁর নখগুলো পরীক্ষা করতে লাগলেন। পিতামহের আমলের বড় দেওয়াল ঘড়িটা টিক্ টিক্ শব্দে তার স্তব্ধ মুহূর্ত গুণে চলল। তারপর মিঃ ওয়েণ্ট ছাই ঝেড়ে নিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—

"জ্যাক্‌সন্, কারওয়েল জায়গাটা কত বড়?"

"বাইশ হাজার একর কি তার কিছু বেশী হবে।"

ডাঃ এমিরী শিষ দিয়ে উঠলেন এবং ওয়েণ্ট ধীরে ধীরে মাথা নেড়ে বললেন—"তুমি কিছু জান না। যদি জানতেও তবু ভুলে গেছ। গোটা যুদ্ধটাই লোকে ভুলে গেল!"

এমিরী মন্তব্য করলেন—"আরে অত জমি থাকলে সেকালে সে বিরাট সামন্তের সমান হত।"

"কি রকম ধরণের জমি?"

গিডিয়ন বলল—"অর্ধেক ভাল চাষের জমি। বাকিটার কিছু ঝোপজঙ্গল আর পাইন বন, কিছু গোচর আর একটা জলাভূমি।"

"সেখানে একটা বড় বাড়ী আছে না?"

"অবাদক্ষেতের বড় বাড়ী। কারওে লরা মাঝে মাঝে ওখানে বাস করতেন। অধিকাংশ সময় তাঁরা চার্লসটনে থাকতেন।"

"আবাদের কাজ তদারক করার জন্য কেউ সে বাড়ীটা কিনবে বলে মনে হয় না?"

গিডিয়ন মাথা নাড়াল। "বাড়ীটা অত্যন্ত বড়। আর তাছাড়া জমি যাদের আছে তারা জমিটাই কোনও রকমে ধ'রে রেখেছে। সে অঞ্চলের বাড়ী কেনার মত অত অর্থ কারুর নেই।"

"সে জমিজায়গা ও বাড়ীর মূল্য কি ভাবে নির্ধারণ করা হবে—তুমি জান?"

"ফেডারেল গভর্ণমেণ্টের প্রতিনিধি ক্রীতদাসদের মূল্য বাদ দিয়ে সমস্ত জায়গাটার মূল্য চারশ' পঞ্চাশ হাজার ডলারে নির্ধারণ করেছেন। তাঁরা আশা করেন নিলামে প্রতি একর জমি পঞ্চাশ ডলার দামে বিক্রী হবে। এক হাজার একরের বাইশটা ভাগ ক'রে কোনটা কিছু কম দামে কোনটা কিছু বেশী দামে বিক্রী করা হবে।"

"তুমি বলছ তোমাদের ওখানে সব মিলিয়ে তিরিশ থেকে তেত্রিশটা পরিবার আছে। তিন হাজার একর জমি তোমাদের প্রয়োজনের অতিরিক্ত হবে। আমি জানি—ম্যাসাচুসেট্‌সে সাধারণত কুড়ি থেকে তিরিশ একর জমি নিয়ে লোকেরা আবাদ করে এবং তাতেই লাভের কড়ি ব্যাঙ্কে জমায়। এখানকার জমি ত আর সর্বোৎকৃষ্ট নয়।"

গিডিয়ন বলল—"তা ঠিক। আমাদের ওখানকার জমি খুব ভাল। কিন্তু নিলামের জমির অর্ধেক মাত্র চাষের যোগ্য। বাকিটা প্রথমে

পরিষ্কার করতে হবে। সেখানে ত আর তাড়াতাড়ি ভাল ফসল হবে না। আর তাছাড়া আমাদের চাষের ধরণও আলাদা। আপনাদের এখানে ত গো-পালনেরও বিশেষ জায়গা আছে। নিজেদের খাওয়ার জন্য কিছু ধান ও কিছু শাকসব্জীর চাষ করা ছাড়াও দু একটা শূকর-ভেড়াকেও খাওয়াতে হবে। আর সর্বোপরি অর্থপ্রদ ফসলও কিছু চাই। পনের থেকে কুড়ি একর জমিতে তুলোর চাষ না করলে, কোনও লাভই হবে না।"

"বিক্রী করবে কেমন ক'রে ?"

"কেন ? রেলপথ ত এসে গেছে। ঠিক করেছি একটা পুরোন কপিকল কিনব আর কিনব তুলোর গাঁট-বাঁধার যন্ত্র। মাত্র দশমাইল নিয়ে গিয়ে ওয়াগনে তুলে দেওয়া বই ত নয় !"

"ষ্টেশন পর্যন্ত নিয়ে যাবার মত খচ্চর আছে ত ?"

"দুচারটা আছে। আরও না হয় দুচারটা কিনব।"

ওয়েণ্ট এমিরীর দিকে ফিরে বললেন—"ডাক্তার, তুমি কি বল ?"

"আমি দেখেছি এর চেয়ে অনেক খারাপ বিষয়ে আপনি টাকা নষ্ট করেছেন।"

"তুমি কি তাহলে সমস্ত অর্থের এক তৃতীয়াংশ দেবে ?"

একটু হেসে এমিরী বললেন—"আমি ত আর ব্যাঙ্কার নই।"

"কিন্তু আমার চেয়েও তোমার বেশী অর্থ আছে। মরলে ত আর অত টাকা সঙ্গে নিয়ে যেতে পারবে না।"

"কিন্তু এখন ত সঙ্গে আছে। তাতেই আনন্দ।"

"আমি যদি সব দায়িত্ব নিই তাহলে এক তৃতীয়াংশ দেবে কি না ?"

"যদি সব দায়িত্বই নাও, তাহলে আমার কাছ থেকেই বা এক তৃতীয়াংশ নেবার দরকার ?"

"তুমি আমার বন্ধু ও সহচর। অর্থ চেয়ে সেই বন্ধুত্ব চেয়েছি। এমন বাজে জিনিষে আর কখনও অর্থ লগ্নী করিনি।"

"টাকা বা বন্ধুত্ব তোমার সঙ্গে ত যাবে না।"

"তা ঠিক। জ্যাক্‌সন্‌ দেখ, সেই বৃদ্ধ ওসাওয়াটোমি একদিন যে পরিমাণ অর্থ আমার কাছ থেকে আদায় ক'রে নিয়েছিলেন তুমি তার তিনগুণ নিচ্ছ। অথচ সেই বৃদ্ধের অর্ধেক যোগ্যতা তোমার মধ্যে আছে কিনা তাও জানি না। যাক্‌গে, আমি তোমাকে পনের হাজার ডলারের একটা ঋণপত্র দেব। আমাকে সেজন্য ধন্যবাদ দেবার প্রয়োজন নেই। এ বিষয়টা যখন চুকে গেল, এস অন্য কথায় আসা যাক্‌। তোমার সম্বন্ধে কিছু বল।"

* * *

ওয়েণ্ট কি শুধু একজন মানুষ? না, তিনি তারও বেশী। এমিরী চলে গেলেন কিন্তু গিডিয়নের সঙ্গে গভীর রাত্রি পর্যন্ত তাঁর কথাবার্তা সমানে চলতে লাগল। লম্বা কালো চুরুটের ধূমপান আর ব্রাণ্ডি খাওয়া তাঁর সমানে চলল। ঢিলা গাউনে মাঝে মাঝে বিব্রত বোধ ক'রেও তিনি বললেন—

"বাবা, আমার সাতশট্টি বছর বয়স হয়েছে। এই বয়সে নিজের বলতে আর কেউ নেই। এমনি ক'রেই নিঃসঙ্গ দিন কাটছে। গিডিয়ন, তোমার মত যখন আমার বয়স, বিপ্লবের আমলের অনেক সৈন্য তখনও বেঁচে। নিউইংলণ্ডে আমরা তখন একটা সাহসী জাতি। সে সব দিনের কথা একবার ভেবে দেখ। ভগবানের বাণী আর তাঁরই আইন নিয়ে আমরা এখানে এসেছিলাম। শক্ত বাহুর কঠিন প্রয়াসের ফলেই এই বিরূপ পাহাড়ে মাটি বাধ্য হয়ে আমাদের বাঁচার অধিকারটুকু ছেড়ে দিয়েছিল। শুধু জীবনধারণের জন্যই নিয়োজিত হয়নি আমাদের

সমস্ত প্রয়াস। আমরা আরও অনেক বড় কাজ করেছি, গিডিয়ন। আমাদের সভাসমিতিতে গণতন্ত্রের প্রাণপ্রতিষ্ঠা করেছি। সে প্রাণের রূপায়ণ হয়েছিল সমস্ত সাধনায়। ঈশ্বর কর্তৃক আদিষ্ট হয়ে প্রাচীন কালের সেইসব মহৎ ব্যক্তিরা আমাদের মধ্যে জন্ম নিয়েছিলেন। আর আমাদের চাষী, আমাদের জেলে দেশের স্বাধীনতার সংগ্রামে সেদিন অংশ গ্রহণ করেছিল। তাদের সেই জীবনমরণ সংগ্রাম আকর্ষণ করেছিল করুণাময়ের প্রসন্ন দৃষ্টি। সে সব আজ বিস্মৃত যুগের কথা। আমি শীঘ্রই মরব, এমির্সও আর বেশীদিন বাঁচছে না। ওয়াল্ডো বুড়ো হচ্ছে, থরু ত বাণপ্রস্থ অবলম্বন করেছে। হুইটিয়ারকে লোকে একপ্রকার ভুলেই গেছে। লংফেলো যেন রিক্ত হয়ে গেছেন। আমাদের সে সব গৌরব আজ কোথায়? আর আজ ব্রুকলীনের এই হুইটম্যানের দল বর্বরের মত গর্জন করছে। যেমনি কর্কশ তাদের গর্জন তেমনি স্পষ্ট তার অর্থ। এমন হয়ত আরও অনেকে আছে, কিন্তু চিন্তা করতে করতে আমাদের নাভিশ্বাস উঠেছে। গিডিয়ন, আগুনের একটা স্ফুলিঙ্গ হয়ত আমাদের মধ্যে এখনও আছে। তবে নিউইংলণ্ড ছেড়ে থ্যাডিয়ুস যখন পেন্সিলভেনিয়াতে গেলেন তখন তিনি ঠিকই করেছিলেন। কিন্তু একটা জিনিষ ভুল-না যে, আমাদের জীবদ্দশায় আমরা অনেক বড় কাজ করেছিলাম। এখন আমাদের গান—

বিশ্বরূপের খেলাঘরে
কতই গেলেম খেলে
অপরূপকে দেখে গেলেম
দুটি নয়ন মেলে।

সে যাক্। চল, উপরে যাই।" গিডিয়ন তাঁর পিছনে পিছনে চলল। ক্লান্তপদে ধীরে ধীরে হেঁটে চললেন ওয়েন্ট। প্রত্যেক সিঁড়িতে

তিনি থেমে থেমে দম নিলেন। তারপর তিনি একটা ঘরে এসে থামলেন। গিডিয়ন ঘরের মধ্যে প্রবেশ ক'রে বুঝল যে এখানে কোনও ছেলে থাকত। অব্যবহৃত অবস্থায় বহুদিন ঘরখানা প'ড়ে আছে। ঘরের মধ্যে অনেকগুলি তাকে রয়েছে অংস ‌.‌) বই, খাতা, অনেক রকম ধাতু, দুটো খড়ের পেঁচা, পেন্সিলে আঁকা একটা মেয়ের ছবি ও দুটো হরিণের চামড়ার জুতো।

"বেঘোরেই ছেলেটা মারা গেছে, গিডিয়ন। দুদিন মাত্র যুদ্ধ বেধেছে। যুদ্ধক্ষেত্রে সে মারা গেল। পরে সে সৈন্যদলের ক্যাপ্টেনের সঙ্গে আমার কথা হয়েছিল। তিনি আমাকে সব কথা বলেছেন। ছেলেটার তিনবার গুলি লেগেছিল; দুবার হাতে আর একবার মাথায়। তবু সে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে নড়েনি। নীচে যখন আগুনের ধারে আমি বসি, পাঁচশ বার আমার মন চলে যায় সেই যুদ্ধক্ষেত্রে আর ছেলেটাকে সেখান থেকে টেনে নিয়ে আসতে যেন হাত বাড়াই! আমি তখন যেন নিজের ব্যক্তিসত্ত্বা হরিয়ে ফেলি। তারপর আত্মচেতনা ফিরে পেয়ে ভাবি কেন সে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে নড়ল না, কেন সে সেখানেই ক্ষতবিক্ষত হযে মরল রক্তাক্ত অবস্থায়। সে যাক্। গিডিয়ন, তুমি যুবক, তোমার মধ্যে এমন একটা কিছু আছে যাতে তুমি একদিন তোমার জাতির নেতা হবে। গিডিয়ন, সেদিন যাই কিছু ঘটুক না, আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ রেখ, আমাদের বুঝতে চেষ্টা কোর—"

"নিশ্চয়ই করব।" মাথা নেড়ে জানাল গিডিয়ন।

"বেশ। গিডিয়ন, এখন ভেবেছি এসব বই আমি ঝোড়া-ভর্তি করব। ওর সব খেলনা আছে চিলেকোঠায়। এ সব তুমি নিতে পার।"

"কিন্তু এসব নিতে আমার মন সরছে না," গিডিয়ন বলল।

"ওটা বোকামি। এক বছর আমি এখানে ছিলাম না। ছেলেকে আমি বুকের মধ্যে রেখেছি। এ সব জঞ্জালের আমার প্রয়োজন নেই। এ সব তুমি কাজে লাগাতে পারবে এবং তাই করা উচিত। পনের হাজার ডলার আমি যদি দিতে পারি আর এই কুড়িটা শ্লেট ও এক খণ্ড খড়ি আমি দিতে পারব না? তুমি আমাকে বলে যাও কোথায় এগুলো পাঠাতে হবে আর বাকি যা করতে হয় আমি করব।"

গিডিয়ন বৃদ্ধকে ধন্যবাদ দিতে গেল কিন্তু পারল না। খাটের ওপর ওয়েন্ট ঘুমিয়ে পড়লেন। ছাদের নীচে জানালার মধ্যে দিয়ে চাঁদের আলো এসে পড়েছে তাঁর মুখে। সে মুখের দিকে তাকিয়ে গিডিয়ন অবাক্ হয়ে গেল—তার মনে পড়ল কতদিনের কত কথা, কত পরিচিত অপরিচিত মানুষের মুখচ্ছবি। সে জানে না—সে মানুষ সাদা কি কালো—জানে না কোন্‌দিকে সে মানুষের গতি। অপূর্ব অনুভূতিতে তার প্রাণে অনুরণিত হল এক আনন্দের সঙ্গীত। কিন্তু সে সঙ্গীতে তীব্র ঝঙ্কার নেই, আছে মৃদু ও শান্ত মূর্ছণা। যুগে যুগে এ জগতের কয়েকজন লোক সমস্ত মানুষের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব-বোধের স্বপ্ন দেখেছেন আর সেই স্বপ্নের মধ্যেই খুঁজেছেন তাঁদের জীবনের সকল সুখ ও সকল প্রেরণা। এত বড় বিস্ময় আর কি আছে! যুক্তিযুক্ত ও বিজ্ঞান সম্মত বিশ্লেষণের দ্বারা সমস্ত বিষয়েরই ব্যাখ্যা মেলে কিন্তু ঐ বিস্ময়ের ত ব্যাখ্যা মেলে না!

পরের দিন জেফকে দেখবার জন্য ওরচেষ্টারে যাবার আগে গিডিয়ন একবার ডাঃ এমিরীর ডাক্তারখানায় এল। ডাঃ এমিরীকে যেন চেনা যায় না। সেই সুবেশ, হৃষ্টপুষ্ট ভদ্রলোকটি আর নেই। সাদা গাউনে একজন নিপুণ বৈজ্ঞানিক বেশে তিনি দুজন সহকারীর

সঙ্গে একটা ঘরে অপেক্ষা করছেন। ওদিকে বারান্দাটা রোগীতে ভর্তি। বোষ্টনের এই অংশের ছবি তাকে মনে করিয়ে দিল নিউ ইয়র্কের কথা—সেই জীর্ণ বস্তী ও নোংরা রাস্তা, সেই সব গরীব আইরীশ, পোলস ও ইটালিয়ান। একটা পুরাণ বাড়ীতে এমিরীর ডাক্তারখানা। বাড়ীটাকে মেরামত ক'রে চুণকাম করা হয়েছে। যে ঘরে রোগীদের পরীক্ষা করা হচ্ছে সেই ঘরে গিডিয়ন বসে রইল আর ডাক্তারকে দেখতে লাগল। গিডিয়ন দেখল একটা ছেলে দাঁড়িয়ে রয়েছে। ছেলেটার বুকটা ভিতর দিকে ঢুকে গেছে। বোধ হয় হাড় শক্ত না হওয়ায় তার সমস্ত শরীরটা বাঁকা।

"তুমি একে দেখছ, জ্যাকসন?" সেই শীতে উলঙ্গ হয়ে ছেলেটি হাত দুটি ভাঁজ ক'রে দাঁড়িয়ে আছে আর কাঁপছে। বয়স বোধ হয় তার আট বছর। "এ রোগটা কি আমরা বলতে পারব না; তবে দেখেছি কেবল গরীবদের মধ্যেই এ রোগটা হয়। প্রত্যেক সপ্তাহেই এরকম রোগী আমার কাছে ডজন খানেক আসছে। এ রোগটার একটা নাম দিয়েছি—ম্যালেফিসিও পপারটেটিস (Maleficio Paupertatis)। নামটা থেকেই রোগটার স্বরূপ ভালভাবে বোঝা যাবে।"*

ডাক্তার ছেলেটার সমস্ত দেহে একবার হাত বুলালেন। "আচ্ছা, খোকা, এবার তুমি জামাকাপড় প'রে নিতে পার। জ্যাকসন্, একবার দেখ—সমাজের গ্লানি কত দিকে প্রকাশ পায়। তোমার স্বজাতীয়দের মুক্ত করতে আমরা লড়েছিলাম আর এদিকে আমাদের

---

*'Pauper' এর অর্থ নিঃস্ব, Maleficio বোধ হয় স্বাস্থ্যপ্রদ আহারের অভাব। সুতরাং সমস্ত অর্থটা দাঁড়াল—স্বাস্থ্যপ্রদ আহারের অভাবে নিঃস্বদের রোগ। অনুবাদক

স্বজাতীয়রা আস্তাকুঁড়ে জন্মাচ্ছে আর মরছে। অক্ষম রোগীর মুখে এক ফোঁটা ওষুধ বিনামূল্যে আমরা দিতে পারি না—পারিনা এমনকি ওষুধ সম্বন্ধে একটুখানি বৈজ্ঞানিক গবেষণার বন্দোবস্ত ক'রে দিতে। তবুও আমরা বড়াই করি যে আমরা সভ্য। কিন্তু সেটা কি ভাল শোনায়? ঐশ্বর্য ও প্রাচুর্যের সমারোহ তুমি এখানে দেখেছ কিন্তু এরই মধ্যে মানুষ উপবাসে মরছে—মরছে একটু নির্মল বাতাসের অভাবে, একটুখানি সূর্যের আলোর অভাবে। আমি নিজে থেকে ওষুধ যেটুকু দিচ্ছি সেটুকু দান ছাড়া আর কিছু নয়। কিন্তু কতদিন এই দান চলতে পারে? আর মানুষকে দান ক'রে মনুষ্যত্বের যে অপমান আমি করছি তাতেও যে মন আমার সঙ্কুচিত হচ্ছে। এক এক সময় আমার মনে হয় আমার প্রতিবেশীরা ঠিকই করে যখন তারা পকেটের পয়সা পকেটেই রেখে দেয়।"

পরে এমিরী জেফ সম্বন্ধে গিডিয়নকে জিজ্ঞাসা করলেন—"তুমি সঠিক জান যে সে ডাক্তার হতে চায়?"

"ষোল বছরের একটা ছেলে কতটুকুই বা নিজের জীবনের লক্ষ্য সম্বন্ধে সঠিক হতে পারে? তবে সে খুব বুদ্ধিমান। আমার ছেলে বলেই এ কথা বলছি না।"

"ভাল, তবে এ দেশে শিক্ষা পাওয়া প্রায় অসম্ভব। আমাদের মেডিক্যাল স্কুলগুলি বিশ্বাস করে না যে, কোনও কৃষ্ণকায়ের রোগ হতে পারে বা সে রোগ সারাতে পারে। আজকে যখন দক্ষিণাঞ্চল সম্বন্ধে স্বপ্নময় ছবি আঁকছ তখন এ সম্বন্ধে তোমাদের আগে থেকেই সজাগ হতে হবে। তবে সে সব ভবিষ্যতের কথা। সে যাক্। যদি সে পরীক্ষায় পাশ করতে পারে তাহলে তাকে স্কটল্যাণ্ডের এডিনবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি করা যেতে পারে।"

"স্কটল্যাণ্ড?" অনিশ্চিতভাবে মাথা নাড়াল গিডিয়ন। "অনেক দূর, না?"

"হ্যাঁ, অনেকদূর। সৌভাগ্যক্রমে প্রাচীন দেশগুলি এখনও উপলব্ধি করেনি যে, কালো চামড়া থাকলে মানুষ জানোয়ার হয়ে যায়।"

গিডিয়ন বলল—"ওসব আমি কিছু জানি না। সে এখনও ছেলেমানুষ। একলা তাকে অতদূর পাঠাতে হবে। হয়ত এক বছর—"

"এক বছর নয় অন্তত তিন বছর সেখানে তাকে থাকতে হবে", মাথা নেড়ে জানালেন এমিরী। সেই নিগ্রোর মুখে একটা বেদনার প্রকাশ কৌতূহলের সঙ্গে তিনি লক্ষ্য করলেন।

গিডিয়ন কোন উপায়ান্তর না দেখে তোতলার মত বলল—"কোন্‌টা ভাল আমি বুঝতে পারছি না। কিন্তু তার মা রাসেল—"

এমিরী কাধ দুটো তুলে একরকম ভঙ্গী ক'রে বললেন—"তাহলে আমি বলি, সে ডাক্তার হওয়ার আশা ছেড়ে দিক্।"

'কিন্তু সে যে ডাক্তার হতে চায়।"

"পয়সাও খরচ হবে।"

গিড়িয়ন বলল—"ভেবেছি, নিজের দেশে গিয়ে বিধান সভার সদস্য-পদের পার্থী হয়ে নির্বাচনে দাঁড়াব।" গিডিয়ন ইতস্তত করতে লাগল, তারপর বলল—"অধিবেশনে প্রতিনিধি হয়ে আমি দিনে তিন ডলার ক'রে পেয়েছিলাম। এবারও যদি সেই তিন ডলার ক'রে পাই তবে দেড় ডলার বাঁচাতে পারব। তাতে যথেষ্ট হবে না?"

এমিরী অন্য দিকে তাকিয়ে বললেন—"যথেষ্ট হবে।" জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন এমিরী, একবার বাইরের দিকে তাকালেন, তারপর ফিরে বললেন—

"জ্যাক্‌সন, তোমার ছেলে এখন কোথায়?"

"সে এখন আছে ওরচেষ্টারের প্রেসবিটেরিয়ান স্কুলে।"

"জায়গাটা আমি জানি। সে লিখতে পড়তে পারবে কিন্তু বেশী কিছু শিখতে পারবে না। কতদিন সে সেখানে আছে?"

"চার মাস।"

"ছ মাস পর্যন্ত সে ওখানে থাক্। তুমি বলছ তার বয়স বর্তমানে ষোল। ছ মাস পরে সে এখানে আসতে পারে। আমি তাকে এক বছরে যা শিখাব তারা তা দশ বছরে পারবে না। মনে রেখ যে তার নিজের থাকা খাওয়ার খরচের জন্য উপায় করতে হবে। আমার এমন একটা বালকের প্রয়োজন আছে যে ঘর ঝাঁট দেবে, গবেষণাগারটা পরিষ্কার রাখবে এবং যন্ত্রপাতি ধুয়ে মুছে তুলবে। দাসত্বপ্রথা অবলোপ করতে চাইলেও ওয়েণ্টের মত আমি বঞ্চনার মধ্যে যেতে চাই না। ছেলেটা যদি বুদ্ধিমান হয়, তার যদি লেখাপড়ায় ঝোঁক থাকে এবং তার যদি কাজ করার ইচ্ছে থাকে তাহলে দুবছরে আমি তাকে যা শিখাব তাতেই সে সহজে এডিনবার্গের পরীক্ষা পাশ করতে পারবে। আর যদি সে না হয়—"

* * *

ওরচেষ্টারের রেভারেণ্ড চার্লস স্মিথের পড়াবার ঘরে ব'সে গিডিয়ন ডাঃ এমিরীর কথাগুলো বলে গেল। স্মিথ বেশ ভদ্র কিন্তু যেন একটু ভীরু ও দুর্বল। তিনি বললেন যে, সবই ঠিক, জেফ্ বেশ ভাল ছেলে; পড়াশুনায় তার আন্তরিক চেষ্টা আছে এবং তার জন্য তাঁদের একটুও বেগ পেতে হয় না। তবে গিডিয়নের বোঝা উচিত যে, শিক্ষাক্ষেত্রে তাড়াতাড়ি করলে চলে না। পড়াতে গেলে বিরক্তি না এসে পারে না। গিডিয়নের মনে রাখা উচিত যে, কিছু দিন আগেও ছেলেটা লিখতে পড়তে পারত না। এটা সত্য যে, ছেলেটার মধ্যে অনুকরণ-স্পৃহা

আছে এবং সে অতি সহজেই অনেক বিষয় গ্রহণ করতে পারে। তবে ডাক্তারি হচ্ছে একটা বৃত্তি এবং তার জন্য উচ্চধরণের শিক্ষা দরকার। এমিরী যদি বলে থাকেন যে দুবছর পড়িয়ে তিনি ছেলেটাকে এডিনবার্গ পরীক্ষার জন্য তৈরী ক'রে দেবেন, তবে তাঁর সেকথা ধৃষ্টতা ছাড়া আর কি বলা যায়? গিডিয়ন এ সবের কিছুই জানে না। একমাত্র ডাক্তারির মধ্যে দিয়ে একজন যুবক তার নিজের জাতির সেবা করতে পারে—এই সিদ্ধান্ত করা কি সঙ্গত? যাজক হলে কি হয়? ছেলেটার যে একটু ধার্মিকতা আছে তাও স্বীকার করতে হবে। "আপনারা যা করেছেন আমি তার জন্য কৃতজ্ঞ", গিডিয়ন বলল। জেফ্‌কে পাঁচ বছর না দেখার কষ্ট তার কাছে এবং রাসেলের কাছে যে কতখানি তা কি সে স্মিথকে বোঝাতে পারবে? একজন শ্বেতাঙ্গ কি বুঝবে একজন কৃষ্ণকায়ের কাছে তার ছেলে কতখানি? "আমি চাই তার যা করবার ইচ্ছে তা সে করুক।"

"তা ঠিক। কিন্তু একটা ছেলের কতটুকুই বা বুদ্ধি?"

"আমি তার সঙ্গে কথা বলে দেখব," বলল গিডিয়ন।

গিডিয়নের যতদুর মনে পড়ে জেফ্‌ যেন এই কয় মাসে অনেক বেশী লম্বা হয়ে গেছে। এখন সে গিডিয়নের চেয়েও লম্বা এবং গিডিয়নের মতই দেখতে। কিছুদিনের অসাক্ষাতের ফলে দুজনার মধ্যেই যেন দেখা দিল এক অপরিচয়ের দূরত্ব। আজ বোধহয় সেইজন্য তারা দুজনাই নিজেদের মধ্যে মিলটা স্পষ্টভাবে দেখতে পেল। গিডিয়নই প্রথম জেফের সঙ্গে কথা বলল। আগে সে কোনও দিন জেফের সঙ্গে কথা বলতে পারেনি। আজ অপরাহ্ণে পাশাপাশি ওরা হেঁটে চলল। এ সহরের অনেকের সঙ্গে জেফের ইতিমধ্যেই পরিচয় হয়েছে এবং সে সগর্ব ভঙ্গীতে তার বাবার পরিচয় দিল—"ইনিই হচ্ছেন আমার বাবা।"

পরিবর্তনের জগতে তার জন্ম; তাই লোকের পরিবর্তন দেখতে গিডিয়ন অভ্যস্ত। বিস্মিত না হয়েই গিডিয়ন জেফের বহু পরিবর্তন লক্ষ্য করল।

সহর ত্যাগ ক'রে তারা গ্রামের পথ ধরল। পথের ধারের গাছগুলো লাল ফুলে ছেয়ে গেছে। সমস্ত মাঠ বর্গাকারে ভাগ ভাগ করা এবং বেশ পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন। কত যুগ ধরে এ মাঠ পড়ে রয়েছে! চারদিক শান্ত ও নিস্তব্ধ। মনে হয় কার ধ্যানে সমস্ত মাঠ যেন আত্মমগ্ন! মাঠে মাঠে লাল বরবটি ফলেছে। দূরে দেখা যায় সাদা রঙের সব বাড়ী আর পাহাড়ের কোলে গরু ভেড়া মাঠে চরছে।

"তোমার এখানে ভাল লাগছে?"

জেফ্ বলল—"হাঁ, লাগছে।" তবে সব লোকই যে তার সঙ্গে ভাল ব্যবহার করে এমন নয়। তার ভাল লাগার অন্য বিশেষ কারণ আছে। সমস্ত লোক ত আর সাধু হয় না। এখানকার কয়েকজন লোক তাকে নোংরা নিগ্রো বলে। এ সহরের কয়েকজন লোক এখনও নিগ্রোদের ঘৃণা করে যেমন তারা চিরকাল ক'রে এসেছে। তবু দক্ষিণাঞ্চলের মনোবৃত্তি থেকে এখানকার লোকদের মনোবৃত্তি আলাদা।

গিডিয়ন মাথা নাড়াল। তার নিজের কাছে হলে ভাল লাগা ত দূরের কথা, এটা নির্বাসন বলে মনে হত। মনের কথা ঠিক বলতে না পারলেও সে বুঝেছে এখানকার মাটি নয় স্নেহোষ্ণ।

"আমি খুব পড়ি," বলল জেফ্।

"তা ভাল।"

কিছুক্ষণ পরে গিডিয়ন প্রশ্ন করল—"পরে কি করবে ঠিক করেছ?"

জেফ্ বলল—"এখনও আমার ইচ্ছে যে আমি ডাক্তার হব।"

তারা হাঁটতে হাঁটতে একটা পাহাড়ের ওপর এল। নীচে সূর্য অস্ত যাচ্ছে। মাঠ থেকে একটা চাষী তার গরুগুলোকে তাড়িয়ে বাড়ীর দিকে নিয়ে যাচ্ছে আর তার কুকুরটা ভীষণ ভাবে ঘেউ ঘেউ ক'রে চীৎকার করছে।

"এবার ফিরলে ভাল হয়," বলল গিডিয়ন।

ধীরে ধীরে হাঁটতে লাগল তারা। জেফ্ ব'লে চলল কত কথা। গিডিয়ন কিছু না বলে শুনে গেল। "আমরা একটা নতুন জাতি," বলল জেফ্। "আমি কি বললাম, বুঝলেন?" গিডিয়ন মাথা নাড়াল। "আমি বলতে চেয়েছি যে, শ্বেতাঙ্গ ছেলেরা হয় নিজেদের মতে আর নয় বাপ-দাদাদের মতে চলে। লোকের সেবা করব—এসব কথা তাদের মাথায় আসে না।"

পুনরায় গিডিয়ন মাথা নাড়াল। জেফ্ ব'লে চলল—"আমি অনেক সময় ভাবি কি ক'রে আমি এতদূর এলাম। আরও ত অনেক ছেলে আছে যেমন মার্কাস, ক্যারি লিঙ্কন। কই, তারা ত আসতে পারল না? কত বড় ভাগ্য আমার যে আমি এখানে এসেছি! এখান থেকে ফিরে গিয়ে আমি কিছু কাজ করতে চাই। এমন শিক্ষা নিয়ে যেতে চাই যাতে একটা অসুস্থ লোককে ভাল করতে পারি।"

গিডিয়ন বলল—"রেভারেণ্ড স্মিথের ইচ্ছে তুমি একজন ধর্ম-প্রচারক হও। সেটাও ত একটা কাজ।"

"হয়ত কাজ", বলল জেফ্। "কিন্তু সে কাজের জন্য ত ব্রাদার পিটার রয়েছেন। তিনি একজন মস্তবড় ধর্মপ্রচারক। ধর্মপ্রচার ত আর বিজ্ঞান নয়। রেভারেণ্ড স্মিথ খুব ভাল লোক। কিন্তু ধর্মপ্রচার আমার জন্য নয়।"

গিডিয়ন জেফকে এমিরী ও তাঁর ডাক্তারখানা সম্বন্ধে বলে তাঁর প্রস্তাব জানাল। কেমন ক'রে একজন কৃষ্ণকায় ছেলে এডিনবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে ডাক্তারি প'ড়ে পাশ করতে পারে—সে কথাও গিডিয়ন বলে দিল। উদ্বেগ ও আগ্রহের সঙ্গে জেফ্ প্রতিটি কথা শুনে গেল। গিডিয়ন ভালও বলল, মন্দও বলল। এমিরীর মনের পরিবর্তনও হতে পারে। জেফ্ যদি আর দু বছর পড়ে তাহলে অবশ্য সময় দেখতে দেখতে কেটে যাবে। এমিরীও হয়ত ততদিন সব কিছুতে উদাসীন হয়ে পড়তে পারেন।

জেফ্ বলল—"আমার পাঠ্যতালিকা আমি দু বছরেই শেষ করতে পারব। আমি শপথ ক'রে বলছি তিনি যা করতে বলবেন আমি তাই করব। আমি ঘরদুয়ার এমনভাবে ঝাঁট দেব যাতে সোনার মত ঝক্‌ঝক্ করে। আমি শপথ করছি, বাবা। আমার কোনও কষ্টই হবে না। এখানকার এরা আমাকে বলে যে আমার গায়ে অসাধারণ শক্তি। বুড়ো মিঃ জার্ভিসের গাড়ীটা খানায় পড়ে গিয়েছিল, আমি নিজে সেটাকে তুলেছি। সেই শ্বেতাঙ্গ ডাক্তার আমাকে খাটিয়ে কিছুই করতে পারবেন না। তিনি যদি আমাকে সেখানে থাকতে দেন আমি সারাদিন খাটব। আমি শিখতেও পারব।"

তারা হাঁটতে লাগল। গিডিয়ন ভাবল কেমন ক'রে সে সব কথা রাসেলকে জানাবে। জেফকে বুকের মধ্যে টেনে নিতে গিডিয়নের ইচ্ছে হল কিন্তু সে পারল না। কেন সে জানে না তার সমস্ত বুকটা বিরাট গর্বে ফুলে উঠল। তার মনে হল সে যদি একবার জেফ্‌কে কাছে নিয়ে তার সব মনের কথা বলতে পারত! হঠাৎ জেফ্ বলল—

"আশা করি, আপনিও আমাকে ওসব কাজ করতে দেবেন।"

"দেব," গিডিয়ন সম্মত হল।

অন্ধকার হয়ে এসেছে। তাড়াতাড়ি তারা সেই যাজকের বাড়ীর দিকে চলল। জেফ্ দৃপ্ত যুবক। তার সঙ্গে সমানতালে হাঁটতে গিয়ে গিডিয়নকে একরকম দৌড়তে হল।

বিদায় নেবার আগে গিডিয়ন ছেলেকে বলল—"জেফ্, আমরা দুজনাই অতীতের অন্ধকার থেকে দীর্ঘপথ হেঁটে এসেছি। সামনে আমাদের এখনও পড়ে রয়েছে অসীম পথ আর সেই পথে একলা চলার নিঃসঙ্গতা। সে কথা তোমার যেন সব সময় মনে থাকে। তবু একলা মানুষ দিনে আর কতটুকুই বা হাঁটতে পারে। কিন্তু কটা দিনই বা জেফ্! হয় তুমি এখানে থাকবে, নয় ক্যারোলিনায় চলে যাবে। এর মধ্যে তুমি যদি আমাকে আসতে বল আমি নিশ্চয়ই আসব। আর যদি বাড়ী যেতে চাও, ভয় কোর না, আমাকে লিখবে। আমি তোমার বাড়ী আসার খরচ পাঠিয়ে দেব।"

জেফের জন্য যে সামান্য দু একটা উপহার গিডিয়ন এনেছিল সেগুলো সে দিয়ে দিল। তারপর করমর্দন ক'রে গিডিয়ন অনেক বছর পরে এই প্রথম জেফ্‌কে চুম্বন করল।

* * * *

গিডিয়ন কারওয়েলে ফিরে এল। এক অর্থে সে অসম্ভবকে সম্ভব ক'রে ফিরেছে। বাড়ী এসেই সে এই কথাটা শুনল। জেনিকে হাত দিয়ে তুলে নিয়ে আদর করছে আর সেই সময়েই গিডিয়নকে ওরা সব কথা বলল। জেনির আড়াল হলেও সে দূরে পোড়া গোলা-ঘরের কালো কালো খাকারি ও বস্তির বাড়ীগুলোর মধ্যে দুটো সরু চিমনি দেখতে পেল। কারও মুখে একটু হাসি নেই। সবাই নির্বাক, গম্ভীর ও দুশ্চিন্তাগ্রস্ত। রাসেল গিডিয়নের আরও কাছে এসে দাঁড়াল।

গিডিয়ন চীৎকার ক'রে বলল—"মার্কাস কোথায়?" মার্কাস

ভালই ছিল। সমস্ত লোকের ভীড় ঠেলে সে তখন গিডিয়নের দিকে আসছে। "ব্যাপার কি?" গিডিয়ন জানতে চাইল। "কবে, ও কেমন ক'রে ঘটল?" জীবনে অনিশ্চিত পরিবেশে থেকে থেকে মৃত্যু তার মনে কেমন এক রহস্যময় অনুভূতি জাগায়। আজকে আবার সেই অনুভূতি তার মধ্যে এল। গিডিয়ন দেখতে চেষ্টা করল কোন একটা পরিচিত মুখ হারাল কিনা। মেরিয়ন জেফার্সনের হাতটা ব্যাণ্ডেজ করা। হ্যানিবল ওয়াশিংটনের স্ত্রী এডা এসেছে আর সঙ্গে এনেছে তার কচি ছেলেটা। গিডিয়ন যেদিন এখান থেকে যায় সেইদিনই এই ছেলেটা জন্মেছিল। জন্ম ও মৃত্যুর দোলায় দোলায়িত তাদের জীবন।

"ভাল, কি ঘটেছিল?"—আবার জানতে চাইল গিডিয়ন। এণ্ড্রু শেরম্যানের স্ত্রী লুসী কেঁদে উঠল। এণ্ড্রু তাকে সান্ত্বনা দিয়ে শান্ত করতে চেষ্টা করল। "কে লুসী? ও এখন"—গিডিয়ন সমস্ত কিছুই বুঝল। জ্যাকি লুসীর কাছে শুধু ছেলে নয়, এক অপার্থিব সৌন্দর্য। জ্যাকির গায়ের রঙের জন্য লুসীর কত গর্ব! জ্যাকির ধমনীতে ছিল সাউথ ক্যারোলিনার দুটো সবচেয়ে ভাল পরিবারের রক্ত। গিডিয়ন ব্রাদার পিটারের দিকে তাকাল। ব্রাদার পিটার বললেন—"ভগবান দিয়েছিলেন, ভাগবানই আবার নিয়ে নিয়েছেন।"

"কেমন ক'রে হল?" জিজ্ঞাসা করল গিডিয়ন।

ব্রাদার পিটার বলতে সুরু করলেন। তাঁর কথার ফাঁকে ফাঁকে অন্যরাও কথা জুগিয়ে চলল। সমস্ত ঘটনার বর্ণনা একজনের মুখ থেকে না আসাই সম্ভব। কেননা, ঘটনার একটা অংশ কেউ দেখে থাকবে, অন্য অংশ অন্য কেউ দেখে থাকবে। গিডিয়ন চ'লে যাবার চারদিন পর ঘটনাটি ঘটেছিল। অন্যস্থানে এই রকম কিছু কিছু ভাসা খবর তারা শুনেছিল

কিন্তু কারওয়েলের নিকটবর্তী অঞ্চলে এরকম কিছু কখনও তারা দেখেনি। ব্রাদার পিটার সে দিন গোলাঘরের কাছে, সান্ধ্য উপাসনা সভা ডেকেছিলেন। রাত্রি নটার সময় উপাসনান্তে তারা ফিরেছে। বেশ ঠাণ্ডা ছিল সে রাত্রি। সে রাত্রে ব্রাদার পিটার বাইবেল থেকে শততম সঙ্গীতটা পাঠ করেছিলেন। সে কথা তিনি কোনদিন ভুলতে পারবেন না—সুর ক'রে তিনি পড়েছিলেন—

"তোরা সব জয়ধ্বনি কর্।
তোরা সব জয়ধ্বনি কর্"

গোলাঘর থেকে তারা বেরিয়ে এল বটে কিন্তু তখনই বাড়ীর দিকে গেল না। ছোট ছোট ঝোপের কাছে তারা কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল যেমন লোকেরা উপসনান্তে ক'রে থাকে। সেই সময় তারা দেখল—পশ্চিমদিকের যে মাঠটাতে গরুভেড়া চরে তার পিছনে ছোট পাহাড়ের ওপর একটা মস্তবড় জ্বলন্ত ক্রশচিহ্ন। এক নিমেষেই সেখানে যেন দাউ দাউ ক'রে আগুন জ্বলে উঠল।

একটা মেয়ে তাই দেখে ডুক্‌রে কেঁদে উঠল এবং তৎক্ষণাৎ সকলের দৃষ্টি সেদিকে আকৃষ্ট হল।

অন্য মেয়েরাও কেঁদে উঠল এবং কয়েকটা ছেলে ভয়ে আঁতকে উঠল। ব্যাপারটা এখন গিডিয়নের কাছে অনেকটা স্পষ্ট হয়ে গেল। বোধ হয় সূর্য অস্ত গেছে আর তার সেই রক্ত ছটায় আকাশে ফুটে উঠেছিল ঐ রকম একটা ক্রশচিহ্ন। সে যাক্। পুরুষরা মেয়েদের ও ছেলেদের শান্ত করতে চেষ্টা করল। ব্রাদার পিটার সবাইকে তখন বললেন—ক্রশচিহ্ন কখনও অমঙ্গল ঘটাতে পারে না, তা সে জ্বলন্তই হোক আর রক্তাঙ্কিতই হোক। ব্রাদার পিটারের সেই কথায় কয়েকজন লোক আশ্বস্ত হল। অন্যান্য অনেকে কু ক্লাক্স ক্ল্যান (Ku Klux Klan)

দলের কথা কিছু কিছু শুনেছিল। ঠোঁট চেপে তারা শুধু দাঁড়িয়ে রইল; একটা কথাও বলল না। ক্রুশচিহ্নটা পুড়ে না যাওয়া পর্যন্ত লোকেরা সে স্থান থেকে আর নড়ল না। তারপর সবাই বিস্ময়-বিহ্বল অবস্থায় বাড়ী গেল।

হ্যানিবল ওয়াশিংটন গিডিয়নকে বলল—"তারপর আমি মনে করলাম যে আমাদের সমস্ত বিষয়টার অনুসন্ধান করা উচিত। কেউ না জ্বালালে ত ক্রুশচিহ্ন আর আপনা-আপনি জ্বলতে পারে না। বুঝলাম একটা অঘটন কিছু ঘটেছে। পাহাড়টার ওপর একবার ঘুরে দেখে আসবার জন্য আমি ট্রুপারকে আমার সঙ্গে আসতে বললাম।"

রাইফেল নিয়ে সে আর ট্রুপার সেই মাঠটার চারিদিক ঘুরে ঝোপজঙ্গলের মধ্যে দিয়ে পাহাড়ের পিছন দিকটাতে উঠল। কাউকেই কিন্তু তারা দেখতে পেল না; তাদের আশা মত একটা পোড়া পাইন কাঠের ক্রুশ দেখতে পেল। বাতাসে কেরোসিনের তীব্র গন্ধ। মাটিতে কতকগুলো খড় পড়ে। কি ঘটেছিল এর পর বুঝতে তাদের কষ্ট হল না। কেউ নিশ্চয়ই ক্রুশটাকে খড় দিয়ে জড়িয়ে ও কেরোসিনে ভিজিয়ে আগুন জ্বেলে দিয়েছিল। এই রকম শিশুসুলভ, সন্ত্রাসমূলক ও বুদ্ধিহীন কার্যকলাপের অনেক গুজব তারা শুনেছিল। এতে তারা সত্যই অত্যন্ত সন্ত্রস্ত ও বিস্ময়বিহ্বল হয়ে পড়ল; সত্যকার বিপদে বোধহয় তারা এত হত না।

যখন তারা ফিরে এল, সমস্ত লোক তখনও তাদের জন্য অপেক্ষা করছিল। কি তারা দেখে এসেছে তার বর্ণনা দিল হ্যানিবল ওয়াশিংটন। এলেনবি বললেন—"দক্ষিণাঞ্চলের এই সব জঞ্জাল থেকে আমরা কারওয়েলে এতদিন মুক্ত ছিলাম। সেই সময় এবনার লেট্, কার্সন ভায়েরা, ফ্রাঙ্ক ও লেসলি এলেন। সবাই অস্ত্র-সজ্জিত। অন্ধকারের

মধ্যে দিয়ে আসবার সময় তাঁরা চীৎকার ক'রে উঠলেন—"ওহে, এদিকে, এদিকে।" তাঁদের নিজেদের বাড়ী থেকে তাঁরা ক্রুশচিহ্ন দেখতে পেয়েছিলেন এবং সেইজন্যই ব্যাপারটা জানতে তাঁরা এলেন।

হ্যানিবল ওয়াশিংটন বলল—"হয়ত এটা কিছুই নয়।"

"অথবা হয়ত সেই ক্ল্যান কিংবা ঐ অঞ্চলের কতকগুলো বোকা লোকের কাজ।"

এবনার লেট্ বললেন—"জানিনে, বাপু, এখানকার কোন লোক ঐ রকম করতে পারে কি না।"

এরপর কি করা উচিত এই নিয়ে অনেকক্ষণ কথাবার্তা চলল। বাস্তবিক পক্ষে কিছুই করবার ছিল না। এই পর্যন্ত গল্পটা ব'লে তারা জানতে চাইল গিডিয়ন সমস্ত বিষয়টা বুঝছে কিনা। এই রকম অবস্থায় কি করা যেতে পারত? কেউ রক্ষী মোতায়েন করার প্রস্তাব করল, কেউ আবার যুক্তি-সঙ্গত ভাবে সে প্রস্তাবের বিরোধিতা ক'রে বলল যে, তারা আইন মেনে সভ্য দেশে বাস করছে, সুতরাং প্রত্যেক রাত্রিতে রক্ষী মোতায়েন করার কোন অর্থই হয় না।

দ্বিধাগ্রস্ত সুরে ব্রাদার পিটার প্রশ্ন করলেন—"গিডিয়ন, ব্যাপারটা বুঝছ ত?"

গিডিয়ন মাথা নেড়ে জানাল—"হ্যাঁ, বুঝলাম। কিন্তু পরে কি হল?"

সেদিন অনেক রাত্রে তারা শুতে গেল এবং শেষ পর্যন্ত সবাই ঘুমিয়ে পড়ল। এই ঘটনাটা যখন ঘটল তখন বোধহয় মধ্য রাত্রি। প্রত্যেকে একই কথা বলল যে, ঘোড়ার খুরের শব্দে তাদের ঘুম ভেঙ্গে গিয়েছিল। যেন এক দুঃস্বপ্ন দেখে কয়েকজন মেয়ে চীৎকার ক'রে কেঁদে উঠল। কিছু লোক ভয়ে ঘরের মধ্যে রয়ে গেল। হ্যানিবল ওয়াশিংটন, এণ্ড্রু

শেরম্যান, ফার্ডিন্যাণ্ড লিঙ্কন এবং ট্রুপার—এরা সকলেই মাথার কাছে রাইফেল রেখে শুয়েছিল। ঘোড়ার খুরের শব্দ শুনতে পাওয়া মাত্রই তারা রাইফেল নিয়ে বেরিয়ে পড়ল। আরও কিছু লোকের সঙ্গে ব্রাদার পিটার ও এলেনবি বেরুলেন বটে কিন্তু তাঁদের কারও হাতে অস্ত্র ছিল না। সবাই এক ঘটনার সংবাদ দিল। সাদা পোষাকে কতক-গুলো লোক ঘোড়ায় চেপে এই দিকে আসছিল। এদের মধ্যে বার জন ছিল অস্ত্র-সজ্জিত যদিও আগে থেকে তা জানা যায় নি। প্রায় অর্ধেক লোকের হাতে ছিল পিচের মশাল। গ্রামের সমস্ত লোক বেরুতে না বেরুতে দেখতে পেল তাদের গোলাঘর ইতিমধ্যেই দাউ দাউ ক'রে জ্বলছে। গরু, খচ্চর প্রভৃতি ভয়েতে চীৎকার করছে। ট্রুপার স্বীকার করল যে, সেই প্রথমে গুলি ছুঁড়েছিল। সে বলল যে, গরু ও খচ্চরদের চীৎকার শুনে না ভেবেই সে সাদা পোষাক পরা একজনকে গুলি করল। সে বুঝেছিল এবং সেই সঙ্গে অন্যরাও জানতে পারল যে তার গুলি ছোঁড়াই সার হল, কোন শত্রুই আহত হল না। না দেখে শুনেই শুধু উদ্দীপ্ত ক্রোধের বশেই সে গুলি করেছিল। বন্দুকের গুলির শব্দে সেই মুহূর্তেই সেই সব সাদা পোষাকের লোকেরা ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে নিল এবং যে মশালগুলো তারা বস্তি অঞ্চলে ফেলেছিল সেগুলো এদিক ওদিক ছড়িয়ে বিক্ষিপ্ত ভাবে গুলি চালাতে চালাতে পালাল।

এলেনবি এখন বললেন—"গিডিয়ন, তুমি নিশ্চয়ই জান যে, ওরা ঐ রকম ভীরু ও অসভ্য। একটা গুলির শব্দে তারা পালাল। তাদের সাদা পোষাকে সেই জঘন্য নৈশ আক্রমণ ও জ্বলন্ত ক্রশ কোথায় মিলাল যখন তারা জানল যে আমরাও অস্ত্র-সজ্জিত। খরগোসের মত তারা পালাল। কিছুক্ষণ পরে আমরা দেখলাম অন্ধকারে প'ড়ে রয়েছে জ্যাকি শেরম্যান। তার কপালে লেগেছে ওদের বিক্ষিপ্ত গুলি। আমরা

তখন আগুন নিবিয়ে গোলার ধান বাঁচাতে ব্যস্ত। ছেলেটা মরল কিন্তু একটুও কাত্‌রাল না। সত্যই বড় মর্মান্তিক সে মৃত্যু।"

লুসী শেরম্যান আবার ফোঁপাতে লাগল। গল্পের যেটুকু অবশিষ্ট ছিল সেটুকু ব্রাদার পিটার বললেন। আগুন তাঁরা নিভালেন কিন্তু ছেলেটার মৃত্যু তাঁদের বুক ভেঙ্গে দিল। গোলাঘরগুলো পুড়ে গেলেও তারা তাদের শস্যাদি আগুন থেকে বাঁচাল। তবে সেই সঙ্গে বস্তির দুখানা ঘরও পুড়ে ছাই হয়ে গেল। আগুন দেখে এবনার লেট্‌, ফ্রেড্‌ ম্যাকহিউ ও তার ছেলে জেফ্‌ সাটার এবং কার্সন ভায়েরা এসেছিলেন। হ্যানিবল বলল যে এবনার লেট্‌ সেই মৃত ছেলেটাকে দেখে সেই শয়তানদের যে অভিশাপ দিলেন সে রকম অভিশাপ তারা আগে কখনও শোনেনি। তার কথাটা বুঝিয়ে দেবার জন্য সে আবার বলল, "এই অভিশাপ শুনে আমাদের অনেক ভাবনা দূর হয়ে গেল। ভগবান্‌ আমাদের বাঁচিয়েছেন! আমরা ভেবেছিলাম এর পিছনে শ্বেতাঙ্গরা আছে। তারা যখন সবাই এল তখন বুঝলাম, না, তারা নয়। ছেলেটাকে বাঁচান গেল না সত্যি, তবে তাদের সহায়তাও হেলা করবার মত নয়।"

গিডিয়ন জানতে চাইল—"আপনারা এ সম্বন্ধে কিছু ব্যবস্থা অবলম্বন করেছেন?" গিডিয়নের কণ্ঠস্বরে তিক্ততা ছিল কিন্তু জড়তা ছিল না। এ যেন গিডিয়নের কণ্ঠস্বর ব'লে মনে হ'ল না; আর কেউ যেন কথা বলছে!

এলেনবি বললেন—"গিডিয়ন, কি করবার ছিল বল? পরের দিন এবনার লেট্‌ তাঁর খচ্চরে চ'ড়ে সহরে গেলেন। আমরা পরে জানতে পেরেছিলাম যে তিনি শেরিফের কাছে কোন ব্যবস্থা অবলম্বনের দাবী করেছিলেন। কিন্তু শেরিফ সমস্ত কিছু হেসে উড়িয়ে দেন। জ্যাসন

হুগার নামটা শুনেছ গিডিয়ন? সেই যে লোকটা আগে ক্রীতদাসের ব্যবসা করত!”

“হ্যাঁ, শুনেছি। লোকটাকেও জানি।”

“ভাল। এবনার লেট্ জানতে পেরেছিলেন যে সে এখানকার ক্ল্যান নেতা। এবনার তার কাছে গিয়ে যা তা বলেছিলেন। তাতে সে লোকটা খেপে গিয়ে লেটকে নিগ্রো-প্রেমিক ব’লে গাল দিয়েছিল। শোনা যায় এই কথা কাটাকাটির ফলে এক রকম যুদ্ধই বেধে যায় এবং এবনার তাকে আধমরা ক’রে ফেলেন। এই দেখে অনেক লোক জমায়েৎ হয়। এবনার বন্দুক তুলে জ্যাসনকে লক্ষ্য ক’রে নাকি বলেছিলেন—‘কে প্রথম গুলি খাবে?’ চার্লি কেণ্ট এবনারের সঙ্গে গিয়েছিলেন এবং তিনিই তখন এবনারের পক্ষ অবলম্বন করেন। তারপর এবনার তাঁর খচ্চরে চ’ড়ে বাড়ী চলে আসেন। পরের দিন হ্যানিবল ওয়াশিংটনের গাড়ীতে আমরা দুজনা কলম্বিয়াতে গেলাম এবং সেখানে মেজর শেলটনের সঙ্গে কথা বললাম।”

“শেলটন কি বললেন?”

“তিনি বলেছেন যে ব্যবস্থা অবলম্বন করা হবে। এটা তাঁর বাঁধা বুলি।”

কলম্বিয়াতে মেজর শেলটন গিডিয়নকেও একই কথা বললেন। “তুমি আশ্বস্ত হতে পার যে, যথোপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করা হচ্ছে।” শেলটন বেশ দীর্ঘকায় ও স্বাস্থ্যবান। চোখ দুটো তাঁর অত্যন্ত ছোট। আজ ন বছর তিনি ওয়েষ্ট পয়েণ্ট থেকে বাইরে আছেন। তাঁর বয়স বেশী নয় আর সেইজন্যই এত দূরে এই দক্ষিণাঞ্চলে থাকার দুর্ভাগ্যকেও তিনি হাসি মুখে পরিহাস করেন। একটা পুলিশ-বাহিনীর অধিনায়ক হওয়ায় তাঁর লাভের চেয়ে ক্ষতি হয়েছে বেশী।

কর্তব্য করতে গিয়ে তাঁকে তাদের সঙ্গে মনোমালিন্য করতে হয়েছে যাদের তিনি সম্মান করেন আর লাভ হয়েছে তাদের সহানুভূতি যাদের তিনি অত্যন্ত ঘৃণা করেন।

"সেই যথোপযুক্ত ব্যবস্থাগুলি কি ?" জানতে চাইল গিডিয়ন।

"এমন সব সামরিক ব্যবস্থা যা নিয়ে তোমার সঙ্গে কথা বলতে আমি ইচ্ছুকও নই এবং বাধ্যও নই। তোমার অভিযোগ পেশ করা হয়েছে এবং সে অনুযায়ী কাজ করা হচ্ছে।"

"আর ইতিমধ্যে একটা ছেলে যে মরল তা চাপা প'ড়ে রইল।"

শেলটন তাড়াতাড়ি ব'লে উঠলেন—"নিশ্চয়ই না, চাপা পড়বে কেন ? আর দেখুন, মিঃ জ্যাক্‌সন্‌, আপনি আমার মুখ থেকে কথা বার ক'রে নেবার চেষ্টা করবেন না। আমি যতদূর বুঝেছি ছেলেটার মৃত্যু নিছক আকস্মিক। সে যাই হোক্‌, আমরা অপরাধীদের ধ'রে শাস্তি দেবার চেষ্টা করছি।"

গিডিয়ন ব'লে উঠল—"আকস্মিক! সেই সাদা পোষাকের দস্যুদল যে ক্রশ পোড়াল, গ্রাম আক্রমণ করল, গোলাঘরে আগুন দিল—এ সবই আকস্মিক ? ঐ গোলাঘরগুলোর মালিক আমরা হলেও নাই কথা ছিল কিন্তু মালিক হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্রীয় গভর্ণমেণ্ট। এসব কি ধরণের আকস্মিক, শুনি ?"

"আমি দুঃখিত—"

"বলুন অত্যন্ত দুঃখিত। এ অঞ্চলের ক্ল্যান সংগঠনের কোনও খবরাখবর আপনি রাখেন ? জ্যাসন্‌ হুগারের মত লোকদের সম্বন্ধে আপনি কোনও অনুসন্ধান বা তাদের জেরা করেছেন ?"

"জ্যাক্‌সন্‌, আমার কাছে বেশী চীৎকার কোর না। বিভিন্ন

অঞ্চল থেকে নিগ্রোরা এসে নিরাপত্তার জন্য কাঁদাকাটি করলেই আমি সে সব অঞ্চল দেখতে যাব না।"

"দেখুন মশায়। আমি মাথা ঠাণ্ডা রেখেই কথা বলছি বা বলব। কিছু ভিক্ষা চাইতে আমি আসিনি। আমাদের যেটুকু অধিকার আছে সেইটুকু নিয়েই আমি কথা বলছি। যে পর্যন্ত বেসামরিক শাসনব্যবস্থা চালু না হয় সে পর্যন্ত সামরিক রক্ষাব্যবস্থা অবলম্বন করবার জন্য আদেশ দিয়েছে এই দেশের কংগ্রেস। হয় আপনারা আমাদের সে নিরাপত্তা দিন আর নয় আমরা নিজেরাই আমাদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করি। যুদ্ধে আমি নিজেও লড়েছিলাম। চুয়ান্ন নম্বরের কৃষ্ণকায় ম্যাসাচুসেট্স্ বাহিনীতে আমি একজন সার্জেণ্ট ছিলাম। আমরা শুধু পরিখা খুঁড়িনি বা রক্ষাপ্রাচীর তৈরী করিনি। আমরা রীতিমত যুদ্ধ করেছিলাম। আমরা তখন সবে মুক্তি পেয়েছি, তাও অবার পালিয়ে! ন'টা যুদ্ধ আমরা করেছিলাম এবং প্রত্যেক বারই আমাদের সৈন্যদলের দশজনের মধ্যে আটজন আহত হত। আমাদের ওয়াগনার দুর্গ আক্রমণের কথা আপনার কি মনে আছে? সে আক্রমণে আমাদের সৈন্যদলের যে চারশ' জন লোক নিহত হল তাদের মধ্যে কর্ণেল শ'ও ছিলেন। বিদ্রোহীরা পরে তাঁর ঋষি-সুলভ শুভ্র দেহটা টুক্রো টুক্রো ক'রে বহু নিগ্রোর সঙ্গে তাঁকে কবর দিয়েছিল যেহেতু তিনি শ্বেতকায় হওয়া সত্ত্বেও কৃষ্ণকায়দের সৈন্যদল পরিচালনা করেছিলেন। কত বড় মহাপুরুষই না তিনি ছিলেন! আপনি যদি এ অঞ্চলে যুদ্ধ ক'রে থাকেন তাহলে নিশ্চয়ই শুনে থাকবেন যুদ্ধক্ষেত্রে আমাদের সেই গান—'কর্ণেল শ' খুলে গেছে দুয়ার, স্বর্গের তোমার।' সে সব কথা আর আমি বলতে চাই না। সে সব কাহিনী শুধু অতীতই নয়, তিক্তও বটে। কিন্তু আমি বলতে

চাই যদি আপনি আমাদের সে নিরাপত্তা না দেন তবে আমরা নিজেরাই তার জন্য ব্যবস্থা অবলম্বন করব।”

কর্কশকণ্ঠে শেল্‌টন্‌ বললেন—“আমি সমস্ত গোলযোগই দমন করব তা শ্বেতাঙ্গরাই করুক আর কৃষ্ণকায়রা করুক।”

গিডিয়ন বলল—“তাহলে আমাদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা আমরাই করব।”

পরে কারওয়েলে ফিরে এসে গিডিয়ন শ্বেতাঙ্গ ও কৃষ্ণকায় সকলকে আহ্বান ক’রে একটা সভা ডাকল। সে সভায় সে বলল—

“আমার উত্তরাঞ্চলে যাওয়ার কি ফল হল আপনারা বোধ হয় জানেন। আইসাক্‌ ওয়েণ্ট নামে বোষ্টনের একজন ব্যাঙ্কার পনের হাজার ডলারের একটা ঋণপত্র আমাকে দিয়েছেন। আমরা সেই অর্থ দিয়ে জমি কিনতে চলেছি এবং সে জমি আমরা রাখবও। এখানে যারা এই কদর্য কাজ করছে তারাই আমাদের বাধা দেবে। আমি প্রস্তাব করছি যে নিজেদের অধিকার রাখতে আমাদের উঠে দাঁড়াতে হবে, গঠন করতে হবে নিজেদের রক্ষি-দল এবং যতদিন না প্রয়োজন ফুরায় ততদিন সপ্তাহে একদিন আমাদের কুচকাওয়াজ করতে হবে।”

গিডিয়নের প্রস্তাব নিয়ে বেশ কিছু আলোচনা চলল। ফ্রাঙ্ক কার্সন বলল “সত্য কথা বলতে কি একজন নিগ্রোর অধিনায়কত্বে কুচকাওয়াজ করা আমি পছন্দ করি না।” সে একদিন ষ্টুয়ার্টের সঙ্গে ঘোড়ায় চেপেছিল। সুতরাং আজকের এই প্রস্তাবে সে অস্বস্তি বোধ না ক’রে পারে না। গিডিয়ন প্রস্তাব করল যে ফ্রেড ম্যাক্‌হিউ তাদের কুচকাওয়াজের অধিনায়ক হোন্‌। ম্যাক্‌হিউ যুদ্ধের সময় পদবীহীন অধিনায়ক ছিলেন। গিডিয়নের প্রস্তাব সম্বন্ধে ভোট নেওয়া হল এবং সংখ্যাধিক্যে পাশ হয়ে গেল। পরে গিডয়ন ম্যাক্‌হিউএর

সহায়ক রূপে হ্যানিবল ওয়াশিংটন ও এবনার লেট্‌কে মনোনীত করল। এলেনবি বিষয়টার বৈধতা সম্পর্কে প্রশ্ন তুললেন। কিন্তু গিডিয়ন বুঝিয়ে দিল যে, দেশের শাসনতন্ত্র অস্ত্র রাখার অধিকার তাদের দিয়েছে; তারা শুধু সেই অধিকারটুকু বজায় রাখছে। তারা ত যুদ্ধের পরেও অস্ত্রসজ্জিত ছিল। গিডিয়ন আরও জানাল যে, এই ভাবে সুসংগঠিত হয়ে কুচকাওয়াজ করলে ঐ সব নৈশ পোষাকের লোকেরা বুঝবে যে সহজে তারা পার পাবে না। গিডিয়নের কথা কিছুটা সত্য হল কারণ বহুদিনের মধ্যে কারওয়েলের নিকটবর্তী অঞ্চলে আর কোনও ক্ল্যান ঘোড়ায় চেপে এল না।

এলেন জোন্স—সেই অন্ধ মেয়েটি—গিডিয়নের কাছে জেফের খবর জিজ্ঞাসা করল। গিডিয়ন তাকে বলল—ডাঃ এমিরীর কাছে কিছুদিন থেকে সে হয়ত 'এডিনবার্গ যাবে। সাত সমুদ্র তের নদীর পারে কোন্ অজানা রাজ্যে এডিনবার্গ! মেয়েটি যে জেফকে ভালবাসে—গিডিয়ন এখন তা অনুভব করল। এতদিন এ সব বিষয় তার চোখে পড়েনি কেন? এলেন বলল—"হয়ত এখনও পাঁচবছর লাগবে।" এলেনের কণ্ঠ-স্বরে যেন বিসর্জনের সুর বাজল। গিডিয়ন জানাল—"হাঁ, হয়ত পাঁচ বছর।" গিডিয়ন মেয়েটির কাছে এ সংবাদের গুরুত্ব হাল্কা ক'রে দিতে চেষ্টা করল। সব সময় গিডিয়ন শুধু ভাবল—কেন জেফ এমন ভাবে জোয়ারে গা ঢেলে দিয়েছে। জেফের কথা সে আজকাল প্রায়ই ভাবে এবং খুব বেশী ভাবে যখন সে দেখে অন্যান্য ছেলেরা মেয়েদের নিয়ে উড়ছে এবং মার্কাস ত দিন দিন নলখাগড়ার মত মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে।

এলেন প্রায়ই রাসেলের কাছে এসে বসে। কত কথা হয় তাদের। গিডিয়নকে রাসেল জেফের সম্বন্ধে খুব কম কথাই বলেছে। গিডিয়ন

বলেছিল—"এতে জেফের ভালই হবে—তাতে সন্দেহ নেই।" রাসেলও তা স্বীকার ক'রে নিয়েছিল। অনেক সময় গিডিয়ন নিজের মনে অনুভব করেছে ঘটনাচক্র তাকে যেন রাসেলের কাছ থেকে অনেক—অনেক দূরে সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। সেইজন্য রাসেলের প্রতি মাঝে মাঝে খুব দরদ দেখায়। অবসর মত ক্ষণিক সোহাগে ভরিয়ে তোলে রাসেলের কর্মবহুল দিন। তবু কোথায় যেন ফাঁক থেকে যায়। রাসেল ব'লে ওঠে—"গিডিয়ন, আমায় দুঃখ দিও না।"

"রাসেল আমার, আমি তোমায় কত ভালবাসি।"

কিন্তু তবুও গিডিয়নের কণ্ঠস্বরে আগেকার সুর বাজে না। তার কণ্ঠস্বরে, চিন্তায় ও কাজে ধরা পড়ে তার জীবনের পরিবর্তন। অন্যান্য মেয়েরা রাসেল ও গিডিয়নের সম্পর্কে ইদানিং কথা তুললে রাসেল আগের চেয়েও বেশী ক'রে বলে গিডিয়নের অসংখ্য গুণের কথা। অপরের কাছে সে বলতে পারত যে, গিডিয়নের মত লোক জগতে আর একজনও নেই এবং এইভাবে বাড়িয়ে দিতে পারত তাদের ঈর্ষা বা প্রশংসা। কিন্তু নিজের মনে সে ঐ কথার সমর্থন পেত না। অনেক রাত্রে তার ঘুম ভেঙ্গে গেলে আজকাল সে গিডিয়নের পাশে নিশ্চল পাথরের মত শুয়ে থাকে। একবার গিডিয়ন কি ক'রে জানতে পারল যে রাসেল জেগে আছে। গিডিয়ন জিজ্ঞাসা করল—"রাসেল, কি হয়েছে?"

"কিছু না।"

"তাহলে ঘুমোও।"

খানিক পরে রাসেল বলল—"জেফ্ চ'লে যেতে জীবনটা ফাঁকা লাগছে। ভগবান, আর একটি ছেলে আমাকে দাও।"

"আমাদের ত অমন সুন্দর দুটো ছেলে ও একটা মেয়ে রয়েছে।"

"আমার মন চাইছে একটা খোকন। ভিতরটা যেন আমার খালি হয়ে গেছে।"

গিডিয়ন ফিস্ ফিস্ ক'রে বলল—"ভগবানের যা ইচ্ছে তাই হবে। জন্মের ওপর ত কারও হাত নেই।"

রাসেল বলল—"তুমি যে ভগবানে বিশ্বাস কর না।"

"লক্ষ্মীটি................"

"ছেলে তাদের কাছেই আসে যারা ভালবাসে।"

গিডিয়ন বলল—"আমি যে তোমায় হৃদয় ঢেলে ভালবাসি, বৌ।"

বেদনার সুরে রাসেল বলল—"জেফ্ চ'লে যেতে আমার সব গেছে।"

* * * * *

স্থির হল যে গিডিয়ন এবনার লেট্ ও জেমস্ এলেনবিকে সঙ্গে নিয়ে নীলামে জমি কিনতে যাবে। অন্য সব'ই গিডিয়নের ওপর সমস্ত দায়িত্ব ছেড়ে দিল। ড্যানিয়েল গ্রীণ নামে একজন ইয়াংকি উকিল কলম্বিয়াতে নতুন অফিস খুলেছেন। তিনি গিডিয়নকে জমির একটা নক্সা দিলেন। যে সময়টুকু তখনও হাতে ছিল সেই সময়ের মধ্যে সেই নক্সার সাহায্যে তারা জমি ভাগাভাগির আর একটা নক্সা তৈরী করল। গভর্ণমেণ্টের জরীপকারীরা কি ভাবে হাজার একর ক'রে জমি ভাগ করবে তা তারা জানত না। সেজন্য তারা সম্ভাব্য যে কোন ভাগাভাগির জন্য প্রস্তুত হয়ে রইল। এক সপ্তাহ ধরে গিডিয়ন এবনার ও ফ্রাঙ্ক কার্সনের সঙ্গে কারওয়েলের বাইশ হাজার একর জমি ঘুরে ঘুরে দেখল। তারা এমন সব জায়গায় গেল যেখানে তারা কোন দিন যায়নি এবং যে সব স্থানের অস্তিত্বও জানত না। ফ্রাঙ্ক কার্সন দেখাল যে যেখানে নদীটা সাত ফুট তলায় পড়েছে সেখানে তারা সহজেই স্রোতে কল চালিয়ে তাদের ভুট্টা ও গম ভাঙ্গিয়ে নিতে পারবে।

তারা একটা ছায়াঘন উঁচু জায়গা দেখল। বসবাসের উপযুক্ত জায়গাই বটে! যখন এবনার লেট্ সাতশ' একরের একটা জলাভূমি দেখিয়ে বললেন যে এটা না কেনাই ভাল, গিডিয়ন তখন আর একটু অনুসন্ধান করতে বলল। জলার গাছগুলো বেশী দিনের নয় এবং সে সব পরিষ্কার করতে বেশী কষ্ট পেতে হবে না। কালোমাটিতে ঝোপজঙ্গল প'চে অসম্ভব উর্বর হয়েছে। গিডিয়ন বলল—"বছরে দুটো ধানের ফসল বে-কসুর এখান থেকে পাওয়া যাবে। আর ধান হলে কেউ অন্তত উপোস ক'রে মরবে না।" এখন গিডিয়ন স্বপ্নের জাল বুনে চলেছে। সে দেখাল—জলাভূমির মধ্য দিয়ে একটা রাস্তা তৈরী করলে তারা রেলপথের চার মাইলের মধ্যে এসে পড়বে। ফ্রাঙ্ক কার্সন আঙুল দিয়ে একটু মাটি তুলে নিয়ে নেড়ে চেড়ে বেশ কিছুক্ষণ পরীক্ষা করল। তারপর সে বলল—"পাহাড়ের এই ছায়াঘেরা উঁচু জায়গাতে আমি ঘর বাঁধব আর এখানে ধানের চাষ করব। ওতেই আমার পয়সা আসবে। হতচ্ছাড়া তুলোর চাষ আর করছি না। দেখলাম না ত, তুলোর চাষ ক'রে কারও দুঃখ ঘুচল।" গিডিয়ন বলল—"আমি কিন্তু তুলোর চাষ করব। তুলোর জন্য সমস্ত দেশটা 'হাঁ' ক'রে আছে। আমি দেখব কেমন সব তুলোর ফল ফাটবে আর আমি তখন বলব—এ সম্পদ আমার!" এবনার বললেন, "নীচু জায়গায় ম্যালেরিয়া না হয়ে যায় না।"

পাইন বনের মধ্যে দিয়ে তারা মাইলের পর মাইল হেঁটে চলল। হাঁটতে হাঁটতে এমন এক জায়গায় তারা এল যেখানে অসংখ্য ছোট ছোট পাহাড় যেন সমুদ্রের মত অসংখ্য ঢেউ তুলে চলে গেছে দূরে বহুদূরে। ফ্রাঙ্ক কার্সন তাই দেখে যেন অবাক হয়ে গেল। শান্ত কণ্ঠে সে বলল—"আগেও ত আমি এ সব জমি দেখেছি। কিন্তু এখন

যা দেখছি এ যেন সে নয়। একদিন আমার ঠাকুদ্দারা এক কাঁধে বন্দুক আর এক কাঁধে একটা ঝলসান পাখী নিয়ে ইতস্তত ঘুরতে ঘুরতে এখানে এসেছিলেন। সেদিন নিশ্চয়ই তাঁদের চোখে ছিল বিস্ময়। সে বিস্ময় এখনও আমার চোখে রয়েছে।"

এইভাবে যে সময়টুকু তখনও তাদের হাতে ছিল সেই সময়ের মধ্যে তারা সমস্ত জায়গাটা একবার দেখে নিল। মাঠে মাঠে ফসল কাটা হচ্ছে। শীতের আমেজ রয়েছে বাতাসে। ভাল ফসল দিয়ে ১৮৬৮ সাল চলে যাচ্ছে। সোনালি রঙের পাকা ফসল গোলাঘরগুলোয় গাদা ক'রে রাখা হয়েছে। এ গোলাঘরগুলো অবশ্য পাকাপাকি ভাবে করা হয়নি। তুলোর চাহিদা রয়েছে বাজারে। শ্বেতাঙ্গরা সে চাহিদা এনেছে। আর এরই মধ্যে এক রাত্রে বাঁশি বাজিয়ে চলে গেল প্রথম মালগাড়ি।

বাইশে অক্টোবর গিডিয়ন এবনার লেট্ ও জেম্স্ এলেনবিকে সঙ্গে নিয়ে গাড়ি ক'রে কলম্বিয়াতে এল। সেই বিরাট নিলামে অসংখ্য লোকের সঙ্গে তারাও যোগ দিল। ডানিয়েল গ্রীণকে টাকা দিয়ে গিডিয়নদের হয়ে ডাক চালাবার জন্য আনা হয়েছে। গিডিয়ন ভীড়ের মধ্যে গেলে বা ভীড় ঠেলে বাইরে এলে গ্রীণ হাত তুলে দেখাতে লাগলেন—তিনি কোথায় আছেন। একটা ডোরা কাটা স্যুট তিনি পরে এসেছেন। মাথায় তাঁর শোলার টুপি। তাঁর মুখের এক কোণে বেরিয়ে রয়েছে একটা মোটা কালো রঙের চুরুট। "জ্যাক্সন, এই যে, এই যে!" নক্সা ও মালিকানা সম্পর্কীয় অসংখ্য কাগজপত্রে তাঁর পকেট ভর্তি।

এই রাষ্ট্রের সমস্ত স্থান থেকে নিলামে লোক এসেছে। বৃষ্টি হয়ে গেছে। পথঘাট সব কাদায় ভ'রে গেছে। আর সেই সব

পথঘাট জুড়ে চলেছে ঘোড়া, গাড়ি ও মানুষ। নিলামদারের জন্য ক্যাপিটাল বাড়ীটার উঁচু সিঁড়িতে তৈরী হয়েছে একটা মাচা। পাহাড়ের ওপর বাড়ীটা এখনও সম্পূর্ণ তৈরী হয়নি। এখান থেকে নীচের চারিদিকে অনেকখানি জায়গা দেখা যায়। যে সব জমি খাজনার দায়ে বাজেয়াপ্ত হয়েছে সে স, জমির নক্সা পুরাণ বিলবোর্ডে টাঙিয়ে দেওয়া হয়েছে। রঙীন খড়ির দাগ দিয়ে জমির ভাগাভাগিটাও সেই নক্সায় দেখিয়ে দেওয়া হয়েছে। সেই ভীড়ের মধ্যে বিভিন্ন ধরণের লোক রয়েছে। সেখানে এসেছেন চার্লসটনের ভদ্র লোকেরা নিগ্রো ক্ষেত-মজুররা, ইয়াংকি দালালরা, উত্তরাঞ্চলের চাষীরা, নিউ অরলিন্স ও টেক্সাসের আবাদক্ষেত্রের মালিকরা, মর্গানের প্রতিনিধিরা, ইউনিটারিয়েন গীর্জার প্রতিনিধিরা, আর এসেছেন ভূমিসংক্রান্ত দুটো ইংরাজ কোম্পানীর প্রতিনিধিরা। একশ ষোল হাজার একর জমি বিক্রী হতে চলেছে।

গিডিয়ন জামার হাতা গুটিয়ে যেই ফিরল, সামনে দেখল ষ্টিফেন হোম্‌স্‌কে। তার চোখে মৃদু হাসি। গিডিয়ন যখন হোমসের কাছে এবনার লেট্‌ ও জেম্‌স্‌ এলেনবির পরিচয় করিয়ে দিল তখন হোম্‌স্‌ও সাধারণ ভদ্রতা দেখালেন।

"গিডিয়ন, এখানে কি জমি কিনতে?" জিজ্ঞাসা করলেন হোম্‌স্‌।

"হাঁ।"

"তাহলে আমাদের দুজনার একই উদ্দেশ্য। আমি ডাডলি কারওয়েল, কর্ণেল ফেন্‌টন্‌ ও কিছুটা নিজের তরফ থেকে কথা বলব।"

একরকম নীরসভাবেই গিডিয়ন বলল—"কারওয়েল জায়গা আপনার ভাল লাগে?"

"একরকম। সেরকম ভাল আমার সব জায়গাই লাগে। ডাড্‌লির

বাড়ীটার প্রয়োজন নেই। বাড়ীটা চিরকাল হাতী পোষার মত হয়েছে। শুনেছিলাম তুমি যেন চার্লসটনে ঋণ নেওয়া নিয়ে আলাপ আলোচনা করছিলে?"

"বোষ্টন থেকে আমি ঋণ পেয়েছি," জানাল গিডিয়ন।

"তাই নাকি? তাহলে আমরা পরস্পরের বিরুদ্ধে নিলামে ডাক দেব না। সেরকম ডাক দেওয়ার জন্য অনেক অজানা লোক ত রয়েছে। গিডিয়ন, তোমার স্বজাতীয়দের ওপর ইদানীং কি সব উপদ্রব হয়েছিল?"

"ক্ল্যানদের উপদ্রব," গিডিয়ন বলল।

"যত সব হতচ্ছাড়া শ্বেতাঙ্গ," বললেন হোমস্।

"তোমার দেখা পেয়ে আমি সত্যই খুশী হয়েছি, গিডিয়ন।"

গিডিয়ন আবার হাঁটতে সুরু ক'রে দিল। লেট্ বললেন—"ওরকম আমি অনেক দেখেছি। লোকটা কি কোনও উচ্চপদস্থ কর্মচারী?"

"আমার তাই মনে হয়।"

"বেশ লোক। আগে কতজন নিগ্রো তাঁর ক্রীতদাস ছিল? দেখে মনে হয় লোকটা অনায়াসে নিজের মায়ের পিঠে ছুরি বসিয়ে দিতে পারে।"

কিছু পরেই নিলাম সুরু হল। তখন থেকেই শুধু গিডিয়ন আর তার বন্ধুই নয় পরন্তু সেই ভীড়ের সবাই অত্যন্ত বিহ্বল হয়ে পড়ল। দুজন নিলামদার পাল্লা দিয়ে চীৎকার করছে—"চার নম্বরের ব্লক, চিপডেন, বাইশ, উত্তর ও দক্ষিণ, গভর্ণমেণ্টের সর্বনিম্ন দর দু ডলার, সব মিলিয়ে আটশ', দু ডলার, দু ডলার, দু ডলার, চ'লে যাচ্ছে, চ'লে যাচ্ছে, তিন ডলার দশ সেণ্ট, পনের সেণ্ট, পনের সেণ্ট—।" গ্রীণ হাঁপাতে হাঁপাতে এলেন। মুখের চুরুটটা তাঁর হেলে পড়েছে এবং বোধ হয়

নিভেও গেছে। গিডিয়নকে দেখতে পেয়ে তিনি বললেন, "এ নক্সাটা একবার দেখ। এ অংশটাকে আমি কিছু কম এক হাজার একর ক'রে তেইশটা ভাগ করেছি। দু'শ একর নিয়ে সেই বাড়ীটা। গভর্ণমেণ্টের সর্বনিম্ন দর প্রতি একর এক ডলার।"

গিডিয়ন, লেট্ ও এলেনবিকে নিয়ে ভীড় ঠেলে বেরিয়ে এল এবং নক্সাটার দিকে তাকাল। গ্রীণ বললেন—"তিন নম্বরটা ধর। পরে ক্রমান্বয়ে অন্যগুলোও দেখা যাবে।"

"কি বলতে চান্ আপনি ?"

"বলতে চাই সবচেয়ে ভাল জমিটা আগে ধরতে হবে। সে জমিটাকে আমি 'ক' চিহ্নে চিহ্নিত করেছি।" তারা সবচেয়ে পছন্দ-সই তিনটা ভাগ দেখিয়ে দিল। "এখন যদি আমাদের হাতছাড়া হয়—", গিডিয়ন ও এবনার সমস্ত বিষয়টার এদিক ওদিক ভেবে তাড়াতাড়ি অন্য বাইশটা ব্লকের নম্বর দিয়ে দিল।

"সব চেয়ে উঁচু দর থাকল পাঁচ ডলার।"

"পাঁচ ডলার," গিডিয়ন মাথা নাড়াল। "এর চেয়ে সস্তা যদি পান্ ত দেখুন।"

"সস্তা না ব'লে বল সবচেয়ে ভাল," গ্রীণ মাথা নেড়ে জানালেন; তারপর ভীড়ের মধ্যে প্রবেশ করলেন। নিলামদার একই সুরে চীৎকার ক'রে চলল। সমস্ত স্থান থেকে সব লোক দর হাঁকছে। মাচার কাছে যাবার জন্য জমির দালালরা চেষ্টা করতে লাগল। সকাল নটায় সেই যে দর হাঁকাহাঁকি সুরু হয়েছে এখন মধ্যাহ্নেও সেই একই ভাবে চলল। কারওয়েল জায়গাটা এখনও নিলামে ওঠেনি। তারপর বেলা দুটার সময় প্রথম কারওয়েল জায়গার একটা ভাগ নিলামে তোলা হল। গিডিয়ন গ্রীণকে মাঁচার অতি নিকটে

দেখতে পেল। কিন্তু কি যে ঘটে যাচ্ছে তার সঙ্গে গিডিয়ন তাল রেখে চলতে পারল না। পাঁচটার সময় সব শেষ হল। উকিল ক্লান্ত ও পরিশ্রান্ত অবস্থায় বেরিয়ে এলেন। মুখে তাঁর জয়ের অভিব্যক্তি। ভীড় ঠেলে বেরিয়ে এসে তিনি বললেন—"জমি পেয়েছি।"

"কোনগুলো ?"

"'ক' চিহ্নিত দুটো জমি।" উকিল রাস্তার ওপরই হাঁটুগেড়ে ব'সে গিডিয়ন, এবনার ও এলেনবির সম্মুখে ছেঁড়া নক্সাটা খুলে ধরলেন। তারা নক্সার ওপর ঝুঁকে পড়ল। "এই দুটো, চার ডলার দরে।" লেট্ আনন্দে লাফিয়ে উঠে ও উরুতে চাপড় মেরে বললেন—"ভগবান্! ভগবান্! গিডিয়ন, এদিকে তাকাও। ঐ যে সেই পাহাড় আর তার তলার গাছ...দার ছায়াঘেরা সেই জায়গাটা।" গিডিয়ন নতজানু হয়ে গ্রীণের পাশে বসে জিজ্ঞাসা করল—"তৃতীয়টা কোথায় ?"

"তোমার চার নম্বরের বিকল্পটা। ঐ জমিটার দর পাঁচ ডলার উঠেছিল। ওসব জমি তোমাদের ভালভাবে জানা আছে ত ?"

"তা আর জানি না ?" জানালেন এবনার।

"খাসা জমি।"

"প্রথম দুটো জমিতে পড়েছে সাত হাজার তিনশ'। সত্যই আমরা জিতেছি। তিন নম্বর জমিটাতে পড়েছে চার হাজার সাতশ' পঞ্চাশ ডলার। জমি তাহলে তোমরা পেলে। প্রায় তিন হাজার একরই হল—"

বিরাট জয়লাভ ক'রে তারা ফিরে এল। বৃদ্ধ জেমস্ এলেনবি খচ্চর চালিয়ে নিয়ে চলেছেন আর গিডিয়ন ও এবনার মাতালের মত গান গাচ্ছে—

"মাধবী লতায় আজ ফুলের স্বপন,
প্রাণে মম জাগে তার বিরহ বেদন।"

এবনার হুডলার দিয়ে এক ভাঁড় পচানি মদ কিনেছিলেন। কলম্বিয়ার দীর্ঘ পথে তাঁর সঙ্গে গিডিয়ন সবটা শেষ করল। গিডিয়ন মদের নেশা বড় করে না। সুতরাং সে সামান্যই খেল। সমস্ত মদের তিনভাগ এবনারের পেটেই গেছে, বাকিটা গিডিয়ন খেয়েছে। তবে দুজনার চোখেই সমান রঙ ধরেছে। লোকদের দেখে গিডিয়ন চীৎকার ক'রে বলল—"ওরে, এখন আমাদেরই ত দিন এসেছে।" এলেনবি সমস্ত ঘটনা বলে গেলেন। রাসেল গিডিয়নের সে অবস্থা দেখে হেসে ফেলল। তারপর সে গিডিয়নকে বিছানায় শুইয়ে দিল। কিন্তু গিডিয়ন রাসেলকে পাশে শোয়াবার জন্য টানাটানি করতে লাগল। রাসেল বাধা দিয়ে বলল—"ছিঃ গিডিয়ন, কি হচ্ছে!" সেই আগেকার দিন যেন আবার ফিরে এসেছে। ধরা গলায় গিডিয়ন গান গাইতে লাগল আর হাসতে লাগল। তারপর কখন সে ঘুমিয়ে পড়ল।

পরের দিন ব্রাদার পিটার একটা বিশেষ সভা ডাকলেন। গিডিয়নকে তিনি বললেন—"ভাই, ভগবানকে তুমি ভুলে গেছ। সে বিনীত ভাব আর তোমার নেই, এখন যেন নিজের কথা দশমুখে বলছ। ভগবানও তোমাকে ভুলে যাবেন।" সুরটা আর একটু নামিয়ে তিনি আবার বললেন—"গিডিয়ন, অনেক লোককে তুমি চালনা করছ। ভগবানের বিধানে তুমি এ দায়িত্ব পেয়েছ। তোমার এ কথা সব সময় মনে রাখা উচিত। মনে কোন অহঙ্কার রেখ না, গিডিয়ন। যখন তুমি কোনও ভাল কাজ করছ, মনে রেখ, তোমার ওপর লোকের বিশ্বাস আছে বলেই করছ। আমাকে নিরাশ কোর না গিডিয়ন। অনেকদিন ধ'রে

অনেক আশাই তোমার ওপর রেখেছি। শিক্ষার মই দিয়ে তুমি ওপরে উঠছ তাই বলে নীচের দিকে তাকাতে ভুলনা—ভুলনা।”

“আমি দুঃখিত”, বলল গিডিয়ন। “বিশ্বাস করুন ব্রাদার পিটার, আমি দুঃখিত।”

“তুমি যে নিশ্চয়ই দুঃখিত হবে তা আমি জানি। বিশাল তোমার হৃদয়। কিন্তু গিডিয়ন শোন, নিজের মধ্যে একবার দৃষ্টি ফেল ও ভগবানকে দেখ। ভগবানের পায়ে সমর্পণ কর তোমার জীবনের সব দায়িত্ব।”

মৃদুকণ্ঠে গিডিয়ন বলল—“আপনার কাছেই আপনার পথ, আমার কাছে আমার। ব্রাদার পিটার বিশ্বাস করুন, আপনাকে ছাড়া এ জগতে আর কাউকে আমি তত বেশী ভক্তি করি না।”

ব্রাদার পিটারও নরম সুরে বললেন—“আমি ত তোমাকে বিশ্বাস করি গিডিয়ন।” বাইবেল থেকে উদ্ধৃত ক'রে সভাতে তিনি বললেন—“হে ভগবন, এইদেশে তোমা কর্তৃক আমরা প্রেরিত হইয়াছি। পুণ্য পীযূষবাহিনী আমাদের এই দেশমাতৃকা।” ব্রাদার পিটার আবার সকলকে উপদেশ দিতে গিয়ে বললেন—“এখানে আমাদের এক ফোঁটা জমি ছিল না। আমরা জমি পেয়েছি। এও সেই করুণাময়ের করুণা। এ করুণার যেন অপব্যবহার না হয়।”

সভার পর জমির ভাগাভাগি আরম্ভ হল। এ কাজ তাদের শীঘ্রই শেষ করতে হবে কেননা, নতুন জায়গায় গিয়ে জমির দখল নিয়ে প্রত্যেকের অন্তত একটা ছাউনি বাঁধতে হবে। শীত যে প'ড়ে আসছে। গিডিয়ন প্রথমেই ভেবেছিল সহজে এ ভাগাভাগি হবে না কিন্তু এত গণ্ডগোল হবে সে ভাবেনি। সব লোক মিলে সে কি মারামারি, অভিযোগ, পাল্টা অভিযোগ, ঈর্ষা ও গালাগালি সুরু ক'রে দিল। শ্বেতাঙ্গ

ও কৃষ্ণকায় পরস্পরের বিরুদ্ধে দাঁড়াল। শেষে গিডিয়ন গর্জন ক'রে উঠল—"ওরে বোকার দল, তোরা এ সব থামা। আমরা এতদূর এত কষ্ট ক'রে এলাম আর এখন পরস্পরের গলা কাটাকাটি আরম্ভ হয়েছে। ভোট দিয়ে একজনকে নির্বাচন করা হোক। তিনিই জমির ভাগাভাগি করবেন।"

তারা গিডিয়নকে চাইল। কিন্তু গিডিয়ন রাজী হল না। এলেনবি ও ব্রাদার পিটারকে তারা মনোনীত করল এবং শেষ পর্যন্ত ব্রাদার পিটার তিনটি বেশী ভোটে নির্বাচিত হলেন। ট্রুপার তাঁকে জিজ্ঞাসা করল—"কে আপনার জমি ঠিক করে দেবে?" ব্রাদার পিটার উত্তর করলেন—"যা পড়ে থাকবে তাই আমার।" এই কথায় লজ্জা পেয়ে তারা পরস্পরের দিকে তাকাল; এর পর আর কোন গোলমাল হল না।

* * *

চারদিকের ঘটনার সঙ্গে তাল রেখে নির্বাচনের সময় আবার এসে গেল। তার মধ্যে আগের মত কোনও অস্বাভাবিকতা বা জটিলতা কিছুই ছিল না। এক বছর আগে কাঁধে বন্দুক নিয়ে তারা ভোট দিতে গিয়েছিল। কিন্তু এবারকার অবস্থা গত বছরের মত নয়। সমস্ত দেশটার পরিবর্তন হয়ে গেছে—পরিবর্তন হয়েছে দেশের লোকেদের। যে সব কারণে সে পরিবর্তন এসেছে তা নিয়ে আর তারা মাথা ঘামাতে চায় না। যে ভবিষ্যতের কথা তারা ভাবতেও পারত না সেই ভবিষ্যৎ আজ তাদের পায়ের তলায়। জীবন দিয়ে তারা বেঁধেছে তাকে। নভেম্বরের প্রথম মঙ্গলবারে শ্বেতাঙ্গ ও কৃষ্ণকায়রা একসঙ্গে সহরে ভোট দিতে গেল। বাতাসে রয়েছে শীতের আমেজ। ধূলিময় পথে ঝ'রে পড়েছে পুরাণ পাতা। কৃষ্ণকায়রা একযোগে চলেছে রিপাবলিকান পার্টিকে ভোট দিতে। কিন্তু এবনার লেট্ সব কিছু শোনার পরেও

বললেন যে, তিনি ডেমোক্রাটদের ভোট দেবেন ; তাঁর পিতা দিয়েছিলেন, তাঁর পিতামহ দিয়েছিলেন এবং তিনি সব কিছু ওলট পালট ক'রে দিতে পারেন না। তবুও সবাই একসঙ্গে ভোট দিতে সহরের দিকে চলল।..........

দ্বিতীয় খণ্ড

যুদ্ধ পর্ব

৮

গিডিয়ন ঘড়িটা বা'র ক'রে একবার দেখল তিনটে বাজতে কুড়ি মিনিট। দুটো থেকে সে এখানে অপেক্ষা করছে। পাঁচটা ষোলর গাড়ীতে জেফ্ নিউইয়র্ক থেকে আসছে। গিডিয়ন আশা করে—ইত্যবসরে এখানকার কাজ শেষ হয়ে যাবে এবং সে ঠিক সময়ে ষ্টেশনে উপস্থিত হতে পারবে। এখনও সময় আছে। সে ভাল ভাবেই জানে যে, এখানে বেশী কিছু বলার নেই এবং বললেও লাভ হবে না।

শীতের ফেব্রুয়ারী। প্রতিবারের মত এবারও ওয়াশিংটনে বরফ পড়ছে। শাসিতে জমেছে বরফের কোমল প্রলেপ এবং ক্ষীণধারায় নেমে আসছে নীচের দিকে। গিডিয়ন চামড়ার চেয়ারে গা এলিয়ে দিয়ে হাত দুটো কোলের ওপর রাখল। একটু ঘুমুতে পারলে সে যেন বাঁচে! কতমাস সে যে প্রাণ ভ'রে ঘুমায়নি! আজ সে ঘুমের মধ্যে ডুবিয়ে দিতে চায় তার সকল চিন্তা। ঘুমের পর সে হয়ত সতেজ হয়ে জেগে উঠবে, পাবে নতুন উদ্যম। পঁয়তাল্লিশ বছর বয়সে লোক আর কত উদ্যমশীল হতে পারে! গিডিয়ন মাথা দুলিয়ে আপন মনে একটু হাসল; তারপর জেফের কথা ভাবতে লাগল। অন্য বিষয় ভাবার চেয়ে জেফের কথা ভাবতে ভাল লাগে। জেফ্ তার কাছে সম্পূর্ণ বাস্তব। জেফ্ ট্রেনের দরজা থেকে ঝুলে নামবে এবং লম্বা লম্বা পা ফেলে তার দিকে আসবে। আসবে ত? না, সে নিস্পৃহ ভাবে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গিডয়নকে দেখবে। হয়ত দুজনার মধ্যে আগেকার সেই মিল আর খুঁজে পাওয়া যাবে না—না, তা অসম্ভব। সাত বছরে অত পার্থক্য হয় না। কিন্তু এডিনবার্গে সাত বছর থেকে একটা ভীরু নিগ্রো ছেলে ডাক্তার হয়েছে। সে সাত বছর ত সামান্য নয়!

গিডিয়নের সেই দিনটা মনে পড়ল যেদিন ডাক্তার এমিরী প্রথম এ প্রস্তাব করেছিলেন। সে সব কথা মনে পড়তে গিডিয়নের ঠোঁটের কোণে হাসির রেখা দেখা দিল। আর ডাক্তার এমিরী সেদিন কি ভেবেছিলেন? অর্থের কথাই সেদিন সে বলেছিল। কিন্তু খুব বেশী অর্থ কি খরচ হয়েছে? সে আজ কতদিন—আট বছর, না,...ন বছর? এখন ইচ্ছে হচ্ছে যদি সে সেদিন ডাক্তার এমিরী ও ওয়েণ্টকে আরও ভালভাবে বুঝত! আজ তাঁরা আর ইহজগতে নেই। সেই সব কতদিনের ছবি সে একটার পর একটা আঁকতে লাগল। সে যেন ডাক্তারখানায় দাঁড়িয়ে রয়েছে আর ডাক্তার এমিরী তার সঙ্গে কথা বলছেন। সম্মুখে দাঁড়িয়ে কাঁপছে সেই অস্থিসার ছেলেটি। হঠাৎ দেওয়ালের বড় ঘড়িটাতে ঢং ঢং ক'রে তিনটে বাজল। আর সেই সঙ্গে মিলিয়ে গেল অতীতের সেই সব ছবি। সে এতক্ষণ নিশ্চয়ই ঘুমিয়েছিল। তার সামনে দাঁড়িয়ে সেক্রেটারী।

তিনি জানালেন—

"মিঃ জ্যাক্সন্, প্রেসিডেণ্ট আপনার সঙ্গে দেখা করতে প্রস্তুত।"

গিডিয়ন উঠে, চোখ রগড়ে সেক্রেটারীকে অনুসরণ করল এবং অফিস ঘরে এল। গ্রাণ্ট ডেস্কের পিছনে কুঁজো হয়ে বসে আছেন—যেন কত ক্লান্ত! তাঁর লাল চোখ দুটিতে যেন জীবনব্যাপী পরাজয়ের গ্লানি। তাঁর জীবনের আগামী দীর্ঘ দিনগুলো যেন কত শূন্য! অনাগত সে ভবিষ্যতে তাঁর যেন নেই কোন আশা—নেই কোন আনন্দ। মাথা নেড়ে তিনি বললেন—

"বসো গিডিয়ন।" তারপর সেক্রেটারীর দিকে লক্ষ্য ক'রে তিনি বললেন—"আর কেউ এসে যেন আমাকে বিরক্ত না করে।"

"যদি সেনেটর গর্ডন—"

"তাকে জাহান্নামে যেতে বলো। আমি তার সঙ্গে কথা বলতে চাই না, বুঝলে? আমাকে কেউ যেন বিরক্ত না করে।"

সেক্রেটারীর পিছনে দরজা বন্ধ হয়ে গেল। প্রেসিডেন্ট গিডিয়নকে বললেন—"চুরুট নেবে? না, আমি যে ভুলেই গেছি তুমি ধূমপান করনা। আমি যদি একটা চুরুট ধরাই, তুমি নিশ্চয়ই কিছু মনে করবে না?" তিনি একটা চুরুটের সম্মুখ ভাগ দাঁত দিয়ে ছিঁড়ে ফেললেন এবং দেশলাই জ্বালিয়ে ধরালেন। গিডিয়ন তাঁকে সব সময় লক্ষ্য করছিল কিন্তু প্রেসিডেন্ট তার দৃষ্টি এড়াতে লাগলেন। ইউলিসিস্ সিম্পসন্ গ্রান্টের যেন হঠাৎ বয়স বেড়ে গেছে। তাঁর দেহে এসে পড়েছে নির্দয় বার্ধক্যের নির্মম ছাপ। চোখ দুটি তাঁর কোটরগত হয়েছে আর চুলগুলোয় পাক ধরেছে। এমন কি ধূমপানেও তাঁর দম থাকেনা। তিনি যেন খেঁকিয়ে উঠে গিডিয়নকে বললেন—

"আমি জানি তুমি কি বলতে চলেছ।"

"তাই যদি হয়, তবে আমাকে সে কথা বলার জন্য কেন এখানে ডাকলেন?"

"কেন?" হঠৎ কেমন যেন বিহ্বল হয়ে গ্রান্ট তাকালেন। এই পরাজিত ও হতাশ লোকটার জন্য গিডিয়নের সত্যই মায়া হল। এই লোকটিকে খুব অল্প লোকই জেনেছে বা ভালবেসেছে। কিন্তু বহুলোক ঘৃণা করেছে। ঘটনাচক্রে ও ভাগ্যক্রমে এই লোকটি আশাতীত এক উচ্চতম সম্মানের পদে উন্নীত হয়েছেন।

"কেন এখানে এসেছ?" গ্রান্ট বোকার মত বললেন। বেশ সুচিন্তিতভাবে গিডিয়ন উত্তর দিল—"যেহেতু আপনি এখনও এই যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট এবং যেহেতু আমাদের মধ্যে পারস্পরিক বন্ধুত্ব আছে।"

"তাহলে আমার বন্ধুও আছে ?"

"আবার যেহেতু," বলে চলল গিডিয়ন, "এদেশ আপনার এবং আমি যতদূর জানি আপনার মত আর কেউ এ দেশকে এত ভালবাসে না। দেশপ্রেম বলতে আমি যা বুঝি তাই আমি দেখেছি আপনার মধ্যে। সে দেশপ্রেম জুয়াচোর, মিথ্যাবাদী ও সঙ্কীর্ণচেতাদের ধারণাতীত। তারা সে দেশপ্রেমের মূলোৎপাটন করতে চায়। ইভারেট হেলের লেখা 'দেশছাড়া মানুষের' গল্পের কথা আপনার কি মনে আছে? আপনার কি মনে আছে কেমন ক'রে ফিলিপ নোলান স্বদেশভূমিকে ভালবাসলেন এবং কেমন ক'রে বুঝলেন দেশের স্বরূপ ?"

গ্রান্ট বিষাদভরে হাসলেন। "গিডিয়ন, তুমি কি আমাকে উপদেশ দিতে এসেছ ?"

"না। আমি আমার এই দেশের কথাই বলতে এসেছি। আজ সে সব কথা বলতে এসেছি এই জন্য যে, হয়ত যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার আর কোন সুযোগ আমার আসবে না। গত দু সপ্তাহ ধ'রে আপনার সঙ্গে দেখা করবার চেষ্টা করেছি—"

"আমি খুব ব্যস্ত ছিলাম, গিডিয়ন।"

গিডিয়ন বলল—"মিঃ প্রেসিডেন্ট, আপনি বলছেন 'ব্যস্ত ছিলাম'। ঐ একটা কথায় সব শেষ করতে চেয়েছেন। 'ব্যস্ত', 'কার্যান্তরে রত' এমন কত কথাই না আমরা আবিষ্কার করেছি! কিন্তু কেন আমাদের শত্রুরা ব্যস্ত থাকে না ? কেন ?"

কোনও উৎসাহ না দেখিয়েই গ্রান্ট বললেন—"আমি সব শুনেছি।"

"আপনি আর একবার শুনতে চান না—এইত ? আপনার হয়ত

ইচ্ছে আমি চলে যাই। সে যাক, কথাটা আমি অন্যভাবে বলতে চাই। গত আট বছর আপনি প্রেসিডেণ্ট আছেন। খবরের কাগজওয়ালারা এ'কবছরে আপনার সম্বন্ধে যা বলেছে এবং ঐতিহাসিকরা যা বলবে সে সব বিষয় ছেড়ে দিলাম। কিন্তু সত্য কোন্‌টা?"

গ্রাণ্ট চীৎকার ক'রে উঠলেন—"তার চেয়ে বলনা কেন আমাকে যে যার মনোমত কাজে লাগিয়েছে।"

"তা আমি বলবনা। মিঃ প্রেসিডেণ্ট, এই হচ্ছে আমার আরাধ্য দেবতা—এই হচ্ছে আমাদের দেশ। কথাটা ইস্কুলের পড়ুয়া ছেলেদের মত হল; কিন্তু ওরকম ভাবে না বলে কোন উপায় নেই। জন্ম আমাদের এই দেশে। এই দেশের জন্য আমরা লড়েছি। এই দেশের জন্যই আমাদের জীবন; এই দেশের জন্যই লোকেরা গেটিসবার্গে প্রাণ দিয়েছে। এই দেশের আকাশ মাটির বাইরে আমাদের অস্তিত্ব নেই, আমাদের অস্তিত্ব নেই এই দেশের সমষ্টিগত জীবনের বাইরেও। সব নিয়ে এই দেশ। কিন্তু কি সে দেশ?" গিডিয়ন একটু ইতস্তত: করল, তারপর ব'লে চলল,—"কি এই আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র? এটা কি একটা স্বপ্ন, একটা আদর্শ, শাসনতন্ত্র নামে একটুকরো কাগজ, না, একটা সম্মিলিত গভর্ণমেণ্ট? কারা দেবে এদেশের পরিচয়? প্রগতিবাদীরা? মিলনপন্থীরা? না, যত সব ডাকাত সামন্তরা? আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র বলতে কি বোঝায় মর্গানকে, —না,—জে গুল্ডকে, না,—সেনেটর গর্ডনকে, না,—রাস্তায় যে লোকটা অবাক হয়ে হোয়াইট হাউসের দিকে তাকিয়ে আছে, তাকে?" এরপর গিডিয়ন থেমে থেমে বলতে লাগল—"আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র কি কোন যাজক-শাসিত গীর্জা, না, সার্বজনীন গীর্জা? যুক্তরাষ্ট্র কি রূপ পেয়েছে শাশ্বত কোন প্রার্থনায়,—না,—কোন নির্বোধের

কল্পনায়? শুধু পাঁচকোটি লোক নিয়েই কি এই দেশ? শুধু কংগ্রেসের মধ্যেই কি এই দেশ রূপ পেয়েছে? যে ক বছর আমি কংগ্রেসে বসেছি, ছোট বড় বহু লোক দেখে এবং পিটার্সনের মত নির্বোধদের আর সাম্নারের মত বীর পুঙ্গবদের বক্তৃতা শুনে আমি ঐ একই কথা ভেবেছি। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র হয়ত বা আপনার ও আমার অচ্ছেদ্য বন্ধনের মধ্যে রয়েছে, কারণ সে বন্ধনের পরিচয় হচ্ছে আমেরিকা আর আমেরিকার পরিচয় হচ্ছে যা আমাদের আছে, যা আমরা করেছি এবং যার স্বপ্ন আমরা দেখেছি।"

গ্রাণ্টের চুরুট কখন নিভে গেছে। অথচ মোটা দু আঙুলের মধ্যে আবদ্ধ চুরুটটার ওপরই এতক্ষণ ছিল তাঁর নির্নিমেষ দৃষ্টি। ধীরে ধীরে এবং অনেকটা যন্ত্রচালিতের মত তিনি মাথা নেড়ে বললেন—"আমি আজ নিঃশেষ গিডিয়ন।"

"আপনি যে প্রেসিডেণ্ট!"

"আর হয়ত দুচার দিনের জন্য।"

"ওদের বিরুদ্ধে আঘাত হানবার জন্য আরও বেশ কিছুদিন আপনাকে থাকতে হবে।"

গ্রাণ্ট ক্লান্ত সুরে বললেন—"তা আমি বলতে পারি না, গিডিয়ন। আমি বড় ক্লান্ত ও পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েছি। যেটুকু আমার দেবার ছিল আমি দিয়েছি। আমি এবার আমার দেশে ফিরে গিয়ে বিশ্রাম নেব। আমাকে যে নর্দমায় টেনে আনা হয়েছিল বাড়ী গিয়ে আমি তা ভুলতে চাই।"

গিডিয়ন বলল—"আপনি ভুলতে পারবেন না।"

"হয়ত পারব না। আমি ত কোন সলোমন নই কিংবা ভগবানের মত ন্যায়-অন্যায় সম্পর্কে সত্যদ্রষ্টাও নই। ভুলবার জন্য আমি প্রার্থনাও

করছি না। মূল্য দিতে একদিন ভয় পাইনি বলেই অনেক যুদ্ধে জিতেছিলাম। কিন্তু সে গুণেই কি আমি প্রেসিডেণ্ট হতে পেরেছি? সে গুণেই কি ওদের নোংরা ও পচা রাজনীতির খেলা চালাতে আমি উপযুক্ত হলাম?"

"কিন্তু এখনও যে অনেক যুদ্ধ রয়েছে,"—জানাল গিডিয়ন।

"যখন কে যে শত্রু এবং কে যে তোমার পক্ষে যুদ্ধ করছে তাই তুমি জাননা, তখন যুদ্ধের কথা কেন বলছ?"

"তবু যখন আপনার আসনে এসে বসবেন হেইস্, রক্তগঙ্গা বইবে। তখন আপনি কি চুপ ক'রে থাকতে পারবেন?"

"চুলোয় যাক্। গিডিয়ন, তোমার প্রমাণ কই? হেইস্ হচ্ছেন রিপাবলিকান পার্টির সদস্য, আমিও ত তাই। তুমিও সেই একই পার্টির লোক। তিনি আইন সঙ্গত ভাবে প্রেসিডেণ্ট নির্বাচিত হয়েছেন। 'বিপদ আসছে' 'বিপদ আসছে' ব'লে যারা চীৎকার করে তাদের চীৎকারে আমি বিরক্ত হয়ে উঠেছি। কিছুতেই জীবনের গতি রুদ্ধ হয় না এবং এ জাতিরও হবে না।"

"ভাল," ব'লে উঠে দাঁড়াল গিডিয়ন।

"তুমি চ'লে যাচ্ছ?"

"হাঁ।"

"কিন্তু কি যে তুমি বলতে যাচ্ছিলে?"

"কি হবে শুনে; কোন লাভ ত নেই।"

"বলই না," চীৎকার ক'রে উঠলেন গ্রাণ্ট। "বল এবং কিছু করার থাকে ত করিয়ে নাও।"

"সত্যই আপনি শুনতে চান?"

"ভূমিকা রেখে বল।"

মাথা নেড়ে গিডিয়ন বলল—"আচ্ছা বলছি। একটা ষড়যন্ত্র চলছে।"

"তোমার প্রমাণ আছে?"

শান্ত ভাবে গিডিয়ন বলল—"প্রমাণ আমার আছে। খানিক ধৈর্য ধরে আপনি শুনবেন কি?"

"আচ্ছা শুনছি।" গ্রাণ্ট চুরুট ধরালেন। গিডিয়ন আবার ব'সে পড়ল। গ্রাণ্টের ঘড়িতে স'চারটে বেজেছে।

"কিছু অতীত থেকে আমি কথাটা আরম্ভ করব," শুরু করল গিডিয়ন। বাইরে তখনও বরফ পড়ছে। শার্সির ওপর জমেছে বরফের মোটা প্রলেপ। প্রেসিডেণ্টের ঘরে অন্ধকার আরও জমে উঠেছে। ডেস্কের ওপর রাখা একটা বাতির হলদে আলোয় গ্রাণ্টকে আরও অস্পষ্ট ও আরও ক্লান্ত দেখাচ্ছে। সেই আলোর মধ্যে তাঁর চুরুটের ধোঁয়া এঁকে বেঁকে পাক খেয়ে উপরে উঠছে।

গিডিয়ন বলল—"আপনার দক্ষিণ ক্যারোলিনার অধিবেশনের কথা মনে আছে? সে আজ ন' বছর আগেকার কথা।"

"হাঁ, আমার মনে আছে?"

"বলতে গেলে সেই থেকে সুরু হল এই রাষ্ট্রের পুনর্গঠন। আমি সেদিন অধিবেশনে ছিলাম। দুবছর পরে আমি ক্যারোলিনা রাষ্ট্রের সেনেটে প্রতিনিধিত্ব করেছি। পাঁচ বছর আগে আমি কংগ্রেসে এলাম। তাহলে আপনি এখন স্বীকার করবেন যে, এ ক বছরের ঘটনা আমি বলতে পারি। ১৮৬৮ সালের পর থেকে দক্ষিণাঞ্চলে যা যা ঘটেছে এরা তার নাম দিয়েছে 'পুনর্গঠন'। কথাটা যেমন অস্পষ্ট তেমনি অর্থহীন। দক্ষিণাঞ্চলের সমস্যা প্রধানতঃ পুনর্গঠনের

সমস্যা ছিল না। এমন কি দক্ষিণাঞ্চলের রাষ্ট্রগুলিকে ইউনিয়নে পুনর্ভুক্তির সমস্যাও ছিল না। হাউসে আমি এ সব কথা গত পাঁচ বছরে বার বার বলেছি। আজ আবার বলছি এই জন্য যে, মনে করি এটা ইতিহাসে নজির হয়ে থাকবে। আমার মনে হয় আগামী বহু বছরের মধ্যে এই শেষ বারের মত নিগ্রো জাতির একজন প্রতিনিধি আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টের অফিস ঘরে বসবার সৌভাগ্য অর্জন করল।”

গ্রান্ট চুরুটের ছাই ফেললেন। অন্ধকারে তাঁর মুখ আর দেখা গেল না।

“কি এই ‘পুনর্গঠন’? কি হয়েছে? সত্যকার কোন্ অর্থে এটা ব্যবহৃত হয়েছিল? কেনই বা তার মূলোৎপাটন করা হয়েছে? আপনার কাছে এই সব প্রশ্ন করা শুধু এই জন্য যে, আপনিই একমাত্র লোক যিনি এ দেশের সেই ‘পুনর্গঠনে’ আবার প্রাণ প্রতিষ্ঠা করতে পারেন এবং সেই পথেই দেশকে অবর্ণনীয় দুঃখ ও কষ্ট থেকে রক্ষা করতে পারেন।”

গ্রান্ট বললেন—“ব’লে যাও, গিডিয়ন।”

“সেদিন পুনর্গঠনে সূচিত হয়েছিল পুরাতনের মৃত্যু আর নতুনের আবাহন। আবাদক্ষেতের যে সামন্ততান্ত্রিক দাসত্ব প্রথার প্রতি ঘৃণায় সঙ্কুচিত হয়ে উঠেছিল এ দেশের আত্মা, কয়েক বছর আগে সেই দাসত্ব প্রথাই সমগ্র জাতিকে শৃঙ্খলিত করতে চেয়েছিল। হয় দাসত্ব প্রথার বিনাশ আর নয় গণতন্ত্রের মৃত্যু—এই ছিল তখনকার সমস্যা। কবর দেওয়া হল সেই দাসত্ব প্রথার আর সেই কবর থেকেই জন্ম হল স্বাধীন নিগ্রো জাতির। আরও ব’লে যাব?”

“বল,”—বললেন গ্রান্ট।

"ভাল। সেই ভয়ঙ্কর যুদ্ধের মধ্যে থেকে এল পুনর্গঠন এবং এক কথায় আরম্ভ হল গণতন্ত্রের পরীক্ষা। যুদ্ধের পূর্বে শ্বেতাঙ্গরা নিগ্রোদের মতই দাস ছিল। যুদ্ধের পরে মুক্তিপ্রাপ্ত শ্বেতাঙ্গরা ও মুক্তিপ্রাপ্ত নিগ্রোরা একসঙ্গে বাস ও কাজ করতে পারে কিনা এবং পারে কিনা একটা নতুন সমাজের প্রতিষ্ঠা করতে তারই পরীক্ষা সেদিন শুরু হল। আমি বলতে চাই যে, সেই পরীক্ষায় আমরা উত্তীর্ণ হয়েছি এবং তারই ফলে দক্ষিণাঞ্চলে চালু হয়েছে গণতন্ত্র। সমস্ত প্রকার ভুল, প্রমাদ, গালভরা কথা, বোকামি ও অহমিকা সত্ত্বেও গণতন্ত্র সেখানে কাজ করেছে। এই জাতির ইতিহাসে এই প্রথম কৃষ্ণকায় ও শ্বেতাঙ্গদের মিলিত প্রচেষ্টায় দক্ষিণাঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে গণতন্ত্র। আপনি যদি প্রমাণ চান ত তার প্রমাণ সেখানকার ইস্কুল, ক্ষেতখামার বিচারালয় এবং সেখানকার শিক্ষিত উদ্যমশীল ছেলেমেয়ে। কিন্তু এ কাজ সহজে হয়নি, হয়নি এখনও সম্পূর্ণ। আবাদক্ষেতের মালিকরা তাদের সৈন্যদল গঠন করল। সাদা পোষাকে তৈরী হল হাজারে হাজারে দেশের ঘৃণিত লোক। সকল আশা ত তারা এখনও ত্যাগ করেনি। মিঃ প্রেসিডেন্ট, আপনি নিজেও একদিন বলেছিলেন—কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্টের সৈন্যবাহিনী আছে বলেই দক্ষিণাঞ্চলে শৃঙ্খলা আছে। আমি আপনাকে বলছি—যেদিন রাদারফোর্ড বি, হেইস্ কর্তৃত্বভার গ্রহণ করবেন সেইদিনই দক্ষিণাঞ্চল থেকে সৈন্যবাহিনী অপসারিত হবে এবং একই সঙ্গে ক্ল্যানদল সর্বত্র আঘাত হানবে। এক এক স্থানে সে আঘাত এক এক রূপ নেবে। তারা সেখানে সৃষ্টি করবে এমন সন্ত্রাস যা এই দেশে পূর্বে কখনও কেউ দেখে নি। যে পর্যন্ত না এই গণতন্ত্রের শেষ চিহ্ন বিলুপ্ত হয় সে পর্যন্ত চলবে হত্যা, ধ্বংস, লুণ্ঠন ও আগুনের বীভৎস লীলা। আরও একশ বছর

আমরা পিছিয়ে যাব এবং কয়েক পুরুষ ধরে লোকেরা মরবে ও কষ্টভোগ করবে—”

যেন কতদূর থেকে ক্লান্ত স্বরে গ্রান্ট বললেন—“এমন কি যদি তোমার কথা মেনেও নিই—অবশ্য আমি মানি না—উপায়ন্তরই বা কি আছে ? দক্ষিণাঞ্চলে কি চিরকাল সৈন্য রাখতে হবে ?”

“না, চিরকাল নয়। আরও দশবছর। কৃষ্ণকায় ও শ্বেতাঙ্গদের বর্তমান ছেলেমেয়েরা একসঙ্গে কাজ করতে শিখেছে—শিখেছে একসঙ্গে উঠে দাঁড়াতে। তাদের মানুষ হবার একটা সুযোগ দিন। তাহলে আমরা যা গ'ড়ে তুলেছি জগতের কোন শক্তি তা কেড়ে নিতে পারবে না।”

“তোমার একথা মানতে পারলাম না, গিডিয়ন। হেইসের সম্বন্ধে তোমার অভিযোগ আমি স্বীকার করি না। ক্ল্যানদের সম্বন্ধে তোমার কাল্পনিক বর্ণনাও আমি মেনে নিতে পারি না। ভুলে যেওনা এটা ১৮৭৭ সাল।”

গিডয়ন বলল—“আপনি প্রমাণ চেয়েছেন। প্রমাণ আমি দিচ্ছি।” সে পকেট থেকে কতগুলো কাগজপত্র বার করল ও আলোর সামনে ডেস্কের ওপর রাখল। নির্বাচনের সংখ্যাতত্ত্ব এখানে রয়েছে। প্রচার করা হয়েছে যে, টিলডেনের পক্ষে সাধরণের ভোট পড়েছে ৪,৩০০,০০০ আর হেইসের পক্ষে ৪,০৩৬,০০০। এটা একটা মস্ত বড় মিথ্যে কথা। আমি বলছি—দক্ষিণাঞ্চলের যে পাঁচলক্ষ নিগ্রো ও শেতাঙ্গ রিপাবলিকান পার্টির প্রার্থীদের ভোট দিয়েছিল, তাদের ভোটের কিছু নষ্ট করা হয়েছে, কিছু গুণতে ভুল হয়েছে এবং কিছু বিকৃত হয়েছে। না,—এটা আমি প্রমাণ করতে পারব না। অন্য অনেক কিছুর প্রমাণ আমি অবশ্য পরে দেব। সত্য কথা বলতে কি,

প্রমাণ ক'রেও কিছু লাভ নেই; কেননা টিলডেন ও হেইস দু জনাই দুর্নীতিপরায়ণ লোক। এদের দেখলে প্রমাণ পাই হানতার কত তলায় নেমে গেছে আমাদের প্রেসিডেন্টের পদ। এরা একই পচা জিনিষের এপিঠ আর ওপিঠ।"

গ্রান্ট বললেন, "এতক্ষণ তুমি প্রমাণহীন অভিযোগ ক'রে চলেছ। আর বেশী আমি শুনতে চাই না।"

"কিন্তু সমস্তটাই শুনবেন অপনি বলেছিলেন। প্রমাণ আমি দেব। তবে আমার কথাগুলো আগে শুনুন। আমাদের যে কংগ্রেস গণতন্ত্র ও জনগণকে জগতের যে কোন জিনিষ অপেক্ষা বেশী ভয় করে, সে কংগ্রেস ও বলতে উঠলে আমায় বক্তব্য বলতে দেয়। তাড়াতাড়ি আমি সব কথা বলব। আমার যে ছেলেকে আমি বহুদিন দেখিনি সে আজ নিউইয়র্ক থেকে পাঁচটা ষোল মিনিটের গাড়ীতে আসছে। তার আগেই আমি আমার কথা শেষ করব।"

যে স্থানে আলোটা রাখা হয়েছে সে স্থানটুকু ছাড়া সমস্ত ঘরটা এখন অন্ধকার হয়ে গেছে। "ব'লে যাও," বললেন গ্রান্ট।

"প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের ভোটের কথায় এবার আসা যাক্। ডেমোক্রাটদলের টিলডেন পেলেন ১৮৪টা ভোট আর রিপাবলিকান দলের হেইস পেলেন ১৬৬টা ভোট। অবশ্য এ সব ভোটে মতদ্বৈধ নেই। আর একটা বেশী ভোট পেলে টিলডেন প্রেসিডেন্ট হতে পারতেন। কিন্তু হেইস দাবী করলেন যে দক্ষিণ ক্যারোলিনা, লুইসিয়ানা এবং ফ্লোরিডা তাঁকে সমর্থন করেছে এবং এদের ভোট ধরলে তাঁর প্রেসিডেন্ট হবার পক্ষে প্রয়োজনীয় ১৮৫টা ভোট হয়ে যাবে এবং তিনিই প্রেসিডেন্ট হবেন। হেইস ঠিকই বলেছিলেন যে, ঐ সব

স্থানের ভোট সবই তাঁর। আগেই আপনাকে আমি বলেছি—সে সব ভোট নষ্ট অথবা বিকৃত করা হয়েছিল। তাহলে ব্যাপারটা কি দাঁড়াল? হাউসে হল ডেমোক্রাটদের সংখ্যাধিক্য আর সেনেটে হল রিপাবলিকান দলের সংখ্যাধিক্য। হাউস চাইবে টিলডেনের নির্বাচন আর সেনেট চাইবে হেইসের। আর এই অবস্থায় দেশে আরম্ভ হবে দ্বিতীয় গৃহযুদ্ধের চীৎকার। হয়ত বা দক্ষিণাঞ্চল ওয়াশিংটনের বিরুদ্ধে অভিযান সুরু ক'রে দেবে। মিঃ প্রেসিডেন্ট, আপনি কি এটা বিশ্বাস করেন না? এটাও কি আপনি অবিশ্বাস করেন যে, এই দুটো দুর্নীতিপরায়ণ লোকের মধ্যে কোনও ইতর বিশেষ নেই।"

গ্রান্ট বললেন—"চুলোয় যাক্। গিডিয়ন, আমি অনেক শুনেছি, আর নয়।"

"এবার আমি প্রমাণ দেব, মিঃ প্রেসিডেন্ট। তারপর আমি চ'লে যাব। আমি মনে করি আমরা দুজনাই নিঃশেষ হয়েছি। আপনি বলবেন আপনি আর দুচারদিন প্রেসিডেন্ট আছেন; আমি বলছি আমারও আর সময় নেই।"

গ্রান্ট বিড়বিড় ক'রে বললেন—"বলে যাও।"

"হাঁ, বলছি। স্পষ্টতঃ দক্ষিণাঞ্চলের ডেমোক্রাটরা জানে যে দুটো লোক একই ছাঁচের। তারা টিলডেনকে পায়ে ঠেলল। তিনি হয়ত অনেক গোলযোগ করবেন। একবার তারা গৃহযুদ্ধের ঝুঁকি নিয়েছিল কিন্তু শেষে পরাজয় বরণ করতে হয়েছিল। এবার সে ঝুঁকি নিতে তারা প্রস্তুত নয়। হেইসের সঙ্গে তারা চুক্তি ক'রে ফেলল। সাউথ ক্যারোলিনা, লুসিয়ানা, ও ফ্লোরিডা তাঁর পক্ষে থাকবে এবং চুক্তি অনুযায়ী কাজ হলে ওরিগনও তাঁর দলেই থাকবে। প্রতিদানে তাঁকে যৎকিঞ্চিত দিলেই হবে। তাঁকে ওদের হাতে ছেড়ে দিতে হবে

সাউথ ক্যারোলিনা ও লুইসিয়ানার ওপর সকল কর্তৃত্ব এবং দক্ষিণাঞ্চল থেকে সৈন্যবাহিনী অপসারিত করতে হবে। কত অকিঞ্চিৎকরই না এই প্রতিদানটুকু। আর এরই জন্য একটা লোক প্রেসিডেন্ট হতে পারবে না এবং ক্ষমতাসীন হতে পারবে না লিঙ্কনের স্মৃতি বিজড়িত রিপাবলিকান পার্টি! মিঃ হেইসের দুই বন্ধু ষ্টানলি ম্যাথিয়ুস ও চার্লস ফষ্টার যে লিপি রেখে গেছেন—এই তার প্রমাণ। জর্জিয়ার সেনেটর জন্ বি, গর্ডন ও কেন্টাকি থেকে নির্বাচিত কংগ্রেসের সদস্য মিঃ জে ইয়ং ব্রাউনের সঙ্গে তাঁদের যে কথাবার্তা হয়েছিল এতে তার সংক্ষিপ্তসার পাওয়া যাবে। মিঃ ফষ্টারের একজন নিগ্রো ভৃত্য আমার জন্য এই সঠিক অনুলিপি ক'রে এনেছেন। এর সততা সম্পর্কে আমি শপথ করতে পারি। আমি পড়ছি, শুনুন:

*'দক্ষিণাঞ্চলের কতকগুলি রাষ্ট্রের অবস্থা সম্পর্কে গভর্ণর হেইসের নীতি লইয়া আপনাদের ও আমাদের মধ্যে গতকাল যে আলোচনা হইয়াছিল তাহা আপনাদের স্মরণ করাইয়া আমরা বলিতে চাই যে, আমরা যেমন গভীরভাবে কামনা করি তেমনভাবেই অপনাদের আশ্বাস দিতেছি যে, আমরা হেইসকে দিয়া এমন নীতি গ্রহণ করাইব যাহাতে সাউথ ক্যারোলিনা ও লুইসিয়ানার জনগণ যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান ও তৎ-সম্পর্কিত আইন অনুসারে নিজেদের বিষয়ের ওপর কর্তৃত্ব করিতে পারিবে। পরিশেষে আমরা ইহাও বলিতে চাই যে, গভর্ণর হেইস ও তাঁহার মতবাদ সম্পর্কে আমাদের যতটুকু পরিচয় আছে এবং আমরা যতদূর জানি তাহাতে আমাদের সম্পূর্ণভাবে এই বিশ্বাস আছে যে, তাঁহার শাসন উপরোক্ত নীতি মানিয়া চলিবে।'

[উইলিয়ামসের লেখা 'রাদারফোর্ড বি. হেইসের জীবন কাহিনী'র প্রথম খণ্ডের ৫৩৩ পৃষ্ঠায় এই নজির পত্রটি পাওয়া যাবে]

"এই হচ্ছে প্রমাণ, মিঃ প্রেসিডেন্ট।"

এরপর নেমে এল দীর্ঘ নিস্তব্ধতা। একসময় গ্রাণ্ট বেসুর কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলেন—"হাউসের সামনে তুমি এসব কথা পেশ কর না কেন?"

"কারণ নজির পত্রটা আমার নকল। এর সত্যতা সম্বন্ধে এক গাদা বাইবেল ছুঁয়ে শপথ করতে প্রস্তুত থাকলেও আমি সাক্ষি দিতে পারব না। যুক্তরাষ্ট্রের ভাবী প্রেসিডেন্টের কথার ওপর একজন বৃদ্ধ নিগ্রো চাকরের কথা সত্য বলে জাহির করতে পারব না। হাউসে দাঁড়িয়ে একথা বললে অন্তত দশজন শিক্ষিত অভিজাত প্রতিনিধি চীৎকার ক'রে বলবে—এই হতচ্ছাড়া, উদ্ধত ও মিথ্যাবাদী নিগ্রোকে এখনই ফাঁসি দেওয়া হোক্।"

"তাহলে আমিই বা বিশ্বাস করব কেন?"

"বিশ্বাস করবেন, যেহেতু এ দেশের সমস্ত ভবিষ্যৎ আজ সঙ্কটাপন্ন এবং যেহেতু অতীতে একদিন এক অরুণদীপ্ত গৌরবময় পথের পথিক ছিলাম আমরা। বিপ্লব ও গৃহযুদ্ধের দিনে সে পথে সহযোদ্ধা রূপে আমরা ছিলাম। সেদিন আমাদের পিছনে ছিলেন সমস্ত সৎলোক। সেদিন ভগবানের দিকে ছিল আমাদের দৃষ্টি। মিঃ প্রেসিডেন্ট, আমার কথা শুনছেন? আজ আমরা সে পথ ত্যাগ করতে চলেছি। এখন থেকে অন্ধকার পথে হবে আমাদের যাত্রা। কতদিন অন্ধকার থাকবে, মিঃ প্রেসিডেন্ট? এই গভর্ণমেন্টকে জনগণের দ্বারা গঠিত প্রকৃত জনগণতন্ত্রী গভর্ণমেন্ট বলতে পারার আগে কতজনের প্রাণ বলিদান দিতে হবে?"

"এ গভর্ণমেন্ট তত খারাপ নয় যত তুমি—" সুরু করলেন গ্রাণ্ট।

"যত তত বুঝি না। কিন্তু খারাপ এটা জানি।"

চেয়ারের দুই হাতলে জোর দিয়ে গ্রাণ্ট উঠে আলোটাকে আড়াল ক'রে দাঁড়ালেন। গিডিয়নের ওপর এক পলক দৃষ্টি ফেলে তিনি টেবিলটা ঠেলে ক্রুদ্ধ পদক্ষেপে ঘর ছেড়ে চ'লে যাবার উপক্রম করলেন।

"সব শেষ হল?" জিজ্ঞাসা করল গিডিয়ন।

হাত ঘুরিয়ে গ্রাণ্ট জানতে চাইলেন—"আমি কি করতে পারি? পাগলের প্রলাপ বা রূপকথার মত তোমার এই সব কথা এমনকি যদি সত্যও হয়, ভগবানের নামে আমিই বা কি করতে পারি?"

"অনেক কিছু। আপনি এখনও প্রেসিডেণ্ট। সে পদের দাবী নিয়ে আসুন সমস্ত জাতির সামনে। আগামীকাল সাংবাদিকদের এক সভা ডাকুন বলুন সব কথা। সে সব ছাপাবার সাহস এখানকার অনেক কাগজের আছে। হেইস প্রমাণ করুন যে এ সব অভিযোগ মিথ্যে। সমস্ত পচা জিনিষটাকে খুলে ধরুন সাধারণের সামনে। সবাই একবার দেখুক। তারা তাহলে জানতে পারবে কি করা যেতে পারে। আমাদের এই আমেরিকার জনগণ অবিবেচক নয়। তাদের জ্ঞানবুদ্ধি আছে। একদিন আমাদের কাজে সমস্ত জগৎ কেঁপে উঠেছিল। আমরা যা খারাপ কাজ করেছি তার চেয়ে বেশী করেছি ভাল কাজ। কংগ্রেসে হাজির হয়ে এর সত্যাসত্য দাবি করুন—"

গ্রাণ্ট মাথা নেড়ে বললেন—'গিডিয়ন—"

গিডিয়ন চীৎকার ক'রে বলল—"আপনি কি ভয় পাচ্ছেন? এতে আপনার কি ক্ষতি হবে? একদিন আপনি আমাদের বিজয়ের পথে পরিচালনা করেছিলেন। সে কথা যাদের মনে আছে তারা নিশ্চয়ই আপনাকে সমর্থন করবে এবং অন্যরাও—"

ক্ষীণ হয়ে এল গিডিয়নের কণ্ঠস্বর।

সে কাগজপত্রগুলো গুছিয়ে নিয়ে পকেটে রাখল।

"ভাল, আমি তাহলে চললাম।"

গিডিয়ন চ'লে গেল। দরজাও বন্ধ হয়ে গেল। গ্রাণ্ট ডেস্কের ওপর ব'সে দুটো হাতের ওপর মুখটা রেখে সেই দরজার দিকে তাকিয়ে রইলেন।

* * *

গিডিয়নের ষ্টেশনে পৌছাতে দেরী হয়ে গেল। ট্রেনটা ইতিমধ্যেই এসে গেছে। ষ্টেশনের প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে রয়েছে জেফ্। জেফ্ এখন দৈর্ঘ্যে প্রস্থে সুঠাম যুবক। সে যেন গিডিয়নের প্রতিমূর্তি। প্যাণ্টের দু পকেটে দুহাত ঢুকিয়ে দুটো কার্পেটের ব্যাগের মাঝখানে সে দঁাড়িয়ে আছে। স্মৃতিকে অবগাহন করতে হল না—করতে হল না পরিবর্তনের চুলচেরা বিচার। দৃষ্টি বিনিময় ক'রেই তারা পরস্পরকে চিনল। দুজনার বয়স যত বেড়েছে, ওদের মধ্যে মিলটাও তত বেড়েছে। দুজনাই পরস্পরের দিকে স'রে এসে করমর্দন করল। গিডিয়ন একটা ঢোক গিলে নিল। জেফ্ মৃদু হেসে এক হাত দিয়ে ধরল গিডিয়নের হাতটা।

"আমার যতদূর মনে পড়ছে, আগে যা দেখেছি তার চেয়ে এখন আপনাকে অনেক বড় দেখাচ্ছে" বলল জেফ্।

"তোমাকেও" মাথা নেড়ে বলল গিডিয়ন।

"আপনি আমাকে চিনতে পেরেছিলেন?"

""হাঁ। জেফ্, তুমি ফিরেছ দেখে আমি সত্যই খুশী হয়েছি।"

"আমিও ফিরতে পেরে কম খুশী হইনি," বলল জেফ্।

গিডিয়ন ব্যাগদুটো নেবার জন্য নীচু হল।

"আমি নিয়ে যাচ্ছি," বলল জেফ্

"আমি একটা নিই, তুমি একটা নাও।"

"আচ্ছা," ব'লে হাসল জেফ্ আর তারই সঙ্গে কৌতূহলী দৃষ্টি দিয়ে সে গিডিয়নের আপাদমস্তক এমনভাবে দেখে নিল যাতে গিডিয়নের মনে হল জেফ্ যেন তার সবকিছু পরীক্ষা ক'রে দেখছে। কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে সেই দুই দীর্ঘকায় পুরুষ অনিশ্চিত মন্থর পদে হেঁটে চলল। বহুদিনের বিচ্ছেদের পর দুজনার প্রত্যেকেই অপরের গতি, চিন্তা ও কামনা-বাসনার সঙ্গে তাল রাখতে চেষ্টা করতে লাগল। ষ্টেশনের প্ল্যাটফর্ম ছাড়িয়ে এসে জেফ্ এতক্ষণ মায়ের খবর জিজ্ঞাসা না করার অপরাধ অনুভব ক'রে বলল, "মা কেমন আছেন?" "ভাল", বলল গিডিয়ন। "আমাদের ত বয়স হচ্ছে।" "আপনার বয়স হয়েছে ব'লে দেখায় না", জানাল জেফ্। গিডিয়নের জন্য গাড়ী অপেক্ষা করছিল। তারা এসে গাড়ীতে উঠল এবং তাদের প্রশস্ত দেহে ভ'রে গেল গাড়ীর অপরিসর স্থান। গাড়ী চলতে লাগল আর রাস্তার দুপাশে জেলের সাদা জালের মত বরফ ছড়াতে লাগল। "আমি ভেবেছিলাম ওয়াশিংটন বেশ গরম জায়গা হবে," বলল জেফ্। "এর আগে আমি ত কখনও আসিনি।" "না আসনি," ব'লে গিডিয়ন জেফের কথা স্বীকার ক'রে নিল। অথচ গত কয়েক বছরে বিরাট অজগরের মত এই গর্বোদ্ধত সহরটা তার জীবনের সঙ্গে গাঁথা হয়ে গেছে। তাই নিবিষ্ট মনে সে ভাবতে থাকে সেই ফেলে-আসা দিনগুলোর কথা। সেই নীরবতার মধ্যে শোনা যেতে লাগল ঘোড়ার খুরের কপ্ কপ্ শব্দ।

"দু বছর আগে আমি এখানে একটা বাড়ী পেয়েছিলাম", বলল গিডিয়ন।

"মা কি—"

"গতবছর এসেছিল এখানে। কারওয়েলে সে ভালই থাকে", বলল গিডিয়ন।

"এখনও কারওয়েল বলেন ?"

"কারওয়েল ?" গিডিয়ন অপ্রস্তুত হয়ে পড়ল। "অন্য নাম আমি দিতে পারি না। পাশে তোমার জায়গা আছে ত ?" ব্যাগদুটো তার পায়ের কাছে থাকায় একটুও জায়গা ছিল না।

"বেশ আরামেই বসেছি", জানাল জেফ্।

"তোমার ক্ষিদে পেয়েছে নিশ্চয়ই।"

"হাঁ, একটু পেয়েছে।"

"বাড়ী গিয়ে আমরা দুজনাই খাব। আর কাউকে আমি নিমন্ত্রণ করিনি।"

অবাক হয়ে জেফ্ ভাবল কেন তার বাবা শেষের ঐ কথাটা বলল।

গিডিয়নের সাদা রঙের ছোট বাড়ীটাতে পাঁচখানা ঘর। একজন শীর্ণ বৃদ্ধ নিগ্রো নারী ঘরদুয়ার পরিষ্কার করে আবার রান্নাও করে। গিডিয়ন তাকে মাদার জোয়ান ব'লে ডাকে। "মাদার জোয়ান, এই জেফ্ আমার ছেলে," বলল গিডিয়ন। "এমন ছেলে পাওয়া ত ভাগ্যের কথা।" "সত্যিই আমি ভাগ্যবান্," বলল গিডিয়ন। সাদামাটা খাবার এল—বরবটির ঝোল, মাখন-মাখান রুটি, শাক্-সব্জির তরকারী ও চপ্।

"অনেকদিন পরে এমন রুটি খাচ্ছি," জানাল জেফ্।

গিডিয়ন বলল—"স্কটল্যাণ্ডে তুমি এসব পাওনি নিশ্চয়ই।"

গিডিয়ন আশা করতে পারে না যে, সাতবছরের দীর্ঘ ব্যবধান এক মুহূর্ত্তে ঘুচে যাবে এবং সহজ পরিচয়ের মধ্যে দিয়ে আসবে কথাবার্ত্তার জোয়ার। তাদের প্রত্যেকের কথার সুরের পরিবর্ত্তন

হয়ে গেছে। জেফের কণ্ঠস্বরে গিডিয়নের মত মাধুর্য নেই। বিদেশী টানে জেফ্ কথাবার্তা বলছে।

জেফ্ বলল—"ডাঃ কেনড্রিকের কাছে আমি একবছর কাজ করেছিলাম। অনেকগুলো খনির কাছে তাঁর ডাক্তারখানা। একটা ভাল অভিজ্ঞতা আমার হয়েছে। খনির মধ্যে সাংঘাতিক দুর্ঘটনায় দেখেছি কত মানুষের হাত পা জখম হয়েছে বা পুড়ে গেছে বা একেবারেই কাটা গেছে। হুপিংকাশি, গলা ফোলা ইত্যাদি ছোট বড় অনেক ঘরোয়া অসুখ-বিসুখ ও দেখার সুযোগ হয়েছে। ছোট হলেও এগুলোর চিকিৎসা কিন্তু খুব শক্ত।"

"সব শ্বেতাঙ্গ ত ?"

"সেখানে আমিই ছিলাম একমাত্র নিগ্রো। আমাদের সঙ্গে ওদের তফাৎ এইখানে।"

"কোন রকম বাচ-বিচার নেই ?"

"এখানে যেমন আছে সেরকম কিছু নেই। আমি ছিলাম একটা কৌতূহলের বিষয়। ওদের মধ্যে কোনও জটিলতা নেই; তাই তাদের ভয় ও তাদের বিস্ময়ের মূলেও কোনও অন্ধ সংস্কার নেই। একটু চেষ্টা করলে তাদের ঐ ভয় ও বিস্ময় দূর করা যায়।"

গিডিয়নের পড়বার ঘরে তারা এল। ঘরটা ছোট এবং সেখানে রয়েছে অসংখ্য বই। পড়বার ঘর হলেও গিডিয়ন এটাকে অফিস ঘর ক'রে নিয়েছে। কয়লার আগুনের দিকে পা ছড়িয়ে তারা বসল। তাদের মধ্যে অনেক কথাবার্তা হতে লাগল। এখন কথা-বার্তার মধ্যে তাদের অনেকটা স্বাচ্ছন্দ্য ফিরে এসেছে। জেফ্ শেষ পর্যন্ত বলতে সক্ষম হল—"আপনি হয়ত জেনে থাকবেন, আমি অত্যন্ত গর্ব বোধ করেছি।"

"কিসের গর্ব ?"

"আপনার কংগ্রেসের প্রতিনিধি হওয়ায়। কথা খুঁজে পাচ্ছি না। তবু বলব যে এটা সত্যই খুব আশ্চর্য জিনিষ।"

গিডিয়নের দৃষ্টি যেন কোন দূরপ্রসারী চিন্তায় ভেসে চলে। "ঘটনাচক্রে হয়েছি! প্রত্যেক মানুষের জীবন এমনি ভাবে গড়ে ওঠে। ঘটনার আবর্তে আমি চলেছি। আর ঘটনার ঘাতপ্রতিঘাতই জগতে একমাত্র শক্তি।"

নির্বাচন সম্বন্ধে জেফ্ কিছু জানতে চাইল। প্রথমে ধীরে ধীরে সুরু করলেও গিডিংনের কণ্ঠস্বরে ক্রমশঃ উত্তেজনা বাড়তে লাগল। গত আট বছরের সমস্ত ঘটনা একের পর এক বর্ণনা ক'রে সে জানাল যে, আজই সে প্রেসিডেন্টের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিল। বিফল হয়ে ফিরে এসেছি," জানাল গিডিয়ন।

"এসব কি সত্যি? একটা বোমার বিস্ফোরণের মত এক নিমেষেই কি সব কিছু শেষ হবে? এমনি কি সব ঘটনার পরিণতি ?"

গিডিয়ন বলল—"হঠাৎ কিছু হয় না। অনেক দিন ধরেই এ ষড়যন্ত্র চলছে। আট বছরের ও আগে ক্ল্যানদল কারওয়েল আক্রমণ করেছিল। সে আক্রমণ এনেছিল বিশৃঙ্খলা আর লোকদের মধ্যে সন্ত্রাস। তারা গোলাবাড়ী পুড়িয়ে দিয়েছিল ও একটা ছেলেকে হত্যা করেছিল। তখন থেকেই তারা সুরু করেছে। প্রথম থেকেই তারা আমাদের ধ্বংস করতে মতলব এঁটেছে। একটা যুদ্ধ শেষ হতে না হতে তারা আর একটা যুদ্ধের আয়োজন করছে। এবার সে যুদ্ধ ভিন্ন ধরণের হবে। রাত্রিতে ঘোড়ায় চেপে তারা আক্রমণ চালাবে। লোকচক্ষুর অন্তরালে সংগঠন গ'ড়ে তুলবে, ভয় দেখাবে আর সন্ত্রাস

সৃষ্টি করবে। এখন তাদের সব আয়োজন শেষ হয়েছে। তারা এখন প্রস্তুত।"

"আমি এ বিশ্বাস করতে পারি না।"

"আমার ভুল হ'লে বাঁচতাম। কিন্তু ভুল আমার হয়নি", বলল গিড়িয়ন।

"আপনি কী করবেন ঠিক করেছেন ?"

"এখনও পর্যন্ত আমি তা জানি না। আমি এ সম্বন্ধে একটু ভাবতে চাই। সে যাই হোক, আমি বাড়ী যাব। তাদের মধ্যে আবার আমি ফিরে যাব।" জেফ্ মাথা নাড়াল। গিড়িয়ন আবার বলল—"আমি মনে করি আমার পক্ষে সেই ভাল। কিন্তু আমার পক্ষে যা ভাল তোমার পক্ষে তা ভাল নাও হতে পারে। জেফ্, বুঝতে পারছ কি ?"

"আপনি কি বলতে চান ?"

গিডিয়ন বলল—"দু চার দিনের মধ্যেই আমি এখান থেকে চ'লে যাচ্ছি। আমি চাই না যে, তুমি আমার সঙ্গে যাও। বসন্তকালে অবস্থা যদি ভালর দিকে যায়—"

"ঠিক কি বলতে চাইছেন বলুন ত ?" জানতে চাইল জেফ্।

গি'ডয়ন মাথা নেড়ে বলল, "ব্যাপারটা এমন কিছু নয়, জেফ্। যা বলি শোন। একসময় তুমি ত আমার কথা শুনতে।"

হঠাৎ সে উঠে পড়ে। হাতদুটো ঘ'সতে ঘ'সতে ছেলের দিকে একটু ঝুঁকে দাঁড়ায়। তারপর চেয়ারে গিয়ে ব'সে পড়ে। একটা কথাও না ব'লে সে শুধু চেয়ে থাকে শূন্যে। আগুনের চুল্লী থেকে লালচে আভা এসে পড়ছে তার লম্বা মুখখানার উঁচু হাড়গুলোর ওপর। জেফ্ তার দিকে তাকাল—দেখল সে পূর্ণাঙ্গ মুখের ভঙ্গিমা ও তার আরক্ত চোখের কোলে ক্লান্তির কি গভীর ছাপ !

লোকটি বৃদ্ধ হয়েছে। শুধু পঁয়তাল্লিশ বছরের মাপকাঠিতে সে বার্ধক্যের পরিমাপ হয় না। যুক্তি দিয়ে বিচার ক'রেও পাওয়া যাবে না সে বার্ধক্যের হদিস। শৈশব থেকে জেফ দেখে আসছে তার বাবার ঐ চওড়া, শক্ত, পেশীবহুল কাঁধদুটো। সে দেখেছে তাদের অসীম শক্তি, অতীতে দেখেছে প্রখর রৌদ্রে তাদের নগ্ন, স্বেদসিক্ত রূপ। আর আজ সেই কাঁধদুটো পড়েছে নুয়ে, সেই মাংসপেশী হয়েছে শ্লথ। তার মাথায় ছিল কোঁকড়ান কালো চুল; দেখলে মনে হ'ত যেন সে মাথায় একটা আঁটসাট টুপি প'রে আছে। আর আজ সেই চুলে পাক ধরেছে! জেফ তার সবটা কখনও জানতে পারেনি। পনের বছর বয়স থেকেই সে বাবার কাছ ছাড়া। সে তখন কিশোর। আর কৈশোর মন ত একটা কাদার তাল; তাকে পিটিয়ে যে কোনও রূপ দেওয়া যায়। তারপর ন'টা বছর গেছে। এই ন'টা বছর সেই কাদার তালটাকে বাড়িয়েছে কিন্তু তার কিছু ভাঙেনি। এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে সে শিখেছে অনেক কিছু এবং তার দেহেরও হয়েছে অনেক পরিবর্তন। কত আঘাত সে পেয়েছে আর কত আঘাত সে কাটিয়ে উঠেছে। এতদিনে সে বিজ্ঞানের মধ্যে আবিষ্কার করেছে এক ভগবানকে, জেনেছে অণুবীক্ষণ যন্ত্রে দেখলে মানুষের দেহের ত্বক কতকগুলো কোষের অপূর্ব সমষ্টি। রঙের মিথ্যে সত্যের আলোকে অদৃশ্য হয়। সমস্ত জগৎ নিয়মের রাজত্ব। সুদূর অতীত যুগের যেখানে মানুষের পায়ের চিহ্ন মেলে না সেখানকার কুহেলিকাময় রহস্যেরও সন্ধান করেছেন ডারউইন নামে একজন বৈজ্ঞানিক। কোন লোকের গায়ের রঙ সাদা বা কালো যাই হোক না কেন, তার ভাঙা পা আবার জোড়া লাগান যেতে পারে। গায়ের রঙের অপেক্ষায় ব'সে থাকে না

বিজ্ঞানের সত্যপ্রয়োগ। নির্জন জলাভূমির পাশে একটা কাঠের ঘরে সে একদিন একজন শ্বেতাঙ্গ মেয়ের সন্তান প্রসব করিয়েছিল। পিঠে চাপড় মারতে শিশুটি চীৎকার ক'রে উঠল কেঁদে। আর সেই কান্না থেকে সে অনুভব করেছিল জন্মের বিচিত্র বেদনা। এই বিশ্বের সৃষ্টি রহস্য বোধগম্য। বায়বীয় ও গ্যাসীয় শূন্যতার মধ্যে থেকে বহু রূপান্তরের পর বেরিয়ে এল এই গ্রহ। অজ্ঞানের তমসায় আচ্ছন্ন যারা তারা ত অসৎ হবেই। কিন্তু জ্ঞানসাধনায় ও বিশ্বের বিজ্ঞান-সম্মত মর্মোদ্‌ঘাটনে যারা জীবন উৎসর্গ করেছেন তাঁদের ত কোন ভয় থাকতে পারেনা। এই ত তার জীবনের অভিজ্ঞতা। কিন্তু তার বাবার অভিজ্ঞতা কি একই? মনে পড়ে সেই দীর্ঘকায় ক্ষেতমজুরকে যিনি চার্লসটনের পথে একদিন বেরিয়ে পড়েছিলেন। প্রতিনিধি হিসাবে তিনি অধিবেশনে যোগ দিতে চলেছেন। মাথায় তাঁর শোলার টুপি আর বুক পকেট থেকে বেরিয়ে পড়েছে একটা ডোরাকাটা রঙীন রুমাল। যখন তিনি ফিরে এলেন তখন তিনি একেবারে আলাদা মানুষ। এই দ্বিতীয় মানুষটির সৃষ্টির পিছনে কত মর্মদাহক পীড়নের বেদনাই না ছিল! অন্তর্লোকের কি বিরাট আলোড়ন এনেছিল গিডিয়ন জ্যাকসনের তৃতীয় ও চতুর্থ রূপান্তর! এই সব রূপান্তরের মধ্যে দিয়ে তিনি সেই মানুষের পর্যায়ে এসে'ছলেন যে মানুষ সম্পর্কে ডাঃ এমিরী একদিন বলেছিলেন, "জেফ, মনে রেখ, 'মানুষ' এই কথাটার মধ্যে রয়েছে তার মহত্ত্বের পরিচয়। এই পরিচয়ের কোন বৈজ্ঞানিক সংজ্ঞা নেই। যুক্তিতর্কের শেষ সীমায় যখন এসে পড়বে তখন ভেব মানুষের কথা।" যে মানুষটি দাক্ষিণ ক্যারোলিনার রাষ্ট্রীয় সেনেটে প্রতিনিধির আসন গ্রহণ করেছিলেন, যে মানুষটি যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেসের মধ্যেও কাজ করেছিলেন তাঁর

কথা ভাবতে গিয়ে জেফ্ আজ 'মানুষের' কথা ভাবছে। জর্জিয়ার এক প্রতিনিধিকে উত্তরদান প্রসঙ্গে তরে বাবার সেই কথা মনে পড়ল যা এদেশের প্রতিটি শিশুও জানে ঃ

'জর্জিয়ার ভদ্রমহোদয় ঠিকই বলেছেন যে, আমি সামান্য কিছুদিন আগেও একজন ক্রীতদাস ছিলাম। আর আজ একজন দাসত্ব-বন্ধন মুক্ত মানুষ হয়ে এই জাতীয় কংগ্রেসে দাঁড়িয়ে তাঁর কথার উত্তর দিচ্ছি। ভদ্রমহোদয়গণ, আমার এই রূপান্তরে মিলবে আমেরিকার—আমার আমেরিকার মর্মবাণী। দেশপ্রেমের আবেগময় উচ্ছ্বাস আমি দেখাতে চাই না। এখানে আজকে আমি যে এসে দাঁড়িয়েছি এটাই ত দেশের পরিচয়—পরিচয় আমার দেশসেবার। কোন কথা ব'লে বা লিখে সে পরিচয় দেওয়া যাবে না।"

জেফ্ দেখেছে স্কটল্যাণ্ডের পত্রিকাগুলিতে ঐ বিবৃতি ছাপা হয়েছিল। পার্লামেণ্টের একজন প্রতিনিধি কমন্স সভায় ঐ বিবৃতিটি বলেছিলেন, ফরাসী আইন সভায় ঐ বিবৃতি নিয়েই তিনঘণ্টা ধ'রে চলেছিল প্রচণ্ড বিতর্ক এবং জার্মাণী, হাঙ্গারী ও রাশিয়ায় আত্মগোপনকারী বিপ্লবী দল ঐ বিবৃতিটি অনুবাদ ক'রে হাজারে হাজারে ছাপিয়ে প্রচার করেছিল।

এখন গিডিয়নের দিকে তাকিয়ে জেফের প্রাণে এল এক অদ্ভুত অনুভূতি। সে অনুভূতিতে একই সঙ্গে কেমন যেন রয়েছে করুণা, গর্ব ও আশা। আপন প্রাণে সে অনুভব করল এই লোকটির সান্নিধ্য লাভ করার এক অভূতপূর্ব ব্যগ্রতা, তাঁর কাছে নিজেকে সমর্পণ ক'রে দেবার ও তাঁর সবটুকু বুঝবার আকাঙ্খা। তবু তার ব্যক্তিসত্বা তাকে বাধা দিল। গিডিয়নের মধ্যে সে পেল না নিজের কোন ছবি। গিডিয়ন ও তার মধ্যে পার্থক্যটাই বড় হয়ে রইল।

"আপনার কথা আমি শুনব", বলল জেফ্। "আমি যা কিছুই করি না কেন তবু আপনার কথা আমি শুনব।"

মধুর কণ্ঠে ব্যাখ্যা ক'রে ধীরে ধীরে গিডিয়ন বলল—"আমি ফিরে যাচ্ছি কারণ, ওখানেই রয়েছে আমার নাড়ীর টান। জেফ, আজকে আমাকে যা দেখছ তার মধ্যে নেই আমার স্বকীয়তা, আছে আমার জাতির সমগ্র রূপ। সেই জাতির প্রাণশক্তিই ধীরে ধীরে আমার এই রূপান্তর ঘটিয়েছে। আমার সব শক্তি ওদের মধ্যেই রয়েছে; আমি যে ওদেরই একজন। একদিনে আমি এ উপলব্ধি পাইনি; এ চরম সত্য জানতে বহুদিন লেগেছে। আমার একটা প্রতিভা আছে—আমি পড়াশুনা ক'রে বলতে পারি, কইতে পারি—পারি সবকিছু আত্মস্থ করতে। এসব সত্ত্বেও, আমার মধ্যে এমন কিছু নেই যার সঙ্গে ওদের জীবনধারার কোনও যোগ নেই। আমি আজ তাদের মধ্যে ফিরে যেতে চাইছি কারণ তাতেই আমি সবচেয়ে বেশী সুখী হব। তুমি ত জান ছোট বড় সব কাজেই সুখের অনুসন্ধান করা মানুষের স্বভাব।

"কিন্তু তোমার ক্ষেত্রে আমার ঐ সব কথা খাটে না। অনেকদিন তুমি দেশছাড়া। স্কুলে তুমি লেখাপড়া শিখে আজ একজন ডাক্তার হয়েছ। একজন ডাক্তারের সঙ্গে তুলনা হয় একটা ভাল বইএর। বইটার সৃষ্টির পিছনে যে পরিশ্রম ও সাধনা রয়েছে তাদের বাইরেও রয়েছে বইএর প্রয়োজন ও সার্থকতা। যারা আমাকে সৃষ্টি করেছে তাদের বাইরে আমার জীবনের কিন্তু কোন প্রয়োজন নেই—নেই কোন সার্থকতা। তোমার সে প্রয়োজন আছে। যত খারাপ সময়ই আসুক না কেন, প্রয়োজন দেখা দিলে আমার স্বজাতীয়রা আমার মত বহু গিডিয়ন জ্যাকসনকে খুঁজে বার করবে।

"তোমার সম্পর্কে এটা সম্পূর্ণ আলাদা কথা। আজ তুমি মানুষ হয়েছ। তোমার সঙ্গে কথা বলতে আমি সত্যই গর্ব ও আনন্দ বোধ করছি। আজ যখন প্রেসিডেণ্ট গ্রাণ্টকে বললাম যে, আগামী বহুবছরের মধ্যে এই শেষবারের মত ৫ কজন নিগ্রো প্রেসিডেণ্টের সঙ্গে কথা বলে গেল, তখন বিশ্বাস করেই ঐ কথা বলেছিলাম; শুধু কথার ছলে বলিনি। আমি বিশ্বাস করি আগামী বহুবছরের মধ্যে খুব কম নিগ্রো তোমার মত শিক্ষিত হবে। এখানে তুমি থাক। এই বাড়ীতেই তুমি থাকতে পারবে। সারাবার মত অনেক রোগী তুমি এখানে পাবে। আমার সঙ্গে তুমি যদি আস তাতে ক্ষতিই হবে।"

গিডিয়নের কথা শেষ হবার পর তারা কিছুক্ষণ নির্বাক হয়ে ব'সে রইল। জেফ্ পাইপটা ঝেড়ে আবার নতুন করে সাজল এবং আগুন থেকে চিমটে ক'রে একটা কয়লা তুলে নরম সুগন্ধ তামাকের ওপর রাখল; গিডিয়ন কিছু মদ ঢেলে নিল। ঘরের চারিদিকে একবার দৃষ্টি ফেলে জেফ্ বলল—"ঘরটা বেশ সুন্দর ও গরম। এখানে ব'সে কয়েকখানা বই পড়ার ইচ্ছে হচ্ছে।"

গিডিয়ন মাথা নেড়ে সম্মতি জানাল।

"আমি রোজই মনে করি কাল থেকে বই পড়ার মত সময় পাব। সে যাই হোক, আজ কিন্তু আর সময় নেই।"

"না, সময় আছে," বলল গিডিয়ন।

"আপনি যা বলছেন তাই যদি ঘটে আপনারা কি সংগ্রাম করবেন?" জিজ্ঞাসা করল জেফ্।

"সঠিকভাবে আমি এখন কিছুই বলতে পারব না।"

"মার্কাস আমাকে লিখেছিল যে, কেউ অসুস্থ হলে আপনি ডাক্তার

লীডকে ডেকে পাঠান। শুনেছি তিনি নাকি কখনও আসেন আবার কখনও আসেন না।”

“প্রায় সব সময়ই তিনি আসেন।”

জেফ্ বলল—“আপনার কথা যদি সত্যি হয় তাহলে তিনি এখন থেকে আর আসবেন না।”

জেফ্ উঠে দাঁড়াল এবং জানালার কাছে গেল। জানালার কাঁচে যে ঘাম জ’মে উঠেছিল হাত দিয়ে তা মুছে ফেলে জেফ্ বলল—“বাইরে এখনও বরফ পড়ছে। নিজের জন্মভূমি ছেড়ে কত জায়গায় ত ঘুরে বেড়ালাম কিন্তু কি আশ্চর্য একটা জায়গাকেও কি ভালবাসতে পারলাম! এলেনকে পড়িয়ে শোনাবার জন্য যেসব চিঠি আমি পাঠিয়েছিলাম এলেনবি কি কখনও তাদের একটাও আপনাকে দেখিয়েছেন?”

গিডিয়ন মাথা নাড়াল। “বৃদ্ধ গত মাসে মারা গেছেন। আমি ভেবেছিলাম তুমি তা জান।”

জেফ্ বলল—“না, আমি তা জানি না। বাবা, আমি আপনার সঙ্গে যাব।”

ওয়াশিংটন্ ছেড়ে যাবার আগে গিডিয়ন সামান্য দুএকটা কাজের মধ্যে একটু জের রেখে যেতে চাইল। মন যেন কিছুতেই মানতে চায় না যে, চিরকালের মত তার এই ওয়াশিংটন ছেড়ে যাওয়া! নিরাশা-স্তব্ধ মন তবু যেন কোন ক্ষীণ আশায় গুন্ গুন্ করে যে সে আবার বসন্তকালীন অধিবেশনে যোগ দিতে পারবে। জেফ্ একদিন বলেছিল যে, বোমার বিস্ফোরণের মত অত সহজে এ জগতে কিছুই ঘটে না। জেফের এই কথায় আশা পায় মন। তাই সব কিছু বজায় রেখেই সে বাড়ী ছাড়ল। আর মাদার জোয়ানকে ব’লে গেল—

যেন কিছু নড়চড় না হয়। দুদিন পরেই সে চ'লে যাচ্ছে তবুও আয় ও ব্যয় নির্ধারক কমিটির অধিবেশনে সে যোগ দিল এবং রেলপথের জন্য ভূমি-দান সম্পর্কীয় একটা বিধানের আলোচনায় তীব্রতম বিতর্কের সৃষ্টি করল। এমনই মানুষ! অভ্যস্ত জীবনের বাইরে সে যেতে চায় না। গিডিয়নও তাই অভ্যাসমত পোষাক পরে, দাড়ি কামায়, খায় ও ঘুমায়। জেফ্ বাড়ী আসার পর একদিন সেক্রেটারী এসে গিডিয়নকে জানাল যে, ষ্টিফেন হোমস্ এসেছেন এবং তিনি গিডিয়নের সঙ্গে দেখা করতে চান।

গিডিয়ন বলল—"তুমি সেনেটর হোমসকে ব'লে দাও যে আমি কাজে অত্যন্ত ব্যস্ত আছি। দুএকদিনের মধ্যেই আমি ওয়াশিংটন থেকে চ'লে যাচ্ছি। সুতরাং একটা দিনের জন্য আমি নতুন করে আর কারও সঙ্গে দেখা করতে চাই না।"

সেক্রেটারী ফিরে এসে জানাল যে, হোমস্ দেখা করার জন্য অত্যন্ত পীড়াপীড় করছেন।

"আচ্ছা তাঁকে নিয়ে এস," মাথা নেড়ে জানাল গিডিয়ন। হোমস্ প্রবেশ করলেন। গিডিয়ন উঠে দাঁড়াবার কোন চেষ্টা করল না বা হাত বাড়িয়ে দিল না। মৃদু হেসে হোমস্ তাঁর পশমী টুপিটার ওপর হাত বোলালেন; তারপর সযত্নে কোটটা খুলে ফেললেন। গিডিয়নের ডেস্কের এক কোণে ছড়ি ও দস্তানা দুটো রেখে তিনি বসলেন।

"কি চান্ আপনি?" বলল গিডিয়ন। "তোমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছলাম, গিডিয়ন। জানি আমরা দুজনাই ভদ্র ও সভ্য এবং সেই ভিত্তিতেই আমরা অনেক কিছু আলোচনা করতে পারি। এ দুনিয়ায় ত দেখছি আর যত সব লোক মূর্খ, বোকা ও ইতর। ওরা কি ছাই সত্যকে জানতে পারে? আমরা দুজনা নিশ্চয়ই সত্য

সম্পর্কে আলোচনা করতে পারি—পারি সত্যকে উপলব্ধি করতে এবং এরই সাহায্যে অহিংসার পথে পারি নিজেদের বিবাদ নিষ্পত্তি করতে। আর সেই জন্যই তোমার সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছি।"

"সত্যই আপনি কি তা বিশ্বাস করেন?" জিজ্ঞাসা করল গিডিয়ন। সম্পূর্ণ আরামে হোমস্ বসেছিলেন। সেই রোগা লোকটার দিকে তাকিয়ে রইল গিডিয়ন—দেখল কত সুষ্ঠু তাঁর বেশভূষা, কত অসঙ্কোচ তাঁর আচরণ। তাঁর বয়স হয়েছে সত্যি কিন্তু তাঁর মসৃণ গায়ের রঙে বয়সের কোন ছাপও পড়েনি। তাঁর ঋষিতুল্য মুখে একই সঙ্গে রয়েছে গভীর রহস্য ও আন্তরিক আমন্ত্রণের ব্যঞ্জনা। গিডিয়নের প্রতিটি কথায় ও ভঙ্গীতে সে মুখের পরিবর্তন হচ্ছে। নিশ্চয়ই সভ্যতা সৃষ্টি করেছে এই মুখ এবং সেই সভ্যতারই রীতি অনুযায়ী লোকটি সত্যসন্ধ। কুটীল ও ভণ্ড এ দুনিয়ায় লোকটা আশ্চর্যরকম সরল ও সত্যবাদীই বটে! তবু এই মুহূর্তে গিডিয়ন লোকটির প্রতি এমন ঘৃণা অনুভব করল যা সে কোনওদিন কোনও মানুষের প্রতি করেনি। গিডিয়নের অন্তর কলুষিত হয়ে উঠল বিদ্বেষ, বিরক্তি ও ঘৃণায়। দাসত্বপীড়িত বা মুক্ত জীবনে যে গিডিয়ন ঘৃণার বিষক্রিয়াকে হজম ক'রে নিয়েছে—যে গিডিয়ন সব সময় বুঝতে চেষ্টা করেছে কিসে মানুষ সৎ বা অসৎ, শান্ত বা রুক্ষ হয়—যে গিডিয়ন পিঠে চাবুক খেয়েও মুক্তি, ন্যায় ও সত্যকে বুঝতে ও উপলব্ধি করতে চেষ্টা করেছে—যে গিডিয়ন বিদ্বেষ ও হিংসা বুকে নিয়ে কোনদিন যুদ্ধ বা হত্যা করেনি সেই গিডিয়ন এই মুহূর্তে হিতাহিত জ্ঞান-শূন্য হয়ে নিশ্চয়ই এই লোকটাকে হত্যা করতে পারত এবং তার জন্য একটুও অনুতপ্ত হত না। গিডিয়ন এখন শুধু আবার বলল, —"আপনি ঐ সব কথা বিশ্বাস করেন, কেমন না?"

"হাঁ। বিশ্বাস করি গিডিয়ন," শান্তভাবে বললেন হোমস। বিশেষ আন্তরিকতার সঙ্গে তিনি পুনরায় বললেন—"আমি তোমাকে আশ্বাস দিচ্ছি, গিডিয়ন যে, যাঁরা গায়ের রঙ দেখে ভয়ে দুচারহাত স'রে দাড়ান না আমার স্বজাতির এমন দুচারজন লোকের মধ্যে আমি একজন। তুমি দেখেছ যে আমি সব সময় ন্যায় ও যুক্তি মেনে চলি। তুমিও তাই কর। স্বীকার করি, অনেকদিন থেকে মানুষের সমাজে বিভিন্ন শ্রেণীর পরিচয় দেবার জন্য রয়েছে কতকগুলো নিশানা। যে সব মস্তিষ্কহীন নির্বোধ লোক এই স করেছে, যারা তোমাদের এমন কি আমারও স্বজাতীয় লোকেদের ঘণা করে ও ছোট ভাবে, তারা বন্ধু হলেও আমার কাছে হাস্যাস্পদ। ভগবানই জানেন, আমি বুঝি তারা কোন্ মেকদাবেন কিন্তু, গিডিয়ন, কিছুটা জন্মসূত্রে ও কিছুটা সামাজিক মনোনয়নে আমার ভাগ্য তাদের সঙ্গে জড়িত। কতকগুলো বাস্তব ঘটনা আমাদেব ভেবে দেখা দরকার। গত যুদ্ধে আমার স্বজাতির লোকেদের অনেক ক্ষতি হয়েছে। তারা শুধু ক্ষমতা-চ্যুতই হয়নি, ক্ষমতাবলে যে সব জিনিষ তারা ভোগ করত সে সব জিনিষ থেকেও তারা বঞ্চিত হয়েছে। ক্ষমতাটাও অবশ্য কম বড় জিনিষ নয়। এক কথায় এক বিশেষ ধরণের জীবনযাত্রা থেকে তারা বিচ্ছিন্ন হয়েছে। সেই সব জিনিষ আমি ফিরিয়ে আনতে চাই এবং তার জন্যই আমি লড়েছিলাম।"

"এখন ত সেগুলো ফিরিয়ে পেয়েছেন।"

"কিছু।" স্বীকার করলেন হোমস। "এখনও অনেক বিষয়ের পুনর্ব্যবস্থা করতে হবে। কিছু সাফল্য আমারা লাভ করেছি, ভানের প্রয়োজন নেই; তুমি নিশ্চয়ই জান কেন আমরা রাদারফোর্ড হেইসকে আমাদের পরবর্তী প্রেসিডেন্ট করতে চাই এবং এও তুমি জান যে

৩

ভদ্রতার খাতিরে কথার খেলাপ তিনি করবেন না। রিপাবলিকান পার্টির সঙ্গে আমরা বোঝাপড়া ক'রে ফেলেছি এবং তার ফলে কিছু কাজ হবে।"

গিডিয়নের কৌতূহল উদ্দীপ্ত হয়ে উঠল। হোমসের দিকে তাকিয়ে গিডিয়ন বলল—"দেখতে পাচ্ছি আপনি বেশ সত্যবাদী এবং আপনার কথাবর্তাও বেশ যুক্তি-সঙ্গত। এসম্বন্ধে আপনার খুব গর্ব আছে, তাই না?"

"হাঁ। তবে তা রীতিবিরুদ্ধ নয়।"

"আপনি এত সভ্য যে মনে হয় আপনি এখানে কোন দ্বেষ-ভাব নিয়ে আসেননি।"

"হাঁ, গিডিয়ন। আমি খুবই সভ্য এবং এত সভ্য যে, একজন কালা-আদমীর বিদ্রূপেও কিছু মনে করি না, এবং তুমি ও, আমি মনে করি, যতটুকু সভ্য তাতে আমাকে এখান থেকে তাড়াবে না।"

গিডিয়ন শান্তভাবে বলল—"ব'লে যান্ কি আপনার বলার আছে। আমি শুনছি।"

"আমি জানি যে আমার কথা তুমি শুনবে। আমাদের এখন বাঁকা কথা এড়িয়ে চলাই ভাল। গিডিয়ন, আমি তোমার প্রশংসা না ক'রে পারি না। সেই অধিবেশনে তোমার সঙ্গে আমার প্রথম দেখা। তারপর থেকে তুমি আমার বিশেষ দৃষ্টি আকষণ ক'রে আছ। তোমার এ রূপান্তর সত্যই বিস্ময়কর। অদ্ভুত তোমার কর্মশক্তি আর তীক্ষ্ণ তোমার বুদ্ধি। সত্যকার মননশক্তি তোমারই আছে। যে সভ্য ও রুচিসম্পন্ন লোকটির সঙ্গে এখন আমি কথা বলছি সে যে একদিন ক্রীতদাস ছিল এবং গেঁয়ো লোকেদের মত তার কথাবার্তা ছিল তা যেন বিশ্বাস করা যায় না। কংগ্রেসে তোমার বক্তৃতা আমি

অনেকবার শুনেছি এবং সময় সময় আমি প্রশংসা না ক'রে পারিনি। তোমার বক্তৃতা যেমনি যুক্তিপূর্ণ তেমনি আবেগময়। সাধারণতঃ এমনটি খুব কমই দেখা যায়। লোককে বিচলিত করতে তোমার বক্তৃতার অসীম শক্তি।"

"খোসামদ করছেন", বলল গিডিয়ন। "আচ্ছা, তবু ব'লে যান।"

"আমি মনে করি—যে বিস্ময়কর ও অর্থহীন দলিলের নকলটা তুমি প্রেসিডেন্ট গ্রান্টকে দেখিয়ে এসেছ তার আসলটা যদি তোমার হাতে থাকত তাহলে নিশ্চয়ই তুমি সেটা কংগ্রেসের সামনে দাখিল করতে এবং ইতিহাসের গতির মোড় ফিরিয়ে দিতে। হয়ত সক্ষম হতে না। হাউসে আমাদের দল সংখ্যাগরিষ্ঠ এবং একজন লোক একটি মাত্র কাজের দ্বারা ইতিহাসের ধারা একেবারে বদলে দিতে পারে কিনা সে বিষয়ে আমার যথেষ্ট সন্দেহ আছে।"

"এটাও তাহলে আপনি জানেন। বেশ চৌখস লোক দেখছি।"

"আমাদের চৌখস না হয়ে উপায় নেই, গিডিয়ন। আমরা যে পরাজিত হয়েছিলাম সেটা ভুললে চলবে না—ভুললে চলবে না যে এতদিন আমাদের দেশ পরের দখলে ছিল।"

"এটা কি আপনাদের নিজেদের দেশ ব'লে ভাবেন?"

"নিশ্চয়ই। শাসন করতে পারবে এমন কয়েকজন বাছাই করা লোকের দেশ। গিডিয়ন, তোমারও এ সত্য অস্বীকার করা উচিত নয়। যে সব অধঃপতিত ছোট জাতের শ্বেতাঙ্গদের আমরা ক্ল্যান দলে নিয়োগ করেছি এবং যে সব ইতর অর্বাচীন নিগ্রো ক্ষেতখামারে চিরকাল কাজ ক'রে এসেছে এদের কেউই দেশ শাসন করতে পারে না। এদের মধ্যে তুমি ব্যতিক্রম। আমিও তাই। আর সেই জন্যই ত আমি

তোমার কাছে আন্তরিক ভাবে আবেদন করছি। জেন, আমার এ আবেদন অযৌক্তিক নয়। অবশ্য অন্যপথও আছে কিন্তু তুমি যদি আমাদের সঙ্গে আস এবং তোমার দুচারজন সাঙ্গপাঙ্গ আমাদের সঙ্গে যোগ দেয় তবে কাজটা কতই না সহজ হয়ে যায়! নিগ্রোরা আগের মত তোমার কথা শুনবে। শেষ পর্যন্ত দেখবে আমাদের পথটাই ঠিক। শক্তি প্রয়োগ আমি অপছন্দ করি—অপছন্দ করি হিংসার আশ্রয় নিতে। যদি প্রয়োজন হয় তবে সবকিছুরই প্রয়োগ আমি করব। কিন্তু পুরোপুরি হিংসার আশ্রয় না নিয়ে যদি আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় তাহলে কি আরও ভাল হয় না? আমাদেব সেই দেশ হবে যেখানে বজ্রকঠিন শৃঙ্খলার সঙ্গে সার্বজনীন কল্যাণে নিয়োজিত হবে দেশের সব সম্পদ—যেখানে চাষী পেট পুরে খেতে পাবে এবং আগামী দিনের আহারের চিন্তায় ব্যাহত হবে না তার দিনান্তের নিদ্রা।”

অবিশ্বাসের সুরে প্রশ্ন করল গিডিয়ন—“তাহলে আপনি আমার কাছে এই প্রস্তাব করছেন?”

“তুমি কি এ প্রস্তাব গ্রহণ করবে?”

“আমার স্বজাতীয়দের আবার দাসত্বে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে বলেন?”

“অবশ্য তুমি যদি তা মনে কর।”

মৃদুস্বরে গিডিয়ন বলল—“আপনি যে আস্থাভাজন নন্ সেইদিনই জানতে পেরেছিলাম যেদিন আপনার বাড়ীতে নিমন্ত্রিত হয়ে প্রথম গিয়েছিলাম। কিন্তু সেদিনও আপনাকে আমি মানুষ হিসেবেই দেখেছিলাম যেমন দেখতাম আর সকলকে। আমি সেদিন বুঝে উঠতে পারিনি যে কোন মানুষের মন এমন বিকারগ্রস্ত হতে পারে যা দুরারোগ্য এবং সে বিকার ছড়িয়ে দিতে পারে সমস্ত বিশ্বে। আমরা

সবাই ভুল করি, তাই না? আমি মনে করি আমার দলের লোকেদের ঐটাই হয়েছিল একটা মস্ত বড় ভুল। তারা ভেবেছিল যে যুদ্ধের রক্ত-ধারায় এই বিশ্ব থেকে অকল্যাণ ধুয়ে মুছে গেছে। কিন্তু বিকার-গ্রস্ত দুর্নীতিপরায়ণ লোকেদের এক ফোঁটা রক্তও পড়েনি। সৎ লোকেদের রক্ত সেদিন বহেছিল। আদর্শে চালিত হয়ে তাঁরা প্রাণ বলি দিলেন আর আমরা আপনাদের মত লোকদের বাঁচতে দিলাম—"

গিডিয়ন এর আগে কখনও সেনেটর হোমসকে রাগতে দেখেনি। তাঁর প্রশস্ত মসৃণ ললাটে ফুটে উঠল দু একটা ঋজু রেখা। ওষ্ঠদ্বয় দৃঢ় সংবদ্ধ। সেনেটর হোমস উঠে দাড়ালেন এবং টুপি ও কোট প'রে ডেস্কের ওপর থেকে তার দস্তানা ও ছড়িটা তুলে নিলেন।

"এই তোমার উত্তর ব'লে আমি ধ'রে নিলাম", বললেন হোমস।

সম্মতি জানিয়ে গিডিয়ন বলল—'হাঁ, তা মনে করতে পারেন।"

* * * * *

পরদিন গিডিয়ন ও জেফ্ দক্ষিণ দিকে যাবার জন্য তিনটের ট্রেণ ধরল। গিডিয়ন সঙ্গে বেশী কিছু নেয়নি। তার মালপত্তর বলতে একটা ছোট ব্যাগ ও একটা ব্রীফ্-কেস্। তাতে আছে তার বহু দিনকার প্রিয় হুইটম্যানের কবিতার বই, চার্লস সাম্নারের সই-করা একটা ফটো এবং একটা নোট বই। মৃত্যুর আগে সাম্নার গিডিয়নকে এই ছবিটা দিয়েছিলেন। হেইস-টিলডেন সংক্রান্ত যাবতীয় ঘটনার একটা রিপোর্ট লেখার ইচ্ছে গিডিয়নের হয়েছিল এবং ভেবেছিল সময় কাটাতে ট্রেণে ব'সেই লেখাটা আরম্ভ করবে।

জেফের সঙ্গে সমস্ত প্ল্যাটফর্ম হেঁটে গাড়ীটার শেষ কামরার কাছে এসে গিডিয়ন বলল—"শেষের কামরায় আমাদের উঠতে হবে।"

"কেন ?"

"তুমি কি জান না ?" ছেলের দিকে তাকিয়ে গিডিয়ন বলল। "তোমার মনে আছে বোধ হয় একদিন আমি বলেছিলাম বোমার বিস্ফোরণের মত কোনও কিছুই আকস্মিক নয়। এই রকম চলে আসছে।"

শেষ কামরার কাছে এসে তারা দাঁড়াল। জানালাগুলো নোংরা। দুটো জানালার চারপাশে কাঠ দিয়ে মেরামত করা হয়েছে। দরজার ওপর লেখা রয়েছে শুধু এই কথাটা—"কালা-আদমি।" জেফ্ লেখাটা প'ড়ে বাবার দিকে ফিরে দাঁড়াল।

"না—না, এ হতেই পারে না। অনেকদিনের পচা এ রীতি। আপনি কংগ্রেসের সদস্য হয়েও—"

গিডিয়ন বলল—"জেফ্, উঠে পড়। এ ত নতুন কিছু নয়। এ রীতির জনপ্রিয়তা দিন দিন বাড়ছে বই কমছে না। এমনি ক'রেই মানুষ অভ্যস্ত হয়ে যায়।"

তারা উঠে এসে পুরাণ জরাজীর্ণ কাঠের বেঞ্চিতে বসল। অন্যান্য কৃষ্ণকায় লোকেরাও এসে বসল। ট্রেণটা ছাড়বার সময় গিডিয়ন বলল—

"সে যাই হোক, কিছুক্ষণ বই ত নয়। শীঘ্রই আমরা কারওয়েলে পৌঁছে যাব।"

৯

মার্কাস ষ্টেশনে অপেক্ষা করছিল। জেফের কাছে এই ছিপছিপে সুন্দর নিগ্রো ছেলেটি একেবারে আগন্তুক। জ্যাকসনের পরিবারে মার্কাসেরই গায়ের রঙ কিছুটা ফর্সা। গিডিয়নের কাঁধ পর্যন্ত লম্বা হলেও মার্কাসের দেহসৌষ্ঠব চমৎকার। কোমরটি সরু, কাঁধ দুটি তার চওড়া। তার সহজ স্বচ্ছন্দ গতি দেখে জেফ্ ভাবল এ যেন এমন একটা বন্য জন্তু যে কোন কিছুতেই ভীত নয়, আত্মবিশ্বাসী এবং সম্পূর্ণরূপে পূর্ণাঙ্গ। মার্কাসের পরণে নীল জীনের প্যাণ্ট ও গায়ে বাদামি রঙের চামড়ার জ্যাকেট। ধীরে ধীরে সে এসে একাগাড়ীর পাশে দাঁড়াল। গিডিয়নকে দেখে সে একটু হেসে হাত নাড়াল এবং তারপর সহজ ঔৎসুক্য নিয়ে সে তার ভাইকে নিরীক্ষণ করতে লাগল।

"এই যে মার্কাস্!" ব'লে উঠল গিডিয়ন। তারপর সে ব্যাগ ও অন্যান্য জিনিষপত্র গাড়ীতে তুলতে লাগল। একটুও ইতস্ততঃ না ক'রে দূর থেকে যে রকম ভাবে তারা করমর্দন করল তাতেই জেফ্ অনুভব করল একটা প্রাণস্পর্শী আন্তরিকতা।

মার্কাস বলল—"এখানে আসবার সুন্দর দিনটা ঠিক করেছিলেন।" তারপর জেফের দিকে ফিরে বলল—"জেফ্, আমাকে চিনতে পারছ ত?"

"তুমি অনেক বড় হয়ে গেছ," স্বীকার করল জেফ্।

গিডিয়নের ব্যাগগুলির পাশে সে নিজের ব্যাগ প্রভৃতি রাখল। তারপর সে ভায়ের সঙ্গে করমর্দন করল। মুখোমুখি দাঁড়িয়ে রইল তারা। সদা-প্রফুল্ল মার্কাসের মুখ থেকে হাসিটা মিলাল না। গিডিয়ন গাড়ীটার চারদিকে একচক্র ঘুরে এসে দেখল বলিষ্ঠ জেফের

সামনে হাসিমুখে দাঁড়িয়ে আছে মার্কাস। দুটি ছেলেকে একই সঙ্গে ফিরে পাওয়ায় এক অপূর্ব অনুভূতি এল তার প্রাণে।

গিডিয়ন বলল—"আমি গাড়ী চালাব। তোমরা উঠে বসো।" মার্কাস মৃদু হেসে বলল—"ডাঃ জ্যাকসন্, তাই না?"

"হাঁ, তাই বটে", বলল জেফ্। "কিন্তু সে যাই হোক্ তোমার বয়স কত হল?"

"তুমি তাও ভুলে গেছ? কুড়।"

গিডিয়ন বলল—"তোমরা উঠে এস।" অভিবাদনের ভঙ্গীতে হাত বাড়িয়ে মার্কাস জেফকে বলল—"তুমিই প্রথম ডাক্তার হলে।" গিডিয়ন আবার বলল—"খুব হয়েছে, উঠে এস।" একজনের আসনে তিনজন ঘেঁসাঘেঁসি ক'রে বসল। জেফ একহাত দিয়ে মার্কাসের গলাটা জড়িয়ে ধরল। "স্কটল্যাণ্ডে কেমন ছিলে?" "বড় একাএকা মনে হত", বলল জেফ্। মার্কাস উদাসীন ভঙ্গীতে বলল—"তুমি কথাবার্ত্তায় যেন বিদেশী হয়ে গেছ। এখন এখানে থাকবে ত?" "হয়ত থাকব।" মার্কাস বলল—"এখানে অনেক কিছুরই পরিবর্তন হয়েছে দেখতে পাবে। দেখবে এক বছর আমরা চুপ ক'রে ব'সে থাকিনি।"

গিডিয়ন তাদের কথাবার্ত্তা শুনছিল। ছেলেদের সঙ্গে নিয়ে পুরাণ গাড়ীতে লাগাম ধ'রে ঘোড়া চালানর মধ্যে কি যে আনন্দ সে শুধু গিডিয়নই জানে। মাচের নির্মল আকাশ। নাতিশীতোষ্ণ আবহাওয়ায় রয়েছে বসন্তের আভাস। দক্ষিণ ক্যারোলিনার মত জগতের আর কোথাও বসন্ত এত বৈচিত্র্য, এত বিস্ময় নিয়ে আসে না। ঘোড়াটার বয়স বোধ হয় পাঁচ। দু বছর আগে সে এটা কিনেছিল। ঘোড়াটা ছোট কিন্তু তার ধীর কদমে বেশ একটা সচকিত ভাব। গিডিয়ন

গাড়ী চালাতে ভালবাসে। ওয়াশিংটনে শীতের দীর্ঘ দিনগুলিতে সে ভেবেছে এমনি একটা দিনের কথা—ঘোড়ার গাড়ীতে ব'সে সে যেন শুনছে নির্জন নিস্তব্ধতায় ঘোড়ার খুরের স্বচ্ছন্দ শব্দ। কাঁচা রাস্তা ছেড়ে এবার তারা সেই পাকা রাস্তাটা ধরল যেটা চ'লে গেছে সাইপ্রেস বন ও জলাভূমির মধ্যে দিয়ে। গিডিয়ন গর্ব ভ'রে জেফকে বলল—"চার বছর আগে আমরা এ রাস্তাটা তৈরী করেছিলাম। এই রাস্তা দিয়ে এলে রেল লাইনে অর্ধেক সময়ে পৌঁছন যায়।

কথার সুরে আত্মপ্রসাদ লুকাতে না পেরে মার্কাসও বলল—"আমরা আরও অনেক জিনিষ করেছি।" জেফ্ কতদিন দেশ-ছাড়া। মার্কাস যা করতে চেয়েছিল জেফ্ তাই করেছে। গিডিয়ন আড় চোখে তাদের দিকে তাকাল।

"জেফ্ এখন এখানে থাকবে", বলল গিডিয়ন।

"সত্য? তবে এখানে না থাকলে তার বড় একা একা লাগবে।"

কেমন করে তারা এ রাস্তা তৈরী করেছে তার বর্ণনা দিল গিডিয়ন। তাদের মধ্যে অনেকে রেলপথ নির্মাণ করার সময় কাজ করেছিল এবং সেই সময় তারা শিখেছিল কি কি নিয়মে কোন কোন যন্ত্রপাতি চালাতে হয়। কোন ইঞ্জিনীয়ারের সাহায্য না নিয়েও তারা নিজেরা প্রায় দেড় মাইল তীরের মত সোজা রেল লাইন পেতেছিল। গিডিয়ন বলল—"হাউসে যখন আমি এসব কথা বলেছিলাম, আমার একজন সহকর্মী প্রশ্ন করেছিলেন আমরা কোন অধিকারে গভর্ণমেণ্টের সম্পত্তিতে হস্তক্ষেপ করি।"

মার্কাস বাবার দিকে ফিরে শুধু তাকাল। জেফ্ মৃদুকণ্ঠে গান ধরল—"বাবা গেলেন শিকারে, ও ভগবান্ ও ভগবান্, আমার বাবা গেলেন শিকারে, ও ভগবান্ ও ভগবান্!"

"গানটা তোমার এখনও মনে আছে ?"

"আমার অনেক কিছুই মনে আছে", বলল জেফ্।

জেনি এখন বেশ বড হয়ে গেছে। নারীত্বের পূর্ণতায় উচ্ছ্বসিত তার বক্ষদেশ। ফ্রকের আবরণও আজ তাই উদ্বেলিত। জেফ্ জেনি ও মাকে জড়িয়ে ধরল। "তুমি কত বড় হয়েছ !" "তোর চেয়ে বড় হইনি", হেসে বলল জেফ্। পূর্ণ আনন্দে রাসেলের চোখে জল এসে গেল। গিডিয়নের দেহে বয়সের ছাপ যত বেশী না পড়েছে তার চেয়ে বেশী পড়েছে রাসেলের দেহে। রাসেল জেফের মুখে মাথায় হাত বুলাতে লাগল। জেফের পশমের মত চুলের স্পর্শে তার মধ্যে যেন এল কতদিনের বিস্মৃত মাতৃত্বের শিহরণ।

গি'ডয়ন ও মার্কাস একটু দূরে দাঁড়িয়ে ছিল। মার্কাস বাবাকে বলল—"আমি খবরের কাগজে পড়েছি—"

"হুঁ"

"ব্যাপারটা কি ? এর মানে কি—"

গি'ডয়ন বলল—"এর অর্থ আমিও জানি না। আর তাছাড়া এ নিয়ে আলোচনা আমাদের পরে হবে।"

মার্কাস বলল—"ওয়াশিংটনে ব'সে তারা যদি ভেবে থাকে যে এক কলমের খোঁচায় তারা আমাদের উৎখাত করতে পারবে তাহলে আমাদের সম্বন্ধে তারা ভুল বুঝেছে।"

"বলেছি ত পরে এসব কথা হবে।"

"তারা আমাদের জানে না", বলল মার্কাস।

* * *

তারা জেফকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে সবকিছু দেখাল। হঠাৎ যেন সব কিছু নতুন হয়ে গেল। জেফকে দেখাল তাদের চুণকাম করা

সাদাসিধে বাড়ীটা; পাঁচখানা ঘর, লাল ইঁটের তৈরী চিমনি। জেনি বলল, "পাথুরে ইঁট।" রাসেল জেফকে রান্নাঘরে নিয়ে গেল। দেওয়ালে ছোটবড় ক'রে সাজান ঝকঝকে থালাগুলি ঝুলছে। রুটি সাঁকা একটা লোহার চাটু রয়েছে। ভিতরে একটা জলের কল দেখে জেফ্ আরও অবাক হয়ে গেল। রাসেল পাম্প ক'রে ঠাণ্ডা জল তুলল। "জেফ্, খেয়ে দেখ কত ঠাণ্ডা জল।" জেফকে একগ্লাস জল খেয়ে দেখতেই হল। জেফ্ বলল—"বাড়ীর আর সব জিনিষ কি এই রকম? অন্য লোকেদের অবস্থাই বা কি রকম হয়েছে? আমি বলতে চাচ্ছি আপনি কংগ্রেসের একজন সদস্য হয়ে—"

"এক এক লোকের বাড়ী এক এক রকম। মানুষের গঠন-বৈচিত্র্যের মত বাড়ীরও গঠন-বৈচিত্র্য আছে। অভিযোগ অনুযোগ আমরা করিনা। এই দেশ তাদের কাছেই অপরূপ হয়ে ওঠে যারা দেশকে ভালবাসে এবং বোঝে।" আগেকার ক্রীতদাসদের সব কাঠের ঘর কি হল—জানতে চাইল জেফ্। গিডিয়ন জানাল যে, সে সব পরিত্যক্ত অবস্থায় প'ড়ে আছে। "কেউ সেখানে থাকে না?" "কেউ না," জানাল গিডিয়ন। "কেউ ঐসব ঘর কেনেওনি বা চায়ওনি।" গিডিয়নের কথায় এমন একটা সুর বাজল যাতে জেফ্ সোৎসুক দৃষ্টিতে বাবার দিকে তাকাল। মার্কাস কিছু পরে বলল—ডাক্তারবাবুর যদি সময় হয় তবে তারা সেই বড় বাড়ীটা পর্যন্ত ঘুরে আসতে পারে।

জেফ্‌কে রাসেল কতদিন নিজহাতে খাওয়াইনি। আগে জেফ্‌কে গরম রুটি ও মুরগির মাংস খাওয়াবে, না বাড়ীর বাকি অংশটা ঘুরে ঘুরে দেখাবে—ঠিক করতে পারল না রাসেল। মাতৃহৃদয়ের এমন সব অতৃপ্ত আকাঙ্খা তৃপ্তির সন্ধানে একই সঙ্গে মেতে উঠেছে। স্প্রিং-লাগান

বিছানার কথা সে আগে থেকে বলবে না ; জেফ্ নিজেই দেখতে পাবে। রাসেল তাকে শোবার ঘরে নিয়ে এল।

"এলেন কোথায় থাকে," প্রশ্ন করল জেফ্।

"ব্রাদার পিটারের সঙ্গে। এলেনবির সব ছেলেমেয়ে ব্রাদার পিটারের কাছে আছে।"

"বৃদ্ধ মারা যাবার পর এলেনের খুব কষ্ট হয়েছিল ?"

"সে প্রথমে এখানেই এসেছিল থাকবে ব'লে," বলল মাকাস।

"তবু ফিরে গেল ?"

"হাঁ।"

"আমি যে আসছি সে জানত ?"

"জানত। সবাই জানে। কিছু পরে সবাই আসবে।"

রাসেল হাত দিয়ে বিছানা ঝেড়ে দিল। "জেফ্, এই পরিষ্কার বিছানায় দোলনায় ঘুমানর মত আরাম পাবে।" মাদুরটা ঘেঁসে জেফ্ দাঁড়াল। "এর ওপর বসো।" মায়ের দিকে চেয়ে একটু হেসে সে বসল। "উঠে পড়, উঠে পড় ; ওপর নীচে একটু দোল খাও।" সে দু চার বার দুলে উঠে পড়ল এবং রাসেলকে দুহাতে জড়িয়ে ধরল। রান্নাঘরের ডাক্ রাসেল আর এড়াতে পারল না। জেফ্‌কে নিয়ে সে ঝড়ের বেগে অন্য একটা শোবার ঘর এবং তারপর বৈঠকখানার মধ্যে দিয়ে চলল। বৈঠকখানাটা বিভিন্ন ধরণের আসবাবে সজ্জিত। একটা টেবিলের ওপর রয়েছে রাশীকৃত গিডিয়নের বই। তারপর তারা এসে রান্নাঘরের টেবিলে বসল।

জেফ্ জানাল যে রুটি খুব চমৎকার হয়েছে। "স্কটল্যাণ্ডে চাপাটি পাওয়া যায় না ?" না, না, দুনিয়ায় কোথাও পাওয়া যায় না—উত্তর দিল জেফ্। রাসেলকে সন্তুষ্ট করার জন্য সে সাধ্যাতীত খেল।

মায়ের চোখে আবার জল এসে গেল। জেফের বাঁ হাতটা ধ'রে সে কাঁদতে লাগল। "মা, সব রান্নাই ভাল হয়েছে।" তবুও তার কান্না থামল না।

গিডিয়ন এবং মার্কাস গাড়ী-বারান্দায় এসে দাঁড়াল। "অত কাঁদা ভাল নয়," বিচলিত কণ্ঠে বলল গিডিয়ন। রাসেলের মাতৃহৃদয়ের দাবি ও তার তীব্র আকাঙ্খা এত প্রত্যক্ষ আর কখনও হয়নি। "ঘোড়া খুলে দিচ্ছি," বলল মার্কাস।

"ও হয়ত এলেনের কাছে যেতে চাইবে।"

"তাই নাকি ?"

"আমার ত তাই মনে হয়।"

"তারা ত একটু পরে এখানে আসছে। টুকু সে অপেক্ষা করতে পারবে। আমি ঘোড়া খুলে দিলাম।"

গিডিয়ন মাথা নাড়ায়। ঘোড়াটা নিয়ে মার্কাস বেরিয়ে যায় আর গিডিয়ন একটা থামে হেলান দিয়ে গাড়ী বারান্দায় দাঁড়িয়ে থাকে। এক অভাবিত বেদনায় পীড়িত গিডিয়নের মনে হল সমস্ত বিশ্ব যেন তার কাছ থেকে স'রে যাচ্ছে। কোথায় এখন হবে সুরু, তা না, হল শেষ। কিছুতেই এই অসমাপ্ত পরিণতি স্বীকার করতে চায় না মন। প্রচণ্ডভাবে মাথা নাড়িয়ে গিডিয়ন আপন অন্তরের অস্বীকৃতি জানায়। তার মন বলে—শুধু নির্বোধরাই এমনভাবে চিন্তা করে। ওয়াশিংটন ত আর সমস্ত আমেরিকা নয়। বিকারগ্রস্ত ওয়াশিংটনের কয়েকজন নীচমনা, লোভাতুর, ব্যর্থতাক্ষুব্ধ ও উচ্চাভিলাষী মানুষের মধ্যে মিলবে না সমস্ত আমেরিকার পরিচয়। আর ছায়াঘন ওক ও লতাগুল্মে আবৃত তার এই ছোট ঘর, এই ঘরের আড়ম্বরহীন আসবাবপত্র, ঐ পর্বতের নিম্নাংশ, ঐ মাঠ যেখান থেকে উঠবে তুলো, ধান ও

তামাকের ফসল, ঐ লাঙ্গল যেটা মার্কাস বাড়ী থেকে কয়েকশত গজ দূরে রেখে এসেছে, যার ফলায় এখনও লেগে রয়েছে মার্চের শিশিরাদ্র শক্ত মাটি—এই সমস্তই তার একান্ত আপন এবং এদের সঙ্গেই রয়েছে তার নাড়ীর টান। এই রকম লক্ষ কোটি ঘর ও প্রান্তর নিয়েই ত সত্যকার আমেরিকা। এই সবের জন্যই সে একদিন সংগ্রাম করেছিল, ক্রীতদাস হয়েছিল, হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করেছিল এবং শেষে একটা কার্যক্রমও গ্রহণ করেছিল। যে সোনার মাটি তার রক্তে লোনা হয়েছে, যেখানে পড়েছে স্বাধীন মানুষের অবাধ পদক্ষেপ সে মাটি থেকে সে মানুষকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না। মাটির উপরই মানুষ দাড়িয়ে আছে এবং মানুষের পা চিরকাল সেখানেই থাকবে।

মার্কাস বাড়ী এসে জেফকে বলল—"এলেন আসছে।" জেফ্ একলাই ঘর থেকে বেরিয়ে এল। অপরাহ্নে মাটিতে নেমে এসেছে গাছপালার বিস্তৃত ছায়া আর তার মধ্যে দিয়ে ব্রাদার পিটার এলেনের হাত ধ'রে বাড়ীর দিকে আসছেন। বহুদিন পরে জেফ্ ব্রাদার পিটারকে দেখল। ব্রাদার পিটার এখন দাড়ি রেখেছেন। বয়স বোধ হয় তাঁর ষাটের কাছাকাছি। তবুও ঋজু তাঁর ক্ষীণ দেহ এবং সে দেহে রয়েছে পিতৃসুলভ মহৎ মর্যাদার প্রকাশ। বরফের মত সাদা তাঁর দাড়ি। দম নিয়ে নিয়ে তিনি হাঁটছেন। গিডিয়ন জানিয়েছিল যে তিনি ভুগছেন। যে ক্রীতদাস হয়ে ক্ষেতখামারে কাজ করেছে তার পঁয়তাল্লিশ বছর বয়স হলে সে সব দিক থেকেই অকেজো হয়ে পড়ে। তার দেহের হাড়ে হাড়ে দেখা দেয় বাত, ম্যালেরিয়া জ্বরে সে হয় জীর্ণ এবং প্রসারিত হৃদপিণ্ডের ধুক্ ধুক্ শব্দ জানিয়ে দেয় পিছনে ফেলে আসা অশ্রান্ত পরিশ্রমের কথা। তাঁর পাশের মেয়েটির বিশেষ কোনও পরিবর্তন হয়নি। যতদূর মনে পড়ে জেফ্ আগে যেমন

তাকে গোলগাল দেখেছিল সে তেমনি আছে; বরং কিছু মোটা হয়েছে। তার বয়সের পূর্ণতা যেন আজ কানায় কানায়। আগের মতই সে মাথা উঁচু ক'রে চলে। আগের মতই তার কাঁধের পিছনে কালো কেশের বেণী ঝুলছে।

জেফ্ তার দিকে এগিয়ে গেলে ব্রাদার পিটার ও মেয়েটি থেমে গেল। জেফ্ দেখতে পেল—বৃদ্ধ এলেনের দিকে একটু ঝুঁকে কিছু বললেন। মেয়েটি অমনি নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। ব্রাদার পিটার জেফের দিকে ফিরে একটু হাসলেন এবং তারপর বললেন— "বাবা, তুমি বাড়ী এসেছ, তোমাকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।"

তাদের কাছ থেকে কয়েক পা দূরে—জেফ্ দাঁড়িয়ে ছিল। তার দিকেই ফিরে ছিল এলেন। তারপর জেফ্ তার কাছে গিয়ে হাতদুটো ধ'রে বলল—"এলেন, আমার কথা তোমার মনে আছে?" ঈষৎ মাথা হেলাল এলেন।

ব্রাদার পিটার বললেন—"গিডিয়নকে অভিবাদন জানাবার জন্য আমাকে বাড়ার মধ্যে যেতে হবে। তোমাদের খুশীমত তোমরা পরে এস।"

জেফ্ মাথা নাড়িয়ে সম্মতি জানাল। বৃদ্ধ চ'লে গেলেন। তার একটা হাত ধ'রে জেফ্ দাঁড়িয়ে রইল। এলেনও সোজা হ'য়ে দাঁড়িয়ে থাকে, একটুও নড়ে না। তার পরণে সবুজ ক্যালিকো কাপড়ের ফ্রক, নীল রঙের একটা ওড়না দু কাধের ওপর দিয়ে ঝুলছে। তার পায়ে কালো মোজা ও কালো জুতো। অনেকক্ষণ পরে এলেন বলল— "জেফ্, আমাকে কি তুমি ঠিক আগের মত দেখছ? যেমন ভাবে তুমি আমাকে দেখবে ব'লে আশা করেছিলে ঠিক তেমনি কি তুমি আমাকে দেখতে পাচ্ছ?"

"ঠিক তেমন-ই "

"একটুও পরিবর্তন হয়নি ?"

"পরিবর্তন সব সময়ই হয় কিন্তু আমার মানসলোকে তুমি ঠিক একই আছ ?"

"আমার অনেক বয়স হয়ে গেছে, জেফ্।"

"আমাদের দুজনারই বয়স হয়েছে ?"

এলেনের হাতখানা জেফের হাতেই থাকে আর তারা হাটে। ঢালু জায়গার মধ্যে দিয়ে জেফ্ তাকে নিয়ে চলল সেই মাঠের দিকে যেখানে মার্কাস গত কিছুদিন থেকে লাঙ্গল দিচ্ছে। সেই পুরাণ দিনের মত এলেনের কাছে সে দেয় সূর্যাস্তের গগনা জোড়া রূপের বর্ণনা। সমগ্র কারওয়েলের রূপরসে যেন প্লাবিত হয়েছে জেফের অন্তর। অন্তর যেন ব'লে উঠছে—"ঠাঁই নাই, ঠাঁই নাই, ছোট এ তরী।" এমনই হয়। যৌবনের আবির্ভাবে সমস্ত ইন্দ্রিয় যেন বিশ্বের শত রহস্যের সন্ধানে মেতে ওঠে। এই সেদিনও সে স্কটল্যাণ্ডে ছিল। তবুও সেখানকার সেই ধোঁয়াটে ও কুয়াশাচ্ছন্ন আকাশ আজ যেন কোন্ সুদূর অতীতের অস্পষ্ট স্মৃতিতে পরিণত হয়েছে। আর এখানে মাঠে আকাশ নীল। এই দূর প্রসারিত নীলপটে সূর্যাস্তের লাল, সোনালী ও পাটল রঙের অপূর্ব অঙ্কনচাতুর্য। আর এই মাটি কত পেলব, কত স্নেহোষ্ণ ও কত সরস! ঊষর পার্বত্য অঞ্চলের লোক এরা নয়। সে বাড়ী ফিরেছে। গিডিয়নের মত তারও এইটাই পরম তৃপ্তি ও তার জীবনের চরম সার্থকতা। এখানে আকাশে কত রঙের খেলা সেই কথাই বলল জেফ্। স্কটল্যাণ্ডের আকাশের কোন বর্ণনাই সে দেয় না। লাঙ্গলের ওপর সে ঝুঁকে পড়ে আর নিজের হাতে গন্ধ-মাখানো মাটি খানিকটা পিষে এলেনের গায়ে চেপে ধরে। স্কটল্যাণ্ড

কতদূর?" প্রশ্ন করল এলেন। "এখান থেকে অন্তত চার হাজার মাইল হবে", জেফ্ উত্তর দিল। কিন্তু এমন দূরত্বের ধারণা করা তার অসাধ্য। শুধু একটা অসীমতার আভাস পায় সে আপন প্রাণে। "তুমি ফিরে এসেছ ভালই হয়েছে। কিন্তু তোমার যেন অনেক পরিবর্তন হয়ে গেছে, জেফ্। এখন তুমি একজন মানুষের মত মানুষ। তুমি আজ ডাক্তার হয়েছ। 'আমার বাবাও ডাক্তার ছিলেন। তোমার সে কথা মনে আছে, জেফ্?"

"মনে আছে বৈকি।"

বাড়ীর দিকে যেতে তারা পাহাড়ের দিকে উঠল। মার্কাস যেখানে একটা বেঞ্চি তৈরী করেছে সেখানে তারা বিশ্রাম নেবার জন্য একটু থামে। চারদিকের ঘনায়মান অন্ধকারে দূরে একটা চৌকোণ বাক্সের মত দেখা যায় বাড়ীটা। মাঠঘাট থেকে ফিরছে গ্রামবাসীরা। ভেসে আসছে দিনান্তের ক্ষীণ কোলাহল। পাহাড়ের পিছন দিকের যে পথটা বাড়ীর দিকে গেছে সেখান থেকে শোনা যাচ্ছে ঘোড়ার খুরের কপ্ কপ্ শব্দ। কে যেন পাহাড়ের ওপর থেকে ডাকল:

"জেফ্, তুমি কোথায়?"

"ওরা আমাদের ডাকছে," বলল এলেন।

"কিছু পরেই আমরা যাচ্ছি।"

তারা সেখানে বসল। অন্ধকার হয়ে এল চারিদিক। দূরে একটা কুকুর অবিশ্রান্তভাবে ঘেউ ঘেউ ক'রে ডেকে চলেছে। অনেকক্ষণ পরে জেফ্ বলল—"বিদেশ থেকে ফিরে আসার পর আমাকে তুমি বিয়ে করবে—এ কথা কি তুমি কোনও দিন ভেবেছিলে?"

"আমাকে সত্যিই তুমি বিয়ে করতে চাও?"

"সত্যিই চাই।"

"একজন অন্ধ মেয়েকে ?"

জেফ্ বলল—"একদিন না একদিন আমি জানবই কি করে তোমার দৃষ্টি শক্তি ফিরিয়ে আনা যায়।"

"ওরা আমাদের ডাকছে," এলেন বলল।

জেফ্ তার হাত ধ'রে বাড়ীর দিকে নিয়ে চলল।

কারওয়েলের প্রত্যেকেই এসেছে। গোলাবাড়ীর উঠানে ঘোড়া ও খচ্চরগুলো পায়ে দড়ি বেঁধে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। মেয়েদের সঙ্গে এমন সব ছেলেমেয়ে এসেছে, যারা নতুন—যাদের জেফ্ আগে কখনও দেখেনি। বাড়ী ও বারান্দা ভর্তি লোক। বহুলোক তাকে ঘিরে ধরল! বর্ষীয়ান্ লোকেরা একসঙ্গে এত সব প্রশ্ন করতে লাগলেন যা উত্তর দেওয়া জেফের সাধ্যাতীত। যাদের সে ছোট দেখে গিয়েছিল তারা আজ যুবক। অপরিচয়ের দূরত্ব কাটিয়ে উঠতে না পারায় তারা দূরেই দাঁড়িয়ে রইল। অনিমেষ দৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে রইল মেয়েরা। রাসেলের দেখাদেখি মেয়েদের চোখেও জল এসে গেল। এদের মধ্যে অনেক শ্বেতাঙ্গকে দেখে জেফ্ বিস্মিত হল—বিস্মিত হল নিগ্রোদের সঙ্গে অবাধ ও সঙ্কোচহীন মেলামেশা দেখে। এদের মধ্যে কয়েকজনকে সে জানে—সেই লিক্লিকে লাল চুলো এবনার লেট; সেই গোলগাল ক্ষুদে-চোখ ফ্রাঙ্ক কার্স'ন। অন্যদের সে চেনে না। তার বয়সী কয়েকজন যুবকও দাঁড়িয়ে রয়েছে। রোদে ঝল্সান তাদের রঙ। জেফের দিকে তারাও তাকিয়ে ছিল কিন্তু তাদের দৃষ্টিতে কোনও ঈর্ষা ছিল না। স্কুলের নতুন ইয়াংকি মাষ্টারও উপস্থিত আছেন। তাঁর নাম বেঞ্জামিন উইনথ্রোপ। তিনি রোড্ আইল্যাণ্ড থেকে এসেছেন। তিনি বললেন—"ডাক্তার জ্যাকসন, তোমাকে এখানে পেয়ে তোমার স্বজাতীয়দের অপরিমিত উপকার হয়েছে। আমি ধরে নিতে

পারি যে তুমি এখানে থাকবে।" জেফ্ মাথা নেড়ে জানাল—"আমিও তাই আশা করি।" ফ্রেড্ ম্যাকহিউ নামে একজন শীর্ণ, ক্ষীণকায় শ্বেতাঙ্গ উপস্থিত ছিলেন। তিনি জেফকে বললেন—"আমার স্ত্রী সাংঘাতিক-ভাবে ভুগছেন। তুমি একবার তাঁকে দেখতে যাবে, বাবা?" "আগামী কাল যেতে পারি," জানাল জেফ্। ম্যাকহিউ আশান্বিত হয়ে বললেন —"আমার স্ত্রীর পেটে এমন যন্ত্রণা হয় যেন মনে হয় তাঁকে সাপে ছোবলাচ্ছে।" "আমি নিশ্চয়ই যাব," পুনরায় বলল জেফ্।

মার্কাস গাড়ীবারান্দার এক প্রান্তে ব'সে তার একোর্ডিয়ান বাদ্যযন্ত্রে বাজাচ্ছিল সেই গানখানা।

বাড়ী মোদের যেথায়—
যাচ্ছে মা নিয়ে আমায়—
সেই যে আটালাণ্টায়—
সেই যে আটালাণ্টায়·····
সেই যে আটালাণ্টায়··········

তার চারিদিকের যুবকরা মাটিতে পা ঠুকে বা হাতে তালি দিয়ে তাল দিচ্ছিল। গিডিয়ন পচাই মদের তিনটা কলসী খুলে ফেলল এবং সবাই তা খেল। ওদিকে রাসেল ও অন্যান্য মেয়েরা উনুনের ধারে ভাজাভুজি নিয়ে ব্যস্ত। অন্ধকার মাঠ থেকে ভেসে আসছে জোরালো কণ্ঠস্বরে সেইগানখানা—

বাড়ী মোদের যেথায়—
যাচ্ছে মা নিয়ে আমায়—
সেই যে আটালাণ্টায়—
সেই যে আটালাণ্টায়······
সেই যে আটালাণ্টায়·········

ব্রাদার পিটার গিডিয়নকে বললেন—"পুরস্কার আমরা পেয়ে গেছি। সুখের আস্বাদ আমরা পেলাম।"

যাঁরা দাঁড়িয়ে ছিলেন তাঁরা মাথা নেড়ে বললেন—"ঠিকই ত।"

পরেরদিন জেফ্ মার্কাসকে বলল—"আমার সঙ্গে এস।"

"কেউ কেউ হয়ত এখন স্ফূর্তি করতে পারে কিন্তু কারও কারও ত কাজ থাকতে পারে।"

"কাজের সময় পরেও পাবে।"

গিডিয়ন বলল—"আমি লাঙ্গল ধরছি। মার্কাস, তুমি জেফের সঙ্গে যাও।" সেই পুরোন দিনের বেঢংঙের জুতো, জিনের প্যাণ্ট এবং বাদামি রঙের সার্ট পরে গিডিয়ন মাঠে এসেছে। গিডিয়ন আবার বলল—"তুমি যাও।" মার্কাস গাড়ীতে ঘোড়া জুড়ে নিল এবং ইস্কুল বাড়ীর দিকে চালাল। ইস্কুল বসে একটা চুণকামকরা ঘরে। তার শেষ প্রান্তে একটা গম্বুজ। এই ঘরটাতেই আবার মাঝে মাঝে গ্রামের সভা বসে। বিভিন্ন বয়সের প্রায় তিরিশটা ছেলেমেয়ে ব'সে আছে। সব ছেলেমেয়েদের একই সঙ্গে সমস্ত বিষয় পড়ান ও সেই সঙ্গে ইস্কুলে শৃঙ্খলা রক্ষা করা উইনথ্রোপের পক্ষে এক জটিল সমস্যা। জেফ্ আসায় এই সদা বিব্রত লোকটি যেন আরও ব্যস্তসমস্ত হয়ে পড়লেন। জেফ্ এসে যেন তাঁর মূল্য অনেক বাড়িয়ে দিল। শৃঙ্খলা আর থাকল না। তিনি কখনও বা শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে চেষ্টা করলেন আবার কখনও বা জেফের কাছে তাঁর পড়ানর পদ্ধতি ব্যাখ্যা করতে থাকলেন।

সমবয়সী এক দল ছেলেমেয়ে যখন নিজেরা পড়ে তখন অন্য দলকে তিনি মুখে মুখে পড়ান।

"খুবই শক্ত", তিনি স্বীকার করলেন। "আরও দুটো ঘর ও দুজন

শিক্ষক হলে ভাল হয়। আমি দেখেছি এতে অনেক বিষয়ই বেতাল হয়ে যায়। তবে ধর, আমি বয়স্ক ছেলেদের কাছে সাহিত্য পড়াচ্ছি, কম বয়সী ছেলেরা যদি তা শোনেও তাতে ক্ষতি হবে না।"

"ঠিকই ত", জানাল জেফ্।

"তবে কি জান আমি এখানে একবারে নতুন। আমার আগে যিনি ছিলেন সেই বৃদ্ধ এলেনবির পড়ানর পদ্ধতি আলাদা ছিল। তুমি জান এসব লোক ত আধুনিক নয়।"

"তবুও যখন আমি ভাবি যে একটা ইস্কুলও এক সময় স্বপ্ন ছিল...."

তারা গাড়ী ছেড়ে দেয়। "আমি একবার ম্যাকহিউএর বাড়ীতে যেতে চাই। তুমি জান তাঁর বাড়ীটা কোথায় ?"

"জানি। তাঁর স্ত্রীর অসুখ বলেই কি যাচ্ছ ?"

"তাঁর ইচ্ছে আমি একবার তাঁর স্ত্রীকে দেখি।"

"আমরা তাহলে একজন ডাক্তার পেলাম "

"তাতে আরও খারাপ হতে পারে" জেফ্ বলল

"তা হয়ত পারে।"

জেফ্ একবার তার দিকে তাকাল কিন্তু মার্কাস একটা কথাও বলল না। খামারের পুরোন বাড়ীটার কাছেই ম্যাকহিউএর বাড়ী। বাড়ীটা ছোট কিন্তু বেশ সযত্নে তৈরী। বাড়ীটার চারিদিকে তিনি কাঁটাঝোপ বসিয়েছেন। এ জিনিষটা এ অঞ্চলে বিরল। বাড়ীতে তাঁর একমাত্র স্ত্রী। তাঁর কোনও ছেলেমেয়ে নেই। একরকম নিঃসঙ্গ তাঁর জীবন। বড় একটা মেলামেশা তিনি কারও সঙ্গে করেন না। জেফ্ ভিতরে এল এবং ঘরবাড়ীর অপরিচ্ছন্নতা দেখে প্রশ্ন করল—"কতদিন ইনি ভুগছেন ?"

"প্রায় এক বছর হবে। এখন ত শয্যাশায়ী অবস্থা। গত রাত্রে স্ত্রীর ত চীৎকার ক'রে কাঁদবারও শক্তি হয়নি; শুধু গোঙানি ও নাকিস্বরে কান্না শোনা গেছে।" তিনি জেফ্‌কে স্ত্রীর শোবার ঘরে নিয়ে এলেন। জেফ্‌ দেখল বিছানায় খুব রোগা ফ্যাকাশে একজন স্ত্রীলোক শুয়ে আছেন। বয়স বোধ হয় তাঁর চল্লিশ। জেফ্‌কে দেখিয়ে ম্যাকহিউ বললেন—"এ গিডিয়নের ছেলে—নাম জেফ্‌। এ ডাক্তারী প'ড়ে এসেছে। সুন্দর এর ব্যবহার, স্বালী। এ একবার তোমাকে পরীক্ষা ক'রে দেখবে।"

কোনও কথাই তাঁর মুখ থেকে বেরুল না। অপলক দৃষ্টিতে শুধু ছাদের দিকে চেয়ে রইলেন। জেফ্‌ ম্যাকহিউকে বাইরে যেতে বলল। ম্যাকহিউ চ'লে গেলেও স্ত্রীলোকটি নড়লেন না পর্যন্ত। জেফ্‌ বলল—"দেখুন, আমি একজন ডাক্তার। আশা করি কিছু উপকার আপনার আমি করতে পারি।"

"যদি পারেন ত করুন।"

জেফ্‌ তাঁর তলপেটে হাত দিতেই তিনি যন্ত্রণায় কুঁকড়ে চীৎকার ক'রে উঠলেন। জেফ্‌ বেরিয়ে এসে দেখল ম্যাক্‌হিউ অদূরে তার জন্য অপেক্ষা করছেন।

"সহর থেকে ডাঃ লীড্‌কে আপনি এনেছিলেন কি?"

"হাঁ, এনেছিলাম।"

"তিনি কি বলেছিলেন?"

ম্যাক্‌হিউ অস্পষ্টভাবে বললেন—"তিনি বলেছিলেন যে ইনি মরতে চলেছেন।"

"কিন্তু কি হয়েছে তিনি জানতে পেরেছিলেন কি?"

ম্যাক্‌হিউ বললেন—"ডাক্তার লীডকে আমি এ সম্বন্ধে কোনও প্রশ্ন

করতে পারিনি। কারওয়েলের লোকদের তিনি সুনজরে দেখেন না। স্ত্রী মারা যাবেন ছাড়া আর কিছুই বলেননি।”

মার্কাস এতক্ষণ দাঁড়িয়েই ছিল। এবার সে প্রশ্ন করল—“জেফ্, তুমি জানতে পারলে না এঁর কি হয়েছে?”

“মনে হয় জেনেছি। আমার মনে হয় এঁর হয়েছে যাকে বলে টাইফ্লিটিস। অর্থাৎ এঁর অন্ত্রের একটা অংশে প্রদাহ সুরু হয়েছে এবং পাশ থেকে খানিকটা আঙ্গুলের মত ঠেলে বেরিয়ে এসেছে। অনেক সময়, কেন তা জানি না, এই প্রদাহ আপনি সুরু হয় এবং ঠিকভাবে তার চিকিৎসা না হলে পচে ওঠে। একটা পর্যায় আছে যখন বরফ লাগালে সেরে যায়। কিন্তু এঁর সে পর্যায় চ'লে গেছে।”

ম্যাকহিউ প্রশ্ন করলেন—“তুমি কি বলতে চাও যে এঁর মৃত্যু হবেই?”

জেফ্ শুধু মাথা নেড়ে উত্তর দিল।

“তুমি কিছু করতে পার না? হা ভগবান। সত্যিই পার না কিছু করতে?”

জেফ্ বলল—“আমার মনে আছে আমি যখন ডাক্তার এমিরীর কাছে ছিলাম তখন একজন অস্ত্র-চিকিৎসককে এইরকম একটা অংশ কেটে বাদ দিতে দেখেছিলাম। রোগী তারপর থেকে সেরে উঠল। সেই একটি মাত্র অস্ত্রচিকিৎসককেই এই রকম অস্ত্রোপচার করতে দেখেছিলাম। আর একজনকেও দেখিনি। এডিনবর্গে শুনেছি এরকম অস্ত্রোপচার সাংঘাতিক বিপজ্জনক।”

মার্কাস প্রশ্ন করল—“তুমি অস্ত্রোপচার করতে পারবে?”

“আমি ঠিক ক'রে কিছু বলতে পারি না—”

“সে যাই হোক—তুমি একবার চেষ্টা ক'রে দেখ। স্ত্রীলোকটি ত মরতে চলেছেন।”

জেফ্ বলল—"এ রকম অস্ত্রোপচারের পদ্ধতি আমি জানি না আর যা জানি না তা করতে যাওয়া ঠিক হবে না।"

"কেন ?"

জেফ্ মার্কাসের দিকে তাকাল। ম্যাক্‌হিউ দুজনাকে দেখছিলেন। তাঁর উপরের ঠোঁটটা মাঝে মাঝে কেঁপে উঠছে। তিনি বললেন—"দেখ, জেফ্। আমি গিডিয়নকে জানি। এক সময় আমার স্বজাতীয়রা আমাকে ঐ নিগ্রোর কাছ থেকে দূরে থাকতেই উপদেশ দিয়েছিল। ব্যাপারটা শেষ পর্যন্ত কতদূর গড়িয়েছিল জান ? তারা আমায় একটা রক্তের ছাপ দেওয়া চরমপত্র দিয়েছিল। তাতে ঐ নিগ্রোর কাছ থেকে স'রে থাকবার জন্য আমাকে শাসিয়েছিল। গিডিয়ন একদিন এসে আমার কাছে জমি কেনার কথা বলল। সেই থেকে আমি গিডিয়নের সহচর। ভোটের ব্যাপারে নজর রাখবার জন্য আমি একবার 'এফেনে' গিয়েছিলাম। আমি দেখিছি একজন শ্বেতাঙ্গ নিগ্রোকে ভোট দিলে তারা তাকে চুণকালি মাখিয়ে শাস্তি দেয়। কিন্তু আমি ত পিছুপাও হইনি। তুমি গিডিয়নকে জিজ্ঞেস ক'রে দেখতে পার। গিডিয়নকে আরও জিজ্ঞেস কোর, সেই কুকুরের বাচ্চা জ্যাসন্ হুগারকে আমি বলেছিলাম—"

"আচ্ছা, আচ্ছা," মাথা নেড়ে জেফ্ বলল। "আমি যদি এঁকে ছেড়ে যাই, দু তিন দিনের বেশী ইনি বাঁচবেন না। আর এই দু তিন দিন সব সময় আপনার স্ত্রী সাংঘাতিক যন্ত্রণা ভোগ করবেন। মার্কাস, তুমি গাড়ী নিয়ে বাড়ী যাও এবং বাড়ী থেকে আমার ছোট ব্যাগটা, কিছু পরিষ্কার কাপড় ও তোয়ালে নিয়ে এস। মাকেও তোমার সঙ্গে আসতে বলো।" "আপনার ঘরে হুইস্কি আছে ?" ম্যাক্ হিউকে জিজ্ঞাসা করল জেফ্। ম্যাকহিউ মাথা নেড়ে জানালেন—"আছে।"

"ভাল, তাহলে ঘরে গিয়ে স্ত্রীকে একটু সান্ত্বনা দিন এবং একটু একটু হুইস্কি খাওয়ান। তবে দেখবেন যেন তিনি মাতাল হয়ে না জান। আধ কাপের বেশী খাওয়াবেন না। একটু দাঁড়ান। ষ্টোভ জ্বালিয়ে আগে একটু জল গরম করুন। আপনার স্ত্রী মেয়েদের মধ্যে কাকে বিশ্বাস করেন ?"

ভয়ে বিবর্ণ হয়ে গিয়ে ম্যাকহিউ বললেন—"হেলেন লেট।"

"মার্কাস, হেলেন লেটকে নিয়ে এস। তিনি সহ্য করতে পারবেন ? মিঃ ম্যাক্‌হিউ, আমি কি করতে চলেছি বুঝতে পারছেন কি ? আমি আপনার স্ত্রীর পেট কেটে সেই ক্ষত নাড়ীটা কেটে ফেলব। অস্ত্রোপচারের যন্ত্রণা তাঁকে ভোগ করতে হবে। সে দৃশ্য দেখাও খুব শক্ত। অপেক্ষা করলে আর চলবে না। এখুনি সে কাজ করতে হবে।"

ম্যাক্‌হিউ মাথা নাড়ালেন।

"আমি আপনার অনুমতি চাই। আপনার মুখ থেকে শুনতে চাই যে, এ অস্ত্রোপচারে আপনার মত আছে।"

"আমি অনুমতি দিচ্ছি," বিড় বিড়্ ক'রে বললেন ম্যাক্‌হিউ।

"একবার ভেবে দেখুন—এ রকম কাজ আমি আগে কখনও করিনি। এই অস্ত্রোপচারের পদ্ধতি পর্যন্ত জানি না। যদি কোনও ভুল ক'রে বসি তাহলে আপনার স্ত্রীর মৃত্যু নিশ্চিত। এমনকি যদি এই অস্ত্রোপচার ঠিকও হয় তবুও সেখানটা পচে' উঠতে পারে এবং আপনার স্ত্রীর মৃত্যু ঘটতে পারে। যে কোনও অস্ত্রোপচারে এ ঝুঁকি নিতে হয় আর এখানে যন্ত্রপাতি না থাকায় সে ঝুঁকি বাড়বে বই কমবে না।"

"তবুও আমার মত আছে," ম্যাক্‌হিউ বললেন।

চারদিক ফর্সা হয়ে গেছে। জেফ্ বাড়ী ফিরে আসছে। এসেই সে সামনে দেখল গিডিয়ন তারই জন্য বারান্দায় অপেক্ষা করছে। ক্লান্ত জেফ্ বলল—"আপনি ঘুমাননি ?"

"না। ভাবনাচিন্তায় আমার ঘুম হয়নি। ম্যাকৃহিউ এর স্ত্রী কি এখনও বেঁচে আছেন ?"

মাথা নেড়ে জেফ্ বলল—"দেখে এসেছি তিনি শান্তভাবে ঘুমোচ্ছেন। আমার বিশ্বাস এবং আমি নিশ্চয় ক'রে বলতে পারি—তিনি সুস্থ হয়ে গেছেন।"

"এবার তুমি নিজে একটু ঘুমিয়ে নাও।"

জেফ্ একটু হেসে মাথা নাড়ায়। বারান্দায় গিডিয়নের পাশেই সে বসে পড়ে। চারদিকে উষার ম্লান আলোকে রাত্রির অন্ধকার পাতলা হয়ে আসছে। দূরে দিক চক্রবালে হঠাৎ সূর্য যেন উঁকি মেরে বিশ্বকে দেখে নিল। কোথায় যেন একটা মোরগ ডেকে উঠল মৃদুকণ্ঠে জেফ্ বলল—"ভগবান্। যা ক'রে এলাম এখন ভাবলেও শিউরে উঠি। কোনও আধুনিক যন্ত্রপাতি নেই অথচ এমন এক কাজ করলাম যা এই পৃথিবীতে আজ পর্যন্ত মাত্র দুটি লোক করেছে। এখন ভাবি জানলে জিনিষটা কত না সহজ।"

"আমিও ঐ সব ভাবছিলাম," বলল গিডিয়ন।

"আপনি জানেন বছরে কত লোক টাইফ্লিটিসে মারা যায় ? হাজার, হাজার। গেঁয়ো ডাক্তার হয়ত বলবে রোগীর হয় বদহজম হয়েছে, নয় সে বিষ খেয়েছে বা তার পেটে ফোড়া হয়েছে। কিন্তু এ সব কিছুই নয়। এ রোগের নাম টাইফ্লিটিস।"

গিডিয়ন মাথা নেড়ে জেফের কাঁধে একটা হাত রাখে।

"আর আপনি কিনা আমাকে এখানে আসতে দিচ্ছিলেন না ?"

"হ্যাঁ, তোমাকে আমি আসতে দিচ্ছিলাম না," স্বীকার করল গিডিয়ন। "কিন্তু তার কারণও ছিল।"

জেফ্ বলল—"এখানে কোনও কারণই থাকতে পারে না। আপনার হয়ত জানা নেই যে একদিন শৈশবে আমার আপনার ওপর হিংসে হোত। একটা নতুন জগৎ সৃষ্টি করার প্রেরণায় আপনি সেদিন অনুপ্রাণিত। এখন আর আর আমার সেই হিংসে নেই। মনে হয় আপনাকে আমি জেনে ফেলেছি। এখানেই আমি সৃষ্টি করতে চলেছি—প্রতিষ্ঠা করতে চলেছি—"

"একটু ঘুমাতে চেষ্টা কর।"

জেফ্ একটু হেসে বলল—"এখন আমি ঘুমাতে পারি না। কেমন ক'রে ঘুমাব?"

এক সপ্তাহ পরে জেফের সঙ্গে এলেনের বিয়ে হয়ে গেল। ছোট্ট ইস্কুল বাড়ীটাতে এসে উপস্থিত হয়েছিল কারওয়েলের সমস্ত লোক। নতুন কালোরঙের পোষাকে যাজকবেশে ব্রাদার পিটার এসে বললেন—"জেফ্ জ্যাকসন, তুমি এই মেয়েটিকে গ্রহণ করলে?" গিডিয়ন এক কোণে রাসেলকে জড়িয়ে ধরে' দেখতে লাগল আর ভাবতে লাগল গত কয়েক বছরের কত ছোট খাট ঘটনা। এই সেদিন জন্মাল জেফ্ আর আজ তার বিয়ে। সময়ের গতিতে অবাক হয়ে যেতে হয়! অথচ সময়ের সেই মন্থর গতিতেই জীবনের সুনিশ্চিত প্রকাশ। নিজেকে তার বৃদ্ধ ব'লে মনে হল—মনে হল তার যেন সব কিছু নিঃশেষ হয়ে গেছে। ব্রাদার পিটারের কণ্ঠস্বর কানে এল। তার এই দীর্ঘ জীবনে পাথেয় হয়েছে এই বিশ্বাসভরা উদাত্ত কণ্ঠস্বর।

নিজের বাড়ী করার জন্য ইস্কুলবাড়ীর কাছে ছোট এক টুকরো জমি জেফ্ বেছে নিল। এই জমিটার ওপর সত্ত্ব ছিল গ্রামের সমস্ত

লোকের। তারা এই জমিটার ওপর একটা ইস্কুল ও একটা গোরস্থান করবে বলে ঠিক করে রেখেছিল। জেফ্ রহস্যচ্ছলে বলল—দুটারই কাছে সে থাকতে চায়। গিডিয়ন বাড়ী তৈরীর সব বন্দোবস্ত ক'রে দিল। এ সব কাজে বহু আগে থেকেই তাদের হাত পাকা। কাঠ ত তাদের নিজের। কারখানায় সে সব কাঠ মাপ ক'রে কেটে গাড়ী ক'রে যথাস্থানে আনা হল। ছাদ থেকে মেঝে পর্যন্ত সব কাঠেরই হবে। হ্যানিবল ওয়াশিংটন ইঁটের কাজে ওস্তাদ। সে ইঁটের চিমনী ও উনুন তৈরী ক'রে দিল। জেফ্ ঘরের নক্‌সা তৈরী করতে লাগল। রোগী পরীক্ষা করার এমন একখানা ঘর চায় যেখানে আলোবাতাস প্রচুর পরিমাণে আসতে পারবে। সে ঘরে দুটো বিছানা পাতার মত জায়গা থাকবে যেখানে একদিন অস্ত্রোপচারের ঘর করা যাবে। অবশেষে সে একদিন গি'ডয়নকে বলল—"যতদূর মনে হচ্ছে এটা কারওয়েলের মধ্যে সব চেয়ে বড় বাড়ী হবে।"

"এই রকমই ত চাই," বলল গিডিয়ন।

"এর জন্যে টাকা আসবে কোথা থেকে?"

"আমার নিজের ত অনেক টাকা রয়েছে," হেসে বলল গিডিয়ন।

"আপনার টাকা আমি নিতে চাই না। গত কয়েক বছর ধ'রে আপনার টাকাই ত নিয়ে আসছি।"

"জেফ্ আমি মোটেই এসব কথা ভাবিনা। তোমার যন্ত্রপাতি, আসবাব ও বিছানাপত্রের প্রয়োজন রয়েছে। আর কিছুর প্রয়োজন আছে?"

"তাতে খরচ হবে খুব বেশী।"

"তার বন্দোবস্ত আমরা করব। আমার মনে হয় কলম্বিয়ায় তুমি

ওসব কিছু পেলেও চার্লসটনেই কেনা ভাল। আমরা শীঘ্রই সেখানে যাব।"

চার্লসটনে যাবার অন্য কারণও তার ছিল কিন্তু গিডিয়ন ভাবল যে জেফ্ সঙ্গে গেলে ভাল হয়। কিছুদিনের জন্য জেফ্ ও এলেন গিডিয়নের সঙ্গেই বাস করতে লাগল। এলেন ও রাসেলের মধ্যে এমন একটা পারস্পরিক বিশ্বাস ও আন্তরিক নিবিড়তা ছিল যার অংশীদার গিডিয়ন হতে পারেনি। একদিন জেফ্ তার বাবাকে বলেছিল—"বাবা, এলেনের সঙ্গে আমার বিয়েতে আপনার কি মত ছিল না?"

"যে নারীকে পুরুষ ভালবাসে তাকেই তার বিয়ে করা উচিত", বলেছিল গিডিয়ন। নিজেকেও সে ঐ কথাই বলতে চেয়েছিল—চেয়েছিল অন্যান্য অনেক জিনিষের মত ঐ কথাটা বিশ্বাস করতে। ১৮৭৭ সালের আজকের মার্চে যে বিশ্বের সঙ্গে তার জীবনের পরিচয় সে বিশ্ব নির্বোধের বিশ্ব—এ উপলব্ধি পরে তার একদিন এসেছিল। কিন্তু বিশ্বের অগ্রগতিতে সে কোনওদিন বিশ্বাস হারায়নি। আজকে যদি সে বিশ্বাস করে যে, কালের গতি স্তব্ধ হয়ে এসেছে—স্তব্ধ হয়েছে পৃথিবীর আহ্নিক গতি—তবে সেটাই হবে সবচেয়ে বড় বিস্ময়! তবুও সে বিস্ময়কে ছাড়িয়ে উঠেছে আর একটা বিস্ময়কর ঘটনা আর সেটা হচ্ছে এই যে, গত কয়েক সপ্তাহে সে সত্যকার সুখ লাভ করেছে। অথচ কয়েকটা ছোটখাটো ঘটনায় সে সুখ ব্যাহত হয়েছে। প্রায় এক যুগ পরে এই প্রথম গিডিয়ন বইপত্র সরিয়ে রাখল। তার আর পড়তে বা চিন্তা করতে ভাল লাগল না। পড়াশুনা করার বৈঠকখানাটা সে জেফকে বাড়তি রোগী দেখার জন্য ছেড়ে দিয়েছে। সমস্ত দিনটা সে এখন মার্কাসের সঙ্গে কাজ ক'রে কাটায়।

মার্কাস ও তার মধ্যে কত না মৌলিক পার্থক্য! অথচ পরস্পরকে

তারা ভালভাবেই বুঝত। যে অপার বেদনা বুকে নিয়ে গিডিয়ন ও জেফ্ ঘুরে বেড়ায় মার্কাসের মধ্যে তার লেশমাত্র ছিল না। গিডিয়ন ও জেফের কাছে এই বিরাট বিশ্ব এক মহাবিস্ময় নিয়ে দেখা দেয়; অন্যদিকে মার্কাসের কাছে সেই বিশ্ব অনেক ছোট ও বোধগম্য। তার সীমাবদ্ধ জ্ঞানের পরিধির বাইরে যেন সেই বিশ্বের চতুঃসীমা প্রসারিত নয়। পাপের মধ্যে ডুবে আছে মার্কাস। ব্রাদার পিটার দুঃখের সঙ্গে তা স্বীকার করেন। মার্কাস স্ত্রীলোকের দেহগত সব কিছুই ভালবাসে—ভালবাসে তাদের উরু, বুক ও সুঠাম গঠন। এতে তার লেশমাত্র লজ্জাবোধ না থাকলেও যে হেংলাপনা আছে এমন নয়। তার পশুর মত স্বাস্থ্য ও খামখেয়ালী গতিবিধি দেখে মনে হয় যেন উছলে উঠছে তার জীবনপাত্র। খর্বকায় দেহের ছিপছিপে গঠনের ফলে সে গিডিয়নের চেয়ে খাটতে পারে। শ্বেতাঙ্গদের সঙ্গে সে মদ খায় এবং লেস্‌লি কার্সনের ছেলে জো'র মদ খাওয়ার সঙ্গেই তার মদ খাওয়ার তুলনা চলতে পারে। কড়া পচানি সে একবারে আধ গ্যালন খায়। নাচতে সে ভালবাসে। তার বাজনায় পুরোন গান নতুন হয়ে ওঠে; পুরোন দিনের দাসত্ব। লাঞ্ছিত জীবনের গান নতুন সুরে অপরূপ শোনায়। ঐ সব গানে সে নতুনের প্রাণ প্রতিষ্ঠা করে—নিয়ে আসে নবীনের সাবলীল ছন্দ..........

গিডিয়নকে সে পূজা করে। জীবনে সে শুধু চেনে তুলো আর তার চাষ। কিন্তু গিডিয়ন মার্কাসের চেয়েও বোঝে তুলোর মূল্য। মাটির সঙ্গেই তার ঘনিষ্ঠ পরিচয় আর সেই পরিচয়ের মাধ্যমেই তার বাবাকে পাঠায় প্রণাম। খামারে একটা হাপর জ্বালিয়ে তারা গাড়ীর চাকায় লোহার নতুন বেড় পরাল। কোমর পর্যন্ত খালি গায়ে গিডিয়ন একজন ওস্তাদ কামারের মত হাতুড়ি পিটাল। পঁয়তাল্লিশ বছর

বয়সেও তার হাতের শক্তি অটুট আছে। হাতুড়ির প্রচণ্ড শব্দে কেঁপে উঠল চারদিক। মার্কাস সুর ক'রে হাঁকতে থাকে আর তারই তালে পড়ে গিডিয়নের হাতুড়ি। গিডিয়নের মুখ বেয়ে ঘাম ঝরে। আবার গান গাইতে গাইতে তারা সাজিয়ে তোলে খড়ের গাদা। সাবলীল ছন্দে তাদের কাজ চলে। মাঝে মাঝে গিডিয়ন কেবল ব'লে ওঠে "পিঠে আমার ফিক্ লেগেছে। যতই যাহোক বুড়ো হয়েছি, আর পারি না।" নতুন চাষের জন্য তারা জলাভূমি থেকে আগাছা কেটে ফেলল। তালে তালে চলল তাদের দুমুখো কুড়ুল। কাদামাখা শরীরে তারা বাড়ী ফেরে কিন্তু সেই সঙ্গে নিয়ে আসে হাসি ও আনন্দের জোয়ার। জেফ্ গিডিয়নকে বলল—"আপনার বয়সে এটা বুদ্ধিমানের কাজ হচ্ছে না—"

"আমার বয়সে"—হাসল গিড়িয়ন।

"জীবনের সব সময় যে এমন কাজ করেছেন এমনও নয়। গত কয়েক বছর ত বসে বসেই কাটিয়েছেন—"

গিডিয়ন ও মার্কাস শীতের এক সকালে শিকারে বেরুল। গিডিয়ন একটা রাইফেল নিল এই আশায় যে, হরিণ-শিকারও মিলতে পারে। মার্কাস নিল একটা গাদা বন্দুক। সে খরগোস শিকার ক'রেই সন্তুষ্ট হতে চায়। শিকারী কুকুরগুলোকে তারা শিষ্ দিয়ে লেলিয়ে দিল। পকেটে রুটি নিতেও তারা ভুলল না। বাপ পিতামহের চিরাচরিত গান গাইতে গাইতে তারা চলল। কুকুরগুলো মাঠের ওপর দিয়ে ছোটাছুটি করতে লাগল। যেতে যেতে দুজনা খুব কম কথাই বলল। আর বলারও বিশেষ কিছু ছিল না; তাছাড়া দুজনার মধ্যে সম্বন্ধটা এমনই হয়ে গেছে যাতে কথা না বললেও চলে।

তাদের বাড়ী ফিরে আসতে রাত্রি হয়ে গেল। হরিণ ত নয়ই, এমন কি তার একটা লোম পর্যন্ত গিডিয়নের ভাগ্যে জুটল না। মাকাসের

থলেতে কয়েকটা বেশ মোটা খরগোস। গোলাঘরে তারা সে সব ছাল ছাড়াতে নিয়ে গেল। কুকুরগুলোর ভাগ্যে জুটল নাড়িভুঁড়ির ভোজ। গিডিয়ন বাড়ী এসে দেখল জেফ্ তারই জন্য অপেক্ষা করছে। সমস্ত পরিবেশে যেন একটা থম্‌থমে ভাব। জেফের মুখ গ্রানাইটের মত শক্ত হয়ে গেছে। রুক্ষ তার চোখের দৃষ্টি। জেফের সে দৃষ্টি গিডিয়ন আগে কখনও দেখেনি। জেফ্ গিডিয়নকে বৈঠকখানায় নিয়ে গেল। এবনার লেট্ সেখানে ব'সে রয়েছেন। তাঁর লাল হাত দিয়ে হাঁটু দুটোকে শক্ত ক'রে ধরেছেন।

"ব্যাপার কি ?" জানতে চাইল গিডিয়ন।

এবনার লেট্ অদ্ভুতভাবে তার দিকে তাকালেন। গিডিয়ন বলল—"দোহাই আপনার, বলুন ব্যাপারটা কি হয়েছে ?" জেফ্ একরকম জোর করে তাঁকে শোবার ঘরে নিয়ে গেল। রাসেল সেখানে ব'সে রয়েছে ; সেও একরকম শূন্যদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। বিছানায় শুয়ে রয়েছে একটা লোক। সে সামান্য একটু কুঁকড়ে যন্ত্রণায় ক্ষীণকণ্ঠে কাত্‌রে উঠল। তার সমস্ত শরীরে ব্যাণ্ডেজ বাধা। "ম্যাক্‌হিউ", অস্পষ্ট ভাবে বলল গিডিয়ন। জেফ বলল—"হাঁ, ঠিকই বলেছেন।"

গিডিয়ন বিছানার কাছে গিয়ে বলল—"ফ্রেড্, ফ্রেড্।" ম্যাকহিউ আগের মতই শুয়ে রইলেন। একটু নড়বার চড়বার চেষ্টা করতেই তিনি আবার যন্ত্রণায় কাত্‌রে উঠলেন। গিডিয়ন ফ্রেডের হাতটা ধ'রে বলল—"ফ্রেড্, ফ্রেড্, আমি গিডিয়ন।"

বৈঠকখানায় ফিরে দেখল মার্কাসও এসে গেছে। "ওঁকে কি বেত মারা হয়েছে ?" প্রশ্ন করল গিডিয়ন। "হাঁ, তা বলতে পারেন।"

"ওঁর স্ত্রী ?"

"তিনি মারা গেছেন", শান্ত কণ্ঠে বললেন এবনার লেট্। "ঐ সব

শুয়োরের বাচ্চারা তাঁকে মেরেছে। ঐ বেজন্মা নোংরা লোকগুলো তাঁকে বিছানা থেকে টেনে তুলে মেরে ফেলল।"

"কারা?" অস্পষ্ট সুরে জিজ্ঞাসা করল গিডিয়ন। অত্যাচারিত ম্যাকহিউএর বিকারের প্রলাপ থেকে ঘটনার যতটুকু জেফ্ শুনেছে সেইটুকুই সে গিডিয়নকে বলল। সাদা পোষাকে ক্ল্যানদের ছজন লোক গতরাত্রিতে ম্যাকহিউএর বাড়ী আক্রমণ করে। তাঁর স্ত্রী অসুস্থ একথা অনুনয় ক'রে বলা সত্ত্বেও তারা দুজনকেই বিছানা থেকে তুলে হিড়হিড় ক'রে গোলাঘরের মধ্যে টেনে আনে। তারপর বরগায় হাত দুটো বেঁধে দুজনাকেই নির্দয়ভাবে বেত মারতে থাকে।

জেফ্ বলল— "আমার মনে হয় তাঁর স্ত্রীকে খুব বেশী যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়নি। মনে হয় বেত মারবার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলেন। ক্ষতটার সেলাই খুলে যায় এবং রক্তপাতের ফলে তিনি মারা যান। কিন্তু ফ্রেডকে সেখানেই ঝুলিয়ে বাখা হল আর সেই অবস্থায় তাঁকে দেখতে হল তাঁর স্ত্রীর মৃত্যু। তিনটের সময় আমরা তাঁকে দেখতে পেয়ে এখানে নিয়ে আসি।"

"সে কি বাঁচবে?" জিজ্ঞাসা করল গিডিয়ন। এক অদ্ভুত ধরণের হাসি হেসে জেফ্ উত্তর দিল, "প্রশ্নটা বিদ্যালয়েই চলে। ওঁর মন বিকল হয়ে গেছে এবং হাত দুটোও আর কাজে আসবে না। কাজ করার ক্ষমতা আর ওঁর হবে না।"

এবনার কেট্ বললেন, "গিডিয়ন, তুমি জান আমি কি করতে চাই। এবার আমাকে বল তুমি কি করতে চাও।"

জেফ্ বলল—"ওদের কাছে সব কথা খুলে বলার এই কি সময় নয়?"

"এখন সে সব কথা বলার কোন প্রয়োজন দেখি না," বলল গিডিয়ন।

"আমি মনে করি এখন বলাই ভাল," বলল জেফ্। মাথা নেড়ে গিডিয়ন জানাল, "বেশ, আগামী কাল আমরা একটা সভা ডাকব।"

জেফ্ মার্কাসের জন্য গাড়ীবারান্দায় অপেক্ষা করছিল। মার্কাস আসতেই জেফ তার হাতটা ধ'রে থামাল।

"মার্কাস?"

"বল।"

"বলত, তোমার সঙ্গে আমার কিসের বিরোধ?"

"তোমার সঙ্গে বিরোধ? কই না ত।"

"তাহলে তোমার আমার মধ্যে সম্পর্ক কি এমনই চল্‌বে?"

"কই, সম্পর্ক ত আমাদের খারাপ হয়নি," বলল মার্কাস।

"বল না, আমি কি করেছি?" জিজ্ঞাসা করল জেফ্।

"তুমি কিছুই করনি।"

"অতীতে আমাদের মধ্যে ছাড়াছাড়ি হয়েছিল বলেই কি তোমার এই ভাব?"

"না—"

"কী তা হলে বল।"

"কিছুই না। কতবার আর ঐ কথা বলব? কিছু না, কিছু না।"

"বেশ। রাগছ কেন?"

"রাগ আমি করিনি।"

"কই, ছেলেবেলায় ত আমরা এরকম ছিলাম না!"

"ছেলেবেলার কথা আলাদা।"

"তুমি কি মনে কর যে আমি গিডিয়নের বিরোধী?"

মার্কাস উত্তর দিল না।

"তোমার ধারণা তাই, না?"

তবুও মার্কাস কোন জবাব দিল না।

"কি দিন আসছে জান? তিনি কি তোমাকে সে সম্বন্ধে কিছু বলেছেন?"

মার্কাস বলল—"আমি এ সম্বন্ধে কিছু জিজ্ঞাসাও করিনি এবং তিনিও কিছু বলেননি।"

"তিনি মনে করেন—আমাদের সব শেষ হতে চলেছে। এটা তোমার জানা আছে কি?"

মার্কাস শুধু ঘাড় নাড়ায়।

"তুমি কি করবে মনে করছ?"

মার্কাস বলল, "তিনিই জানেন আমাদের কি করা উচিত।"

শ্বেতাঙ্গ ও কৃষ্ণকায় লোকে ইস্কুল বাড়াটা ভর্তি হয়ে গেল। কাজের পোষাক প'রে তারা এসেছে। পরণে তাদের নীল রঙের জিনের প্যাণ্ট, গায়ে বাদামি ও লাল রঙের সার্ট, পায়ে শক্ত চামড়ার জুতো। শ্বেতাঙ্গদের গলা থেকে হাতের কব্জি পর্যন্ত পোষাকে ঢাকা। তাদের দেহের অনাবৃত অংশের রঙ রোদ-বাতাসে তামাটে হয়ে গেছে। কালো জাম থেকে হাতির দাঁত পর্যন্ত সব রঙের নিগ্রো সেখানে ছিল। উইনথ্রোপ ও আঠার উনিশ বছরের যুবকদের ধরে সেখানে পঞ্চাশের অধিক লোক উপস্থিত। একজন ডাক্তার, একজন যাজক, একজন শিক্ষক এবং একজন কংগ্রেসের সদস্যও ছিলেন। বাকি লোকের প্রধান উপজীবিকা হচ্ছে চাষবাস। প্রধানত তারা তুলোর চাষ করলেও তামাক, কিছু ধান ও ভুট্টার চাষও করে। প্রত্যেকেই গরু ঘোড়া ইত্যাদি পোষে। কারওয়েলেই তারা গ'ড়ে তুলেছে এই সমাজ। এক যুগ আগে এরকম কোনও সমাজের অস্তিত্ব ছিল না এবং এখনও দক্ষিণাঞ্চল ছাড়া আর কোথাও এরকম কোনও সমাজের প্রতিরূপ

নেই। যুদ্ধ এসেছে, এনেছে মৃত্যু ও হাহাকার। তারপর এল দাসত্ব ও দীনতম জীবিকা থেকে মুক্তি। এই সব ঘটনাচক্রে নেমে এল ওরা মিলিত প্রয়াসের পথে। কোনও কিছু না থাকা সত্ত্বেও ওরা গ'ড়ে তুলেছে এসব। যেদিকে ওরা তাকায় সেখানেই দেখে তাদের হাতের সৃজনশক্তি। তাদের হাতে গ'ড়ে উঠেছে ইস্কুল, বাড়ী, কারখানা ও সেই সঙ্গে নতুন নতুন ধ্যান ধারণা। এ সব ত আগে কিছুই ছিল না। সামন্ততন্ত্র ও গণতন্ত্রের মধ্যে রয়েছে কয়েকশত বছরের ব্যবধান আর সেই ব্যবধান ওরা এক লাফে অতিক্রম করেছে।

সেখানে দাঁড়িয়ে গিডিয়ন সেই সব লোকদের লক্ষ্য করতে করতে এই সব কথাই ভাবল। এই সব পরিচিত মুখের কত রূপান্তর হয়েছে। বিভিন্ন খাদে বহেছে এদের বিচিত্র জীবনধারা। জেগের জেগেছে সৃজনীশক্তি; কিন্তু আজ হঠাৎ গিডিয়নের মনে সেই সৃজনীশক্তির সফলতা সম্বন্ধে সন্দেহ জাগল।

লোকেদের সে বলল—"আপনারা সবাই আমাকে জানেন; এর আগে আপনারা আমার অনেক কথাই শুনেছেন।"

লোকেরা গিডিয়নকে জানে আর জানে বলেই একদিন তাকে ভোট দিয়েছিল। ভোটের সময় গাড়ী ক'রে বিশ মাইল জুড়ে গিডিয়নের পক্ষে তারা প্রচার চালিয়েছিল আর তারা বলেছিল গিডিয়নের পক্ষে প্রতিটি ভোট এক নতুন সম্ভাবনার সূচক।

"আপনারা সবাই জানেন ফ্রেড্ ম্যাক্‌হিউএর কি হয়েছে। আমরা আজ সকালে তাঁর স্ত্রীকে কবর দিয়েছি। সন্ত্রাসবাদীদের হাতে নিহত হয়েছেন এ রকম চারজনকে এই আট বছরে আমাদের কবরখানায় কবর দিয়েছি। সত্যই এটা সাংঘাতিক ব্যাপার। কারণ যাই থাক্ না কেন, মানুষকে হত্যা করার মত বিভৎস আর কিছু নেই।

দাসত্ব থেকে যারা মুক্তি পেয়েছে সেই মানুষের ওপর যারা বিভীষিকা আনতে চায় তারা ত পশু! আপনারা জানেন কেন ফ্রেড ম্যাকফিউকে বেত মারা হয়েছিল আর কেনই বা তাঁর স্ত্রীর ওপর অত্যাচার ক'রে মেরে ফেলা হয়েছে। সে 'কেন'র একটি মাত্র উত্তর হচ্ছে যে, তারা এখানকার শ্বেতাঙ্গদের এই কথাই বলতে চায় যে এখানে শ্বেতাঙ্গ ও কৃষ্ণকায়রা আর একসঙ্গে বসবাস করতে পারবে না।

"কেন আজ একথা বলা ওদের পক্ষে অত্যন্ত প্রয়োজন হয়ে পড়েছে? কোন্ প্রয়োজনে এখানকার শ্বেতাঙ্গরা নিগ্রোদের আবার ঘৃণা করতে শিখবে—শিখবে তাদের অপদস্থ করতে? অপর পক্ষে নিগ্রোরাই বা আজ কোন্ প্রয়োজনে আবার শ্বেতাঙ্গদের ভয় করতে শিখবে—শিখবে তাঁদের এড়িয়ে চলতে এবং অবিশ্বাস করতে? শ্বেতাঙ্গ ও কৃষ্ণকায় কোনওদিন মিশ খেতে পারে না, পারে না একসঙ্গে বসবাস করতে—সেইটাই কি একমাত্র কারণ? কিন্তু কারওয়েল এবং দক্ষিণাঞ্চলের এমন অনেক কারওয়েলই অন্য কিছু প্রমাণ ক'রে দিয়েছে। শ্বেতাঙ্গ ও কৃষ্ণকায়দের মধ্যে রক্তের মিশ্রণ ঘটবে এবং তার ফলে শ্বেতাঙ্গরা ভ্রষ্ট-চরিত্র হয়ে পড়বে—এই জন্যই কি সমস্ত দক্ষিণাঞ্চল জুড়ে ক্ল্যানদের চীৎকার? আমরা প্রায় এক যুগ এখানে একসঙ্গে বাস করছি কিন্তু সে রকম কিছু ঘটেনি। আমাদের ছেলে-মেয়েরা ইস্কুলে একসঙ্গে ব'সে পড়াশুনা করছে কিন্তু কিছু অপ্রীতিকর কিছুই ঘটেনি। তাহলে কারণটা কি? কারওয়েলের এবং দক্ষিণাঞ্চলের সর্বত্র শ্বেতাঙ্গ ও কৃষ্ণকায়রা মিলিত প্রয়াসের পথে নেমে কি মহাপাপ করেছে? শুধু কৃষ্ণকায়দের জন্যই নয় পরন্তু শ্বেতাঙ্গদের মঙ্গলের জন্যও আমাদের এর কারণ উদ্ঘাটন করতে হবে।

"বন্ধুগণ, আপনাদের আমি ভয় দেখাতে চাই না। ভগবান জানেন,

ওয়াশিংটনে আমার ভয় করার ছিল কিন্তু এখানে কারওয়েলে ফিরে সমস্ত অবস্থাটা অন্য রকম মনে হয়েছে। আমি আশ্বস্ত হয়েছি এই ভেবে যে, এটাই আমার দেশ আর আপনারা আমার বন্ধু। শুধু আজকেই যে আপনারা আমাকে দেখছেন—এমন নয়। আপনারা আমাকে জানেন সেদিন থেকে যেদিন আমি এখানে একজন সামান্য ক্রীতদাস ছিলাম। আমার জীবনের অনেক ঘটনাই ঘটে গেছে আপনাদের চোখের সামনে। সেদিন আপনারা জানেন যেদিন আমি আমার প্রভু ডাড্‌লি কারওয়েলের কাছ থেকে পালিয়েছিলাম— সেদিনও আপনাদের জানা আছে যেদিন আপনাদের কয়েকজনের সঙ্গে আবার এখানে ফিরে এলাম। কিন্তু তখন এখানে প্রভুত্বের পরোয়ানা জারি করার আর কেউ ছিল না—ছিল না অতীত দিনের সেই তদারককারীদের বেত্রাঘাত আর জবরদস্তি। এবার ফিরে এসে দেখেছি—আপনাদের মধ্যেই দেখেছি—সহজ বিচারবোধ, দেখেছি আপনাদের জীবনের সুন্দর ও কল্যাণকর প্রকাশ। নিজের মনে সেদিন বলেছিলাম যে বিভীষিকার স্বপ্নে আমি আতঙ্কগ্রস্ত এখানে সে জিনিষ ঘটতে দেব না—দেব না আনতে আমাদের ব্যাপক সৃষ্টির মধ্যে ধ্বংসের ভয়াবহতা। সেদিন বুঝতে পারিনি যে, এ রকম ভেবে আমি বোকার স্বর্গ সৃষ্টি করতে চেয়েছিলাম। সেই স্বর্গরাজ্যের কল্পনা আজ আমার কেটে গেছে।

"বন্ধুগণ, আমার সে আত্মতৃপ্তির ভাব চ'লে গেছে। এখন আপনাদের আমি সত্য কথাই বলতে চাই—বোঝাতে চাই কেন ফ্রেড্ ম্যাকহিউ ভাঙ্গা হাত নিয়ে আধমরা অবস্থায় আমার বাড়ীতে শুয়ে আছেন আর কেনই বা তাঁর রুগ্না স্ত্রী মারা গেলেন। জেফকে সঙ্গে নিয়ে ওয়াশিংটন থেকে এবার আসবার সময় আমরা এমন এক কামরায়

উঠতে বাধ্য হলাম যার ওপরে লেখা রয়েছে 'কালা-আদমি'। আমি আপনাদের বলতে চাই কেন এমন হল। আপনাদের আমি এও বলতে চাই কেন টেক্সাস থেকে ভার্জিনিয়া পর্যন্ত সমস্ত দক্ষিণাঞ্চল জুড়ে আকাশবাতাস মথিত ক'রে উঠছে করুণ ক্রন্দন? একটা কুকুরকে ভেড়ার দিকে যেমন লেলিয়ে দেওয়া হয় তেমনি একজন শ্বেতাঙ্গকে কেন এখন থেকে কৃষ্ণকায়ের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দেওয়া হবে—তাও আপনাদের বলব। এটাও জেনে রাখুন যে, তারা যদি সফল হয় তাহলে আমাদের এই কারওয়েল একদিন একটা মিথ্যা স্বপ্ন হয়ে যাবে।

"বলতে পারেন—কেন এখানে কারওয়েলে ক্ল্যানদের সমর্থক কেউ নেই? কেন সমস্ত দক্ষিণাঞ্চলে সৎ ও মেহনতী কৃষক। কৃষি নিয়ে ব্যস্ত আছে এবং ক্ল্যানদলের সঙ্গে কোনও সম্পর্ক রাখে না? আমাদের দেশের যত সব খবরের কাগজ বলে যে, এই ক্ল্যানসংগঠন ক্ষুব্ধ, ক্লিষ্ট ও আশাহত দক্ষিণাঞ্চলের সততা-সঞ্জাত প্রতিবাদ। যদি তাই হয়, তবে কারা আছে এই ক্ল্যান সংগঠনে? ক্ল্যান-সংগঠনের উদ্ভব কোথায়? কারা এর সংগঠক? বর্বর নিগ্রোর হাত থেকে দক্ষিণাঞ্চলকে রক্ষা করাই যদি এই ক্ল্যানদলের লক্ষ্য হয়, তবে কেন এই দল প্রতিটি কৃষ্ণকায়ের সঙ্গে দুজ'ন শ্বেতাঙ্গকেও হত্যা করে? কেন এরা কারওয়েলে এসে ফ্রেড্ ম্যাক্হিউএর রুগ্ন স্ত্রীকে হত্যা ক'রে গেল?

"বহুদিন পরে আমি বুঝতে পেরেছি কি এই ক্ল্যানদল, কেমন ক'রে চলে এই দলের কার্যকলাপ এবং কিভাবে এটা সংগঠিত হয়েছে? আপনাদের মত আমারও অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে এসেছে এ উপলব্ধি। ক্ল্যানদের একটি মাত্র উদ্দেশ্য—দক্ষিণাঞ্চলে গণতন্ত্র সমূলে বিনাশ করা, স্বাধীন চাষীদের মেরে ধরে ভয় দেখান এবং এই ভাবে শ্বেতাঙ্গ ও

কৃষ্ণকায়দের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করা। কৃষ্ণকায়রা চাপরাশী, পিয়ন প্রভৃতি হবে এবং এই অবস্থা সেই যুদ্ধপূর্ব অবস্থারই সামিল হবে। নামত না হলেও কার্যত কৃষ্ণকায়রা যদি দাসত্বের পর্যায়ে নেমে যায় তাহলে শ্বেতাঙ্গরাও সেই সঙ্গে নেমে যাবে। যুদ্ধপূর্ব কালের মত দু একজনই ক্ষমতাপন্ন হবে আর সেই ক্ষমতায় ভোগ করবে এই দেশের সম্পদ আর বাকি লোক ক্ষুধা, দারিদ্র্য ও পারস্পরিক ঘৃণার চাকায় নিষ্পেষিত হবে। জনগণের হৃদয় মথিত ক'রে যে পারস্পরিক ঘৃণার বিষ উঠবে তা একদিন এই জাতির দেহে বিভৎস রোগের সূচনা করবে।

"কার্ডওয়েলে ফ্রড্ ম্যাকহিউ ওদের কাছে সেই পাপই করেছিলেন ওঁর ওপর অত্যাচার করা হয়েছে যাতে এবনার লেট্, জেফ্ সাটার, ফ্র্যাঙ্ক কার্সন, লেসলি কার্সন, উইল বুনি এবং প্রত্যেক শ্বেতাঙ্গ এর পর থেকে সাবধান হন এবং সম্ভাব্য শেষ হিসাবনিকাশের দিনে ঠিক পথ অবলম্বন করেন। আপনারাই তার বিচার ক'রে দেখবেন। ওরা আপনাদের যে পথের নির্দেশ দিচ্ছে সে পথ কল্যাণের নয়। আর সে নির্দেশ হচ্ছে ক্ল্যানদলে যোগ দাও, তার সঙ্গে সহযোগিতা কর, তার বিরুদ্ধে কোনও প্রতিরোধ গ'ড়ে তুলনা আর এই ভাবেই নিজেদের কবর নিজেরাই খোঁড়। এই সব বিকারগ্রস্ত, চরিত্রহীন নোংরা লোকদের স্বরূপ আপনারা জানেন। যুদ্ধের আগে এদের কেউ ছিল দাসব্যবসায়ী ক্রীতদাসের কাজের ওপর কেউ করত তদারক, কেউ মারত বেত, কেউ দিত ফাঁসি, কেউ ছিল গ্রামের চৌকিদার আবার কেউ ছিল ঠক বা জুয়াড়ী। হাতে বন্দুক পেলে এরা সাহসী হয় সত্যি কিন্তু মুখোমুখি দাঁড়াবার সাহস এদের নেই—নেই হাসিমুখে মৃত্যুবরণ করার সাহস। অন্যদিকে আমরা এই দক্ষিণাঞ্চলের হাজার হাজার লোক হাসিমুখে মৃত্যুর সম্মুখীন হয়েছিলাম। এই মাটিকে

আমরা ভালবাসি বলেই আমরা সে সাহস দেখাতে পেরেছি। তাদের কাজের বর্ণনা আর আমি দিতে চাই না। ম্যাবহিউএর স্ত্রীকে বিছানা থেকে টেনে নিয়ে এসে যখন তারা তাঁকে হাত পা বেঁধে শুধু বেত মেরে হত্যা করল তখন তাদের কাজের বর্ণনা তারা নিজেরাই দিয়েছে। এই দেশের তারা জঞ্জাল। তাদের একজন থাকলে আমাদের মত সৎ ও গণতন্ত্রপ্রিয় একশ' লোক আছেন। কিন্তু যারা দেশের আবর্জনা তারাই আজ সংগঠিত আর যারা সৎ তারা নয়। তাদের পয়সা আছে আর আছে এমন সব ভাড়াটিয়া দালাল যারা ওয়াশিংটনে তাদের পক্ষে ওকালতি করবে। এই দেশের বড় বড় ক্ষেতখামারের মালিকরা তাদের চালায় ও উৎসাহ দেয়। আমাদের এ সব কিছুই নেই এবং অন্তত আমি তার জন্য ভগবানকে ধন্যবাদ জানাই।

"এখন আমাদের কর্তব্য কি? আমি জানি আমার বন্ধু এবনার লেট্ কি করতে চান। তিনি এখনই বন্দুক নিয়ে জ্যাসন হুগারকে গুলি করতে চান। কিন্তু এ ঠিক হবে না। মাথা গরম ক'রে তাদের মত খুন-জখম করাটাই কিছু পথ নয়।"

"তাহলে ঠিক পথটা কি, গিডিয়ন?" এবনার গর্জন ক'রে উঠলেন। "ওয়াশিংটনে কি হল তুমি কেন আমাদের বলছ না?"

"সব কথাই আমি বলব। ওয়াশিংটনে আমাদের বিক্রী ক'রে দেওয়া হয়েছে। আমাদের বিক্রী করেছে রিপাবলিকান পার্টি—আমার পার্টি—আব্রাহাম লিঙ্কনের পার্টি। বিক্রী করেছে প্রেসিডেণ্ট পদের বিনিময়ে। আর সেই মূল্য দিয়েছে ক্ষেতখামারের মালিকরা। ফলে, হেইস প্রেসিডেণ্ট হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই কলম্বিয়া, চার্লস্টন এবং দক্ষিণাঞ্চলের সমস্ত জায়গা থেকেই সৈন্যবাহিনী উঠিয়ে নেওয়া হবে। ক্ল্যানদলই হবে দেশের একমাত্র হর্তা-কর্তা—"

"তাহলে তুমি স্বীকার কর!"

"হাঁ, তা স্বীকার করি। আমি ত বলেছিলাম যে, আমি আপনাদের সমস্ত সত্য কথাই বলব। কিন্তু আমরা কি করতে চলেছি? হিতাহিত জ্ঞান হারাব? দাঙ্গাহাঙ্গামায় লেগে যাব? নিজেদের টুকরো টুকরো করব? তাদের প্রস্তুতির আগেই এইভাবেই তাদের কাজ কি আমরা এগিয়ে দেব?" গিডিয়ন থামল এবং উপস্থিত সকলের দিকে তাকাল। পুনরায় সে বলল—"আপনারা কি এই চান? যদি তাই হয়, তাহলে এখানে থাকার আমার কোনও প্রয়োজন নেই—আমি চ'লে যাব।"

অনেকক্ষণ সবাই নির্বাক হয়ে রইল। তারপর এক সময় ফ্র্যাঙ্ক কার্সন বলল—"ব'লে যাও, গিডিয়ন। আমাদের বল তুমি কি ভাবছ?"

"বেশ। মনে রাখতে হবে যে আমরা দুর্বল হয়ে যাইনি। আজও আমাদের শক্তি অসীম। এই ঘরে আজ জমায়েত হয়েছি আমরা পঞ্চাশজন। আমাদের অস্ত্র ও সাজসরঞ্জাম আছে। কুচকাওয়াজ থেকে অনেক কাজই আমরা একসঙ্গে করেছি। যদি আমরা মাথা গরম না করি, তাহলে আমরা নিশ্চয়ই আত্মরক্ষা করতে পারব। কিন্তু আত্মরক্ষাই শুধু আমাদের কাম্য নয়। বীরের মত শহিদ হ'লে চলবে না। অন্যান্য সবার সঙ্গে আমাদের সংগঠন গ'ড়ে তুলতে হবে। সমস্ত দক্ষিণাঞ্চল জুড়ে রয়েছেন আমাদের মত হাজার হাজার লোক। আমি চার্লসটনে যাবার বন্দোবস্ত করেছি। সেখানে ফ্রান্সিস কার্ডোজো প্রমুখ নিগ্রো নেতা এবং এণ্ডার্সন ক্লে ও আর্ণল্ড মাকি প্রমুখ শ্বেতাঙ্গ নেতাদের সঙ্গে আমি দেখা করব। এক সঙ্গে আলাপ-আলোচনা ক'রে আমরা হয়ত ওদের আগেই নিজেদের শক্তি প্রতিষ্ঠা করার একটা উপায় বার করতে পারব। আমি আপনাদের কাছে কোনও প্রতিশ্রুতিই দিচ্ছি না। আশা যে খুব আছে—এমনও নয়। চেষ্টা আমার সফল

হবে কিনা জানি না কিন্তু চেষ্টা ক'রে আমি দেখব। এরপর অনেক কিছু করার সময় পাওয়া যাবে। সব কিছুর আগে আমাকে একবার চেষ্টা করতে দিন আর ইতাবসরে জ্যাসন হুগারকেও বাঁচতে দিন। তাকে হত্যা করলে কিছুরই পরিবর্তন হবে না। আমাকে যদি আপনারা একবার সুযোগ দেন———"

উপস্থিত লোকেরা নির্বাক হয়ে বসে রইলেন। দুচারজন মাথা নেড়ে জানালেন তাঁদের সম্মতি। মৃদুস্বরে এবনার লেট্ বললেন—"ভাল, চেষ্টা ক'রে দেখ।"

* * * * *

এলেন একটুও ঘুমাতে পারল না। সমস্ত রাত্রি পাশের ঘরে কোনও অসহায় জন্তুর মত ফ্রেড ম্যাক্‌হিউএর ক্ষীণ গোঙানি সে শুনেছে। বিস্মৃত অতীতের সেই ভয় তার স্মৃতিপটে যেন দেহ ধ'রে দেখা দিল, আবার যেন শোনা গেল অতীতের সেই ভয়ার্ত আর্তনাদ। সে মনে করতে না চাইলেও তার মনে পড়ল অতীতদিনের সেই মৃত্যু ও হাহাকার —মনে পড়ল কেমন ক'রে ঝোপজঙ্গলে লুকিয়ে তাকে বাঁচতে হয়েছিল। তার সমস্ত শরীরে এল কম্পন এবং সে উত্থানশক্তিরহিত হয়ে পড়ল। শুয়ে শুয়ে কিছুক্ষণ সেই গোঙানি শোনার পর সে আর সহ্য করতে না পেরে জেফকে জাগাতে বাধ্য হল। জেফ্ ব'লে উঠল—"কি হয়েছে? এলেন, কি হয়েছে?"

"আমার বড় ভয় করছে।"

"ভয় করার ত কিছু নেই।"

"তবু আমার বড় ভয় করছে।" এলেন জেফকে জড়িয়ে ধরে। হাত বুলিয়ে বুলিয়ে তার সর্বাঙ্গ অনুভব করে—অনুভব করে তার শক্ত ছিম্‌ছাম্ উরু, বিশাল চওড়া বুক, দেহের মাংসপেশীর খাঁজগুলো, তার

গলা, চোখ, মুখ সমস্ত। রাত্রির অন্ধকারে ওদের দুজনার ব্যক্তি-সত্তা মিলে যেন এক হয়ে যায়। জেফকে চেপে ধ'রে সে ফিস্ ফিস্ ক'রে বলল—"জেফ্, জেফ্, জেফ্।"

"এই ত আমি তোমার কাছেই এলেন। আমি সব সময় এখানেই থাকব।"

কিন্তু তার ভয় গেল না। সেই ভাবেই সে প'ড়ে রইল আর শুনতে লাগল তন্দ্রাচ্ছন্ন আহত লোকটির তীক্ষ্ণ চাপা গোঙানি। হঠাৎ ঘরের অন্ধকার যেন গাঢ়তর হয়ে এলেনকে ঢেকে ফেলল। সেই ঘন অন্ধকারে এলেনবি ও আরও অনেকের ছায়ামূর্তি যেন যাতায়াত করতে লাগল। মিথ্যেই সে সমস্ত শক্তি দিয়ে জেফকে আঁকড়ে রইল।

* * *

কার্ডোজো গিডিয়নকে বললেন—"আপনার এই সব সিদ্ধান্ত যে মূলত সত্য তা অস্বীকার করছি না কিন্তু যে নাটকীয় ধরণে আপনি এই সব সিদ্ধান্ত আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন তা আমি মানতে পারি না।"

"নিছক তত্ত্বের চেয়ে এই নাটকীয় ধরাটার সঙ্গেই আমার সম্পর্ক বেশী আর এই নিয়েই আমাকে বাঁচতে হবে।"

এণ্ডারসন ক্লে. বললেন—"যথার্থই, এ বিষয়ে আমি গিডিয়নের সঙ্গে একমত।"

কার্ডোজোর বৈঠকখানায় আজ উপস্থিত হয়েছেন আটজন। তাঁদের মধ্যে পাঁচজন হচ্ছেন কৃষ্ণকায় আর তিনজন হচ্ছেন শ্বেতাঙ্গ। সাউথ ক্যারোলিনা থেকে এসেছেন চারজন, জর্জিয়া থেকে একজন, লুইসিয়ানা থেকে দুজন এবং ফ্লোরিডা থেকে একজন। প্রায় তিন ঘণ্টা ধ'রে তাঁদের মধ্যে কথাবার্তা চলছে কিন্তু এখনও তাঁরা কোনও সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারেননি। কয়েকজন বেশ উত্তেজিত হয়েছেন এবং বাকি

কয়েকজন ভীত হয়ে পড়েছেন। অনেকেই আবার বাক্‌চাতুরী দেখাবার এ ক্ষণিক সুযোগটা নিতে ছাড়লেন না। অতীতে তাঁরা কি কি ক'রেছেন, কতটুকু জয় বা লাভ হয়েছে তার লম্বা ফিরিস্তি দিতে সকলে ব'সে গেলেন। অবশেষে গিডিয়ন তাঁদের সেই অবান্তর কথাবার্তার ওপর যবনিকা টানার জন্য বলল—"সে সব ত অতীতের ঘটনা। অতীতে যা হবার হয়ে গেছে। আজকে সে সব নিরর্থক।"

"কিন্তু আজও ত সে সব কাজের নজির রয়েছে। বহু নিগ্রো ও গরীব শ্বেতাঙ্গ এখনও হাউসে, সেনেটে, রাষ্ট্রীয় গভর্ণমেণ্টে এবং শাসন-কর্তার পদে বহাল রয়েছেন।"

গিডিয়ন বলল—"আমি বলছি সে সব অতীতের ঘটনা।"

"কিসে অতীত হল?" শান্তকণ্ঠে প্রশ্ন করলেন কার্ডোজো। যুক্তি দেবার কিছু না থাকলেও তাঁর শান্ত গম্ভীর কণ্ঠস্বরটাই যেন একটা যুক্তি হয়ে দাঁড়ায়।

"আপনি নিশ্চয়ই জেনে থাকবেন, গিডিয়ন, আমার মত আর কেউ আপনাকে এত শ্রদ্ধা করে না। কিন্তু তবুও আপনাকে কয়েকটা প্রশ্ন না ক'রে পারছি না। আপনি কি আপনার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকেই এ সব সিদ্ধান্তে পৌছেছেন? সেক্ষেত্রে আমরা কি আপনার এ সব সিদ্ধান্ত নির্ভরযোগ্য বলে মেনে নিতে পারি?"

"এখানে সেখানে বিনা কারণে ফাঁসি দেওয়া থেকে ন্যূনপক্ষে অত্যাচার করা বা ভয় দেখান পর্যন্ত একটা না একটা কিছু রোজই দেখতে পাচ্ছি। আর সেনেটর হোমস ত আমার কাছে অনেক কথাই খুলে বলেছেন। এ সব থেকে আমি যদি কতকগুলো ফলাফল প্রত্যাশা করি সেটা কি আপনার মতে খুব অন্যায় হবে? আর আমিই কি শুধু বিপদের কথা বাড়িয়ে বলছি?"

"হাঁ, কতকটা তাই।"

"তবু, ফ্রান্সিস, একটা কথা জিজ্ঞাসা না ক'রে পারছি না। এক বছর আগে যেখানে আপনি এই রাষ্ট্রের কোষাধ্যক্ষ ছিলেন আজ কোন্ শক্তির খেলায় আপনাকে পদত্যাগ করতে হল? আর আমি যদি বলি যে, এরপর আমিও হাউসে বসবার অধিকার থেকে বঞ্চিত হব তাহলে সে কথাটারও কি প্রমাণ চাই? নাকের ডগার বাইরে আর কিছুই কি আমি দেখতে পাই না? যদি তাই হয় ফ্রান্সিস, আমি আজই আবার ক্রীতদাস হয়ে যাব আর সেই সঙ্গে চাল্লশ লক্ষ কৃষ্ণকায়দের সেই একই অবস্থা হবে।"

কেপ্রা নামে এক খর্বকায় নিগ্রো বাধা দিয়ে বললেন—"গিডিয়ন, কেউ আপনার ব্যক্তিগত চরিত্রের দৃঢ়তা অস্বীকার করছে না।" এই লোকটিই এক সময় ফ্লোরিডা থেকে হাউসে প্রতিনিধি ছিলেন।

"আমি আমার চরিত্রের দৃঢ়তা সম্পর্কে কোনও মূল্যই দিই না।"

"কিন্তু আপনি বলছেন যে, রিপাবলিকান পার্টি নির্বাচনের খাতিরে পুনর্গঠন পরিকল্পনা ত্যাগ করেছে। আমাদের নিয়েই ত পার্টি। পার্টির জন্য আমরা আমাদের জীবনের সব কিছু দিয়েছি। এই পার্টিই একদিন আমাদের জন্য লড়েছিল, দিয়েছিল আমাদের স্বাধীনতা। আপনার হাতে কোনও প্রমাণ নেই। আপনি বলছেন যে, দশ দিনের মধ্যে দক্ষিণাঞ্চল থেকে সৈন্য উঠিয়ে নেওয়া হবে—কিন্তু আপনি প্রমাণ দিতে পারবেন না। আপনি বলছেন যে, তারপর থেকে সুরু হবে সন্ত্রাসের রাজত্ব এবং আমরা যা গ'ড়ে তুলেছি তা বিনষ্ট হয়ে যাবে। কিন্তু তারও প্রমাণ কই?"

ক্লান্ত সুরে গিডিয়ন বলল—"সে ভাঙনের কাজ ইতিমধ্যেই সুরু হয়ে গেছে। চারদিকে একবার তাকিয়ে দেখলেই দেখতে পাবেন।

এ ট্রেণটা নিগ্রোদের জন্য নয়, ঐ বেঞ্চিটা নিগ্রোদের জন্য নয়—সবই যেন শ্বেতাঙ্গদের। আমরাই ইস্কুল প্রতিষ্ঠা করেছিলাম কিন্তু নিগ্রোরা আজ সেই ইস্কুলে প্রবেশাধিকার পায় না। গত বছর বিচারপতি ছিলেন হয়ত একজন নিগ্রো অথবা একজন গরীব শ্বেতাঙ্গ। আর আজ জুরিতে নিগ্রো থাকলে আসামী পক্ষের উকিল আপত্তি তুলছে এবং সেই আপত্তি সমর্থন করছে বড় ক্ষেত মালিক অথবা সেই মালিকের কোন দালাল। একটা নিগ্রোর বিচার হচ্ছে অথচ সেই বিচারের জুরিতে কোন নিগ্রো নেই।"

কার্ডোজো মাথা নেড়ে জানালেন—"তা আমি স্বীকার করি। মোট কথা, আমরা আপোষ করতে বাধ্য হয়েছি—"

এণ্ডার্সন ক্লে হেসে বললেন—"ফ্রান্সিস্, শুধু বেঁচে থাকার জন্যই কি এই আপোষ হয়েছে? কিন্তু কৈ বাঁচার জন্য ত আমাদের বাতাস বা খাদ্যের সঙ্গে আপোষ করতে হয় না? আর যে কুকুরের বাচ্চা তোমার রক্ত চায় তার সঙ্গে যে কি ক'রে আপোষ চলে—আমি ত বুঝি না।"

"কথাটা তোমার শ্বেতাঙ্গের মতই হচ্ছে। একজন কৃষ্ণকায়কে জিজ্ঞাসা কর—"

"চুলোয় যাক্ সে সব কথা। ওসব শুনে শুনে আমার কান প'চে গেছে। শ্বেতাঙ্গ কৃষ্ণকায় এক হয়ে দাঁড়িয়েছিল বলেই আমরা আজ যা কিছু পেয়েছি। গিডিয়ন ঠিক কথাই বলেছে। ভেবে দেখলেই বুঝবে যে, শ্বেতাঙ্গ ও কৃষ্ণকায়দের মধ্যে একতার অভাব হলে আমরা সবাই জাহান্নামে যাব।"

এবেলস্—যিনি তিন বছর আগে স্বরাষ্ট্র বিভাগের সেক্রেটারী ছিলেন—গিডিয়নকে জিজ্ঞাসা করলেন, "ঠিক কোন্ কারণে পার্টি আমাদের বিক্রী ক'রে দিল? উদ্দেশ্যটা কি?"

"কারণ—যা করব ব'লে নেমেছিলাম তাই আমরা করেছি। আমরা বড় বড় ক্ষেতের মালিকদের শিরদাঁড়া ভেঙ্গে দিয়েছি। গত আট বছরে আমাদের এই জাতি শিল্পোন্নত হয়েছে, গ'ড়ে তুলেছে জগতের বৃহত্তম শিল্পসংগঠন। উত্তরাঞ্চলের শিল্প পশ্চিমে ও দক্ষিণপশ্চিমে প্রসারিত হয়েছে। এমনকি এই দক্ষিণাঞ্চলেও কয়েকটা কারখানা ধীরে ধীরে গ'ড়ে উঠছে। ক্ষেতখামারের মালিকদের হাতে পুনরায় ক্রীতদাস দিয়ে ভুলিয়ে রাখতে পারলে উত্তরাঞ্চল নিরাপদ হবে।"

"আর জনগণের পার্টি—"

ক্লে গর্জন ক'রে উঠলেন—"আজ জনগণের কোন পার্টি নেই।"

ক্লান্ত সুরে কার্ডোজো বললেন—"গিডিয়ন, তবুও আপনি যা চাইছেন তা করা যাবে না। নিগ্রো ও গরীব শ্বেতাঙ্গদের নিয়ে গড়া যে সৈন্য-বাহিনীর ইতিপূর্বেই বিলোপ সাধন করা হয়েছে আপনি তাকে পুনর্গঠিত করতে চান্। কিন্তু কেমন ক'রে তা সম্ভব? আইন অমান্য ক'রে করবেন কি?"

"জনগণই ত আইন।"

"গিডিয়ন, কথাটা কি খুব সেকেলে হল না? এরকম কথা আপনার মুখ থেকে আমি আশা করিনি। জনগণ ত রাতারাতি আইনের ধারক ও বাহক হয়ে ওঠেনা। একটা ঐতিহাসিক ধারার মাধ্যমেই তা সম্ভব।"

"এই ঐতিহাসিক ধারায় এসেছে আমাদের শাসনতন্ত্র আর সেখানে বিধিবদ্ধ হয়েছে জনগণের অস্ত্রধারণ ও সৈন্যবাহিনী গঠনের অধিকার।"

"আমরা সমস্ত বিষয়টা বিচারের জন্য সুপ্রীম কোর্টে নিয়ে যেতে পারি। কিন্তু তাতে মাসের পর মাস দেরী হবে। দক্ষিণাঞ্চলের যে সব প্রগতিশীল লোক পুনর্গঠনের পক্ষে, তাদের একতাবদ্ধ করার জন্য

আপনি একটা সভা ডাকতে বলছেন। কিন্তু তা করলে, গিডিয়ন একটা রক্তারক্তি হয়ে যাবে।"

"সে সম্ভাবনা আমি নিজেও দেখতে পাচ্ছি। আত্মরক্ষার জন্য আওয়াজ তুললেই আমরা নাকি হিংসামূলক কাজে উস্কানি দেব।"

"হাঁ, তাই বটে।"

গিডিয়ন বলল—"আর এসব ছাড়াও যদি হিংসামূলক কাজ হয়? হয় না, ইতিমধ্যেই হয়েছে।"

এবেল্‌স মাথা নেড়ে বললেন—"ওসব ঝঞ্ঝাটের প্রয়োজন কি জ্যাক্‌সন? বারবার এই একটা কথাই উঠছে দেখতে পাচ্ছি।"

"আপনাদের সকলের কি ঐ একই মত?" প্রশ্ন করল গিডিয়ন। মনে হল সে যেন এবার ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। একটা কিছু পরিণতিতে সকল মানুষকেই এসে পড়তে হয় আর সে পরিণতির একটি মাত্র অর্থ হচ্ছে সব কিছুর সমাপ্তি। "ভদ্রমহোদয়গণ, তাহলে এই কি শেষ? এখানকার খবরের কাগজগুলোর মিথ্যা প্রচার দিনরাত পড়ছি। তারা বলছে—সোনার পিকদানিতে আমরা থুতু ফেলি; লক্ষ লক্ষ, কোটি কোটি ডলার খরচ ক'রে আমাদের বিধানসভার দেওয়ালগুলোতে কাঁচ বসান হচ্ছে এবং সেগুলো সোনালি রঙে রঙ্ করা হচ্ছে; এই রক্ষা-ব্যবস্থাহীন দেশ থেকে আমরা নাকি হাজারে হাজারে পরগাছার মত অন্য সকলকে শোষণ করছি, আমরা নাকি দক্ষিণাঞ্চলের পুরুষত্ব ও নারীত্বকে করছি কলঙ্কিত আর এই সবের পিছনে রয়েছে নাকি নিগ্রো-প্রেমিক কুচক্রী, অর্থপিশাচ ও শিল্পপতি হয়াংকিগণ। এসব মিথ্যা প্রচারের উদ্দেশ্য আমরা বুঝি কিন্তু বুঝি না কেন আপনারা এখানে ব'সে আমাকে বলবেন যে, আত্মরক্ষার জন্য আমরা আওয়াজ তুলব না এবং দু দুবার যেখানে অভিশাপের বন্যা বহে গেছে সেই

দক্ষিণাঞ্চলে ঐক্য প্রতিষ্ঠা করতে চেষ্টা করব না। ভদ্রমহোদয়গণ, আমি আমার এই দেশকে ভালবাসি আর সেইজন্যই এসব কথা বলতে ইচ্ছে না করলেও বলতে হচ্ছে। এই দেশকে আমি যে ভালবাসি তার কারণ, এই দেশের মাটির সঙ্গে রয়েছে আমার নাড়ীর টান, এই দেশের করুণায় লালিত হয়েছে আমার দেহমন আর বিশেষ ক'রে এই দেশ আমাকে দিয়েছে মর্যাদাবোধ, সাহস ও আশা। ভদ্রমহোদয়গণ, একি শুধু আমার একারই কথা ?"

চুপ ক'রে তাঁরা বসে রইলেন। কেউ চেয়ে রইলেন মেঝের দিকে, কেউ বা অনিশ্চিত ভাবে তাকালেন গিডিয়নের দিকে। এণ্ডার্সন ক্লের মুখে ফুটে উঠল একটা ম্লান হাসি।

"তাহলে আপনারা সবাই এবেল্‌স এর সঙ্গে একমত ?"

সবাই চুপচাপ।

গিডিয়ন শান্তভাবে বলল—"সবচেয়ে মজার ব্যাপার হচ্ছে এই যে, আজ যে সব জিনিষ আমরা আঁকড়ে ধরে আছি সে সব বিস্মৃতির অতল তলায় তলিয়ে যাবে। লোকে ভুলে যাবে যে, অতীতে একদিন কৃষ্ণকায় লোকেরাও হাউসে এবং সেনেটে প্রতিনিধিত্ব করেছিল—ভুলে যাবে আমাদের মত কৃষ্ণকায় লোকদের যারা বিদ্যালয়, বিচারালয় প্রভৃতির প্রতিষ্ঠা করেছিল। বন্ধুগণ, সব, সব তারা ভুলে যাবে। ওরা আমাদের এমন এক পেষণযন্ত্রে ফেলবে যাতে আমরা হারাব আমাদের মনুষ্যত্ব এবং আজ শ্বেতাঙ্গরা আমাদের যেমন ঘৃণা করে আমরাও শেষ পর্যন্ত তাদের তেমনি ঘৃণা করতে শিখব। অত্যাচার ক'রে জাতি হিসাবে আমাদের হীনতার এমন তলায় তারা নামিয়ে দেবে যে জগতের অন্য কোথাও তার তুলনা মিলবে না। বন্ধুগণ, এরপর কতকাল অপেক্ষা করলে আমরা আবার সূর্যোদয়

দেখতে পাব? বলুন, কতকাল পরে? একবার নিজের মনেই প্রশ্নটা ক'রে দেখুন।"

গিডিয়ন এণ্ডার্সন ক্লেকে জেযের সঙ্গে দেখা করার জন্য আসতে বলল। নির্জন নিস্তব্ধ পথ দিয়ে হেঁটে চলল দুজন। সূর্যালোকে ঝল্‌মল্‌ করছে পথ। চার্লসটনের পথের দুপাশে উঠেছে বাড়ী। চুণকাম-করা তাদের দেওয়াল। এই সহরে বহুদিন আগে বসন্তের এইরকম একটা দিনের কথা গিডিয়নের মনে পড়ল। বসন্তের আগমনে পামগাছের মাথাগুলো সবুজ হ'য়ে উঠেছে। মুখর হয়েছে পাখীরা। রোদে ঝল্‌মল্‌ করছে তাদের সাদা ডানা। ছেঁড়া মেঘের মধ্যে দিয়ে দেখা যয় নাল আকাশ। অতীতে কত বার সে এসেছে এখানে, কতদিন ধ'রে গড়ে উঠেছে এদের সঙ্গে তার নিবিড় পরিচয়। সেই অতি পরিচিত জিনিষগুলোর দেখা পেয়ে তার বিষণ্ণ ভাবটা হঠাৎ কেটে গেল। অত্যন্ত সহজ ও স্বাভাবিক ভাবে গ'ড়ে উঠেছে এই সহরটা। এর সুন্দর অনাড়ম্বর ও মার্জিত রূপ দেখে শান্ত হয়ে আসে মনের পুঞ্জীভূত বিক্ষোভ ও প্রতিবাদ এবং আশ্বস্ত হয়ে যায় ক্ষুদ্র মন।

এণ্ডার্সন ক্লে বললেন—"ইচ্ছে ছিল একদিন এখানে বাসা বাঁধব।"

"যথার্থই জায়গাটা বাস করবার মত।"

সামান্য কিছুক্ষণ পরে ক্লে বললেন,—"তুমিও স্বীকার করবে, গিডিয়ন, যে, একদিক থেকে তোমার ভুল হয়েছে এবং ওরা ঠিক করেছে। তাদের যেমন চলছে তেমনি চলবে কিন্তু তোমার——"

"হাঁ, তা ঠিকই বলেছেন। তাদের যেমন চলছে তেমনি চলবে, জানি তবু ধীরে ধীরে তাদের পরিবর্তনও ঘটবে। বছরের পর

বছর সেই জীবনধারার গতিপথে জ'মে উঠবে বাধার দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীর আর একটু একটু ক'রে তারা সকল অধিকার থেকে হবে বঞ্চিত। অলক্ষিতেই চলবে এ চক্রান্ত। এটাই কি সবচেয়ে ভাল?"— চিন্তিতভাবে বলল গিডিয়ন।

"সবচেয়ে ভাল কি না—সে সম্বন্ধে আমি ত কিছুই বলিনি।"

"কিন্তু প্রথম থেকেই আপনি হতাশার দৃষ্টিভঙ্গীতে এ বিষয়টা দেখেছেন।"

"গিডিয়ন, তুমি ত জান আমরা কিছুই জানতাম না। কোনও কিছু না নিয়েই আমরা কাজ আরম্ভ করেছিলাম—বেরিয়েছিলাম অন্ধকারের মধ্যে এক অনিশ্চিত যাত্রায়। সৃষ্টির স্বপ্ন সেদিন ছিল আমাদের প্রাণে—কেমন ক'রে গড়ে তুলব দেশে বিদ্যালয়, বিচারালয়, হাসপাতাল ও রাজপথ এবং সেই সঙ্গে কেমন ক'রে একটা জাতকে নতুন রূপে রূপায়িত ক'রে তুলব। তুমি হয়ত বলবে যে, আমাদের ও সেই সঙ্গে তোমার স্বজাতীয়দের সাধারণ জ্ঞান লুপ্ত হয়েছিল যখন সামনে তারা দেখল দূর ভবিষ্যতে প্রসারিত স্বাধীনতার স্বর্ণ-চ্ছটা। সেদিন সকলে হয়ত ভেবেছিল যে, এ স্বাধীনতা চিরস্থায়ী হবে। তাই সৃজনীপ্রয়াসে কেন্দ্রীভূত হল তাদের সকলের চিন্তা। অন্য কিছু লোক চাইল বিনাশ করতে এবং সে উদ্দেশ্যে সংগঠনও গড়ে তুলল। গিডিয়ন, আমাদের পক্ষে সংগঠিত হওয়া দুদশ দিনের কাজ নয়। এমনকি এক বছরেও আমরা সে কাজ ক'রে উঠতে পারব না।"

"তাহলে উপায়?"

"যুদ্ধ ছাড়া আর কোনও উপায় নেই। যুদ্ধ আমরা করবই যেহেতু যুদ্ধ আমরা আগে করেছি এবং সামরিক শিক্ষাও আমরা পেয়েছি।

কিন্তু ওরাও হয়ত সেটা ভেবে নিয়েছে। সহায় না থাকলেও যুদ্ধ আমাদের করতেই হবে।"

ব্যাটারির পাশে জেফ্ তাদের জন্য অপেক্ষা করছিল। গিডিয়ন বলল—"আমার ছেলে ডক্তার জ্যাক্‌সন্। জেফ্, ইনি হচ্ছেন এওার্সন ক্লে—আমার বহুদিনের পুরাণ বন্ধু।" জেফ্ সেই দীর্ঘকায় শ্বেতাঙ্গের সঙ্গে করমর্দন করল।

"শুনলাম, ডাক্তার, তুমি নাকি ওষুধপত্র কিনতে চার্লসটনে এসেছ।"

"কারওয়েলে আমরা একটা ছোট হাসপাতাল খুলছি"

ক্লে বললেন—"আসছে বছরে কারওয়েলে যাবার ইচ্ছে আছে।"

গিডিয়ন একটু হেসে বলল—"ন'বছর ধরে আপনি ত ঐ এক কথা বলে আসছেন। প্রতিবারই বলেন, আসছে বছর।"

"তা ঠিকই বলেছ। আসছে বছরে কিন্তু যাব, গিডিয়ন।"

ধীরে ধীরে তারা হেঁটে চলল। জেফ্ ক্লের কাছে বলতে লাগল স্কটল্যাণ্ডের কত গল্প এবং শেষে এ দেশে ওষুধপত্রের দুরবস্থা ও হাসপাতালের একান্ত অভাবের কথা জানাল। ক্লে বললেন—"বাবা, আমাদের ত সেজন্য একটু সময় দিতে হবে।"

জেফ্ বলল—"কারওয়েলের মত অনেক অঞ্চলে বড় বড় খামার-বাড়ী রয়েছে। বাড়ীগুলো আজ শূন্য ও অব্যবহৃত। অথচ এইরকম সুন্দর সব বাড়ীতে কেমন হাসপাতাল হয়"

গিডিয়ন ক্লের দিকে একবার তাকাল।

জেফ্ বলল,—"রাজনীতিবিৎ লোকেরা অনেক সময় ভাল করার চেয়ে খারাপ কাজ ক'রে থাকেন।"

মাথা নেড়ে ক্লে বললেন—"হাঁ তা করেন। শুনলাম অল্প কয়েকদিন হল তোমার বিয়ে হয়েছে। তার জন্য তোমাকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।"

জেফ্ বলল—"অশেষ ধন্যবাদ।" মুহূর্ত খানেক পরে সে আবার বলল, "আপনাদের আলোচনার কি ফল হল জানিনা। মনে হচ্ছে সে ফলাফল জানতে পারলে আমিও একটু আশ্বস্ত হতে পারতাম। আমাদের গতি যে রুদ্ধ হয়নি আপনি দেখতে পাচ্ছেন। আর এটাও জানি—যে লোকটা হোয়াইট হাউসে থাকবার জন্য নিজের বিবেক বিক্রী করেছে সে কখনও আমাদের যাত্রাপথে দিগভ্রান্তি ঘটাতে পারবে না।"

ধীরে ধীরে তারা হেঁটে চলল। পশ্চিমদিকে অস্তায়মান সূর্যের রক্তিম আভায় উপসাগরের জল বিচিত্র রঙে ক্ষণে ক্ষণে রূপায়িত হচ্ছে। গাঙচিলগুলো এক একবার জলের মধ্যে ডুব দিচ্ছে এবং সঙ্গে সঙ্গে শিকারের জয়োল্লাসে উঠে পড়ছে। সকলের দৃষ্টি পথে পড়বার জন্য রেলের কামরার গায়ে লেখা রয়েছে "কেবল শ্বেতাঙ্গদের জন্য।" একটা ষ্টীমার ধূম উদ্গীরণ ক'রে বন্দরের দিকে আসছে। পাল তুলে খুব মন্থর গতিতে একটা ছিপ চলেছে আর তার পাটাতনে কয়েকটা ছেলে শুয়ে খুব হাসছে। একটা গাড়ী এরকম অদ্ভুত শব্দ ক'রে রাস্তা দিয়ে চলেছে। রাস্তার পারে লোহার রেলিং-ঘেরা একটা জায়গায় দুটো ছেলে দড়ি নিয়ে লাফাচ্ছে।

* * *

বহু বছর পরে এই প্রথম গিডিয়নের হঠাৎ মনে হল কারওয়েলের সবকিছুরই গতি যেন শুদ্ধ হয়ে এসেছে। আজ আর গিডিয়নের মনে নেই অতীতের সেই সব রঙীন আশা। গিডিয়ন যেদিন ফিরল তার পরদিন ব্রাদার পিটার তার বাড়ীর দিকে আসবার সময় দেখতে পেলেন গিডিয়ন জানুর ওপর কনুই রেখে ও হাতের মধ্যে মুখ ঢেকে গাড়ী-বারান্দার একপ্রান্তে ব'সে রয়েছে। মার্কাস জানাল—"এরকম ভাবে

ঘণ্টার পর ঘণ্টা ব'সে আছেন।" গিডিয়ন ব্রাদার পিটারকে অভ্যর্থনা জানাল।

ব্রাদার পিটার বললেন—"তুমি কি খুব ক্লান্ত হয়েছ, গিডিয়ন?"

"হুঁ।"

ব্রাদার পিটার এসে গিডিয়নের পাশে বসলেন। গাড়ীবারান্দার একটা থামে তাঁর ছড়িটা হেলান দিয়ে রাখলেন। ইদানিং এই ছড়িটা তিনি ব্যবহার করছেন। ছড়িটার পাশে রাখলেন তাঁর কালো রঙের বড় টুপিটা। তারপর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে তিনি পা দুটো ছড়িয়ে দিয়ে বললেন, "অনেকখানি রাস্তা! আগের মত আজকাল আর সেরকম জোরে হাঁটতে পারিনা।"

"কিন্তু আমিত দেখি আপনি ঠিক সেই আগের মতই আছেন।"

"না—না, ঠিক সেই আগের মত নয়, গিডিয়ন।"

গিডিয়ন আর উত্তর দিল না। রাসেল গাড়ীবারান্দায় আসতেই ব্রাদার পিটার উঠে দাড়াতে গেলেন। "না—না, উঠছেন কেন বসুন না। আপনাকে দেখে সত্যই ভারি খুসি হয়েছি।"

"ধন্যবাদ, বোনটি।"

"রাত্রে খেয়ে যাবেন কিন্তু।"

"তুমি যদি বল তাহলে 'না' বলতে পারব না। বুড়োর ওপর তোমার যে নজর আছে তাতেই ধন্যবাদ দিচ্ছি।"

গিডিয়ন অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে বসেছিল। রাসেল একবার আড়চোখে তাকে দেখে নিল। ব্রাদার পিটারও তাতে মাথাটা নাড়লেন। তারপর বারান্দার প্রান্তে তিনি আবার ব'সে পড়লেন। রাসেল একটু দাঁড়িয়ে কি ভাবল, তারপর বাড়ীর মধ্যে চ'লে গেল। "রাসেল সত্যই ভাল মেয়ে। এক টেবিলে ব'সে তার হাতের রান্না

খেতে আমার সত্যই খুব ভাল লাগে। গিডিয়ন, তুমি যখন ওয়াশিংটনে ছিলে তখন আমার ভাগ্যে সেরকম খাওয়ার সুযোগ ঘটেনি।"

"তা বটে।"

এক মুহূর্ত পরে ব্রাদার পিটার আবার বললেন, "গিডিয়ন, চুপ ক'রে আছ কেন? কথা বলা মানসিক স্বাস্থ্যের পক্ষে ভাল। কথা ব'লে মনের উত্তেজনা কাটাবে। চার্লসটনের ব্যাপারটা কি খুব খারাপ হয়েছে?"

"খারাপের মতই।"

"কি রকম খারাপ হল, গিডিয়ন? আমি ত বুঝি না যে, কোনও জিনিষ সাংঘাতিক খারাপ হতে পারে। সেই সর্বময় প্রভু সবকিছু তিলে তিলে দেন আবার তিনিই সবকিছু তিলে তিলে কেড়ে নেন। তোমার ত কোন বিশ্বাস নেই, গিডিয়ন।"

ম্লান হেসে গিডিয়ন বলল—"এটা বিশ্বাসের বিষয় হলে সুখীই হতাম।"

"কেন? মানুষ যখন পৃথিবীতে আসে সঙ্গে তার কিছু থাকে না; আবার যখন পৃথিবী ছেড়ে চ'লে যায় তখন কিছুই নিয়ে যায় না। মানুষের এই আসা যাওয়া দেখলেই কল্যাণময় ভগবানের অস্তিত্ব ও ন্যায় বিচারের প্রমাণ পাবে। ভগবান সম্বন্ধে আর কোনও কথা আমি বলতে চাই না। তোমার ভগবৎ-বিশ্বাসী হওয়ার আশা আমি বহুদিন আগেই ত্যাগ করেছি। গিডিয়ন, শক্তিমান পুরুষ তুমি কিন্তু তোমার ভগবৎ-বিশ্বাস থাকলে সে শক্তি আরও বেড়ে যেত। সে যাক্। মানুষের সম্বন্ধেই আমি তোমার সঙ্গে কথা বলব। ভগবানের কথা ছেড়ে দিলেও তিনি কিছু মনে করবেন না। মানুষের ওপরই কি তোমার সকল বিশ্বাস, গিডিয়ন?"

"মানুষকে বিশ্বাস……………"

"দ্বিধা কেন, গিডিয়ন ?"

গিডিয়ন চিন্তামগ্ন দৃষ্টিতে সেই বৃদ্ধের দিকে তাকাল। ব্রাদার পিটার তাঁর কালো রঙের লম্বা টুপিটা থেকে ধুলো ঝেড়ে ফেললেন। চার বছর আগে এক প্রার্থনা সভায় তিনি এটা উপহার পেয়েছিলেন। বৃষ্টিবাদল ছাড়া সব সময় তিনি এটা ব্যবহার ক'রে আসছেন তবুও এটা দেখতে নতুনই আছে।

গিডিয়ন বলল—"ইচ্ছে ত হয় মানুষকে বিশ্বাস করি কিন্তু কেন জানি না—"

"তোমার একি হল গিডিয়ন ? নিজের পাপের বোঝা মাথায় নিয়ে এই মানুষই নিগ্রো ক্রীতদাস থেকে স্বাধীন মানুষ হয়েছে।"

"আবার তাদের ক্রীতদাস হতে হবে"

"তুমি তাই মনে কর নাকি ? মনে কর এখানকার আমরা সকলে মারা গেলাম। সে রকম অবস্থায় তুমি কি ভাবতেই পার না যে, অতীতের কোনও জিনিষ আর অবশিষ্ট থাকবে ? তুমি কি মনে কর যে, ভগবানের জয়গান আর মানুষ করবে না ?"

গিডিয়ন কিছুই বলল না। সন্ধ্যা ঘনিয়ে এল ; সূর্যও অস্ত গেল। মার্কাস মাঠ থেকে ফিরে এল। দুজনার ওপর একবার দৃষ্টি ফেলে সে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করল। শেষে গিডিয়ন বলল—"শীঘ্রই খাওয়ার জন্য ডাক পড়বে, ব্রাদার পিটার।"

"তা জানি। আমার খিদেও আছে। শুধু হেঁটে এই বয়সেও এই খিদেটুকু আমি বজায় রেখেছি। ভাই, ভিতরে যাও, আমি একটু পরেই যাচ্ছি।"

গিড়িয়ন উঠে দাঁড়াল এবং ঘরের মধ্যে চলে গেল। জেফ্ রান্নাঘরে

হাত ধুয়ে ব'সে আছে। রাসেল বলল—"গিডিয়ন, ব্রাদার পিটারকে খেয়ে যেতে বলেছি।"

"জানি।"

জেফ্ রান্নাঘর থেকে উঠে গেল। রাসেল গিডিয়নের দিকে ফিরে একমুহূর্তের জন্য তাকে দেখে নিল, তারপর তার কাছে গিয়ে ডাকল—"গিডিয়ন।"

"বল।"

গিডিয়নের জামায় একটা টান দিয়ে রাসেল নিজের হাতখানা তার হাতে বুলিয়ে বলল, "গিডিয়ন, আমি সবকিছু সহ্য করতে পারি কিন্তু তোমার দুঃখ আমি সহ্য করতে পারি না। আমার প্রয়োজন হয়ত দিন দিন ফুরিয়ে আসছে তবুও তোমার মনোকষ্ট আমি আর সহ্য করতে পারি না।"

গিডিয়ন রাসেলকে দুহাতের মধ্যে টেনে নিয়ে বুকের কাছে চেপে ধরল। নিবিড় আলিঙ্গনে রাসেলর বুক থেকে বেরিয়ে এল অনেক দিনের বেদনারুদ্ধ এক দীর্ঘশ্বাস। গিডিয়ন রাসেলকে ছেড়ে দিল না; যেন কোন মর্মন্তিক বেদনাঘাতে মরিয়া হয়ে তাকে জোরে বুকে চেপে রাখল। আবেকরুদ্ধ কণ্ঠে রাসেল বলল, "গিডিয়ন, সত্যিই আর সহ্য করতে পারি না।"

"রাসেল আমার, আমার রাসেল।"

"গিডিয়ন, তুমি হাসছ?"

গিডিয়ন রাসেলের দিকে তাকিয়ে একটু হাসল। রাসেল গিডিয়নের বুকে হেলান দিয়ে আচ্ছন্নের মত দাঁড়িয়ে রইল আর আঙ্গুলের মধ্যে তার সার্টটা নিয়ে ভাঁজ করতে লাগল।

পরেরদিন সকাল। হ্যানিবল ওয়াশিংটন নতুন বাড়ীটাতে ইঁট

দিয়ে চুল্লী তৈরী করছিল। গিডিয়ন জেফ্ ও এলেনকে নিয়ে তাই দেখাচ্ছিল। এবনার লেট্ সেই সময় সহর থেকে ফিরছিলেন। ঘোড়ার লাগাম ছেড়ে তিনি গাড়ী থেকে নেমে গিডিয়নের কাছে এলেন।

হ্যানিবল ওয়াশিংটনকে তিনি প্রশ্ন করলেন, "চুণবালির গাঁথুনি শিখলে কোথা থেকে ?"

"বাবার কাছ থেকে শিখেছি। আমার বাবাই ত ঐ বড় বাড়ীটার ধোঁয়া বেরুবার সাতটা নল তৈরী ক'রে দিয়েছিলেন।"

"ঠিক বলছিস্ ত ?"

হ্যানিবল জবাব দিল, "সত্যি বলছি। অবশ্য, সে আজ অনেক দিনের কথা।"

"কবে ঐ বড় বাড়ীটা তৈরী হয়েছিল ?"

"তা অন্তত পঞ্চাশ বছর হবে।"

এবার গিডিয়নের জামার হাতাটা ধ'রে এবনার বললেন—"মনে হচ্ছে যেন কত যুগ কাটিয়ে আসছি।"

গিডিয়ন তাঁর সঙ্গে হাঁটতে হাঁটতে গাড়ীর পিছনে চ'লে গেল।

এবনার বললেন—"গিডিয়ন, আমি সহর থেকে ফিরছি। এখন দেখছি তোমার কথাই সত্যি হল। প্রেসিডেণ্ট সেই নচ্ছার বুড়ো ওয়েড হাম্পটনের সঙ্গে চুক্তি করেছেন। কলম্বিয়া থেকে সৈন্যদল সরিয়ে নেবার আদেশ দেওয়া হয়েছে। আগামী দশই এপ্রিল তারা ট্রেণে ক'রে উত্তরাঞ্চলের দিকে যাত্রা করছে।"

"কে বলল ?"

"খবরের কাগজে চোখ বুলালেই দেখতে পাবে", বললেন এবনার লেট্। তিনি গাড়ীর কাছে এসে ভিতর থেকে একখানা খবরের

কাগজ টেনে বার করলেন এবং বড় বড় অক্ষরে লেখা এই সংবাদটা দেখিয়ে দিলেন—"**মুক্তি যুদ্ধে দক্ষিণাঞ্চলের দ্বিতীয় জয়।**" তারপর তিনি বললেন, "এখানেই মিলবে সমস্ত ঘটনা। সহরে নানান রকমের গল্প চলছে। জ্যাসন হুগার সামরিক পোষাকে কলম্বিয়ার রাস্তায় সাঙ্গপাঙ্গদের সঙ্গে নিয়ে জয়োল্লাসে সগর্বে মার্চ ক'রে চলেছে। তুমি গোলমাল করতে মানা ক'রে দিয়েছিলে বলেই আমি নিঃশব্দে সেই কুকুরের বাচ্চা হুগারকে দেখে এলাম। যুদ্ধ সে কোথায় করবে? যুদ্ধক্ষেত্রের অনেক নরককুণ্ডেই আমি ছিলাম কিন্তু হুগার নামে আর কাউকে কখনও দেখিনি।"

লেখার সারিগুলো আঙুল দিয়ে ঠিক রেখে গিডিয়ন ভয়ব্যাকুল মনে তাড়াতাড়ি প'ড়ে গেল—"গভর্ণরের সঙ্গে পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতে প্রেসিডেণ্ট এমন এক আদেশে দস্তখত করিয়াছেন যাহা পরিণামে দক্ষিণাঞ্চলে গণতন্ত্র ও আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার প্রতিষ্ঠা করিবে। দক্ষিণাঞ্চল হইতে কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্টের শেষ সৈন্যদল দশই এপ্রিল তারিখে অপসরণ করা হইবে—"

"মচ্ছব হতে চলেছে হে", বিড়বিড় ক'রে বললেন এবনার লেট্।

"কি?"

"তুমি জান, গিডিয়ন, আমার ঠাকুরদা' এতদিনে পশ্চিমে চ'লে যেতেন। বৃদ্ধ ড্যান বুনি এখানে এসে তাঁকে কেণ্টাকিতে যাবার জন্য অনুরোধ করলেন। ঠাকুরদা জানালেন যে, ওসব নরকে তিনি যেতে পারবেন না। আমি চাই—তিনি কেণ্টাকি অথবা ইলিনিয়সে চলে যান। এই অভিশপ্ত দেশ থেকে তাঁর চলে যাওয়া দরকার। আমার ইচ্ছে যে, তিনি প্রশান্ত মহাসাগরের উপকূলে গিয়ে থাকুন।"

অদূরে এলেন দাঁড়িয়েছিল। তার দিকে মাথা নেড়ে গিডিয়ন বলল—"চুপ করুন, এবনার, চুপ করুন।" হ্যানিবল ওয়াশিংটন ও জেফ্ অদূরে দাঁড়িয়ে তাদের দিকেই তাকিয়েছিল।

"গিডিয়ন, তুমি এখন কি করবে?"

"আজ ত ছ' তারিখ। হাতে আমাদের আর চার দিন আছে। আমি কলম্বিয়ায় যাচ্ছি। সেখানে কি করব আমি জানি না। কিছু একটা করতে আমি চেষ্টা করব।"

* * *

কলম্বিয়ার সাম্টার ষ্ট্রীটে ওয়েষ্টার্ণ ইউনিয়ন অফিসে গিডিয়ন টেলিগ্রামটা লিখে কেরাণীর হাতে দিল। কেরাণী উনিশ বছরের একটি ছেলে। ব্রণতে ভর্তি তার মুখখানা।

গিডিয়ন বলল—"এটা প'ড়ে আমাকে শোনান।" বালকটি তার মুখের দিকে তাকাল। কিন্তু নড়বার চড়বার চেষ্টাও করল না।

"এটা একবার পড়ে দেখতে বলছি, ভাই।"

বালকটি পড়ল :—

রাদারফোর্ড হেইস্

হোয়াইট হাউস

ওয়াশিংটন ডি. সি

মিষ্টার প্রেসিডেন্ট, আপনাকে অনুরোধ করিতেছি যে, আপনি কলম্বিয়া হইতে কেন্দ্রীয় সৈন্যবাহিনীর অপসারণে বিলম্ব ঘটান। নিগ্রো ও দরিদ্র শ্বেতাঙ্গদের মিলিত রক্ষীবাহিনী ভাঙ্গিয়া দেওয়াতে পুনর্গঠনের পক্ষের শক্তিসমূহ কেন্দ্রীয় রক্ষাব্যবস্থার উপর নির্ভরশীল ছিল। চারিদিকে সন্ত্রাস ও দাঙ্গার আশঙ্কা করিতেছি। এখানে রিপাবলিকান পার্টির বিশ্বস্ত সদস্যরা ভাবিতেই পারে না যে, ইউনিয়নপন্থীদের

এমনভাবে পরিত্যাগ করা হইবে। আপনার সাহায্য ও সহানুভূতি প্রার্থনা করি।

গিডিয়ন জ্যাকসন
দক্ষিণ ক্যারোলিনার প্রতিনিধি।

"কত খরচ পড়ছে?" গিডিয়ন জিজ্ঞাসা করল।

বালকটি একটু ইতস্তত ক'রে বলল—"দশ ডলার।"

গিডিয়ন এক মুহূর্ত তার দিকে তাকাল এবং দশ ডলার দিয়ে চলে গেল। বালকটি বার্তা-প্রেরকের নিকট গিয়ে গর্ব সহকারে বলল—"টেলিগ্রামের জন্য কত খরচ পড়বে জিজ্ঞাসা করতে এসেছে এমন নিগ্রো ত আগে কখনও দেখিনি।"

"লোকটা কত দিল?"

"দশ ডলার।"

"ছিঁড়ে ফেলছিস্ যে! শূয়ার, এখানে রাখ্।"

বালকটি টেলিগ্রামটা দিলে বার্তা-প্রেরক একবার সবটা দেখে শিষ দিয়ে যত্নসহকারে প'ড়ে নিল।

"কে তোকে এটা দিল?"

"ইয়া বড় একটা নিগ্রো।"

"আচ্ছা। এখন তুই এটা নিয়ে বিচারক ক্লেটনের কাছে যা। আমি পাঠাব কি না জিজ্ঞাসা ক'রে আয়। কিন্তু দেখিস্, একটা কথাও যেন কাউকে বলিস্নে।"

প্রায় কুড়ি মিনিট পরে ছেলেটা ফিরে এল।

"বিচারক টেলিগ্রামটা রেখে আমাকে একটা ডলার দিলেন।"

"কাউকে বলিস্নি ত?"

"বিচারকও আমাদের কাউকে কিছু বলতে বারণ ক'রে দিয়েছেন। তিনি সমস্ত বিষয়টার কারণ অনুসন্ধান করবেন।"

টেলিগ্রাম অফিস থেকে গিডিয়ন কেন্দ্রীয় সৈন্যবাহিনীর অধিনায়ক কর্ণেল জে. এল. উইলিয়মসের সঙ্গে দেখা করতে গেল। কর্ণেল সেদিন খুব ব্যস্ত থাকায় প্রায় দেড় ঘণ্টা পরে গিডিয়ন তাঁর সঙ্গে দেখা করার অনুমতি পেল। কর্ণেল বললেন—"প্রতিনিধি, আমি অত্যন্ত দুঃখিত। দক্ষিণাঞ্চলের সবাই আজ আমার সঙ্গে দেখা করতে চায়।"

মাথ নেড়ে গিডিয়ন বলল—"তা আমি জানি। কিন্তু আমার বক্তব্য বিষয়টা সম্পূর্ণ আলাদা। আজকে প্রেসিডেন্টের কাছে যে টেলিগ্রামটা পাঠিয়েছি এটা তার নকল। দু'দশ দিনের মধ্যেই একটা উত্তর নিশ্চয়ই আসবে। যে পর্যন্ত সেটা না আসছে সে পর্যন্ত আপনি সৈন্যদের যাত্রার আদেশ দেবেন না।"

কর্ণেল টেলিগ্রামটা পড়লেন, তারপর মাথা নেড়ে বললেন—"কিন্তু আমাকে যে আদেশ—"

"গিডিয়ন বলল—"আমি জানি, কর্ণেল, আপনার ওপর আদেশ আছে। ব্যক্তিগত অনুগ্রহ চাইতে আমি আসিনি। অসংখ্য মানুষের জীবনমৃত্যু নির্ভর করছে এ বিষয়টার ওপর।"

কর্ণেল জানালেন—"আমি এ ক্ষেত্রে কিছুই করতে পারি না। সত্যই আমি অত্যন্ত দুঃখিত।"

"আপনার সৈন্যবাহিনী চ'লে যাবার পর এখানে কি ঘটবে আপনি কি জানেন?"

কর্ণেল বললেন—"যাই কিছু ঘটুক না কেন আমাকে আদেশ পালন করতে হবে। এ অঞ্চলের সর্বাধিনায়ক জেনারেল হেম্পটনের কাছে আপনি যদি এ বিষয়টা তোলেন—"

গিডিয়ন বলল—"তাতে কোনও লাভ হবে না। তিনিও কিছুই করবেন না। সামরিক আদেশের কি অর্থ আমার জানা আছে, কর্ণেল। আমিও একদিন সৈন্যবাহিনীতে ছিলাম।"

"তাহলে কোনও কিছু'তেই আর লাভ হবে না।"

"আপনি কি বিশ্বাস করতে পারছেন না যে, প্রেসিডেণ্ট আমার টেলিগ্রামটা অগ্রাহ্য করতে পারেন না?"

"বিশ্বাস করলে আমাকে সামরিক বিচারালয়ে বিচার ক'রে দণ্ড দেওয়া হবে।"

"ওয়াশিংটনে আমার নিজের একটু প্রতিপত্তি আছে।"

এবার কর্ণেল কণ্ঠস্বর একটু চড়িয়ে বললেন—"ওসব কথা কেন বার বার বলছেন। আমি কিছু করতে পারব না। কিছু করার শত ইচ্ছে থাকলেও, বিশ্বাস করুন, আমি তা করতে পারব না। আপনি কি বিশ্বাস করেন না যে, সব জিনিষ দেখার মত আমারও চোখ আছে? কিন্তু আমি ত একজন রাজনীতিবিদ্ নই, আমি একজন সৈনিক।"

ভাবী বিপদের আশঙ্কায় যেন স্তব্ধ হয়ে এল গিডিয়নের হৃদ্‌পিণ্ডের স্পন্দন; নিস্পন্দ হয়ে মুহূর্তের জন্য সে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর সে ঈষৎ মাথা নেড়ে বলল—"আপনাকে শুধু বিরক্ত করলাম ব'লে আমি দুঃখিত।"

"আমিও কিছু করতে পারলাম না বলে দুঃখিত।" বললেন কর্ণেল।

এরপর গিডিয়ন চ'লে গেল।

দশ তারিখ পর্যন্ত গিডিয়ন কলম্বিয়াতেই রইল। এ ক'দিন সে বার বার টেলিগ্রাফ অফিসে যাতায়াত করেছে। ন' তারিখে সে আবার একটা তার করল। দশ তারিখে সে দেখল সৈন্যদল মার্চ ক'রে

ট্রেণে গিয়ে উঠল। আশা করার আর কিছুই থাকল না। গিডিয়নও কারওয়েলে ফিরে এল।

* * * * *

পনেরই এপ্রিলের অপরাহ্ণ। কারওয়েলের লোকেরা হঠাৎ একটা স্ত্রীলোকের করুণ ক্রন্দন শুনতে পেল। তার সেই তীব্র তীক্ষ্ণ আর্তনাদ ম্লান অপরাহ্নের বুক চিরে কারওয়েলের সর্বাঞ্চলে প্রতিধ্বনিত হল। বিভিন্ন দিক থেকে ছুটে এল অসংখ্য লোক। একটা ভীত-সন্ত্রস্ত বালক বনের মধ্যে দিয়ে ছুটে আসছে আর হাঁপাতে হাঁপাতে বলছে—"ঘোড়ায় ক'রে সেই লোকটা আবার এসেছে।" বালকটির নাম জুডি হেল। লোকেরাও বালকটার পিছনে পিছনে তার বাবার খামারে এসে হাজির হল। তার বাবা জেকি হেল একজন নিগ্রো এবং বেশ সুস্থ সবল। হেল একজন সাদাসিধে সংসারী লোক; তুলোর চাষ থেকে এ অঞ্চলে সকলের চেয়ে সে বেশী কামায়। খামারে এসে তারা দেখল জেকির স্ত্রী যেণী হেল পাগলের মত চীৎকার ক'রে কাঁদছে। অদূরে একটা ঘোড়ার গাড়ী দাঁড়িয়ে আছে। তার ভিতরে চোখ পড়তেই তারা মুখ ফিরাল।

বিক্ষিপ্ত কথা থেকে তারা সমস্ত ঘটনার একটা বিবরণ পেল। জেকি হেলের একটা ছেলে সবেমাত্র দশ বছরে পড়েছে। তার জন্য একটা উপহার ও নতুন জুতো কিনতে জেকি সহরে গিয়েছিল। ফিরবার পথে সে ধীরে ধীরে গাড়ী চালিয়ে আসছিল। বসন্তের অপরাহ্ণ। প্রকৃতির রাজ্যে বৈচিত্র্যের সমারোহ; স্বভাবতই সে এসব উপভোগ করতে করতে আসছিল। আবহাওয়া গরম থাকলে হেল সাধারণত ঘোড়াকে জোরে ছুটায় না।

সহর থেকে ফিরবার পথে একস্থানে তার সেই মন্থর-গতি গাড়ীতে

একটা লোক উঠে পড়ে এবং জেকি হেলের মাথা লক্ষ্য ক'রে দোনালা বন্দুকে গুলি চালায়। গুলির শব্দে ঘোড়া জোরে ছুটতে আরম্ভ করে এবং জেকি গাড়ীর মধ্যে লুটিয়ে পড়ে। ঘোড়াটা ছুটতে ছুটতে খামারে এলে ফ্রেনী হেল গাড়ীটা দেখতে আসে। গাড়ীর ভিতর মৃত স্বামীর ক্ষত-বিক্ষত দেহটা দেখে সে শিউরে ওঠে। এটা সে খুব স্পষ্টই বুঝতে পারে যে খুব কাছ থেকে একে গুলি করা হয়েছে।

জেকি হেলকে তারা কবর দিল। এই ঘটনার পর থেকেই কারওয়েলের লোকেরা গত ন' বছরের মধ্যে এই প্রথম কাঁধে বন্দুক ঝুলিয়ে কাজে কর্মে যেতে লাগল।

১০

১৮৭৭ সালের ১৮ই এপ্রিলের সকাল। কারওয়েলের উপত্যকায় নেমে এসেছে ঘন কুয়াশার আবরণ। সাইপ্রেস গাছগুলি কুয়াশায় যেন দুগ্ধস্নাত হয়ে উঠেছে। সারারাত্রির শিকারে ক্লান্ত চারটে কুকুর ধীরে ধীরে পাইনবনের মধ্যে দিয়ে ফিরছে ঘরে। পথে প্রান্তরে পাখীরা সব গানের মহোৎসব বসিয়েছে; মূল গায়েন কাকের দল কা—কা রবে উষ'কে অভ্যর্থনা জানাচ্ছে। খামারে খামারে লোকেরা সকাল হবার আগেই এসে উপস্থিত হয়েছে। গরু দুহান প্রভৃতি কাজের মধ্যে আজকেও তাদের মনে সেই সব চিন্তার উদয় হচ্ছে যা চিরকাল হয়ে আসছে। দিনটা ভাল যাবে কি না, নেলী গাইটা দুধের বালতিটা লাথি মেরে ফেলে দেয় না যেন, কুকুরটা শূন্য আস্ফালনে কি ক্লান্ত হয় না, প্রত্যেক সকালেই ত শোনা যায় কাকের ডাক কিন্তু তবুও কত মধুর লাগে, আজকে সকালে রুটির সঙ্গে শূকরের মাংস না ভাজা মুরগীর ছানা পাতে পড়বে, রুগ্ন বাছুরটার কি বমি বন্ধ হবে না, পিঠের শিরদাড়ায় সেই বাতের বেদনা আবার দেখা দিয়েছে—এসব চিন্তা আগেও এসেছে, আজকেও এল তাদের মনে। একটুও জটিলতা নেই এই সব ভাবনায়। বিশেষ প্রয়োজনীয় না হলেও এগুলো একেবারে অপ্রয়োজনীয় নয়। এতক্ষণ পর্বতে রুদ্ধ হয়েছিল সূর্যের শুভাগমন। হঠাৎ পর্বত-শৃঙ্গের ওপর থেকে নেমে এল সোনালি আলোর জোয়ার। পর্বতের এক দিকে আলো পড়লে অন্যদিকে ছায়া পড়ে। যে কুয়াশায় আচ্ছন্ন হয়েছিল উপত্যকা সমূহ, সূর্যালোকে তা ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল এবং ধীরে ধীরে অপসৃত হয়ে দূরের জলাভূমির উপর কেন্দ্রীভূত হল। বিভিন্ন ধরণের সাপ সূর্যদেবকে জানাল কৃতজ্ঞতা এবং ধীরে ধীরে বুকে

সেঁটে রোদ পোহাতে এল; অসংখ্য কচ্ছপ রোদে বেরিয়ে এল। খরগোসগুলো সিয়াকুল গাছের ঘন ঝোপের মধ্যে গিয়ে লুকাল। কাঠবিড়ালিরা বাদামগাছে ওঠানামা করছে, হরিণগুলো শুয়ে পড়ে বিশ্রাম করার জন্য জঙ্গলের মধ্যে স'রে গেল।

সকালবেলার কাজ সেরে এসে লোকেরা প্রাতরাশে বসল। গরম কেক, কড়ায় সাঁকা রুটি, ঝোলাগুড়, ঠাণ্ডা সাদা মাখন, শূকরের মাংস, যব বা গমের ছাতু, ডিম, কখনও মুরগীর মাংস অথবা ভাজা মাছ, বেশ ঘন ঘোল, দুধ ও আলুভাজা—এই খাবারগুলোর যে কোনও দুচারটা নিয়ে কারওয়েলের লোকেদের প্রাতরাশ হয়। দুতিন ঘণ্টা পরিশ্রমের পর এ কটা খাবার খুব বেশী নয়। কিছুক্ষণ পরেই ইস্কুলের ঘণ্টা বাজিয়ে ডাক দেওয়া হয়। ছেলেমেয়েরা রাস্তাঘাট না মেনে দৌড় দেয়। সকাল আটটায় ওদের দেহে আসে যেন জীবনের জোয়ার; চষা মাঠের মাটিতে ডুবে যায় ওদের পা, তবুও ওরা দৌড়ায়। পাহাড়ের পাশ দিয়ে দৌড়াবার সময় আবার ওরা একটু লুকোচুরি খেলে নেয়। পাইন বনের মধ্যে দিয়ে যেতে যেতে তারা পাইন ফল নিয়ে ছোড়াছুড়ি করে। তাদের দুষ্টুমি কখন কোন দিকে এবং কিরূপভাবে দেখা দেবে—এই ছিল বেঞ্জামিন উইনথ্রোপের মস্ত ভাবনা। তাই প্রতিদিন তাঁকে দেখাতে হয় দুঃসাহসিকতা। ইস্কুলের ঘণ্টা নেড়ে তিনি নিজে থেকেই যেন একটু উৎসাহ পেতে চান এবং সেই সঙ্গে এই তত্ত্বকথাও শোনান যে সুশীল শান্ত ছেলেদের পড়াতে কাউকেই বেগ পেতে হয় না। ফ্রাঙ্ক কার্সনের ষোল বছরের মেয়েটা সমস্ত দিন তাঁর দিকে চেয়ে থাকে। ভয়ের সামান্যতম প্রকাশও থাকে না তার নীল সুগোল চোখের দৃষ্টিতে। উইনথ্রোপের মনে পড়ে তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের কত কথা। একটা ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তাঁকে কারওয়েলে

পাঠাবার সময় ব'লে দিয়েছিল যে এ কাজ করলে ভগবানের সেবা করা হবে। কয়েক মাস পরে তিনি সত্য সত্যই উপলব্ধি করলেন কেন ভগবান তাঁর ওপর এ দায়িত্ব অর্পণ করেছেন। হ্যানিবল ওয়াশিংটনের ছেলে, এবনার লেটের মেয়ে ও আরও দুতিনটি ছেলেমেয়ে ছাত্রছাত্রী হিসেবে তাঁর কাছে রত্ন বিশেষ ছিল। এদের ওপরই ছিল তাঁর সকল আশা ও ভরসা। আজকে তিনি উচু ক্লাসের ছেলেমেয়েদের এমার্সন পড়াবেন। ইস্কুলের সামনে এসে তিনি দাড়ালেন। অদূরে ছোট ছেলেমেয়েরা খেলাধূলা করছে। তাঁর কানে আসছে তাদের কলরব। তিনি সুরু করলেন—"এমার্সন—" তাঁর দৃষ্টি দূরের রৌদ্র-স্নাত মাঠে ও জঙ্গলের দিকে প্রসারিত। "এমার্সন"—এই একটা কথার মধ্যে দিয়ে ব্যক্ত হল তাঁর মনে দৃঢ়তা আনার আকুল প্রয়াস!

প্রাতরাশ করবার সময় গিডিয়ন মার্কাসের সঙ্গে কথা বলতে বলতে ভাবছে মানুষের এই দেহযন্ত্র কত সহজেই না সকল অবস্থার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেয়, কত সহজেই না অস্বাভাবিক হয়ে ওঠে স্বাভাবিক। মানুষের এই দেহে যা সহাবে তাই সহে যায়। মার্কাসকে সে বলছিল—

"এবার আর এক একর জমিতে তুলোর চাষ না ক'রে তামাকের চাষ করব।" সমস্ত বাস্তব অবস্থা বুঝেই যেন গিডিয়ন কথাগুলো বলছে। সম্মুখের দরজার বাজুতে দুটো রাইফেল ঝুলছে, লোকেদের যাত্রার অপেক্ষায় তারা।

"এ অঞ্চলে তামাকের চাষ হবে না।"

গিডিয়ন বলল—"তা জানি কিন্তু আমাদের চাষেও তামাকের বেশ বড় বড় পাতা হয়। স্বীকার করি ভার্জিনিয়া বা পিড্মণ্ট এর মত আমাদের তামাক হয় না কিন্তু বিক্রী করা যেতে পারে। সিগারেট

নামে তামাকের যে নতুন জিনিষ বেরিয়েছে তাতে ধূমপান বেড়ে যাবে।"

"তামাকের চাষ করলে জমির ক্ষতি হবে।"

"তুলোর চাষেও ক্ষতি হবে। ফসলের পরিবর্তন না করলে বা জমি কিছুদিনের জন্য পতিত না রাখলে জমির উৎপাদিকা শক্তি ক'মে যায়। বহু বছর ধ'রে আমি এই একই কথা ব'লে আসছি।"

রাসেল বলল—"চাষবাস যদি আমার হাতে থাকত আমি তাহলে ভুট্টার চাষ করতাম।"

"পশু-পালন ত আর আমাদের পেশা নয়।"

"তোমার ঠাকুরদা যা করেছিলেন তুমি তাই করবে?"

জেনি বলল—"আজ বিকালে আমার কিছু কেনাকাটা করতে যাবার ইচ্ছে আছে।"

"কোথায়? সহরে?"

"হুঁ।"

মার্কাস শুধু মাথা নাড়াল।

"কেন?"

গিডিয়ন জেনিকে বলল—"এই সপ্তাহেই দু এক দিন পরে অনেক লোক সহরে যাবে।"

"আজকের দিনটাও ত বেশ ভাল।"

মার্কাস বলল—"কিন্তু আজকে তোকে বাড়ী থাকতে হবে, বুঝলি?"

"তোমার আদেশ আমি শুনতে আসিনি। তুমি বললেই যে আমাকে থাকতে হবে এমন অধীন তোমার আমি নই।"

"না, তুই যেতে পাবি না।"

জেনি কাঁদতে লাগল। এলেন তার পাশেই বসেছিল। জেনির

হাতটা ধ'রে সে সান্ত্বনা দিল। গিডিয়ন উঠে পড়ল এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই উঠল মার্কাস। ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার সময় গিডিয়ন একবার রাইফেলগুলোর দিকে তাকাল, তারপর সামান্য ইতস্তত ক'রে একটা রাইফেল তুলে নিয়ে বাইরে বেরিয়ে গেল।

বেলা তখন দশটা। জেফ্ মেরিয়ন জেফার্সনের বাড়ীতে এল। জেফার্সনের স্ত্রী লুইসীর সমস্ত হাতে ফোড়া হয়েছে। খুব সাংঘাতিক কিছু না হলেও ফোড়াগুলোর জন্য তিনি অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করছেন এবং তার ফলে রাত্রিতেও তাঁর ঘুম হয় না। জেফ্ তাঁকে একটা ঠাণ্ডা মলম দিয়ে বাইরের বারান্দায় এসে দাঁড়াল। মেরিয়নও এসে হাজির হল। সময়টা কাটবে মন্দ নয়। ছেলেবেলায় মেরিয়ন ছিল জেফের অত্যন্ত প্রিয় সহচর। ছোটবেলার সঙ্গী সেই জেফ্ আজ ডাক্তার; মেরিয়নের কাছে আজ সে দেবতা! নানান রকমের গল্প সুরু হয়ে গেল। হঠাৎ দূরে ট্রুপারকে তার বাড়ী থেকে দৌড়ে আসতে দেখা গেল। হাঁপাতে হাঁপাতে এসে সে থামল; তারপর একটা ঢোক গিলে সে বলল—

"জেফ্, এই মাত্র দেখে এলাম জ্যাসন হুগার আর শেরিফ বেণ্টলি তোমার বাবার বাড়ীর দিকে যাচ্ছে। আমি পাহাড়ের ওপর দাঁড়িয়েছিলাম। আমি ভগবানের নামে হলফ্ করে বলতে পারি যে, শেরিফের গাড়ীটা চিনতে আমার একটুও ভুল হয়নি। অপরজন যে জ্যাসন হুগার তাও আমি শপথ ক'রে বলতে পারি।"

জেফ্ আশ্বাস দিয়ে বলল—"এতে ভয় পাবার ত কিছু নেই।"

মেরিয়ন বলল—"হয়ত নেই আবার হয়ত আছে। চল তোমার গাড়ীতে আমরাও যাই।" রাইফেল নেবার জন্য সে ঘরে ঢুকল। তার স্ত্রী তাই দেখে ভয় পেয়ে বললেন—"ব্যাপারটা কি? কি করতে

চলেছ ?" একটু হেসে সে জবাব দিল—"কিছু না। শেরিফ গিডিয়নের বাড়ী গেছে কিনা জানতে চলেছি।"

"মেরিয়ন, নিজেদের জ্বালায় ত মরছি আর কোনও গণ্ডগোল করোনা।"

"জ্বালায় যে মরছি তা জানি। তবে এতে একটুও গণ্ডগোল হবে না। সে যাই হোক্, আমি বরং বলি তুমি একবার এবনার লেটের বাড়ী গিয়ে তাকে বল যে, শেরিফ গিডিয়নের বাড়ীতে এসেছে।"

প্রাতরাশ সেরে চ'লে আসবার পর গিডিয়ন ও মার্কাস এতক্ষণ একটা বড় পাইন গাছ কাটার কাজে ব্যস্ত ছিল। গাছটার গোড়া খুঁড়ে ও নরম শিকড়গুলো কেটে গাছটাকে তারা ফেলল। সকাল বেলার ঠাণ্ডা আমেজ তখনও কাটেনি। এই সময় এমন একটা কাজে চিত্তের সুস্থতা বজায় থাকে। হাতে কুড়ুল নিয়ে মনের বহুদিনের রুদ্ধ ক্রোধ যত সহজে প্রকাশ করা যায় এমন আর কিছুতে যায় না। অচেতন বস্তু ত আর কথা ব'লে অভিযোগ জানাতে পারে না! গাছ কেটে ওরা সমস্ত বসন্ত ও গ্রীষ্মকালটা ফেলে রেখে দেয়। এই সময়ের মধ্যে গাছগুলোর পাতা ঝ'রে যায়, শুকিয়ে যায় রস। তারপর ওরা সেগুলো ছোট আকারে কেটে পোড়ায়। পাইন গাছটা যেই মড়্ মড়্ ক'রে একটু ঝুলে পড়েছে সেই মার্কাস ফিরে শেরিফের গাড়ীটাকে জলাভূমির ওপর দিয়ে জ্যাকসনের বাড়ীর দিকে যেতে দেখল। কুড়ুলটা ফেলে দিয়ে সে গিডিয়নকে সেই দিকে দেখাল।

গিডিয়ন জিজ্ঞাসা করল—"শেরিফ না ?"

"গাড়ী দেখেই ত জানা যাচ্ছে। চলুন গিয়ে দেখি ব্যাপারটা কি।"

গিডিয়ন মাথা নেড়ে সম্মতি জানাল। বন্দুক দুটো তুলে নিয়ে তারা তাড়াতাড়ি বাড়ীর দিকে চলল। তারা একটা উঁচু টিলার আড়াল দিয়ে

দৌড়াতে লাগল। শেরিফের গাড়ীটা সবে মাত্র এসে পৌঁছেছে, তারাও হাঁপাতে হাঁপাতে এসে উপস্থিত হল। জ্যাসন হুগার ও শেরিফ দুজনাই হাতের আস্তিন গুটিয়ে বসে আছে। তাদের বুকপিঠ চামড়ার পোষাকে ঢাকা। প্রত্যেকে, হাঁটুতে একটা দোনালা বন্দুক হেলান দিয়ে রাখা হয়েছে। রাসেল গাড়ী বারান্দায় দাঁড়িয়ে ছিল। ওদের দেখে আশঙ্কায় তার বুকের রক্ত হিম হয়ে এল। অদূরে গিডিয়ন আর মার্কাসকে আসতে দেখে তবু সে একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল।

"সুপ্রভাত, শেরিফ", বলল গিডিয়ন। জেনি ও এলেন গাড়ী বারান্দায় এসে রাসেলের পাশে দাঁড়াল। ফ্রাকাস নামে তাদেব কুকুরটা মার্কাসকে দেখে ভুলবশত ঘেউ ঘেউ ক'রে ডেকে উঠল কিন্তু যখন সে বুঝল যে, সে অলক্ষিত ও অবাঞ্ছিত হ'য়ে গেল তখন নিঃশব্দে শুয়ে পড়ল এবং সকলকে দেখতে লাগল। মার্কাস একটা হাত বাঁকিয়ে বন্দুকটা ঝুলিয়ে নিয়েছে। একটু হেলে সে বলিষ্ঠ ভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে রইল। রাসেলই শুধু জানে যে, মাকাস হচ্ছে বারুদস্তূপ এবং স্বাভাবিক ধৈর্য তার থাকলেও সে সর্বদা অগ্নিকাণ্ড ঘটাতে প্রস্তুত। গিডিয়নের বন্দুকটার দিকে ঈষৎ মাথা নেড়ে শেরিফ বলল—

"শিকারে গিয়েছিলিস, গিডিয়ন?"

মার্কাস বাধা দিয়ে বলল—"ঐ রকম কোন কাজে গিয়ে থাকবেন। কিন্তু সে যাক্। আমার বাবাব নামের আগে মিষ্টার ব'লে ডাকবেন। বুঝতে পারলেন?"

জ্যাসন হুগার টেনে টেনে বলল—"মি ষ্ টা-র।"

"হাঁ, তাই।"

"বেশ, তাই হবে—মিষ্টার।" বলল হুগার।

মৃদুকণ্ঠে গিডিয়ন বলল—"শেরিফ," আপনার জন্য কি করতে পারি ?"

বেণ্টলি মাথা নেড়ে বলল, "আমার টাকার জন্যই তোরা বেঁচে আছিস্। তবে গিডিয়ন, তুই একজন বুঝ্‌দার লোক। আজকের দিনে এটাই একটা বড় গুণ। মাথা গরম ক'রে কোন লাভ হবে না। একটা কাজে এসে ত দেখছি তোরা বন্দুক নিয়ে বেশ সন্ত্রাস সৃষ্টি করছিস্। হায় ভগবান! গিডিয়ন, মনে রাখিস্ যে, নিগ্রোদের এ রকম করা উচিত নয়। এর ফলে শান্তি ভঙ্গ হতে পারে।"

মার্কাস চেঁচিয়ে উঠল—"চুপ কর বদমায়েস্।" হুগার বলে উঠল —"ওরে উল্লুক, দেখ—" বন্দুকের ঘোড়া দুটোর ওপর তার আঙ্গুল বেঁকে গেল—"তোর বন্দুক নিয়ে যদি সামান্য নড়াচড়া করিস, তাহলে এক মুহূর্তে তোর প্রাণ বের ক'রে দেব—"

রাসেল নাকিসুরে কেঁদে উঠল। গিডিয়ন মার্কাসের কাঁধটা যেন লোহার পাঞ্জা দিয়ে চেপে ধরল। গিডিয়ন বলল—

"মিঃ হুগার, কিছু কনে করবেন না। গোলমাল করার ত কারণ নেই। শেরিফ বেণ্টলি ত জানেন যে, আমরা শান্তিপ্রিয় লোক এবং কখনও কোন-গণ্ডগোল করিনি। আজ আমরা বন্দুক নিয়ে ঘোরাফেরা করছি তাও আইনের প্রতি অশ্রদ্ধাবশত করছি না—করছি এই জন্য যে, দু'দিন আগে আমাদেরই একজন প্রতিবেশী নিহত হয়েছেন।"

বেণ্টলি বলল—"একটা কথা বলতে চাই, গিডিয়ন। নিগ্রো যখন খুব বেড়ে ওঠে তখনই দেশে অশান্তির সৃষ্টি হয়। তোদের মতে নাকি ঐ প্রতিবেশী গাড়ী চালিয়ে আসছিল আর সেই সময় একটা লোক গাড়ীতে উঠে তাকে গুলি করেছে। কিন্তু এ রকম কথার কোনও অর্থ হয় না, গিডিয়ন। নরকের নাম নিয়ে জিজ্ঞাসা করতে পারি কি তোর

ঐ শান্ত প্রতিবেশীটি কি করতে বেরিয়েছিল? সাধারণত দেখা যায় একটা নিগ্রোকে নাই দিলে সে কাঁধে চড়বে।”

হুগারও বেণ্টলির কথার রেশ টেনে বলল—“আর সেই জন্যই আমরা এখানে এসেছি।”

গিডিয়ন বলল—“খুলে বলুন কেন আপনারা এখানে এসেছেন।”

“তোদের কতকগুলো প্রশ্ন করতে আমরা এসেছি।”

শান্ত কণ্ঠে বেণ্টলি বলল—“আর ঝগড়াঝাঁটি ক’রে লাভ নেই, জ্যাসন্। গিডিয়নের বাড়ীতে আমরা এসেছি সুতরাং গিডিয়নের যেমন আমাদের প্রশ্ন করার অধিকার আছে তেমনি কিন্তু আমাদেরও আছে। যে জন্য আমাদের এখানে আসা শান্তিপূর্ণভাবে আমরা সে বিষয়টার মীমাংসা করতে চাই। গতকাল বিকেলে, গিডিয়ন, তিনজন নিগ্রো ক্লার্ক হেষ্টিংসের বাড়ীর খিড়কি দরজায় এসে হাজির হয়। ক্লার্ক তখন দোকানে গিয়েছিলেন এবং শ্যালী ছোট মেয়েটাকে নিয়ে বাড়ীতেই ছিলেন। একজন নিগ্রো করুণকণ্ঠে কুমারী শ্যালীকে জানাল যে, তাদের উপবাসে দিন কাটছে এবং একখণ্ড রুটি পেলে তারা অনেক উপকৃত হবে। তুই হয়ত জানিস্ যে, ক্লার্ক কখনও বাড়ীর দরজা থেকে কোনও নিগ্রোকে কোনও দিন বিমুখ ক’রে ফেরাননি। ভাল মনেই শ্যালী কিছু আনতে ভিতরে গেলেন। ক্লার্কের ন’ বছর বয়সের ছোট মেয়েটা সেখানেই দাড়িয়ে নিগ্রোদের দেখতে লাগল—”

এই সময় দূরে দেখা গেল জেফ্, ট্রুপার ও মেরিয়ন জেফার্সন ঘোড়ার গাড়ীতে চ’ড়ে আসছে। গিডিয়ন তাদের দেখে মনে বল পেল। মেরিয়ন ও জেফ্ গাড়ী থেকে নেমে পড়ল। তার ‘স্পেন্সার’ বন্দুকটা হাতে ধ’রে ট্রুপার গাড়ীতেই ব’সে রইল। গত যুদ্ধে এই বন্দুকটাই

ছিল তার বড় হাতিয়ার। গাড়ী থেকে অনুচ্চ-গম্ভীর কণ্ঠে সে বলল—"হুগার, বন্দুকের ঘোড়া থেকে আঙ্গুলটা সরিয়ে নাও।"

লোকটার মুখ রাঙ্গা হয়ে গেল, কপালের ওপর একটা শির সোজা হয়ে ফুলে উঠল। তার পুষ্ট দেহটা যেন আড়ষ্ট হয়ে গেল।

ট্রুপার বলল—"এখনই আঙ্গুল সরাও।"

বেণ্টলি ফিস্ ফিস্ ক'রে বলল—"বোকামি না ক'রে যা বলছে তাই কর।"

এবনার লেট্ও ইতিমধ্যে কাঁধে বন্দুক নিয়ে তাঁর লাঙ্গল টানা ঘোড়ায় চেপে হাজির হলেন। বেণ্টলি আবার বললেন—"যা বলছে তাই কর।"

হুগারের আঙ্গুল আপনা থেকে সরে গেল।

ট্রুপার আবার আদেশের সুরে বলল—"পায়ের তলায় বন্দুক নামিয়ে রাখ। শেরিফ, তুমিও তোমার বন্দুক নামিয়ে রাখ।"

"তুই অমন ক'রে বলতে পারবি না—"

ট্রুপার শুধু আবার বলল—"পায়ের তলায়।"

ট্রুপারের কথা মত তারা বন্দুক দুটো পায়ের তলায় নামিয়ে রাখল। গাড়ীর চারদিকে দলটা এসে দাঁড়িয়েছে। এবনার লেট্ও এসে পাশে দাঁড়ালেন। দূরে জলাভূমির ওপর দিয়ে জোরে গাড়ী চালিয়ে আসছে ফ্রাঙ্ক কার্সন। তার গাড়ীখানাকে মোড় ঘুরতে দেখা গেল। হুগার বলে উঠল—"লেট্, কতকগুলো জিনিষ আমাদের মনে রাখা দরকার।"

"আমার আগে থাকতেই মনে আছে।'

গিডিয়ন বলল—"শেরিফ তাঁর এখানে আসার কারণটা আমাদের বলছিলেন।"

শেরিফের আগের কথাগুলো তাদের জানিয়ে দিয়ে গিডিয়ন বলল—

"ম'শায়, আপনি যা বলছিলেন তা বলে যান। আপনার বাকি কথা-গুলো আমরা শুনতে চাই।"

ফ্রাঙ্ক কার্সনও এসে পড়ল। বেণ্টলি একবার সকলকে ভাল ক'রে দেখে নিয়ে সুরু করল—"নিগ্রোদের দি'ক চেয়ে মেয়েটা সেখানেই দাঁড়িয়ে রইল। একটা নিগ্রো দৌড়ে গিয়ে তার পোষাক টেনে খুলে ফেলল। মেয়েটা চীৎকার ক'রে কেঁদে উঠতেই স্থালী ছুটতে ছুটতে এলেন। আর একটা নিগ্রো স্থালীকে আঘাত করতেই স্থালী হামাগুড়ি দিয়ে একটা টেবিলের তলায় গেলেন। এই টেবিলটায় ক্লার্কের রিভল্‌বার থাকে। এই না দেখে নিগ্রোরা ছুট দিল।"

গিডিয়ন জিজ্ঞাসা করল—"এ ঘটনার সঙ্গে আমাদের জড়াচ্ছেন কেন?"

"সে তিনজন নিগ্রো পরিচিত এবং তারা সকলেই এই কারওয়েল থেকেই গিয়েছিল।"

প্রথমে কারও কথা বলার শক্তি রইল না। কিছুক্ষণ পরে এবনার লেট্ হেসে উঠলেন। তারপর জেফ্ বলল—"যত সব পাগল—" গিডিয়ন বাধা দিয়ে বলল—"তুমি চুপ কর, আমি বলছি।"

গিডিয়ন বেণ্টলিকে জিজ্ঞাসা করল—"আপনি কি চান?"

"গিডিয়ন, আমরা সেই তিনজন নিগ্রোকে চাই।"

"কোন্ অপরাধে?"

"গুণ্ডামি আর বলাৎকার করার চেষ্টার অপরাধে।"

গিডিয়ন জিজ্ঞাসা করল—"কার কার বিরুদ্ধে এই অভিযোগ জানতে পারি কি?"

"হ্যানিবল ওয়াশিংটন, এণ্ড্রু শেরম্যান এবং আর একটা নিগ্রো যার নাম স্থালী মনে করতে পারলেন না যদিও স্থালী দোকানে কারওয়েলের অন্যান্য নিগ্রোদের সঙ্গে তাকেও দেখেছেন।"

গিডিয়ন বসল—"খুব হয়েছে। আপনার কোনও কথাই আমরা আর শুনতে চাই না। আপনার গল্পের সঙ্গে আমাদের এতটুকুও সম্পর্ক নেই। আর তা ছাড়াও ঐ দুজনার একজনাও এক সপ্তাহ সহরে যায়নি। গত কাল হ্যানিবল ওয়াশিংটন ইস্কুলের বাড়ী তৈরীর কাজে ব্যস্ত ছিল। সারাদিন সে ইঁট গেঁথেছে। এণ্ড্রু শেরম্যান মাঠে লাঙ্গল দিতে ব্যস্ত ছিল এবং তার অন্তত কুড়িজন সাক্ষী আছে। আর এই সমস্ত লোকই বলবে যে, আমি যা বলছি তার একবিন্দুও মিথ্যে নয়। তাহলে বুঝতেই পারছেন, শেরিফ, আপনার অভিযোগগুলো কতদূর সত্যি। গতকাল কারওয়েলের কেউ সহরে যায়নি।"

হুগার বলল—"নিগ্রোর সাক্ষ্য আমরা নেব না।"

গিডিয়নের মুখটা গম্ভীর হয়ে উঠল। এবনার ভীড় ঠেলে বেণ্টলির গাড়ীর কাছে গিয়ে বললেন—"হুগার, একবার আমার দিকে চাও ত দেখি! আমি ত আর নিগ্রো নই।"

"তোমার সাক্ষিও আমাদের কাছে অচল।"

"ওরে হারামজাদা, অনেকদিন আগেই আমি তোকে মারব ভেবেছিলাম," দৃঢ় কণ্ঠে বললেন এবনার।

বেণ্টলি বলল—"ওরকম কথায় কোনও কাজই হবে না। গিডিয়ন, আমরা চাই না যে কোনও অশান্তির সৃষ্টি হোক্।"

"আমরাও ত চাই না।"

"কিন্তু ঐ তিনজন লোককে আমরা নিয়ে যেতে চাই। তবে এইটুকু বলতে পারি যে, ভাল সাক্ষ্যিপ্রমাণ দিয়ে ওদের প্রতি ন্যায় বিচারই করা হবে।"

গিডিয়ন বলল—"এখানেও ত ভাল সাক্ষ্যিপ্রমাণ রয়েছে।"

"আমি এদের গ্রেপ্তার করব। তুই কি বাধা দিবি?"

গিডিয়ন মাথা নেড়ে বলল—"যদি তাই বলতে চান্ ত বলতে পারেন।"

"আমি ত তাই বলতে চাই। শান্তি ও শৃঙ্খলার মহৎ উদ্দেশ্য নিয়েই আমরা এখানে এসেছিলাম। তুই আমাদের ঘিরে সশস্ত্রভাবে বাধা দিয়েছিস। গিডিয়ন, ব্যাপারটা খুব ভাল হচ্ছে না।"

গিডিয়ন বলল—"ঐ তিনজন লোককে না নিয়েই আপনাকে ফিরতে হবে। শেরিফ, সশস্ত্র প্রতিরোধ আপনি যদি চান্ ত পাবেন। আমি বলছি আপনি মিথ্যে কথা বলছেন। আমি বলছি কোনও বুদ্ধিমান লোক আপনার ঐ সাজান গল্প বিশ্বাস করবেন না।"

শেরিফ মাথা নেড়ে বলল—"দেখ্, তোকে আমি চিনি। পাঁচ মাইল দূর থেকেও নিগ্রোর কণ্ঠস্বর আমি শুনতে পাই। সে যাক্। এ অঞ্চলের সমস্ত লোককে আদেশ করার ক্ষমতা আমার আছে বলেই বলছি ঐ তিনজন লোককে আমি চাই।"

"এখানে আদেশ চালাবার ক্ষমতা আপনার নেই। অন্য কোথাও আপনার ঐ বদমায়েস গুণ্ডার যে কোনও লোকের গায়ে হাত তুলতে পারবে। সে যা হয় করুকগে; আপনি কারওয়েল থেকে এখুনি বেরিয়ে যান। ভুলে যাবেন না যে আমাদের জমির ওপর আপনি দাঁড়িয়ে আছেন। যেখানে ইচ্ছে জাহান্নামে পর্যন্ত আপনি যেতে পারেন।" লোকেরা একই স্থানে দল বেঁধে দেখতে লাগল বেণ্টলির গাড়ী যে পথ দিয়ে এসেছিল, সেই পথ দিয়ে চ'লে যাচ্ছে। কিছুক্ষণ কেউ কোনও কথা বলল না। তারপর এবনার লেট্ যতদূর পারলেন প্রাণ ভ'রে ওদের অভিশাপ দিলেন। জেফ্ বলল—"আপনার ওকে এসব কথা বলা উচিত হল না তাই ভাবছি।"

ফ্রাঙ্ক কার্সন ঘাড় উঁচু ক'রে এক রকম ভঙ্গী দেখিয়ে বলল—

"একদিনে ত আর এসব কথা বেরোয়নি। আজ এক রকম বললে কাল অন্য রকম বলতে মানুষ বাধ্য হয়।"

গিডিয়ন ভাবল—"এই সপ্তাহের প্রত্যেক দিনই ঘুম থেকে উঠতে না উঠতে একটা গণ্ডগোল লেগেই আছে। সমস্ত সপ্তাহের একটা দিনও বিনা দুর্ভাবনায় কাটে না। এমনি ক'রেই একটার পর একটা দিন কাটছে।"

বিস্ময়বিমূঢ় হয়ে ছেলেরা দাঁড়িয়ে দেখল সব লোক ইস্কুল ঘরে প্রবেশ করল। তারা ভেবে পেল না কেন ইস্কুলে পড়ানর সময় তাদের এমনভাবে তাড়িয়ে দেওয়া হল। কয়েকজন বয়স্ক ছেলে অন্যান্যদের সঙ্গে ইস্কুল ঘরে প্রবেশ করল কিন্তু তাদের কেউ বাধা পেল না। প্রার্থনা সভার জন্য যে স্থানটা নির্দিষ্ট ছিল সেখানে এসে তারা বসল। কিন্তু প্রায় অর্ধে'ক লোক নিয়ে এসেছে কোননা কোন একটা অস্ত্র। মানুষ যখন তার চিন্তা, কাজ ও আশা-আকাঙ্খার সঙ্গে কোনও মোকাবিলা করতে পারে না তখন তার যেমন চলার ধরণ হয় ঠিক তেমনই ধীর মন্থর গতিতে সবাই এল। হলের এক কোণে দাঁড়িয়ে বেঞ্জামিন উইনথ্রোপ সকলকে দেখছেন। তিনি মনে মনে যেমন বিব্রত তেমনি ভীত হয়ে পড়েছেন। '৭৩ সালে তিনি ছিলেন যুবক; তখন তাঁর নাম ছিল উইলিয়মস্। নিউ ইংলণ্ডের একটা সাধারণ ধর্মপরায়ণ পরিবারে তাঁর জন্ম। যদিও তাঁদের পদবীর বানান-টা পৃথক তবুও তাঁরা দাবি করতেন যে তাঁদের কোনও পূর্বপুরুষ সেখানকার শাসনকর্তা ছিলেন। এই রকম একটা আভিজাত্যবোধে রক্ষণশীল পরিবারে তাঁর জন্ম বলেই স্বজাতীয়দের প্রতি তাঁর ভালবাসা ততটা বাস্তব নয় যতটা কাল্পনিক। এখানে তাঁর ধারণা অনুযায়ী এই সব অদ্ভুত, শান্ত অথচ ভয়ঙ্কর লোকেদের মধ্যে থাকতে তাঁকে মানসিক

দ্বন্দ্বে পড়তে হয়েছে এবং সেই সঙ্গে দেখাতে হয়েছে অসাধারণ মনোবল। আজ তাদের দেখে তাদের মত তিনি ও স্পষ্টতই বুঝতে পারছেন যে, সব শেষ হতে চলেছে। তাঁর কাজও শেষ হয়েছে। সম্ভব হলে আজই ষ্টেশনে গিয়ে তিনি যে কোন একটা ট্রেণ ধরবেন।

ব্রাদার পিটার এই বলে সভার কাজ আরম্ভ করলেন—"ভাই সব, ভয় ও ক্রোধ নিয়ে আমরা এখানে মিলিত হয়েছি। ঠিক পথ বেছে নিতে ভগবান আমাদের সাহায্য করুন এবং এমন শক্তি দিন যাতে আমরা সে পথে চলতে পারি। গিডিয়ন, তুমি ত এবার বলবে ?"

পিছনে ব'সে ছিল গিডিয়ন। দাঁড়িয়ে উঠে সেখান থেকেই সে উত্তর দিল—"এ ক্ষেত্রে পথ নির্দেশ করা আমার একার সাধ্য নয়। আর তা ছাড়া আমার মত আরও দশজন বলতে পারে। আমার মত আমার প্রতিবেশীও জানেন এ ক্ষেত্রে আমাদের কি করা উচিত। আপনারা নিজেরাই ত সবকিছু বলতে পারেন।"

সবাই গিডিয়নের দিকে ফিরাল তাদের দৃষ্টি। আজ তাকে আগের চেয়ে অনেক বেশী বৃদ্ধ দেখাচ্ছে। হ্যানিবল ওয়াশিংটন ব'লে উঠল—"গিডিয়ন, সমস্ত লোকেদের হয়ে তুমি বললেই ভাল হয়। যে মানুষের মত মানুষ তাকে আমাদের মধ্যে থেকেই আসতে হবে। গিডিয়ন, তুমি ত আর আমাদের ছাড়া নও। আমাদের ছেড়ে তুমি ত কোথাও কোনও দিন যাওনি। ভগবান জানেন হয়ত তোমার দোষ আছে কিন্তু ভগবান এও জানেন যে চিরদিনই তুমি নম্র ও বিনয়ী। গিডিয়ন, তুমিই বল আমরা কি করব।"

গিডিয়ন বলল—"বলার বিশেষ কিছু নেই। কি ঘটেছে আপনারা সবাই জানেন। আপনারা এও জানেন যে, কেন ঘটেছে। আপনারা জানেন যদি ওরা ঐ তিনজনকে আমাদের মধ্যে থেকে ছিনিয়ে নিয়ে

যায় এবং ফাঁসি দেয় তাহলে গণ্ডগোলের পরিসমাপ্তি ত হবেই না উপরন্তু সেইটাই হবে সুরু।"

ক্লান্ত সুরে এণ্ড্রু শেরম্যান বলল—"গিডিয়ন, আমাদের এমনি কত অশান্তি আর তার মধ্যে নতুন ক'রে কোন অশান্তির সৃষ্টি করতে আমি চাই না। ফাঁসি হয়ত ওরা আমাকে দেবে না। আমি বরং সহরে যাই এবং তাহলে আমাকে দেখে নিশ্চয়ই বলবে—'এ ত সে নিগ্রো নয়।' তারা কি প্রমাণ দিতে পারে যে, আমি ঐ সব কাজ করেছি? গতকাল কেন, গত সপ্তাহের একটা দিনও আমি ত সহরে যাইনি।"

এবনার লেট্ বললেন—"তারা তোমাকে নিশ্চয়ই ফাঁসি দেবে।"

গিডিয়নও একমত হয়ে বলল—"ওরা তোমাকে ফাঁসি দেবেই। আমি এখান থেকে নিজে কোনও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করব না, বরং সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার ভার আপনাদের ওপর ছেড়ে দেব। এর পরেও আপনারা যদি চান যে, আমি আপনাদের চালনা করি তাহলে আমি সে কাজের ভার নেব। কিন্তু সিদ্ধান্ত আপনাদেরই নিতে হবে। ওদের ঐ সাজান কথাগুলো মনে রাখবেন এবং সেই সঙ্গে মনে রাখবেন আইনের প্যাঁচ দিয়ে একটা কাহিনী খাড়া করবে। এই আটদিন মাত্র তারা ক্ষমতা পেয়েছে। আট বছরের পরিশ্রমে আমরা যা গ'ড়ে তুলেছি তা ভাঙ্গতে গেলে অবশ্য আট দিনে হবে না।"

ফ্রাঙ্ক কার্সন জানতে চাইল—"সে সব ত বুঝলাম কিন্তু এখন আমরা কি করব?"

"সেইটাই আপনাদের ঠিক করতে হবে। আমি মনে করি আবার তারা আজ রাত্রেই কিংবা আগামীকাল নিশ্চয়ই হানা দেবে আর এবার তারা দুজনে আসবে না—আসবে দল বেঁধে। তারপর সুরু করবে আমাদের ধ্বংস করার কাজ। তখন আর তারা আইনের ধার

ধারবে না। আপনারা কি করবেন প্রশ্ন করলে বলব—অনেক কিছু! আপনারা ঘরে থাকতে পারেন এবং এক সঙ্গে দু তিন জন ক'রে ওদের হাতে খুন হতে পারেন। তবে সবাই মরবে না কেননা কয়েকজন নিশ্চয়ই পালাতে পারবে। অথবা আপনারা সকলে মিলে পালাতে পারেন। দুরাঞ্চলের কোন আবাদে শক্ত-সমর্থ লোকেদের হয়ত দিন মজুরিও জুটে যাবে এবং কোন রকমে মোটা রুটি ও মাথা গুঁজবার মত একটা আশ্রয়ের সংস্থানও হবে। নীরবে এসব মেনে নিলে আপনারা অবশ্য এরকম ভাবে জীবন কাটাতে পারেন। শ্বেতাঙ্গদের বেলায় এর একটু রদবদল হতে পারে। তাঁরা জ্যাসন হুগারের দলে যোগ দিতে পারেন যদিও হুগারের প্রয়োজন হবে না। আমি মনে করি, নিগ্রোদের তুলনায় শ্বেতাঙ্গদের অবস্থা খুব বেশী ইতরবিশেষ হবে না। আর আপনারা যদি এ না চান তাহলে একটা পথই আছে আর তা সংগ্রামের পথ—ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের পথ।"

জেফ্ চীৎকার ক'রে উঠল—"দেশটা এখনও আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রই আছে। দেশে এখনও আইন আছে—আছে বিচারালয়। ভগবানের নামে জিজ্ঞাসা করতে পারি কি কেন আমরা নিজেরাই নিজেদের ধ্বংস করব ?"

গিডিয়ন বলল—"ধ্বংস করতে ত বলিনি। অন্য অনেক পথ ত আমি দেখালাম। আমি ত জানাইনি কোন্ পথটা আমার পছন্দসই। আজ আটদিন দেশে সত্যকার কোনও আইন নেই। হিংসাই আইনের স্থান দখল করেছে। আদালতও আমাদের জন্য নয়। তবে যেহেতু দেশটা আমেরিকা সেহেতু যুদ্ধ করার মত শক্তি এখনও আমাদের আছে। আর ধ্বংসের কথা বলছ ? যখন বৃদ্ধ ওসাওয়াটোমি ব্রাউন উনিশ জন লোক নিয়ে হার্পারের ফেরী নৌকাতে গিয়ে উঠলেন, জানি না তাঁর

তখন আমাদের চেয়েও বেশী শক্তি ও আশা ছিল কিনা কিন্তু এটা জানি যে, তিনি এদেশের মোহাবেশ ভেঙ্গে দিয়েছিলেন এবং সকলের মধ্যে এনে দিয়েছিলেন এক নতুন জাগরণ, এক নতুন দৃষ্টিশক্তি। সমস্ত জাতির প্রাণমূলে তিনি নাড়া দিয়েছিলেন। আমি অবশ্য শুধু মৃত্যুবরণ করার জন্যই যুদ্ধ করতে বলছি না। আমি বাঁচবার জন্য যুদ্ধ করতে চাই—যুদ্ধ করতে চাই যাতে এখানকার ঘটনা সমগ্র জাতির দৃষ্টি আকর্ষণ করে ”

জেফ্ বলল—“তার জন্য অন্য পথও আছে।”

“পথটা কি শুনি?”

“আপনি যদি ফের ওয়াশিংটনে যান?”

গিডিয়ন বলল—“আমি সেখানে চেষ্টা করেছিলাম কিন্তু কোনও ফল হয়নি।’

“যদি আর একবার চেষ্টা করেন?”

“তাহলে এবারও শুধু ব্যর্থই হব। আর তাছাড়া আর সময়ও নেই।”

উইল বুনি অলসভাবে ধীরে ধীরে বলল—“গিডিয়ন, ধর আমরা সংগ্রামের পথই বেছে নিলাম। আমি নিজে অবশ্য তার জন্য তৈরী। আর যা দেখছি তাতে অন্য কোন ভাল পথও দেখছি না। যুদ্ধ ত করব কিন্তু কেমন ক’রে? সুগঠিত সৈন্যদল বলতে যা বোঝায় আমরা তা নই। আর জায়গা ত মাত্র সাড়ে তিন হাজার একর। একটা যুদ্ধ পরিচালনার পক্ষে স্থানটা খুবই সংকীর্ণ।”

গিডিয়ন একমত হয়ে বলল—“আমিও সে কথা ভেবেছি। ভগবান জানেন, আমি আবার একটু বেশী ভেবেছি। লড়াই যদি আমাদের করতেই হয় তবে নারী ও শিশুদের কিছুদিনের জন্য এবং প্রয়োজন

পড়লে দীর্ঘকালের জন্য একটা নিরাপদ স্থানে রাখতে হবে যতদিন না যে আগুন জ্বলেছে সে আগুন নিভে যায় বা সমস্ত দেশটাকেই পুড়িয়ে মারে। নিকটেই এরকম একটা জায়গা আছে যেখান থেকে সহজেই আত্মরক্ষা করা যায়। আমি বলতে চাচ্ছি যে, সে জায়গাটা হচ্ছে কারওয়েলদের বড় বাড়ীটা। একটা পাহাড়ের ওপর এর অবস্থান বলেই এখান থেকে সমস্ত অঞ্চলের ওপর কর্তৃত্ব স্থাপন করা সহজ। আর বেশী কিছু বলতে চাই না। নিজেরাই ঠিক ক'রে ফেলুন আপনারা কি করবেন।"

আজকের কারওয়েল ত আর অতীতের কারওয়েল নয়। কত আঘাত, কত বেদনা, কত প্রাণপাত পরিশ্রমে গ'ড়ে উঠেছে এর শস্যশ্যামল প্রান্তর, এর ছায়াঘন পথ, এর শান্তমুখী জীবনধারা। সবল মানুষের শক্তি যেমন রয়েছে এর মূলে তেমনি রয়েছে দুর্বল মানুষের কত আশঙ্কা-জড়িত স্নেহ। বাধা ও বিপদে যেমন শঙ্কিত হয়েছিল তাদের হৃদয়, তেমনি দুর্জয় ক্রোধে তাদের ধমনীতে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছিল উষ্ণ রক্ত-কণিকা। আজকে যে সিদ্ধান্ত তাদের নিতে হবে সে ত সহজ নয়। একটা স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছুতে তাদের একটি ঘণ্টা সময় লাগল। শত মানুষের কণ্ঠস্বর শান্ত হয়ে এলে এবনার লেট্ বললেন—

"গিডিয়ন, আমরা যুদ্ধই করব। তুমি আমাদের সঙ্গে থাকবে ত?"

গিডিয়ন বলল—"যদি আপনারা চান তাহলে নিশ্চয়ই থাকব।"

"তোমাকে যে আমাদের চাই-ই।"

গিডিয়ন হল ঘরটার চারদিকে একবার চেয়ে দেখল; তারপর মাথা নেড়ে জানাল তার সম্মতি। দরজার কাছে আসবার সময় গিডিয়নের পা যেন আর চলে না। ব্রাদার পিটার ব্যথাতুর দৃষ্টি দিয়ে

দেখলেন গিডিয়নের সেই চলার ধরণ। গিডিয়ন নিজের ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বলল—"এখন প্রায় তিনটে বাজে। যাই কিছু আমরা করি না কেন সন্ধ্যার আগেই করতে হবে। আজকের রাত্রেই তারা আসবে কিনা আমি জানি না। হয়ত কিছুদিন নাও আসতে পারে। আমার মত হচ্ছে এখনই আমরা আমাদের পরিবারবর্গকে ঐ বড় বাড়ীটাতে নিয়ে যাব। সেই সঙ্গে নিতে হবে কিছু খাবার ও কম্বল। দিনের বেলায় তাদের একজন রক্ষীর তত্ত্বাবধানে রেখে আমরা আমাদের কাজকর্ম করতে পারব। অন্তত এটুকু নিশ্চিন্ত হতে পারব যে তারা নিরাপদে আছে। ইস্কুলের ঘণ্টা বাজিয়ে বিপদের সঙ্কেত জানান যেতে পারে কিন্তু আমি ইস্কুল ঘরটা ব্যবহার করব না—"

জেকারমন উইনথ্রোপের দিকে ফিরে গিডিয়ন বলল—"মিঃ উইনথ্রোপ, এ সব দেখে আপনার কি মনে হচ্ছে জানি না। আপনার এতে কোন সম্পর্ক নেই। কিছুদিনের জন্য আমাদের ইস্কুল বন্ধ ক'রে দিতে হবে"

একটু বিব্রত বোধ ক'রে উইনথ্রোপ হাত কচলাতে কচলাতে বললেন—"মিঃ জ্যাক্সন্, আমি হিংসাত্মক কাজের সমর্থক নই। আপনারা যা করতে চলেছেন আমি তার কিছুই সমর্থন করি না। অবশ্য এর সঙ্গে আমার কোনও সম্পর্ক নেই। কিন্তু একটা বাড়ীতে পুরে ছেলেমেয়েদের বেশী দিন রাখলে তারা বিগড়ে যাবে। এটা নিশ্চয়ই আপনি চান না?"

"কিন্তু অন্য কিছু করারও নেই।"

উইনথ্রোপ একরকম হাল ছেড়ে দিয়ে বললেন—"সব কিছুতে শৃঙ্খলা না আসা পর্যন্ত আমি এখানেই থাকব। কোনও কাজের সুরুতে সাধারণত শৃঙ্খলা রক্ষা করা যায় না।"

"আপনি যদি থাকেন, তাহলে ধন্যবাদই দেব," বলল গিডিয়ন। তারপর উপস্থিত লোকেদের দিকে ফিরে বলল, "বাড়ীতে গুলিবারুদ যত আছে সঙ্গে নিয়ে চল। যে সব খাবার সহজে নিয়ে যাওয়া যেতে পারে সেই সবই সঙ্গে নেবে।"

সভা ভাঙ্গল। যে পথ দিয়ে তারা এসেছিল সে পথ দিয়েই আবার তারা স্কুল ঘর থেকে ফিরল। মুখে বড় একটা কারুর কথা নেই। কেউ চলেছে হেঁটে, কেউ চলেছে ঘোড়ায় চেপে। পথে দেখতে পেয়ে যে যার ছেলেমেয়েকে সঙ্গে নিয়ে বাড়ী এল। দলের মধ্যে থেকে ট্রুপার এসে গিডিয়নকে থামিয়ে বলল—"আমি বাড়ী ছেড়ে কোথাও যাচ্ছিনা।"

"কেন?"

ট্রুপার যেন একটা বিশাল মানুষরূপী মাংসপিণ্ড। গিডিয়নের চেয়েও সে কয়েক ইঞ্চি বেশী লম্বা এবং প্রস্থেও তদ্রূপ। সজোরে সে মাথা নেড়ে বলল—"গিডিয়ন, আমি যাব না।"

গিডিয়ন বলল—"সেটা তোমার ইচ্ছে।"

একটা একটা ক'রে বেরিয়ে এল ট্রুপারের মনের কথা। "গিডিয়ন, আমি ঠিক তোমার মত নই। ক্রীতদাসের সেই জীবন আমি ভুলিনি কেননা আমার পিঠেই সকলের চেয়ে বেশী পড়েছিল বেত। আর সব সময় ত শুনেছি—বেজন্মা, কালা-আদমী, হতচ্ছাড়া ইত্যাদি। অরলিন্সের নিলামে মিঃ ড'ড্'ল কারণয়েল আমাকে কিনেছিলেন। আমার দামটা একটু বেশীই দিতে হয়েছিল ব'লে আমাকে খাটিয়েছিলেনও বেশী। সকাল নেই, দুপুর নেই, রাত্রি নেই সব সময় খেটেছি। সুখের দিন, সুখের রাত আমার কাছে অজানাই ছিল। তদারককারী বলত—'ঐ বেজন্মাটাকে বেত মার্' তাঁর গায়ে ত হাত তোলার সাধ্য কারও ছিল না।"

সার্টটা টেনে সে উপরে তুলে ফেলল। "গিডিয়ন, পিঠটা একবার দেখ।"

ব্রাদার পিটার ও অন্য দুচার জন তার কথা শুনবার জন্য থেমে গিয়েছিলেন। তার পিঠের দিকে তারা সবাই চেয়ে দেখল—কে যেন কাদা দিয়ে তার পিঠে ভূপ্রকৃতির চিত্র এঁকেছে।

"গিডিয়ন, আমার বাড়ী ছেড়ে আমি কোথাও যাচ্ছি না। আমি ও আমার স্ত্রী পিঠের শিরদাঁড়া ভেঙ্গে গেলেও এই মাটি কামড়ে পড়ে থাকব। আজ নিজের বলতে একটুখানি মাটি পেয়েছি। আজ আমার ওপর মালিকানা দাবী করার কেউ নেই, আমার কাজের ওপর তদারক করারও কেউ নেই। আপন মাটিটুকু দেখে এখন মাঝে মাঝে মনে হয়, এই ধরিত্রীর বুকে নতজানু হয়ে চুম্বন করি তার পেলব দেহ। এই মাটির ওপর তুলেছি ছোট্ট একটা মাটির বাসা; রোজ কাজ থেকে ক্লান্ত দেহে ফিরি তার আশ্রয়ে। সেখানে সেবা নিয়ে, শুশ্রূষা নিয়ে, দাঁড়িয়ে থাকে আমার স্ত্রী। আমার এ ঘর ত আর আগের দিনের ক্রীতদাসের থাকবার বস্তি নয়। গিডিয়ন, আমি এখানেই থাকব। এখান থেকে আমাকে কেউ সহজে তুলতে পারছে না।"

ব্রাদার পিটার জিজ্ঞাসা করলেন—"তোমার ছেলেমেয়েদের জন্য কি বন্দোবস্ত করবে?"

"তারাও আমার সঙ্গে থাকবে। আমি যতক্ষণ আছি ততক্ষণ তাদের কোন অমঙ্গল ঘটবে না।"

আট বছর আগে হলে গিডিয়ন বহু যুক্তিতর্কের অবতারণা করত কিন্তু এখন সে শুধু বলল—"ভাল, ট্রুপার। এই যদি তুমি চাও ত আমার কোন আপত্তি নেই।"

১৮ই এপ্রিলের দীর্ঘ অপরাহ্ণ হেলে পড়েছে আঁধারের বুকে।

কারওয়েলের লোকেরা নিজেদের ঘরবাড়ী, ক্ষেতখামার ছেড়ে চলেছে সেই আগেকার আবাদক্ষেতের বাড়ীর দিকে। মেয়েরা গাড়ী বোঝাই ক'রে নিচ্ছে আপন আপন বিছানা, থালাবাসন, কিছু খাবার-দাবার আর সেই সঙ্গে নিচ্ছে কতদিনের বুকে-ক'রে রাখা দু একটা জিনিষপত্র যেমন হয়ত একটা পাঁজি, বিশেষ একখানা বই, একখানা বাইবেল, একটা সেলাই-এর বাক্স অথবা সাদা সিমেন্টের তৈরী মূর্তি। এইরকম একটা ভয়ঙ্কর সম্ভাবনা সম্পর্কে গত কয়েক সপ্তাহ ধরে কত না আলোচনা হয়েছে অথচ আজ আর কারও মুখে একটা কথাও নেই। যে ঘটনা আজ দেশের মর্মস্থল নাড়া দিয়েছে তাতে এমনকি ছেলে-মেয়েদের সহজ ও সরল জীবনেও এসেছে উত্তেজনা। আজ তারাও তাই অস্বাভাবিক রকম চুপচাপ। মেজাজ অবশ্য কারও ঠিক নেই। কোন একটা জিনিষ ঠিক ভাবে রাখা হয়নি অথবা কোন একটা ছেলের ওপর পা পড়েছে এই রকম অতি সামান্য তুচ্ছ ব্যাপারেই ফেটে পড়ছে পুরুষদের ক্রোধ। একরকম বিনা কারণেই মেয়েরা জ্ব'লে উঠছে। ঘটনার অনিবার্যতাকে ওরা এমনভাবে স্বীকার ক'রে নিয়েছে যে, কারও চোখে এক ফোঁটা জল নেই—নেই কারও মুখে ঘটনা সম্পর্কে সামান্য একটা মন্তব্য। বিভিন্ন দিক থেকে এক একটা পরিবার তাদের নিজেদের গাড়ীতে মালপত্র বোঝাই ক'রে ধীরে ধীরে চলেছে আর হাত নেড়ে পরস্পরকে জানাচ্ছে অভিবাদন। এক এক ক'রে সমস্ত গাড়ী সেই বাড়ীটাতে এসে হাজির হল। অস্তায়মান সূর্যের সোনালি ও পিঙ্গল বর্ণচ্ছটা এসে পড়েছে সেই পুরাণ সাদা রঙের বারান্দা-শোভিত বাড়ীটার গায়ে। বাড়ীটার বয়সের জীর্ণতা যেন মুছে গেছে অপরূপ রূপলাবণ্যে।

গিডিয়ন দুচার খ'না মাত্র বই নিল। জেফ্ তার যন্ত্রপাতি ও

'চার্লসটনে কেনা কিছু ওষুধপত্র সঙ্গে নিল। গাড়ীর ওপর খড় বিছিয়ে তারা হতভাগ্য ফ্রেড্ ম্যাকহিউএর জন্য যতদূর সম্ভব আরামপ্রদ বিছানা ক'রে দিল। তারা সঙ্গে নিল তাদের সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র, সৈন্যবাহিনীতে থাকার সময় পাওয়া গিডিয়নের সেই 'স্পেন্সার' বন্দুকটা, মার্কাসের অশ্বারোহীর উপযুক্ত লঘু বন্দুকটা, দুটো গাদা বন্দুক, গত বছরে ওয়াশিংটনে কেনা গিডিয়নের লম্বা নল-বিশিষ্ট 'কোল্ট' রিভলবার; আর নিল রাসেলের সবচেয়ে ভাল বাসনপত্র ও সংসারের অধিকাংশ কাপড়। রাসেল কিছু রেখে যেতে চাইল। কিন্তু সাদা কাপডগুলো রাসেলের বড় পছন্দ নই। গিডয়নও জানত ধবধবে বিছানায় শুতে রাসেল কত ভালবাসে, আর সেইজন্যই সে মধ্যে মধ্যে কিনে আনত বিছানার চাদর ও বালিশের আচ্ছাদন। জেফ্ কোন কারণ না দেখিয়েই বলল—"এসব নিয়ে চল।"

উনিশ বছরের ছেলে জিমিকে এবনার লেট্ বললেন, "তুমি কি ভাব? দশ বছর আগের দিন আর নেই। অভ্যাসে দাঁড়িয়েছে বলেই আমাকে গিডয়নের সঙ্গ নিতে হচ্ছে। তোমার ত তার প্রয়োজন নেই।"

বিয়ের পর জিমির নতুন ঘর করার জন্য এবনার লেটকে আরও একশ' একর জমি কিনতে গিডিয়নই সাহায্য করেছিল। মাত্র এক বছর আগেকার কথা হলেও জিমি তার বাবাকে সেই জমিটার কথা স্মরণ করিয়ে দিল।

লেট বললেন—"তা জানি। জমিটাতে অত মায়া কেন!"

তখন জিমি বলল, "আমি তোমার সঙ্গে যাব।"

এবনার মাথাটা নেড়ে ছেলের কাঁধে একখানা হাত রাখলেন। স্নেহের এমন মধুর প্রকাশ বড় দেখা যায় না। ছেলে বিশেষ ভঙ্গীতে

কাঁধ উঁচু করতেই হাতখানা গেল প'ড়ে; জিমিও মাকে সাহায্য করার জন্য বাড়ীর মধ্যে চ'লে গেল।

ব্রাদার পিটার ও এলেনবির ছেলেরা প্রথম সে বাড়ীটাতে এসে উপস্থিত হল। কালের গতি বাড়ীটা বহিরাবরণে খুব বেশী পরিবর্তন আনতে পারেনি। কয়েকস্থানে হয়ত ইট খ'সে গেছে বা রঙের পলস্তারা উঠে গেছে। দূর থেকে বাড়ীটাকে দেখলে তার আগেকার সেই সৌন্দর্য ও মহৎ মর্যাদা যেন আজও অক্ষুণ্ণ আছে বলে মনে হয়। কিন্তু কাছে গেলেই দেখা যাবে—জানালা সব ভেঙ্গে গেছে, উঠানে জন্মেছে বড় বড় আগাছা আর কব্জা থেকে ঝুলছে দরজার কবাট। ঘরের সমস্ত আসবাবপত্র নিলামে বিক্রী করে দেওয়া হয়েছে কিন্তু তবুও ঘরগুলোর মধ্যে আজও যেন রয়েছে অতীতের সেই আভিজাত্য। বাড়ীর মাঝ বরাবর মেহগিনি আর ওক কাঠের যে বড় সিঁড়টা উপরে উঠে গেছে সেটা যেন বাড়ীর সকল রিক্ততার মধ্যে এনেছে একটা ঐশ্বর্যের ছাপ। দেওয়ালের হাতে-ছাপা পুরাণ কাগজগুলো খুলে গিয়ে ঝুলছে কিন্তু তাদের রঙ এখনও চটেনি। দেওয়ালগুলোর তলার দিকে আখরোট কাঠের ওপর বিচিত্র কারুকার্য। তারা যেন বহুদিন থেকে নিমেষ-গণন প্রতীক্ষায় রয়েছে কবে আবার বড় বড় টেবিল, চেয়ার ও সোফা এসে তাদের সলজ্জ নগ্নতাকে দেবে ঢেকে। শূন্য ঘরে ছেলেরা এতদিন করেছে খেলা, এনেছে ধূলাবালি, শুক্‌নো পাতা আর আবর্জনা। সে সবের মধ্যে দিয়ে এখানে সেখানে মেঝের শক্ত কাঠ উঁকি মারছে।

ব্রাদার পিটার সামান্য দুএকটা মালপত্রে বিব্রত বোধ করলেও অতি শীঘ্রই ঘরের পরিবর্তন এনে ফেললেন। মৃত এলেনবির যে তিনটি ছেলে তাঁর কাছে ছিল তারা ঝাঁটা হাতে ঘর পরিষ্কার করার কাজে

লেগে গেল। একটু পরে অন্য দুচারজন তাদের সঙ্গে যোগ দিল। প্রায় এক যুগের আবর্জনা এত তাড়াতাড়ি দূর করা গেল না; তবুও বহু পরিবার পরে এসে বাড়ীটাকে অনেক পরিচ্ছন্ন দেখতে পেল। বাড়ীটাতে কুড়িটা ঘর থাকলেও এতগুলো পরিবারের পক্ষে মোটেই যথেষ্ট নয়। পরিবারগত পার্থক্য সমষ্টিগত জীবনের মধ্যে ডুবিয়ে না দেয়ে উপায় ছিল না। অতীতে যে ঘরটায় অভ্যর্থনা করা হত সে ঘরটা পুরুষদের জন্য নির্দিষ্ট হল। পরিবারগুলোকে যতদূর সম্ভব একত্রে রাখতে গিয়ে গিডিয়ন শোবার ঘরগুলো স্ত্রীলোক ও ছেলেমেয়েদের মধ্যে ভাগ ক'রে দিল। কয়েক ক্ষেত্রে যেমন, জেফ্ সাটারের বেলায়, ঠাকুমা, বৌ, বোন, তিনটি মেয়ে নিয়ে বৃহৎ পরিবারের জন্য নির্দিষ্ট হল সম্পূর্ণ একখানা ঘর। সমস্ত পুরুষদের যদি একটা ঘরে স্থান সঙ্কুলান না হয় তবে কিছু লোক একটু বয়স্ক ছেলেমেয়েদের নিয়ে খাবার ঘরে ঘুমাবে। দিনের বেলায় সে ঘরটাতে খাওয়াদাওয়া এবং এমন কি ইস্কুল বসানও চলবে। রান্নাঘরের পাশের ঘরটাতে খাবারদাবার রাখা হবে। খাবার-দাবার ভাগ করা এবং রান্নাবান্নার ওপর তদারক করার জন্য গিডিয়ন কয়েকজন স্ত্রীলোক নিয়ে একটা কমিটি গঠন করল। অন্য কয়েকজন স্ত্রীলোকের ওপর সে ঘরদুয়ার পরিষ্কার করার ভার দিল। পুরুষেরা জানালার ভাঙ্গা কাঁচে কাগজ লাগিয়ে দিল। হ্যানিবল ওয়াশিংটন এবং আরও দুজন চৌবাচ্চার মধ্যে নেমে সেটাকে ব্যবহারযোগ্য করার কাজে লেগে গেল।

রান্নাঘরের দরজা দিয়ে এক পা গেলেই বাড়ীর পিছনে পাঁচিলের গায়ে চৌবাচ্চাটা। গিডিয়ন দেখল যে, জল ধরে রাখবার জন্য বাড়ীর পিপেগুলোর চেয়ে চৌবাচ্চাটা ব্যবহার করা অনেক ভাল। হ্যানিবল যখন চৌবাচ্চার কাজ সেরে উঠল তখন সূর্য অস্ত গেছে। সে একদল

ছেলে ডেকে পাতকুয়া থেকে জল তুলে চৌবাচ্চাটা ভর্তি করতে বলল। ইতিমধ্যে গিডিয়ন ছ' গাড়ী জ্বালানি কাঠ আনতে পাঠাল। দুগ্ধপোষ্য শিশুদের জন্য কয়েকজন আবার গরু নিয়ে এসেছে। কয়েকদিন চলার মত গরুর খাবার আনতেও তারা ভোলেনি। কারওয়েলের গোলা ও গোয়াল বহুদিন আগেই ভস্মীভূত হয়েছে। গিডিয়ন গরু ও ঘোড়াগুলোকে বাড়ীটার পিছনদিকের পাঁচিলের ভেতরে খোলা জায়গায় রাখল এবং গাড়ীগুলো দিয়ে চারদিক ঘিরে দিল।

রাত্রি আসার আগেই যে কাজ সম্পন্ন হয়েছে তা ভাবলেও বিস্ময় লাগে। কাজটা সম্পন্ন হওয়ায় সব লোকই বেশ উৎফুল্ল হয়ে উঠেছে। উইনথ্রোপ ছাড়া আর কোন বিদেশী এখানে নেই। জন্ম থেকেই পরিচিত না হলেও বহুবছর ধরে গ'ড়ে উঠেছে এদের পারস্পরিক পরিচয় ও সৌহার্দ্য। যে সব আচারব্যবহার অন্যদের কাছে অদ্ভুত ও বিরক্তিকর মনে হয় সেগুলিই এদের কাছে একেবারে স্বাভাবিক। এই যে একসঙ্গে থাকা, এই যে প্রত্যেকের সমস্যা ও সঙ্কটে পারস্পরিক অংশ গ্রহণ, এই যে অধিক রাত্রি পর্যন্ত দল বেঁধে গল্প করার অভ্যাস—এর মধ্যে যে বৈচিত্র্য আছে তা এদের সকলকে এক বিশিষ্ট জীবনধারায় ধারণ ক'রে রেখেছে। অতীতের ঝাড়লণ্ঠন এখনও কারওয়েল বাড়ী থেকে অপসৃত হয়নি। গিডিয়ন আজ রাত্রে অনেক বাতি পোড়াল। সেই ঝাড়লণ্ঠনের আলো থেকে মনে হল যেন কারওয়েলের বাড়ীতে কোনও উৎসব হচ্ছে।

গিডিয়ন সমস্ত লোকদের কয়েকটা কমিটিতে ভাগ ক'রে দিল। বাড়ী রক্ষার কাজে দশজনাই যথেষ্ট। এই দশ জনের মধ্যে বেশী বয়সের দু'তিন জন ছেড়ে দিলে ক্ষতি হবে না। সকলেরই সপ্তাহে একদিন ক'রে পালা পড়বে। দূর ভবিষ্যতের কথা তারা ভাবতেও

পারে না। আর সে ভাবনা যখন তাদের মনে আসে তখন তাদের মন হতাশায় ভ'রে উঠে। আগামীকাল বা পরশু এই নিয়েই তারা ভুলে থাকতে চায়। একটা কমিটি ঘোড়াগুলোর যত্ন নেবে ; আর একটা কমিটি এই বাড়ীর মধ্যেই বিচারের ভার নেবে। আজকের রাত্রে হয়ত কিছু হবে না কিন্তু ঐ রকম ভাবে থাকলে কয়েকদিনের মধ্যে ঝগড়াঝাঁটি দেখা দবে কেননা কেউ ত আর এ জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত নয়। তখন ঝগড় মিটাবার প্রশ্ন আসবে। ছেলেদের জন্যও অসংখ্য কাজ নির্দিষ্ট হল যাতে তারা দুষ্টামি করতে না পারে।

বাক্সপ্যাটরা সাজিয়ে গিডিয়ন একটা টেবিলের মত করল। অনেক লোক আবার চেয়ারও এনেছে। সামান্য একটু আরামের জন্য চেয়ারটা অত্যন্ত প্রয়োজোনীয়। এই বাড়ীতে প্রথম রান্না-করা খাবার পরিবেশন করতে গিয়ে সামান্য গোলমাল হল। তা থামলে গিডিয়ন কয়েকটা টেলিগ্রাম লিখতে বসল। নিউইয়র্ক হেরাল্ডের সম্পাদকের কাছে সে একটা টেলিগ্রাম পাঠাবে। বেনেট এর আগেই দেশের বিভিন্ন অংশে যা যা ঘটছে তার বিবরণ সংগ্রহের জন্য পাঠিয়েছেন সংবাদদাতা। অথচ এখানে কারওয়লে শীঘ্রই যে ঘটনা রূপ নেবে তার চেয়ে সেগুলো বোধ হয় অর্ধেক রোমাঞ্চকরও হবে না। আর একটা টেলিগ্রাম সে পাঠাবে পেসিডেণ্টের কাছে, একটা পাঠাবে স্বরাষ্ট্রবিভাগের সেক্রেটারীর কাছে এবং আরও একটা পাঠাবে প্রধান নিগ্রো নেতা ফ্রেডারিক ডগলাসের কাছে। কার্ডোজোর কাছে টেলিগামে সম্ভাব্য পরিস্থিতির বর্ণনা দিয়ে দক্ষিণাঞ্চলের প্রত্যেক সৎ ও শুভবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তির নিকট সধারণ স্বার্থে ঐক্যবদ্ধ প্রয়াসের জন্য সে শেষ আবেদন জানাল। কার্ডোজোর কাছে তারবার্তায় সে লিখল—"ফ্রান্সিস্, এখানে কারওয়েলের লোকেরা অত্যাচার ও সন্ত্রাসকেই অবশ্যম্ভাবী

পরিণতি হিসাবে যে স্বীকার ক'রে নেয়নি—এই ঘটনায় শুধু আমরা নই, দক্ষিণাঞ্চলের এমন হাজার হাজার সৎ ও শুভবুদ্ধিসম্পন্ন শ্বেতাঙ্গ ও কৃষ্ণকায় অনুপ্রাণিত হবে, হবে ঐক্যবদ্ধ। এইটাই আপনাকে স্মরণ করতে অনুরোধ করি।"

র‍্যাল্‌ফ ওয়াল্ডো এমার্সনের কাছেও সে একটা টেলিগ্রাম পাঠাল যাতে সেই মহানুভব বৃদ্ধ আর একবার ন্যায়ের স্বপক্ষে তাঁর কণ্ঠস্বর জারি করেন। প্রত্যেকটি টেলিগ্রাম লিখে সে সকলকে পড়তে দিল এবং সেই সঙ্গে মন্তব্য করতেও অনুরোধ করল। সব শেষ ক'রে সে মার্কাসকে কাছে ডেকে বলল—

"তোমাকে দিয়েই আমি একাজ করাতে চাই কেননা ব্যাপারটা অত্যন্ত জরুরী।"

মার্কাস মাথা নেড়ে সম্মতি জানাল।

"আমি চাই তুমি আজকের রাত্রেই কলম্বিয়ার পথে রওনা হও। ওয়েষ্টার্ণ ইউনিয়ন অফিস সকালে যখন খুলবে তখন তুমি নিশ্চয়ই হাজির হতে পারবে। ঘোড়াটা খুলে এবনারের জিনটা চাপিয়ে নাও। এবনার আপত্তি করার মত লোক নন্‌। মার্কাস, যাই ঘটুক না কেন, টেলিগ্রামগুলো পাঠাতেই হবে। তারপর ফিরে এস।"

মার্কাস বলল—"এখানে ফিরে আমি আসবই।"

গিডিয়ন মার্কাসের সঙ্গে বাইরে বেরিয়ে এল। মার্কাসের পায়ে হাই-বুট। জ্যাকেটের পকেটে টেলিগ্রামের কাগজপত্রের সঙ্গে সে বড় 'কোল্ট' রিভল্‌বারটাও নিয়েছে। এমনভাবে সে বিদায়-সম্ভাষণ জানাল যাতে মনে হল অর্পিত কাজের ভার সুসম্পন্ন করার মত দৃঢ় আত্ম-বিশ্বাস তার আছে। চারদিকে জ্যোৎস্নার জোয়ার নেমেছে; এমন রাত্রে ঘোড়ায় চেপে কলম্বিয়ায় যাওয়া সত্যই রোমাঞ্চকর। উত্তেজনায়

তার প্রাণেও এল যেন জোয়ার। ঘোড়াটা বাতাসের বেগে ছুটতে পারে। কোনও কিছুতেই রুদ্ধ হয় না তার গতিবেগ। আর একটু পরেই এ দেশের সমস্ত লোক জানতে পারবে কি ঘটছে কারওয়েলে। যতদূর পারল গিডিয়ন তার যাত্রাপথ লক্ষ্য ক'রে তাকিয়ে রইল। মার্কাসকে দেখে তার গর্ব হয়। এই দীর্ঘকায়, সাহসী, প্রাণবান ও আত্মগর্বী যুবক তার ছেলে! মার্কাস যেন গিডিয়নকে মনে করিয়ে দেয় যে, সেও একদিন ঐ রকম ছিল। মার্কাসকে সে জিজ্ঞাসা করল—"ভয় পাচ্ছ না ত?"

মার্কাস শুধু একটু হাসল। মার্কাস তখনও ঘোড়ায় চাপেনি, জেফ্ এসে হাজির হল। জেফ মার্কাসের জানুতে একটু চাপ দিয়ে মৃদু হেসে বলল—"তোমার শুভ কামনা করি।"

মার্কাসও হেসে বলল—"ধন্যবাদ, ডাক্তার।" মার্কাসের দ্ব্যর্থবোধক কণ্ঠস্বরে কেমন যেন শ্লেষ ও শ্রদ্ধা একই সঙ্গে মেশান ছিল। "তোমার জন্য এক বাক্স ওষুধের বড়ি নিয়ে আসব।" তারপর মার্কাস ঘোড়ায় চেপে বসল। সেই পাহাড়ের কোল দিয়ে সে চলেছে, যেখানে পড়ে রয়েছে অতীতের ক্রীতদাসদের বস্তিগুলোর ধ্বংসাবশেষ।

কিছুক্ষণ পরেই গিডিয়ন অভ্যর্থনা ঘরে নিজের ছোট বিছানায় শুয়ে পড়ল। তার চারদিকে আরও বহু লোক শুয়ে আছে। তাদের নাক-ডাকানি ও নড়াচড়ার আওয়াজে ঘুমান শক্ত। আর এর মধ্যে শুয়ে এক অভূতপূর্ব অনুভূতি গিডিয়নের প্রাণে এল। উপরের জানালার মধ্য দিয়ে ঘরের মেঝেয় পড়েছে জ্যোৎস্নার রূপালী ধারা আর সেই সঙ্গে যেন প্রসারিত হয়েছে সমস্ত বাড়ীতে এক স্বপ্নের জাল। বহু দিনের ফেলে-আসা দিনগুলোর মধ্যে যেন ফিরে এল গিডিয়ন। মনে পড়ল তার সেই সৈনিক বৃত্তি—মনে পড়ল কারওয়েল থেকে বহু বহু দূরে সেদিনের

সেই যৌবনভারনত রাসেলের আকিঞ্চন ও ফেলে-যাওয়া ছেলেমেয়েদের স্নেহ-স্পর্শের বাইরে উন্মুক্ত মাঠে ক্লান্ত দেহে রাত্রি যাপনের কথা। প্রত্যেকের জীবনে এমন সময় আসে যখন সে অভ্রান্ত ও বাধাবন্ধনহীন পদক্ষেপে এগিয়ে চলে একান্ত কর্তব্যের বন্ধুর পথে। অতীতের সেই সব ঘটনা একটার পর একটা ভাবতে ভাবতে গিডিয়ন ঘুমিয়ে পড়ল। কতক্ষণ সে ঘুমিয়েছে জানে না ; যখন সে জাগল তখন গুলির আওয়াজে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হচ্ছে সমস্ত উপত্যকা। মাঝে মাঝে গুলি চালাবার শব্দ কিছুক্ষণ শোনা যাবার পর আবার সব কিছু নিস্তব্ধ হয়ে গেল।

* * *

ট্রুপারের স্ত্রী কেটী স্বামীকে কিছুই বলতে পারল না। ভালবাসলেও ট্রুপারকে সে ভয় করে। কারওয়েলের সব লোকের চেয়ে দৈর্ঘ্যে-প্রস্থে সে অনেক বড়। তবুও একজন স্ত্রীলোকের মতই সে শান্ত। যত সহজে তার ক্রোধ হয় ঠিক তত সহজেই জলের ধারা নামে তার চোখে! কেটীকে সব কিছুরই বেগ পোহাতে হয়েছে। তবুও এই লোকটির সঙ্গে তার জীবন ভালভাবে কাটছে। তার খর্ব দেহে তেমন কোন রূপ-বৈচিত্র্য নেই ; কিন্তু ট্রুপার এযাবৎ তার সঙ্গে সততা রক্ষা ক'রে এসেছে। অন্য কোন মেয়ের সঙ্গে সে কোনও দিন পাপাচারে লিপ্ত হয়নি। স্ত্রী বা ছেলেমেয়েদের গায়ে কোনও দিন হাত তোলেনি। সে যে একটু একগুঁয়ে তাতে সন্দেহ নেই। যেটা সে একবার ভাল ব'লে মনে করেছে সেটা সে করবেই। একবার 'না' বললে তাকে 'হাঁ' করান যাবে না। একদিন নামের সঙ্গে কোনও পদবী নেবে না যেমন সে বলল তেমনি নিলেও না। তার কাছে ট্রুপার নামটাই ভাল। একদিন এই নামে বিশ্বের কাছে তার প্রথম পরিচয় হয়েছিল আর সেই পরিচয়েই জীবনের বাকী কটা দিন যাবে। এবার যখন সে বলল যে, সকলে

গেলেও সে এখান থেকে নড়ছে না, তখন কেটী কোনও প্রতিবাদ করল না। আর তার সঙ্গে তর্ক করাও বৃথা। ছোট মেয়ে দুটিকে ডেকে কেটী শুধু বলেছিল—"আমরা এখানেই থাকব।" অন্যান্য পরিবারদের সামনের পথ দিয়ে খামার বাড়ী যেতে দেখে যদিও সে দমে গেল তবু কিই বা করার আছে তার? তারপর যত রাত্রি হয়ে এল এবং ট্রুপারের ছোট কাঠের ঘরটার চারিদিকে নেমে এল রাত্রির তিমির-স্তব্ধ নির্জনতা কেটী ততই ভীত হয়ে পড়ল। স্বামীর কাছে কিন্তু মনের কোন দুর্বলতা প্রকাশ করল না।

রাত্রে কেটীর একটুও ঘুম এল না। ট্রুপার অঘোরে ঘুমাচ্ছে। তার যেন কোনও কিছুতেই ভয় নেই। তার ঘুম কেড়ে নেবার সাধ্য কি কারও আছে? আর কেটী ট্রুপারের নিস্পন্দ দেহের পাশে শুয়ে জেগে রইল। যত রাজ্যের ভয়াল মূর্তি তার মনে আসতে লাগল। একটা মিনিট, একটা ঘণ্টা যেন আর যায় না। ....

হঠাৎ সে যেন একটা কিসের শব্দ শুনতে পেল। ট্রুপারকে ঠেলে জাগিয়ে দিয়ে সে বল্‌ল—"ঐ শোন!"

"কি?"

কান পেতে সে শুনতে পেল ঘোড়ার খুরের দ্রুত, স্বচ্ছন্দ শব্দ। বিছানা থেকে উঠে প্যাণ্টটা আঁটসাট ক'রে পরে নিল। ঘরের মধ্যে চাঁদের আলো এসে পড়েছে আর সে আলোয় বন্দুকটা খুঁজে নিয়ে খালি পায়ে সে ছুটে বেরিয়ে এল।

কেটী ফিস্ ফিস্ ক'রে বল্‌ল—"কোথায় যাচ্ছ?"

"বাইরে। তুমি এখানে থাক।"

রাইফেলটাকে শক্ত ক'রে বাগিয়ে সে ঘরের বাইরে এসে দাঁড়াল। পকেটে গুলি নেই মনে পড়ায় সে আবার ফিরে এল এবং পকেট ভর্তি

ক'রে গুলি নিল। ছেলেরা একটু ন'ড়ে উঠল। ট্রুপার নত হয়ে ধীরে ধীরে তাদের কপাল চাপড়ে দিল। কেটী দূরে দাঁড়িয়ে সব কিছু দেখল কিন্তু কিছু বল্‌ল না। ঘর থেকে আবার বেরিয়ে এসে ট্রুপার চাঁদের আলোয় শব্দটা শুনবার জন্য কান খাড়া ক'রে দাঁড়াল। গায়ে তার কোনও জামা নেই। বিরাট দৈত্যের মত তার চেহারা। প্রত্যেক পদক্ষেপে তার পেশীবহুল দেহটা যেন নেচে উঠছে।

সে শুনতে পেল ঘোড়ার খুরের শব্দ যেন কোথায় থামল। কিছুক্ষণ পরে গিডিয়নের বাড়ীর দিক থেকে আবার সে শব্দ শোনা গেল। ঘন পাইন বনে সে শব্দ প্রতিহত হয়ে মৃদু শোনাচ্ছে। চন্দ্রালোকে ট্রুপার বেশ স্পষ্ট দেখতে পেল যেখানে পথটা খাড়াই উঠে গেছে সেখানে অন্তত তিরিশজন লোক সারি বেঁধে আসছে। প্রত্যেকেই ক্ল্যানদলের সূচক সাদা আলখাল্লা ও সূক্ষ্মাগ্র টুপি পরে আছে। দম নিয়ে ট্রুপার অনুচ্চ কণ্ঠে তাদের অভিশাপ দিল; কিন্তু এক পাও নড়ল না। পথটা যেখানে খাদের নীচে অদৃশ্য হয়ে গেছে সেখানে এসে ঘোড়ার খুরের শব্দ থেমে গেল। ঐখানে হ্যানিবল ওয়াশিংটনের বাড়ী। তারা এখন ট্রুপারের এত কাছে এসে পড়েছে যে দেখা না গেলেও তাদের অস্পষ্ট কণ্ঠস্বর শোনা যেতে লাগল। আবার যেন ঘোড়াগুলো চলতে সুরু করল। এই পথে এরপর তার বাড়ী। দুরন্ত সাহসে ভর ক'রে ট্রুপার পা দুটো ফাঁক ক'রে সোজা হয়ে দাঁড়াল।

পথের দুধারে উঠেছে অসংখ্য গাছ আর তাদের ডালপালার ফাঁক দিয়ে পথটার স্থানে স্থানে চাঁদের আলো এসে পড়েছে। কিছুক্ষণ পরেই ট্রুপার দেখল তারা আসছে। ট্রুপারের কুকুরটা ঘেউ ঘেউ ক'রে ঘোড়াগুলোর দিকে নির্ভয়ে তেড়ে গেল। বোকা কুকুরটা ত জানে না আগ্নেয় অস্ত্রের কি শক্তি! সতর্কভাবে ঘোড়াগুলো চালিয়ে তারা ধীরে

ধীরে আসছে। ট্রুপারকে দেখে ঘোড়াগুলোর সেই সতর্ক পদক্ষেপ আরও মন্থর হয়ে এল। সেই অস্পষ্ট চাঁদের আলোয় ট্রুপারের চক্‌চকে কালো দেহটা দেখে তাদের মনে হল যেন কোনও বিভীষিকার করাল মূর্তি। তারা দেখল সে কোমর বরাবর রাইফেলটা উঁচিয়ে আছে।

ট্রুপার গর্জে উঠল—"কি চাস্ তোরা?"

ক্রোধ আর ঘৃণায় ফেটে পড়ল ট্রুপারের গম্ভীর কণ্ঠস্বর। কেটী ট্রুপারের গর্জন শুনে দরজার কাছে এসে দাঁড়াল এবং সেই টুপি-পরা লোকদের দেখে যেন পাগলের মত কাঁদতে লাগ্‌ল।

দলের সর্দার বলল—"আমরা চাই হ্যানিবল ওয়াশিংটনকে, এণ্ড্রু শেরম্যানকে আর তোকে।"

ট্রুপার বলল—"আমি ত তোদের সামনেই দাঁড়িয়ে আছি।"

"বন্দুক নাবিয়ে রাখ্।"

ট্রুপার আবার বলল—"আমাকে দেখছিস্ ত!" ঘৃণায় ফেটে-পড়া তার কণ্ঠস্বরে যেন দুন্দুভির আওয়াজ শোনা গেল। "আমার ভিটেয় ঢুকেছিস্ কোন সাহসে? বেরিয়ে যা কুকুরের বাচ্চারা!"

কুকুরটা প্রভুর কণ্ঠস্বর বুঝে আরও প্রচণ্ড ভাবে ডাকতে লাগল এবং শেষে একটা ঘোড়ার গায়ে দিল কামড়। ঘোড়াটা একটু পিছনে হ'টে গেল। কে যেন বলল—"হতচ্ছাড়া কুকুরটার মুখ বন্ধ ক'রে দে।" একটা রিভলবারও সঙ্গে সঙ্গে গর্জে উঠল আর কুকুরটা পড়ল মাটিতে লুটিয়ে। ট্রুপারের মুখটা এতক্ষণে রাগে শক্ত হয়ে কুঁচকে গেছে। রাইফেলটা তুলে ধরে সে গুলি করল। টুপি-পরা একটা লোক জিনের ওপর যেন হেলে পড়ল এবং একরকম সঙ্গে সঙ্গেই ঘোড়ার পিঠ থেকে পড়ে গিয়ে জিন-সংলগ্ন পাদানিতে আটকে ঝুলতে লাগল। ঘোড়াগুলোও

ভয় পেয়ে অস্থির হয়ে পড়ল। তৎক্ষণাৎ এক সঙ্গে গর্জে উঠল অন্তত ছটা রাইফেল। ট্রুপারের শক্ত মাংসপেশীতে বুলেটগুলো যেন হাতুড়ির আঘাত হানতে লাগল। তবু সে সামনে এগিয়ে চলল। ট্রুপারের প্রশস্ত বুক থেকে ফিন্‌কি দিয়ে বেরিয়ে আসছে রক্তের ধারা। এবার কেটী যেন বহুজ্ঞান হারিয়ে চীৎকার ক'রে কেঁদে উঠল। ওদিকে কে যেন গর্জন করল:

"বেশ্যার ছেলেটাকে গুলি কর্।"

আবার একটা রাইফেলের শব্দ হল। ট্রুপার যেন নিজেকে আর সোজা রাখতে পারল না। ঘোড়াগুলো তাকে পিশে ফেলবার জন্য চারদিক থেকে আসছে। রাইফেলটা সে কম্পিত হাতেই তু'লে ধরল। হাতটা তুলতেই সেটা একটা শুকনো কাঠের মত মড়্ মড়্ ক'রে উঠল। রাইফেলটা বহু কষ্টে তুলে ধরে শেষবারের মত সে গুলি ছুঁড়ল। একটা লোকের গলায় বিঁধল সে গুলি এবং তার গলার হাড়টা ভেঙ্গে গিয়ে বুকের মধ্যে ঢুকে গেল। এখন অবস্থা এমন দাঁড়াল যে ট্রুপারকে গুলি করতে গেলে পরস্পরের গায়ে লাগবার আশঙ্কা রয়েছে। সুযোগ বুঝে ট্রুপার পিছনকার একটা ঘোড়ার পিঠ থেকে অপর এক ব্যক্তিকে টেনে নামাল। একটা কুকুর একটা ইঁদুরকে মুখে নিয়ে যেমন নাড়ায় ট্রুপার সেই শয়তানটাকে ঠিক তেমনভাবে ধ'রে নাড়াতে লাগল। লোকটা প্রাণপণে চীৎকার ক'রে চলেছে। আর একটা লোক ঘোড়ার পিঠ থেকে লাফিয়ে পড়ল এবং ট্রুপারের পিঠে বন্দুকের নলটা বসিয়ে গুলি করল। আঘাতের প্রচণ্ডতায় শক্ত হয়ে গেল সেই দৈত্যের মত দেহ; তারপর একটা শূন্য থলির মত লুটিয়ে পড়ল মাটিতে। যে লোকটাকে ট্রুপার ঘোড়ার পিঠ থেকে টেনে নামিয়েছিল সেও তীব্র যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে। যে লোকটার হাত ও গলার হাড় ভেঙ্গে গিয়েছিল

সে হঠাৎ পাগলের মত অস্বাভাবিক স্বরে ডুকরে কেঁদে উঠল। ট্রুপারের নিস্পন্দ দেহের ওপর সমানে চলতে লাগল গুলিবর্ষণ। এখন সকলেই ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে পড়েছে। কেটী ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে এল এবং স্বামীর কাছে যাবার চেষ্টা করল। তারা তাকে ধরে তার পাতলা নৈশ পোষাক ছিঁড়ে ফেলল। বলপ্রয়োগ ক'রে তারা তাকে মাটিতে শুইয়ে ফেলল এবং হাত দিয়ে তার পা দুটো ফাঁক করার চেষ্টা করল। দেহের সমস্ত শক্তি দিয়ে কেটী কুঁকড়ে প'ড়ে রইল। একটা লোক উত্তেজনায় নাকি স্বরে গুন্‌গুন্ করতে করতে সামনে এল এবং রাইফেলের বাঁট দিয়ে কেটীর মাথায় করল আঘাত। তার মাথা ফেটে গেল আর হঠাৎ নিশ্চল হয়ে গেল তার প্রাণহীন দেহ।

একটা লোক চীৎকার ক'রে উঠল—"কি করলি এই হতচ্ছাড়া কুকুরের বাচ্চা!"

সেই প্রাণহীন উলঙ্গ দেহের দিকে অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে তারা দাঁড়িয়ে রইল। যে দেহের ওপর লোভ এত উদগ্র হয়ে উঠেছিল নিমেষের মধ্যে সে দেহের আর কোন প্রয়োজনীয়তা রইল না যে লোকটার গলার হাড় ভেঙ্গে গিয়েছিল সেই লোকটার চারপাশে তারা এসে দাঁড়াল। ট্রুপারের গুলিতে আর একটা লোক ত ইতিমধ্যেই মারা গেছে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তারা লোকটাকে মরতে দেখল—দেখল কেমন ক'রে একটা ছিন্ন শিরা দিয়ে বেরিয়ে আসছে ঘন রক্তের ধারা।

এবার তারা বাড়ীর দিকে ফিরল। নিস্তব্ধতা নেমে এসেছে সমগ্র অঞ্চলে। একজন গোলাঘরের দিকে গেল এবং এক আঁটি খড় নিয়ে এল। ট্রুপারের ঘরটার দরজার সামনে সেটা রেখে অন্য একজন দেশলাই কাঠি জ্বেলে দিল। তারা খড় এনে এনে যোগান দিতে লাগল। অল্পসময়ের মধ্যে বাড়ীটার সম্মুখভাগ দাউ দাউ ক'রে জ্বলে উঠল।

ঘরের মধ্যে ছেলেরা চীৎকার ক'রে কেঁদে উঠল। এতক্ষণ তারা ঘরের মধ্যে ঘুমাচ্ছিল। তাদের সুপ্ত চেতনায় যে ভয় এতক্ষণ বাসা বেঁধেছিল সে ভয় যেন ছাড়া পেল তাদের কাতর ক্রন্দনে। অথচ তারা জানতেও পারল না কোথা থেকে, কেন এ ভয় এল। লোকগুলো একটু অস্বস্তি বোধ করলেও দাঁড়িয়ে রইল।

একজন বলল—"যত সব ছাগলছানার চীৎকার।" একজন বাঙের মুখটা চড়িয়ে বলল—"নিগ্রোদের ছাগলের মত অগুন্তি বাচ্চা হয়।"

"কিন্তু সে ত হল, সে সব বেশ্যার ছেলেরা গেল কোথায়?"

"তারা নিশ্চয়ই সেই কারওয়েংদের বাড়ীতে গিয়ে উঠেছে।"

যে লোকটা প্রথম কথা বলেছিল সে বলল—"হ্যারি, তুই সহরে গিয়ে বেণ্টলিকে জিজ্ঞেস করগে কলহাউন জেলা থেকে আজ রাত্রে যে দু'শজন লোক পাঠাবার কথা ছিল তারা কোথায়? তারা কি জাহান্নামে গেছে?" তারপর এক মুহূর্ত চিন্তা ক'রে বলল—"হাঁ, তাঁকে আরও বলিস্ যে ম্যাটি ক্লার্ক ও হেপ্‌লসন্ মারা গেছে।" তারপর লোকটা মুখ ফিরিয়ে ঘর পোড়া দেখতে লাগল।

* * * * *

বন্দুকের আওয়াজে সেই অভ্যর্থনা ঘরের সকলের ঘুম ভেঙ্গে গেল। জ্যোৎস্নালোকিত পাহাড়ের পার্শ্ববর্তী অঞ্চলটা দেখবার জন্য সকলে জানালার কাছে ভীড় ক'রে দাঁড়াল। পাহাড়ের গায়ে বন্দুকের সেই শব্দ তখনও ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হয়ে ফিরছিল। রাইফেল নিয়ে তারা দৌড়াতে দৌড়াতে প্রশস্ত বারান্দায় এসে দাঁড়াল। অস্পষ্ট জ্যোৎস্নালোকে দূরে প্রসারিত করতে চেষ্টা করল তাদের দৃষ্টি। ওপরতলা থেকে চীৎকার করতে করতে নেমে এল মেয়েদের দল।

সবাই কৌতূহলী : "ব্যাপার কি ? ব্যাপার কি ?" ছেলেমেয়েরাও উঠে পড়ে উত্তেজনার সঙ্গে চীৎকার আরম্ভ করেছে।

দুচারজন লোক সমস্ত বাড়ীটার চারদিকে ঘুরে এল কিন্তু কিছুই দেখতে পেল না। মার্কাসের কথাই প্রথমে গিডিয়নের মনে এল। কিন্তু এখন রাত্রি বোধহয় তিনটে এবং মার্কাস ইতিমধ্যে নিশ্চয়ই বহুদূর চ'লে গেছে। গাড়ী বারান্দায় দাঁড়িয়ে গিডিয়ন এবনার লেটকে জিজ্ঞাসা করল—"শব্দটা কোথা থেকে আসছে ব'লে মনে হয় ?"

"মনে হচ্ছে ট্রুপারের বাড়ীর কাছ থেকেই আসছে।"

এখন সবারই ট্রুপারের কথা মনে পড়ল। বিশেষ এক ভঙ্গীতে সবাই পরস্পরের দিকে তাকাল। মৃদুকণ্ঠে ফ্রাঙ্ক কার্সন বলল—"হায় যিশু! হায় ভগবান!" আঙুল দিয়ে দেখিয়ে হ্যানিবল ওয়াশিংটন বলল—"ঐ দিকে দেখ, ঐ দিকে দেখ।"

দূরে নৈশ আকাশটা ক্রমশ লাল হয়ে উঠছে। প্রথমে তাদের মনে হল হয়ত গোলায় আগুন লেগে গেছে, কিন্তু আগুনের লেলিহান শিখা দেখে তারা ভাবল যে, কাঠের গোলার চেয়েও বড় একটা কিছু পুড়ছে। সমস্ত আকাশটা লাল হয়ে উঠল। একজন ব'লে উঠল— "ট্রুপারের বাড়ী।". এ আশঙ্কাটা সবাই করেছিল।

"তার দুটো বাচ্চা—"

বারান্দা থেকে ছুটে তারা বেরিয়ে পড়ল। কিন্তু গিডিয়ন সবাইকে আবার ডেকে আনল। "মাথা খারাপ কোর না। ভগবানের দোহাই মাথা গরম কোর না। এখানে থাক। হ্যানিবল, তুমি নীচে গিয়ে একবার দেখে আসতে পার কি ঘটছে ?"

হ্যানিবল ওয়াশিংটন সম্মতি জানিয়েই ছুটে বেরিয়ে গেল। নিমেষে জ্যোৎস্নালোকে দূরে মিলিয়ে গেল একটা মানুষের ক্ষীণ ছায়া। সে চলে

গেল আর পিছনে রেখে গেল নির্বাক নিস্তব্ধতা। কয়েকজন গিডিয়নের দিকে শুধু তাকিয়ে রইল। গিডিয়ন বলল—"এখন থেকে আমাদের এক সঙ্গেই থাকতে হবে। তোমরা যদি চাও যে আমি তোমাদের চালনা করি তাহলে আমার আদেশ মানতে হবে আর যদি না চাও তবে অন্য কাউকে বেছে নাও।"

শান্ত কণ্ঠে এবনার বললেন—"গিডিয়ন, আমরা তোমারই কথা মানব।"

"জেম্‌স, এণ্ড্রু, এজরা তোমরা তিনজনে বাড়ীটার তিনদিকে পাহারা দেবার ভার নাও। বাড়ীটা থেকে তিরিশ গজ দূরে গিয়ে দাঁড়াবে এবং কিছু দেখলে বা শুনলে চীৎকার ক'রে উঠবে।"

লোক তিনজন চ'লে গেল। কয়েকজন স্ত্রীলোক বারান্দায় এসে পুরুষদের সঙ্গে ফিস্‌ফিস্ ক'রে কি বলল। ছেলেদের ঘুম পাড়াবার জন্য তাদের আবার ভিতরে পাঠান হল। কিন্তু সে রাত্রে কারওয়েলে আর কারও চোখে ঘুম এল না। সময় চ'লে গেলেও যখন অঘটন কিছু ঘটল না তখন লোকেরা ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে নিজেদের অবস্থা ও তার সম্ভাব্য পরিণতি সম্পর্কে চাপা গলায় আলোচনা করতে লাগল। কয়েকজন বাড়ীর সম্মুখস্থ প্রশস্ত সিঁড়িতে ব'সে পড়ল এবং অন্যান্যরা বাড়ীর যে সব বিশাল থাম রাত্রির বুক চিরে গর্বোন্নত শিরে দাঁড়িয়ে আছে সেগুলিতে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। যে পাহাড়ের পাশ দিয়ে হ্যানিবল চ'লে গেছে সেই পাহাড়ের চারদিকে দূরাগত এক ছায়ার সন্ধানে তারা তাকিয়ে রইল। সে চ'লে যাবার এক ঘণ্টা পরে তারা একটা লোককে আসতে দেখল।

"হ্যানিবল।"

হাঁপাতে হাঁপাতে সে এসে দাঁড়াল। শিশিরে তার সমস্ত দেহ ভিজে গেছে। দম না নিয়ে কথা বলার শক্তি আর তার নেই।

"বাচ্চা দুটো কোথায় ?"

মাথা নেড়ে সে বলল—"তা ঠিক বলতে পারব না। তবে মনে হয় তারা পুড়ে মরে গেছে। হামাগুড়ি দিয়ে যতদূর সম্ভব কাছে গিয়ে লোকগুলোকে স্পষ্ট দেখে এসেছি। তাদের অনেক কথাবার্তাও আমার কানে এসেছে।"

বিমর্ষভাবে গিডিয়ন বলল—"তুমি কি শুনে এসেছ ?"

"কলহাউন জেলা থেকে দুশজন লোক আসার অপেক্ষায় তারা রয়েছে। এখান থেকে দক্ষিণে ক্ল্যান দলের যে শাখা রয়েছে সেখান থেকেই তারা আসবে। মনে হয় তারা জর্জিয়ার লোক হবে। ওরা জেনেছে যে আমরা এখানে আছি।"

একটা সতের বছর বয়সের ছেলে বমি করতে লাগল। বারান্দার রেলিংএর ওপর ঝুকে প'ড়ে সে দাঁড়িয়ে আছে এবং মাঝে মাঝে বমির ঝোঁকে বেঁকে যাচ্ছে। আকাশের বুকে সেই লাল রঙটা ধীরে ধীরে যেন মিলিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু কয়েকজন লোক আকাশের অন্যদিকে কি একটা দেখবার চেষ্টা করছিল। দূরে গাছপালার মাথায় এসে জমেছে যেন রাত্রির সমস্ত অন্ধকার আর তারই ওপর আকাশের বুকে একটা টকটকে লাল রঙ মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে। রঙটা যতই প্রসারিত হতে লাগল এক এক ক'রে সবাই এবনার লেটের দিকে ফিরল। এবনার হাত দুটো মুঠো করে ও দাঁত দিয়ে নীচের ঠোঁট চেপে বারান্দায় দাঁড়িয়ে রইলেন। তিনি জানতেও পারলেন না কখন দাঁতে ঠোঁটটা কেটে এক ফোঁটা রক্ত গড়িয়ে পড়ল চিবুকের ওপর! তারপর তিনি কাঁদতে লাগলেন কিন্তু নড়ল না তাঁর লম্বা রোদে পোড়া মুখটা। তাঁর অস্থিসার গণ্ডদেশ দিয়ে অবিরল ধারে গড়িয়ে পড়ল চোখের জল। একরকম রুদ্ধকণ্ঠে তিনি ব'লে উঠলেন—"ওরে সব বেশ্যার ছেলে!

যেটুকু আমার ছিল, যেটুকু সমস্ত জীবন দিয়ে চেয়েছি, সেটুকু গেল। ভগবানের শাপ ওদের লাগবেই। একজন মানুষের কত স্বপ্ন, কত সাধ, কত সাধনা ও কত সৃষ্টি ওরা নষ্ট ক'রে দিল।" হ্যানিবল ওয়াশিংটন বলল—"গিডিয়ন, এখানকার সমস্ত বাড়ী পুড়িয়ে দেবার আগে আমরা ওদের থামাই না কেন?"

মাথা নেড়ে গিডিয়ন বলল—"সেই জন্যই ত ওরা বাড়ী পোড়াচ্ছে। তারা চায় যে আমরা এখান থেকে নেমে যাই।"

এবনার বললেন—"আমি যাচ্ছি ওখানে।"

"আপনি যেতে পারবেন না। ট্রুপারকে আমরা ছেড়ে এলাম আর সে এখন বেঁচে নেই। তার স্ত্রীও মারা গেছে।"

"গিডিয়ন, আমি যাচ্ছি।"

গিডিয়ন ধীর শান্ত কণ্ঠে বলল—"আপনি যেতে পারবেন না।"

একটা কি যেন ঘটল। এব্রা গোল্ডেন শব্দ ক'রে উঠল। হঠাৎ তারা অনেকগুলো ঘোড়ার খুরের শব্দ শুনতে পেল এবং দূরে অস্পষ্ট আলোকে লম্বা টুপিপরা লোকগুলোর ভূতের মত ছায়া দেখতে পেল। প্রায় দেড়শত গজ দূরে বহু ঘোড়সওয়ার এসে দাঁড়াল। এখন তারা আর কুড়িজন নয়; সংখ্যায় অনেক বেশী।

"কে ওখানে?"

গিডিয়ন চীৎকার ক'রে বলল—"তোরা কি চাস্? তোরা কে?"

নিস্তব্ধ রাত্রির বুক চিরে গিডিয়নের কথাগুলো উঁচুনীচু খাদে সমস্ত উপত্যকায় ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হয়ে ফিরল।

"ওরে শয়তান জ্যাক্সন, তুই ত জানিস্ আমরা কে এবং কি চাই। আমরা সেই লোক কজনকে চাই।"

গিডিয়ন বলল—"তোদের কথার জবাব দেবার কোন প্রয়োজন বোধ করিনা।"

"আমরা তাদের নিয়ে যেতে এসেছি জ্যাক্সন। হয় আমরা তাদের নিয়ে যাব, নয়, এখানকার সমস্ত বাড়ী পুড়িয়ে দেব।"

তীক্ষ্ণ কণ্ঠে গিডিয়ন বলল—"বাড়ীর চারদিকে ছড়িয়ে পড়। জঙ্গলের মধ্যে লুকিয়ে পড়। শয়তানরা পঞ্চাশ গজের মধ্যে না এলে গুলি ছুঁড় না।"

লোকেরা সঙ্গে সঙ্গে বাড়ীর চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল এবং বসন্তের শুকনো পাতা আর জঙ্গলের মধ্যে হামাগুড়ি দিয়ে লুকাল। বারান্দায় যারা ছিল সাষ্টাঙ্গে শুয়ে পড়ল। গিডিয়ন, এবনার ও ব্রাদার পিটার দ্বিতীয় সারিতে রইলেন। গিডিয়ন এবনারের দিকে একবার তাকাল। এবনার তাঁর লম্বা রাইফেলটার দিকে তাকিয়ে আছেন। অটল পর্বতের মত স্থির হয়ে তিনি দাঁড়িয়ে আছেন; তাঁর দুচোখ দিয়ে গণ্ড বহে ঝরে পড়ছে জল। ব্রাদার পিটার বললেন—"ভগবান আমাদের ক্ষমা করুন্। ভগবান অপরাধ নেবেন না।" গিডিয়ন তার স্পেন্সার বন্দুকটা তুলে ধ'রে তাক করতে লাগল। কত দিন মানুষের দিকে লক্ষ্য করে সে বন্দুক তোলেনি! সমস্ত বিশ্বে হত্যার মত আর কিছু নেই যা মানুষের সমস্ত শুভ বুদ্ধি ও বিচারবোধকে লোপ করে দেয়। তবুও এই হত্যার মধ্যে দিয়ে এসেছে দুনিয়ার চূড়ান্ত ন্যায় ও অন্যায়। হঠাৎ সাদা সারিটা যেন দুলে সামনে এগিয়ে এল। ঘোড়াগুলো প্রথমে একটু জোর কদমে এগিয়ে এল। তারপর মন্থর হয়ে গেল তাদের গতি। একশ গজ দূর থেকে এবনারের রাইফেল গর্জে উঠল এবং সঙ্গে সঙ্গেই একটা লোক ঘোড়ার পিঠ থেকে ঢ'লে পড়ল। সাদা পোষাকের লোকেরা গুলি ছুঁড়তে লাগল। গিডিয়নের সাবধানবাণী

সত্ত্বেও পঁচাত্তর গজ দূর থেকেই বাড়ীর চারদিকে গুলির আদানপ্রদান চলতে লাগল। আর একটা লোক ঘোড়া থেকে প'ড়ে গেল; আরও একজন লোক তীব্র যন্ত্রণায় চীৎকার করে উঠল। সাদা পোষাকের সারিবদ্ধ লোকগুলো আর এগিয়ে এল না। তারপর একটু ইতস্তত ক'রে জোর কদমে ঘোড়া ছুটিয়ে তারা পালাল।

অস্পষ্ট জ্যোৎস্নায় মিলিয়ে গেল তাদের ছায়া।

বারান্দার লোকেরা ধীরে ধীরে এগিয়ে এল। লম্বা টুপিপরা দুজন লোক ঘাসের ওপর প'ড়ে আছে। কারওয়েলের দুজন লোক নীচু হয়ে তাদের টুপি খুলে ফেলল। দুজনাই ম'রে গেছে। দুজনাই বিদেশী। কারওয়েলের কেউ এদের মুখ কখনও দেখেনি।

এই প্রথম আক্রমণে কারওয়েলের কেউই আহত হয়নি। কিন্তু এতে লোকেদের মনে যে সামান্য আনন্দানুভূতি দেখা দিত তাও মিলিয়ে গেল যখন দূরে আকাশে নতুন নতুন আগুনের শিখা দেখা যেতে লাগল। একটার পর একটা খামার ও বাড়ী পুড়ছে আর একজন ক'রে আঙুল দিয়ে দেখাচ্ছে এবার কার সর্বনাশ হচ্ছে, কার বা বুক জুড়ে নেমে আসছে হতাশা, কার বা প্রাণে এল যন্ত্রণার অগ্নিদাহ। নারী ও শিশুরা এক জায়গায় জড় হয়ে দেখতে লাগল। সূর্য উঠল; তখনও চারদিকে ঘরবাড়ী পুড়ছে আর কুণ্ডলীকৃত ধূসর ধোঁয়া আকাশ ছেয়ে উঠছে।

মেয়েরা প্রাতরাশ তৈরী করল এবং লোকেরাও আহার করল। কিন্তু কেউ একটা কথাও বলল না, একটু হাসির আওয়াজ উঠল না। গিডিয়ন এই ভেবে একটু স্বস্তি পেল যে মার্কাস এতক্ষণে হয়ত টেলিগ্রামগুলো পাঠিয়ে দিতে পেরেছে।

* * *

মার্কাস ঘোড়া ছুটিয়ে কারওয়েলের গোচরের মধ্যে দিয়ে একটা

সোজা পথ ধরল। আগে এই গো-চরে চরাণ হত ভাল জাতের ঘোড়া। এইভাবে মার্কাস নতুন পথ ও জলাভূমির ওপর দিয়ে উঁচু বাঁধান রাস্তা এড়িয়ে বড় খাড়াই পাহাড়ের কাছে এসে পড়ল। ঘোড়াটা যেন দূরত্বের সঙ্গে তাল রেখে স্বচ্ছন্দ কদমে চলেছে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা চললেও সে বোধহয় ক্লান্ত হবে না। জ্যোৎস্নালোকিত নির্জন পথ। এই রকম রাত্রে আর এই রকম মৃদুমন্দ বাতাসে মানুষ নরকে গিয়েও ফিরে আসতে পারে। কারওয়েল থেকে আট মাইল এসে মার্কাস ঘোড়াটাকে বিশ্রাম দেবার জন্য লাগাম টেনে থামাল। হঠাৎ সে শুনতে পেল যেন দূর থেকে কয়েকজন লোক ঘোড়ায় চেপে আসছে। সঙ্গে সঙ্গে সে ঘোড়া থেকে নেমে পড়ল এবং ঘোড়াটার কানে ফিস্ ফিস্ করে কি যেন ব'লে তার কোমল নাকটা চাপড়াতে লাগল। তারপর তাকে পথ থেকে টেনে সে পাইন বনের একটা ঝোপের মধ্যে নিয়ে এল। নিঃশব্দে তারা সেখানে দাঁড়িয়ে রইল। কয়েক মুহূর্ত পরেই কয়েকজন ঘোড়-সওয়ার মার্কাসের দৃষ্টি পথে এল। সংখ্যায় তারা বোধ হয় কুড়ি জন এবং সবারই মাথায় ক্ল্যান দলের সাদা টুপি। তারা বেশ কিছু দূর চ'লে যাবার পর যখন আর তাদের ঘোড়ার খুরের শব্দ শোনা গেল না তখন মার্কাস বেরিয়ে এসে ঘোড়ায় চাপল। ঘোড়াটা আবার চলতে সুরু করল।

রাত্রির এই ঘোড়-সওয়ারদের দেখে মার্কাস প্রথমে একটু বিচলিত হয়ে পড়ল। বেশ বোঝা গেল যে তারা কারওয়েলেই যাচ্ছে। সে ফিরে গিয়ে লোকেদের সাবধান ক'রে দেবে কিনা ভেবে ঠিক করতে পারল না। তারপর নিজের মনেই সে বিচার ক'রে দেখল যে, কুড়ি জন লোক সেই বড় বাড়ীটা আক্রমণ করতে সক্ষম হবে না। আর তা ছাড়াও সে যদি এখন ফিরে যায় তাহলে পথিমধ্যে চারদিক থেকে

আক্রান্ত হয়ে গুলিতে নিহত হবার সম্ভাবনা রয়েছে। এই স্থির ক'রে সে ঘোড়া ছুটিয়ে দিল। এখন বেশ জোরে বাতাস বইছে। জিনের ওপর ব'সে সে মাঝে মাঝে তন্দ্রালু হয়ে সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ছে। রাস্তাটা হঠাৎ একটা খাদের নীচে নেমে গেল। ঘোড়াটা সহজেই সে পথটা অতিক্রম করল। কয়েক ঘণ্টা কেটে গেল। যে মহৎ কাজে সে চলেছে তার জন্য এক গর্বানুভূতি এল তার প্রাণে। যৌবনের স্বাভাবিক উচ্ছলতায় সে শীঘ্রই ভুলে গেল কারওয়েলের কথা। আনন্দে সে ঘোড়াটাকে বলতে থাকে "ওরে আমার যাদু ঘোড়া, ওরে আমার সোনামণি, কামানের গোলার মত তোমার হৃদ্‌পিণ্ড, উদয়-সূর্যের মত হৃদয়খানি—"

দূরাগত উষার ম্লান দীপ্তিতে ধূসর হয়ে আসছে নৈশ আকাশ। মার্কাস ঘোড়ার লাগাম টেনে ধীরে ধীরে চালাতে লাগল। আর একটু দূর গিয়ে সে পথ ছেড়ে মাঠের মধ্যে নেমে পড়ল। ঘোড়াটা ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। তার শ্বাস প্রশ্বাসে মনে হচ্ছে তার দম ফুরিয়ে এসেছে। এখন তাদের দুজনারই বিশ্রামের প্রয়োজন। লাগামটা হাতের কব্জিতে জড়িয়ে শুধু একটু দম নেবার জন্য সে শুয়ে পড়ল। এই শক্ত স্যাঁত-সেঁতে মাটিতে ত সে আর ঘুমাতে পারে না। হাতে লাগামের টান লাগতেই তার তন্দ্রা কেটে গেল। কতক্ষণ সে শুয়েছিল বুঝতে পারল না তবে মনে হল বোধহয় মুহূর্তখানেক হবে। সূর্য তার দহনশক্তি নিয়ে আকাশের অনেকদূর উঠে গেছে। উঠে দাঁড়াবার সঙ্গে সঙ্গে ঘোড়াটা আদর পাবার জন্য মাথা নামাল। হাতের ঘড়িতে যখন সে দেখল যে আটটা বেজে গেছে তখন সে জানতে পারল যে সে প্রায় এক ঘণ্টা ঘুমিয়েছে। সে ঘোড়ায় চেপে বসল এবং ঘোড়া ছুটিয়ে দিল। দশটা কয়েক মিনিটে সে কলম্বিয়ায় এসে উপস্থিত হল।

সহরতলীর রাস্তা দিয়ে সে চলেছে আর লোকেরা অবাক দৃষ্টিতে তার দিকে তাকাচ্ছে। সহরটার ভাব-ভঙ্গীতে যেন রয়েছে একটা সতর্ক বিপদাশঙ্কা। মার্কাস সোজা ওয়েস্টার্ণ ইউনিয়ন অফিসে গেল এবং সেখানকার রেলিংএ ঘোড়াটা বেঁধে ভিতরে প্রবেশ করল। সামান্য তন্দ্রায় তার ক্লান্তি বেড়ে গেছে বই কমেনি। তাড়াতাড়ি কাজটা সেরে সে সহরের বাইরে যেতে পারলে যেন বাঁচে। তারপর পাইন বনের ছায়ায় যেখানে হোক সে একটু ঘুমিয়ে নেবে। যার মুখে অসংখ্য ব্রণ, সেই ছেলেটা এখন নেই। অফিস ঘরে শুধু অপারেটর বসে আছে। লোকটার বয়স বোধ হয় চল্লিশ হবে। গোম্‌রা-মুখো লোকটার চারদিকে যেন অন্ধকার জমাট হয়ে রয়েছে। নিজের আসন থেকে উঠবার আগে সে মার্কাসের আপাদমস্তক দেখে নিল এবং তারপর কাউণ্টারে এসে বলল :

"কি চাস্, ছোকরা ?"

মার্কাস টেলিগ্রামগুলো তার হাতে দিল। "দয়া ক'রে এগুলো পাঠিয়ে দিন।"

কাগজগুলোর ওপর একবার চোখ বুলিয়ে অপারেটর বলল—"ছোক্‌রা, অনেক খরচ পড়বে।"

মার্কাস পকেট থেকে পাঁচখানা দশ ডলারের বিল বার ক'রে কাউণ্টারে রাখল।

"নিগ্রোর কাছে এ যে দেখছি অনেক ডলার।"

গি'ডয়ন মার্কাসকে বলে দিয়েছিল—"মার্কাস, আমি তোমাকে বিশ্বাস করি বলেই টেলিগ্রামগুলো পাঠাবার ভার তোমার ওপর দিলাম। সেগুলো যেন অতি অবশ্য পাঠান হয়।"

মার্কাস কাজ আদায়ের জন্য একটু বিনয়ের সুরে বলল, "আমি

কংগ্রেসের সদস্য জ্যাক্‌সনের হয়ে এগুলো পাঠাচ্ছি। খরচা বাবদ এসব ডলার তিনি দিয়েছেন।"

"তাই নাকি ?"

মার্কাস বলল—"মশায়, আমি ত বললাম যে তিনি দিয়েছেন। আর কতবার বলতে হবে ?"

অপারেটর এবার টেলিগ্রামগুলো পড়তে লাগল।

তারপর সে মার্কাসের কাদা-মাখা অপরিষ্কার বেশ-ভূষা দেখতে লাগল ; তারপর তার দৃষ্টি পড়ল মার্কাসের ঘোড়ার ওপর। মার্কাস তার ভিতরের জামার পকেটে হাত দিয়ে রিভল্‌বারটা ধরল। অপারেটর আরও দু একখানা টেলিগ্রাম প'ড়ে নিল। তারপর সে সমস্ত তাড়াটা তুলে ধ'রে বলল—"ছোক্‌রা, এগুলো রেখে যা। ঠিক সময়ে আমি পাঠিয়ে দেব।" ডলারের বিল কখানা নেবার জন্য সে হাত বাড়াল।

মার্কাস বলল—"আমি দাঁড়িয়ে রইলাম, আপনি এখনই পাঠিয়ে দিন।"

লোকটার কণ্ঠস্বরও যেন তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল। "ছোক্‌রা, এতগুলো টেলিগ্রাম পাঠাতে সময় লাগবে। একজন নিগ্রো আমার কাজের হদিস্ বলে দেবে এ আমি চাই না। এখান থেকে তুই বেরিয়ে যা। টেলিগ্রামের ভাবনা তোকে ভাবতে হবে না।"

মার্কাস বলল—"আমি যে আগেই দাম দিয়েছি। আপনাকে এখনই পাঠাতে হবে।"

"বেরিয়ে যা বলছি।"

মার্কাস পকেট থেকে রিভল্‌বার বার ক'রে কাউণ্টারের ওপর রাখল। রিভল্‌বারের নলটা লোকটার পেট থেকে কয়েক ইঞ্চি দূরে রইল। মার্কাস কাউণ্টার ঘেঁসে দাঁড়িয়ে থাকায় বাইরের কোনও

লোক হঠাৎ এসে রিভল্‌বারটা দেখতে পাবে না। মার্কাস আঙুল দিয়ে ধরল রিভল্‌বারের ঘোড়া। মার্কাস বলল—"এখনই পাঠিয়ে দিন্। আমি এই দাঁড়িয়ে রইলাম।"

অপারেটর একটু বিবর্ণ হয়ে গেল। তার তলাকার ঠোঁটটা কাঁপতে লাগল। ঢোক গিলে গিলে সে বলল—"ছো'করা, এ যে—"

মার্কাস বলল—"আপনার কাজ আরম্ভ ক'রে দিন। গোলমাল করার কোনও চেষ্টা করবেন না। আপনি কি পাঠাচ্ছেন আমি কিন্তু বুঝতে পারব।"

মার্কাসের ওপর চোখ রেখে অপারেটর ডেস্কের কাছে গিয়ে চেপে বসল। টেলিগ্রামের কাগজগুলো প্রসারিত ক'রে সে চাবিতে হাত দিল এবং তারপর 'টরেটক্কা' শব্দ করতে লাগল—"বিপদ! বিপদ!! কেন্দ্রীয় সাম্‌টার ষ্ট্রীট ষ্টেশন কলম্বিয়া সংবাদ প্রেরক নিগ্রো বন্দুক হাতে রেলপথের গায়ে টেলিগ্রাফ অফিসে এসেছে পুলিশকে খবর দাও। বিপদ!"

অপারেটর বার বার বিপদজ্ঞাপক খবর পাঠাতে লাগল। সে এমন ভাব দেখাল যেন সে প্রথম টেলিগ্রামটা ইতিমধ্যে পাঠিয়ে দিয়েছে। একখানা কাগজ মুড়ে সে ছেঁড়া কাগজের ঝুড়িতে ফেলে দিল এবং দ্বিতীয় কাগজটা ধরে সে কাজ সুরু করার ভাণ করল। যার মুখে অসংখ্য ব্রণ সেই ছেলেটা এবার এল। মার্কাস তার দিকে তাকিয়ে রিভলবারটা একবার নাড়াল এবং বলল—"ঐখানে গিয়ে দেওয়ালে ঠেস্ দিয়ে দাঁড়াও।" ছেলেটা দেওয়ালে ঠেস্ দিয়ে দাঁড়াল। ভয় ও বিস্ময়ে তার মুখ দিয়ে কোন কথা বেরুল না। অপারেটর ওদিকে 'টরেটক্কা" করতে লাগল—"বিপদ! কেন্দ্রীয় অফিস।" তৃতীয় টেলিগ্রামটাও যেন সে শেষ করল—এই ভাব দেখিয়ে তৃতীয় কাগজ-

খানা মুড়ে ঝুড়িতে ফেলে দিল। একজন মধ্যবয়সী ব্যবসায়ী লোক অফিস ঘরে এল। মার্কাস রিভল্বারটা উঁচিয়ে লোকটিকে স'রে যেতে ইঙ্গিত করল। সে তখন ছেলেটার পাশে গিয়ে দাঁড়াল। অপারেটর চতুর্থ টেলিগ্রামের কাগজটাও ঝুড়িতে ফেলে দিল। ওদিকে 'টরেটকা' শব্দ সমানে চলছে। এমনি ক'রে পঞ্চম ও ষষ্ঠ টেলিগ্রামের কাগজ দুটোও ঝুড়িতে পড়ল।

কর্কশ কণ্ঠে অপারেটর এবার বলল—'যাক সব কথানাই পাঠিয়ে দিলাম।"

মাকাস তাদের বলল—"খবরদার, যেখানে আছ সেখানেই থাক।" বেরিয়ে যাবার জন্য সে মুখ না ফিরিয়েই পিছনে হাঁটতে লাগল। "যেখানে আছ সেখানেই থাক, একটুও নড়বার চেষ্টা করোনা।" রিভল্বারটা উঁচিয়ে একইভাবে পিছু হেঁটে সে রাস্তায় নামল। হঠাৎ রাইফেলের গুলির আওয়াজ হল। মার্কাসও প্রায় সঙ্গে সঙ্গেহ তার বাঁ হাতে সাংঘাতিক যন্ত্রণা অনুভব করল। কে যেন এক হাতুড়ী মেরে তার হাতখানা খসিয়ে দিল। সে হাতের আর কোন প্রয়োজন রইল না। আগেও সে অনেক কিছুতে ব্যথা পেয়েছে কিন্তু এর সঙ্গে কোন কিছুরহ তুলনা হয় না। কোনও রকমে সে দাঁড়িয়ে থাকল বটে কিন্তু হাত থেকে রিভল্বারটা প'ড়ে গেল। টলতে টলতে সে ঘোড়াটার কাছে গিয়ে লাগামের দড়ি খুলে ফেলল এবং একরকম বুকে জোর দিয়ে জিনের ওপর চড়তে চেষ্টা করল। দুজন লোক রাইফেল নিয়ে রাস্তা দিয়ে ছুটতে ছুটতে অসছে। একজন তাক্ করবার জন্য দাড়িয়ে পড়ল। এবার অগ্নিগভ গুলি মার্কাসের উরু ঝলসে দিল। বিপরীত দিক থেকে অস্ত্রসজ্জিত চারজন লোক ছুটতে ছুটতে আসছে। এখন বিভিন্ন দিকে বহু লোক ছোটাছুটি করছে।

মার্কাস কোনও রকমে জিনটা আঁকড়ে ঘোড়ার পিঠের ওপর দিয়ে একটা পা তুলে দিল। ঘোড়াটার পিঠের উপর সে শুয়ে রইল। ঘোড়াটা তার স্বচ্ছন্দ গতিতে রাস্তা দিয়ে ছুটতে লাগল। এখন সশস্ত্র লোকগুলো সারি বেঁধে রাইফেল ছুঁড়তে লাগল। গুলির পর গুলি এসে মার্কাসের দেহটাকে ঝাঁঝরা ক'রে দিল। একটা গুলি এসে লাগল বে ড়াটার গায়ে। হুমড়ি খেয়ে ঘোড়াটা প'ড়ে গেল এবং তারই সঙ্গে ধূলোয় লুটিয়ে পড়ল মার্কাসের দেহটা। মুহূর্ত পরে ঘোড়াটা উঠে ডাকতে ডাকতে দিশাহারা হয়ে ছুটতে লাগল। গুলি করতে করতেই লোকগুলো মার্কাসের দিকে এগুতে লাগল এবং বন্দুকে গুলি ভর্তি করবার জন্য মাঝে মাঝে থামল। শেষে তারা বুঝল যে সে মারা গেছে। আরও কাছে এগিয়ে গিয়ে একটা লোক বুট দিয়ে উল্টে দিল মার্কাসের প্রাণহীন দেহ।

* * *

খামার বাড়ীতে প্রথম প্রাতরাশ শেষ ক'রে গিডিয়ন উইনথ্রোপকে জনান্তিকে ডেকে বলল—"এখনও এখানে থাকবার ইচ্ছে আছে আপনার? ওরা হয়ত আপনাকে নিরাপদে যেতে দেবে।"

খোঁচা খোঁচা দাড়ি নিয়ে উইনথ্রোপকে অদ্ভুত দেখাচ্ছে। মাথা নেড়ে তিনি জানালেন—"সমস্ত রাত্রি আমি এ বিষয়টা ভেবেছি। যদি আপনারা চান ত আমি থেকে যাব। আমি মনে করি আমি আপনাদের অনেক সাহায্যে আসতে পারি।"

"অশেষ ধন্যবাদ! ভগবানের কাছে প্রার্থনা জানাই আপনাকে যেন এর জন্য কোন অনুতাপ না করতে হয়।"

অনেক ভেবে চিন্তে আমি এ সিদ্ধান্ত নিয়েছি আর তাছাড়া আমি যা করি তার জন্য আমি কখনও অনুতাপ করি না।"

গিডিয়ন বলল—"ছেলেদের ওপরে নিয়ে গিয়ে আপনি কি ওদের একটু পড়াবেন? ব্রাদার পিটার এ বিষয়ে আপনাকে সাহায্য করতে পারেন। এই বাড়ীতে ছেলেদের পক্ষে আটকে থাকা সত্যই কষ্টকর। ছেলেরা সত্যই এরকম একটা অবস্থা সহ্য করতে পারবে না। তারা ত জানে না কেন এরকম হল। আপনি যদি তাদের সহজ কথায় বুঝিয়ে দেন কেন আমরা এখানে এসেছি তাহলে সত্যই ভাল হয়"

উইনথ্রোপ বললেন—"আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করব।"

"তাদের ভয় দেখাবেন না। আশা দেখিয়ে তাদের উৎসাহিত ক'রে তুলুন। আশা রাখার মত যুক্তিও আমাদের আছে।"

উইনথ্রোপ সম্মতি জানিয়ে ব্রাদার পিটারের সঙ্গে কথা বলতে গেলেন। খাবার ঘরে এখন অধিকাংশ স্ত্রীলোক এসে জমায়েত হয়েছে। গিডিয়ন সহজ কথায় তাদের বর্তমান অবস্থাটা স্পষ্ট ক'রে বুঝিয়ে দিল।

সে বলল—"কোন কিছু এড়িয়ে যাবার মত অবস্থা আর আমাদের নেই। একসঙ্গে আমাদের রুখে দাঁড়াতে হবে। ট্রুপার নিজের ইচ্ছে মত চলতে গেল আর কি ফল হল তোমরা সবাই জান। আমাদের একটিমাত্র আশা আছে আর সেটা হচ্ছে এই যে, আমরা একসঙ্গে দাঁড়াব ও একসঙ্গে গ'ড়ে তুলব এমন একটা কিছু যা হবে স্থায়ী, হবে সুন্দর এবং যার জন্য আমাদের এই দুঃখবরণ হবে সার্থক। আশা আমি একটুও হারাইনি। আমরা ভাল বাড়ীতেই আছি। বেশ কিছু দিনের মত খাবার, ওষুধ ও জল আমাদের আছে। একজন ডাক্তারকেও আমরা সঙ্গে পেয়েছি। মিঃ উইনথ্রোপও আমাদের সঙ্গে থেকে ছেলেমেয়েদের পড়াতে সম্মত হয়েছেন। এটাতেই আমি বেশী গুরুত্ব দিই। আমি মনে করি যাই কিছু ঘটুক না কেন ছেলে-

মেয়েদের পড়াশুনা চালাতেই হবে। এক কথায় আমরা গ্রামের সমস্ত লোক এই বাড়ীতে জমায়েত হয়েছি। এতগুলো পরিবারের সামনে আজকে এই প্রধান সমস্যা দেখা দিয়েছে যে, কম বা বেশী যে কটা দিনই আমাদের এখানে থাকতে হোক না কেন আমরা সকল পরিস্থিতিরই সম্মুখীন হব এবং সেগুলো সমাধানের চেষ্টা করব। আমি ত মনে করি যে, আমরা সে কাজ করতে পারব। আজকে যত সমস্যা আমাদের সামনে এসেছে, অতীতে তার চেয়ে বেশী সমস্যারই সম্মুখীন আমরা হয়েছিলাম এবং তাদের সফল সমাধানেও সক্ষম হয়েছিলাম। আমাদের এখানে এখন প্রতি শ্বেতাঙ্গের স্থানে দুজন নিগ্রো আছেন। আমি মনে করি না যে, এর ফলে কোন জটিল সমস্যার সৃষ্টি হবে। আমরা একসঙ্গে বসবাস ও কাজকর্ম করতে শিখেছি—শিখেছি পরস্পরকে সম্মান করতে। শ্বেতাঙ্গ ও নিগ্রোদের নিয়ে আমাদের এই দেশ। সকলকেই একসঙ্গে বসবাস ও কাজকর্ম করতে হবে। এই নীতিকে ভিত্তি করেই আমরা এতদিন আমাদের সকল সৃষ্টি-সাধনাকে নিয়োজিত করেছি। বাইরের লোক একথা স্বীকার করে না। তারা আমাদের ঘরবাড়ী জ্বালিয়ে প্রমাণ করতে চায় যে, তাদের পক্ষেই রয়েছে ন্যায় ও অধিকার। আমাদের অধিকার ন্যায়সঙ্গত প্রমাণ করার অন্য পথ আছে। সন্ত্রাস, হত্যা ও ধ্বংসের কার্যকারিতায় আমাদের বিশ্বাস নেই। আমাদের জীবন ও জমির জন্যই আমরা লড়াই করব। আমরা যে কত আইনানুগ, ন্যায়নিষ্ঠ ও স্বাধীনতাকামী তার উদাহরণ রেখে যাব এই জাতির সামনে।

"গতকাল আমরা স্থির করেছিলাম যে, দিনের বেলায় আমরা যে যার জমির কাজে চলে যাব। এখন দেখছি কিছুদিনের জন্য সেটা সম্ভব নয়। অনুমতি না নিয়ে কেউ বাইরে যেতে পারবে না।

লোকেদের করবার মত এখানেও অনেক কাজ রয়েছে। চৌবাচ্চায় জল আছে কিনা দেখা ছাড়াও মজুত মালের ওপর লক্ষ্য রাখতে হবে, দেখতে হবে পোড়াবার মত যথেষ্ট কাঠ আছে কিনা। সর্বোপরি বাড়ীটার ওপর সব সময় সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে। বাড়ীর আভ্যন্তরীণ শাসন ও শৃঙ্খলার ভার মেয়েদের ওপর রয়েছে। সকলের খাবার ভাগ ক'রে দেবার দায়িত্বও আপনাদের ওপর। রুগ্ন ও আহতদের শুশ্রূষা আপনাদেরই করতে হবে। এক কথায় ঘরসংসারের প্রয়োজনীয় এমন অনেক কাজ আপনাদেরই করতে হবে।

"অবশেষে অনুরোধ করি যে, আপনারা হতাশ হবেন না। হয়ত আমাদের মনে হতে পারে যে, আমরা নিঃসঙ্গ হয়ে পড়েছি। কিন্তু আপনারা ভুলবেন না আমরা এদেশেরই অংশীভূত এবং অন্যান্য বহু সৎ লোকের মত আমরা এই সমগ্র জাতিকে গ'ড়ে তুলেছি। তাঁরা আমাদের কখনও পরিত্যাগ করবেন না।"

গিডিয়ন ও অন্য সবাই সারা সকালটা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখল দূরের মাঠের শেষপ্রান্তে একটা বনের মধ্যে অসংখ্য মানুষের অস্পষ্ট ছায়ার গতায়াত। লোকগুলো যতদূরে রয়েছে রাইফেলের গুলিও পৌঁছাবে না। তাদের দেখে মনে হবে যেন তারা অব্যবস্থচিত্তে বিশৃঙ্খলভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কয়েকজনের দেহে তখনও রয়েছে সাদা পোষাক ও মাথায় রয়েছে লম্বা টুপি। কয়েকজন আবার সে সব পোষাক খুলে ফেলেছে। এখন যা তারা দেখতে পেল তাতে অনুমান করল যে, কারওয়েলে এখন অন্তত আড়াইশ' লোক এসে জমায়েত হয়েছে। বেলা প্রায় এগারটার সময় আরও পঞ্চাশজন লোক দক্ষিণ দিক থেকে ঘোড়ায় চেপে এল। নবাগতদের অধিকাংশই বাড়ীটা প্রদক্ষিণ ক'রে গেল এবং মাঝে মাঝে কৌতূহলের সঙ্গে পাহাড়ের ওপর বাড়ীটার দিকে তাকিয়ে গেল।

কিছু বেশী বয়সের ছেলেদের নিয়ে সমস্ত লোকদের ছ'টা দলে ভাগ করা হল। প্রত্যেক দলে আটজন লোক নিয়ে একজন অধিনায়ক রইল। প্রত্যেক দলের চার ঘণ্টা ক'রে বাড়ীটা পাহারা দিতে হবে। বাড়ীর চারদিকে দুজন ক'রে লোক থাকবে। সর্বাধিনায়ক হল গিডিয়ন। তার সঙ্গে রইলেন এবনার লেটু ও হ্যানিবল ওয়াশিংটন। প্রত্যেক দলের যে অধিনায়ক হল সে একজন অভিজ্ঞ সৈনিক। লেসলি কার্সন যখন সৈন্যদলে ছিল তখন সে বাদ্যকার ছিল। আজও সেই আগের দিনের ভাঙ্গা বিউগলটা তার কাছে রয়েছে। বিপদের সঙ্কেত-ধ্বনি করার ভার পড়ল তার ওপর। বাড়ীর পিছনে রক্ষামূলক ব্যবস্থা হিসেবে তারা গাড়ীগুলো উল্টে রাখল। মালপত্র বাইরে নিয়ে যাওয়া এবং ভিতরে নিয়ে আসার জন্য একটুখানি জায়গা ফাক রাখা হোল।

প্রায় দুপুর বেলা গিডিয়ন এবনারকে নিয়ে বারান্দায় এসে দাঁড়াল। তারা দেখতে পেল একটা লোক পাহাড়ের ওপর উঠে আসছে। সাদা কাপড়ে জড়ান একটা লাঠি তার হাতে। প্রায় একশ' গজ দূরে লোকটা থামল এবং চীৎকার ক'রে বলল—

"ওহে জ্যাক্‌সন্, আমি আসতে পারি কি ?"

এবনার লেটু বললেন—"দেখছি, বেণ্টলি।"

গিডিয়ন বলল—"চ'লে আসুন।"

বেশ কিছু পুরুষ ও স্ত্রীলোক ঘরের মধ্যে থেকে বেরিয়ে এল। বেণ্টলিকে দেখে তারা বারান্দার একপ্রান্তে দল বেঁধে দাঁড়াল। সবারই মুখে ক্রোধ ও কৌতূহলের সুস্পষ্ট ছাপ। গৃহদাহ ও নরহত্যা এই লোকটাকে এমন একটা রূপ দান করেছে যা কেবল সূক্ষ্মদৃষ্টিতেই ধরা পড়ে। বেণ্টলি সিঁড়ি পর্যন্ত এসে একটা হাঁটু ভেঙ্গে বসে পড়ল। একখানা

হাত মুড়ে রাখল তার ওপর। এই লোকটার সাহস সম্পর্কে কোনও সন্দেহই থাকতে পারে না। এখানকার কত লোকের বাড়ী সে পুড়িয়ে দিয়েছে, কত লোকের প্রতিবেশীকে সে হত্যা করেছে কিন্তু সে অস্ত্র না নিয়েই একলা এখানে এসেছে। সে গিডিয়নকে বলল :

"বুদ্ধিমানের মত সহজ ও সরল কথায় আমরা আমাদের বক্তব্য বলব। গিডিয়ন, যুদ্ধ সুরু করতে আমরা চাই না। আমি কয়েকজন লোককে বন্দী করতে এসেছি। আর সেই সঙ্গে দেখে যাব কি ঘটেছে।"

"আপনার দেখার আর কি প্রয়োজন আছে? আমি ত জানি কি ঘটেছে।"

"আচ্ছা সে নাই হল, ধর তুই আমার হাতে ঐ লোকগুলোকে তুলে দিলি।"

গিডিয়ন জিজ্ঞাসা করল—"তারপর?"

বেণ্টলি বলল—"আমরা তাহলে তোদের নিরাপদে ছেড়ে দেব।"

"'ছেড়ে দেব' মানে কি আমরা আমাদের বাড়ী যেতে পারব? অথবা শিয়ালকুকুরের মত বাঁচবার অধিকারটুকু পাব? অথবা কারওয়েল ছেড়ে যেতে পারব?"

সহজ কণ্ঠে বেণ্টলি বলল—"গিডিয়ন, এখন ত তোর এরকম কথা বলার যুক্তি দেখি না। তোরা গতরাত্রে দুজন লোককে হত্যা করেছিস্। আমি হলে এখানকার প্রত্যেকটি মানুষকে নরহত্যার অপরাধে অভিযুক্ত করতাম। এখন আমি সেটাকে আকস্মিক দুর্ঘটনা ছাড়া আর কিছুই মনে করি না। আমি কেবল সেই কজন লোককে নিয়ে চ'লে যাব।"

"আর সেই কজন লোককে বন্দী করতে আপনি তিনশ লোক নিয়ে এসেছেন?"

বেণ্টলি কেমন যেন একটা বিনয়ের ভাব দেখাল। "গিডিয়ন, ক্ল্যানদলের কথা স্বতন্ত্র। তুই ত জানিস্, আমি ক্ল্যানদলভুক্ত নই। জ্যাসন হুগার নিজের কাজ খুব ভালভাবে বোঝে। চারদিকে যে একটু উত্তেজনা হয়েছে সে বিষয়ে ত কোন সন্দেহ নেই। আমাদের ছেলেরা ত আমার সঙ্গে এখানে আসতে চাচ্ছিল। কিন্তু হয়ত তারা মাথা গরম করবে—এই ভয়ে তাদের নিয়ে এলাম না। সে যাক্, যা হবার তা ত হয়েছে।"

গম্ভীর সুরে গিডিয়ন বলল—"হাঁ, তা বটে। ট্রুপারের ছেলে জুটোকে ত পুড়িয়ে মারা হল।"

"সেটাও একটা দুর্ঘটনা। ছেলেরা মাথা ঠিক রাখতে পারেনি এই যা।"

উইলবুনি বারান্দার পিছন দিকে দাঁড়িয়ে চীৎকার ক'রে বলল—"গিডিয়ন, ওর সঙ্গে কথা ব'লে কোন লাভ নেই। আমরা ঐ কুকুরের বাচ্চাকে গুলি ক'রে মেরে ফেলছি না কেন?"

বেণ্টলি একবার বুনিকে দেখে নিয়ে বলল—"উইল, কথাটা আমার মনে থাকবে।"

গিডিয়ন বলল—"আমি কি ভাবছি তা আপনাকে এখন আমি বলব। মিঃ বেণ্টলি, আমি মনে করি, আপনি আজকের পরিস্থিতিটি খুব ভালভাবেই বোঝেন কেননা এটাও জানি, আইন-শৃঙ্খলা মেনে আমরা সভ্য সমাজেই বাস করি। আপনিও সেটা জানেন। সভ্যতা বলতে কি বুঝায় তার একটা সাধারণ ধারণা আপনার মত লোকের থাকা উচিত। সে ধারণা আদিমকালের হলেও ক্ষতি নেই। আমি কি বলছি আপনি বুঝতে পারছেন কি?"

ঈষৎ হেসে বেণ্টলি বলল—"হাঁ, বুঝছি।"

"আমি চাই আপনি আমাকে একবার বুঝে দেখুন। মিঃ বেণ্টলি, আপনি কি এই রাষ্ট্রের, এই দেশের সাধারণ অধিবাসীর মৌলিক অধিকারের খবর রাখেন? আমি সেই সব অধিকার খুব ভালভাবেই জানি। আমি নিজে এই রাষ্ট্রের সংবিধান রচনায় সাহায্য করেছিলাম। এই বাড়ীর কাউকে আপনি বন্দী করতে পারবেন না। উপরন্তু আমরা আপনাকে ও আপনার ঐ দূরের দলকে এই সমস্ত কিছুর জন্য দায়ী করব, দায়ী করব ট্রুপার ও তার স্ত্রীকে হত্যা করার অপরাধে, দায়ী করব আপনার ক্ল্যানদল ট্রুপারের দুই ছেলেকে পুড়িয়ে মেরে যে নিষ্ঠুরতম বর্বরতা দেখিয়েছে তার অপরাধে। একটা গ্রামের সমস্ত লোকের বাড়ীতে উন্মত্তের মত আগুন লাগানর জন্য আমরা আপনাদেরই দায়ী করব—দায়ী করব ফ্রেড ম্যাকহিউএর ওপর আক্রমণ ও অত্যাচারের জন্য এবং তাঁর স্ত্রী, জেকি হেলি, এনি ফিসারের মৃত্যুর জন্য। এক কথায় কারওয়েলে আপনারা যে নৃশংস বেত্রাঘাত, অত্যাচার ও হত্যালীলা চালিয়েছেন তার সমস্ত কিছুর জন্য আমরা আপনাদের জবাবদিহি দাবী করব। আমরা এতদিন সহনশীলতা দেখিয়ে এসেছি। আমরা একটা বৃহৎ জিনিষের পরিকল্পনায় নিয়োজিত করেছি আমাদের সকল প্রয়াস। আমাদের সেই লক্ষ্য থেকে কেউ ফিরাতে পারবে না। আমরা আমাদের কাজ চালিয়ে যাব। আমরা শুধু আপনাকে উৎখাত করতে চাই না—উৎখাত করতে চাই সেই সমস্ত কিছুকে যার প্রতিনিধি হচ্ছেন আপনি ও আপনার দল। আমার নিজের লোকেদের পক্ষ থেকে এইটুকুই বলতে চাই। ফিরে গিয়ে আপনি আপনার বন্ধুবান্ধবদের ঐ কথাই বলুন। তাদের বলুন যে কেউ এই বাড়ী থেকে রাইফেলের গুলির আওতার মধ্যে এলে আমরা তাকে গুলি ক'রে মারব।"

বেণ্টলি জিজ্ঞাসা করল—"এইটুকুই কি আমাকে বলতে হবে জ্যাকসন?"

"হাঁ, এইটুকুই।"

"আচ্ছা।"

শেরিফ উঠে পড়ল। প্যাণ্ট ঝেড়েঝুড়ে ও বারান্দার লোকেদের বিশেষত শ্বেতাঙ্গদের মুখগুলো দেখে নিয়ে পাহাড়ের পাশ দিয়ে নেমে সে ধীরে ধীরে চ'লে গেল।

*　*　*　*　*

সেই দিনেরই সন্ধ্যার দিকে প্রথম সত্যকার আক্রমণ এল। প্রায় দুশ ক্ল্যান লোক এখন সাদা পোষাক খুলে বুকে হেঁটে পাহাড়ের পশ্চিম দিকে উঠতে লাগল। আক্রমণের জন্য যে সময় তারা ঠিক করেছিল তা থেকেই বোঝা যায় যে এ আক্রমণ সুপরিকল্পিত। দিগন্তরেখায় যখন হেলে পড়েছে সন্ধ্যার রক্তিমাভ সূর্য ও তার ছটায় উদ্ভাসিত হয়েছে সমস্ত বাড়ীটা তখন প্রতিরোধকারীদের দৃষ্টি ত আর পশ্চিম দিকে চলবে না। তিনটি দলকে গিডিয়ন বাড়ীর এই দিকটা রক্ষা করতে বলল। সেই গাড়ীগুলোর আড়ালে ও জানালার পাশে লোকগুলো দাঁড়িয়ে পড়ল। অবশিষ্ট আঠারজন লোক বাড়ীর অন্য তিনদিক রক্ষা করতে লাগল। সূর্যের আলো থেকে যতদূর সম্ভব চোখ ঢেকে তারা রাইফেলগুলো বাগিয়ে নিল। উপরতলায় ছেলেমেয়েদের মেঝেতে শুয়ে পড়তে ব'লে দেওয়া হল। অন্যের দৃষ্টি এড়াবার জন্য ঝোপঝাড়ে বা পাথরের ঢিপির আড়ালে লুকিয়ে ক্ল্যানলোকেরা ধীরে ধীরে উঠছিল।

"অবাক হই, এমন সব বীর গ্রেটিস্‌বার্গে কোথায় ছিল?" ব'লে উঠল ফ্রাঙ্ক কার্সন। তার মনে পড়ল সেদিনের কথা যেদিন মরণ-

ভয়কে তুচ্ছ ক'রে সারি সারি মানুষ প্রবেশ করেছিল এক জ্বলন্ত নরককুণ্ডে।

প্রায় তিনশ গজের মধ্যে তারা এলে হ্যানিবল ওয়াশিংটন তার 'স্পেন্সার' বন্দুকটা নিয়ে আড়চোখে তাক করল; তারপর বুড়ো আঙুল দিয়ে চোখ রগড়ে সে প্রথম গুলি ছুঁড়ল। মাথা নেড়ে সে ব'লে উঠল—"গুলি করা ঠিক হল না।" ক্ল্যান লোকেরা এখন গুলি ছুঁড়তে লাগল। অনেক গুলি হয় মাটিতে পড়ল অথবা সশব্দে গাড়ী এবং বাড়ীর গায়ে ঠিকরে লাগল। দূরত্বের জন্য গুলির জোর আর থাকে না। মেরিয়ন জেফার্সন তার ছোট পুরোন বন্দুকটা শক্ত ক'রে ধ'রে শুয়েছিল। এবার সেও গুলি ছুঁড়ল। গুলিটা যেন একটা কিছুতে গিয়ে আঘাত করল এবং সঙ্গে সঙ্গে একটা লোক আর্তনাদ ক'রে প'ড়ে গেল। অন্যরা ধীরে ধীরে এবং সাবধানে গুলি ছুঁড়ল। একশ গজ দূরে ক্ল্যান লোকেরা উঠে একবার প্রচণ্ড আক্রমণ করল। এখন সূর্য আরও নেমে গেছে—স্তিমিত হয়ে গেছে তার রক্তিমচ্ছটা। সূর্যের সেই ম্লান আলোয় দেখা গেল আক্রমণকারীদের কালো কালো ছায়া। লোকগুলো মাঝে মাঝে হুঙ্কার ছাড়ছে। বাড়ীটার পিছন দিকের দুই চত্বরের মাঝখানে ঘন ঘন রাইফেলের গুলি ঝল্‌সে উঠতে লাগল। বাড়ীটা থেকে কুড়ি গজের মধ্যে এসেই ক্ল্যান লোকেরা যেন ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল। অন্তত বারজন লোক ধরাশায়ী হল। অবশিষ্ট লোকেরা হুড়োমুড়ি ক'রে পাহাড়ের গা বেয়ে নীচে নামতে লাগল; কেউ বা চলল খুঁড়িয়ে, কেউ বা বুকে হেঁটে।

গিডিয়ন চীৎকার ক'রে বলল—"গুলি থামাও। আর তার প্রয়োজন নেই।"

মানুষের আর্তনাদে ভারাক্রান্ত নিস্তব্ধতা নেমে এল বাড়ীটার

চারদিকে। ব্যারিকেডের পিছনে একজন লোক যন্ত্রণায় গোঙাচ্ছে এবং আর একজন লোক ক্ষীণ কণ্ঠে যেন জেফকে ডাকছে। একটা লোক একটা হাত দিয়ে আর একটা হাত জোরে চেপে ধরেছে আর সেই হাত দিয়ে বেরিয়ে আসছে রক্তের ধারা। লেসি ডগলাসের গলার একটা হাড় ভেঙ্গে গেছে। জেফ্ তার ক্ষতস্থানে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দিয়ে অন্যান্য লোকদের বলল—"ওকে যেন কেউ স্পর্শ না করে। যেমন ভাবে শুয়ে আছে তেমনি শুয়ে থাক্।" সমস্ত লোক উঠে দাঁড়িয়ে পাহাড়ের নিচে তাকিয়ে দেখছে কোথায় কি ক্ষতি হল। মেরিয়ন জেফার্সন যেখানে তার ছোট বন্দুকটা নিয়ে শুয়েছিল সেখানেই শুয়ে আছে। উইলবুনি তার কাঁধে হাত দিয়ে ঠেলতেই সে গড়িয়ে পড়ল। জেফার্সনের দু চোখের মাঝখান দিয়ে একটা গুলি চ'লে গেছে। শান্ত পদক্ষেপে কয়েকজন লোক তার চারদিকে এসে দাঁড়াল এবং সেই নিস্পন্দ দেহের দিকে নীরবে তাকিয়ে রইল। দূরে পাহাড়ের গায়ে ঘনায়মান অন্ধকারে মাঝে মাঝে শোনা যেতে লাগল কার ক্ষীণ কণ্ঠের করুণ আর্তনাদ। যে লোকটার কাঁধের হাড় ভেঙ্গে গিয়েছিল তার দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে জেফ্ জিজ্ঞাসা করল—"তোমরা কি কেউ কিছু করবে না? ঐখানে একটা লোক আহত অবস্থায় শুয়ে রয়েছে যে!" কেউ কিন্তু নড়ল না। তারপর উইলবুনি তার জামা খুলে মেরিয়ন জেফার্সনের মুখ ঢেকে দিল। গিডিয়ন হ্যানিবল ওয়াশিংটনের গায়ে হাত দিয়ে বলল—"কাউকে সঙ্গে নিয়ে লোকটাকে এখানে নিয়ে এস।" হ্যানিবল এক পা এগিয়ে ইতস্তত করতে লাগল। এবনার লেট্ বললেন—"লোকটা ঐখানেই শুয়ে থাক্।" গিডিয়ন শান্ত কণ্ঠে বলল—"হ্যানিবল যাও।"

জেফ্ আগে থেকেই একটা ঘর হাসপাতাল হিসেবে ব্যবহার করার

মত সব বন্দোবস্ত ক'রে রেখেছিল। যতগুলো ভাল আলো পাওয়া গেল সবগুলো ঘরে এনে ঠিক ক'রে রেখেছিল। ইভা কার্সন ও হান্না ওয়াশিংটনকে নার্সের কাজ করতে বলা হয়েছিল। এখন আলোটা কাছে নিয়ে জেফ্ ঝুঁকে ক্ল্যান লোকটার পায়ের ক্ষতস্থানে বুলেট দেখতে লাগল। লোকটার পেটেও বুলেটের আঘাত লেগেছে। লোকটা হয়ত এখনও বাঁচতে পারে। জেফ্ সীসার বুলেট দেখতে পেল এবং টেনে বার করল। লোকটার মুখটা লাল। তার দুই নীল চোখ দিয়ে জল ঝরছে। জেফকে সে যেন কি বলতে চায় অথচ তা বোঝা গেল না।

জেফ্ তাকে জিজ্ঞাসা করল—"কোথা থেকে তুমি এসেছ? কি তোমার নাম?"

আড়ষ্ট কণ্ঠে সে বলল—"স্ক্রিভেন, স্ক্রিভেন।"

জেফ্ বুঝতে পারল না এটা তার নাম কিংবা জর্জিয়ার সেই সহরটার নাম যেখান থেকে সে আসছে।

লেসি ডগলাস যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্‌ করছে। কিন্তু জেফের কিছু করবার ছিল না। তার গলায় ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দেওয়া হয়েছে। যদি তার রক্ত দূষিত না হয়ে যায় তাহলে এরকম অবস্থায় তাকে কয়েক সপ্তাহ শুয়ে থাকতে হবে। আর একটা লোকও আহত হয়েছে কিন্তু তার হাড়ে আঘাত না লাগায় সামান্য একটু রক্তপাত হওয়া ছাড়া তেমন কিছু মারাত্মক হলনা। আহত লোকেদের সেবা শুশ্রূষা করতে করতে জেফ্ অনুভব করতে লাগল ব্যর্থতার তিক্ত গ্লানি। এ পথ গিডিয়নের পথ—উন্মত্তের পথ। মানুষের এই হানাহানির ফলে কি লাভ হয়? অপচয়, মৃত্যু ও ধ্বংস ছাড়া আর কিছু হয় কি?

বাড়ীটার পিছন দিকের একটা ছোট ঘরে তারা মেরিয়ন

জেফার্সনকে এনে শুইয়ে দিল। সেখানে তার স্ত্রী, ভগ্নী, ছেলেমেয়ে ও বৃদ্ধা মা এসে কাঁদতে লাগল। বাড়ীর সবাই শুনল তাদের করুণ ক্রন্দন। সান্ত্বনা দেবার জন্য ব্রাদার পিটার এলেন এবং সেই বহুদিনের পুরাণ কথাগুলো বললেন—"ঈশ্বরই দান করেন আবার ঈশ্বরই তাহা লইয়া যান। ধন্য হউক সেই মহিমময়ের নাম।"

কিন্তু কেন? সে প্রশ্নের উত্তর তিনি দিতে পারবেন না। অন্য কোন ধর্ম-প্রচারকের শ্রোতাদের মত তাঁর শ্রোতারা নয়। তাঁর এই সব শ্রোতাদের তিনি দেখে আসছেন তাদের জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে। তিনি দেখেছেন এদের জন্ম, শৈশব, যৌবন ও প্রৌঢ় বয়সের পূর্ণতা। এখন তিনি আবার এদের মরতে দেখছেন। কিন্তু এদের এই মৃত্যু ত স্বাভাবিক মৃত্যু নয়; এদের শয়ন শিয়রে স্বাভাবিক বেশে চুপিচুপি এসে দাঁড়াল না ত মরণ! অনাদিকাল ধ'রে মরণরূপ প্রাণ-বল্লভকে প্রাণ দিয়ে পুরুষ বা স্ত্রী যেমন শান্ত শয়নে নিদ্রা যায় তেমন নিদ্রায় ত এরা মগ্ন হতে পারল না! এদের এই হিংসাজনিত মৃত্যু যে ভয়ঙ্কর পীড়াদায়ক! তিনি যে বুঝতে পারলেন না এদের এই মৃত্যুতে মঙ্গল কোথায়। তাঁর মনে আছে তিনি এক সময় গিডিয়নকে বলেছিলেন—"শিশুর মত তোমার অন্তর। সবই প্রস্তুত। জলে বালতি পূর্ণ করার মত এবার প্রেমে পূর্ণ ক'রে তোল তোমার প্রাণ। সেই সম্ভাবনার জন্য তুমি প্রতীক্ষা কর।" কেন যে তিনি গিডিয়নকে ঐ সব কথা বলেছিলেন তা এখন আর তিনি বলতে পারবেন না। গিডিয়ন কেমন যেন কঠিন হয়ে গেছে। তার প্রতি পদক্ষেপের দৃঢ়তা দেখলে অবাক হয়ে যেতে হয়। গিডিয়ন যখন ঘরের মধ্যে এসে মৃত লোকটাকে দেখল তখন তার মুখের একটা মাংসপেশীর মধ্যেও কোনও পরিবর্তন দেখা গেল না। মেরিয়ন জেফার্সনের দিকে তাকিয়ে সে

পাঁচ মিনিট দাঁড়িয়ে রইল; তারপর মাথাটা একটু নুইয়ে বেরিয়ে গেল। লুসিকে একটা কথা ব'লেও সে জানাল না সমবেদনা। একটা কথাও সে বলল না ব্রাদার পিটারকে বা উপস্থিত ছেলেমেয়েদের...........।

গিডিয়ন, হ্যানিবল ওয়াশিংটন ও এবনার লেটকে নিয়ে বারান্দায় দাঁড়িয়ে কি কি ঘটেছে এবং কি কি এখন ঘটতে পারে, কোন্ কোন্ কাজ করা হয়েছে বা করা উচিৎ এই সম্পর্কে কথাবার্তা বলছে। আজকের রাত্রিটাও জ্যোৎস্নালোকিত। এই বাড়ীর চারদিকের সমস্ত মাঠ ও প্রান্তর জ্যোৎস্নার এই রূপালি প্লাবনে যেন পরিস্নাত হয়ে উঠেছে। নীচে গাছ-পালার মধ্যে দিয়ে তারা দেখতে পেল ক্ল্যান-লোকেরা আগুন জ্বালিয়েছে। বাড়ীটার চারিদিকের এই অগ্নিবলয়ের ফাঁকে ফাঁকে জ'মে আছে অন্ধকার। সমস্ত সন্ধ্যায় গিডিয়ন শুধু মার্কাসের কথাই ভেবেছে। কোন অঘটন না ঘটলে এবং পথের মধ্যে না ঘুমালে ছেলেটা ফিরে এল বলে। ক্ল্যান লোকদের দৃষ্টি এড়ান তার পক্ষে শক্ত নয়। বনের মধ্যে মার্কাস একটা ক্ষিপ্র-গতি জন্তুর মত। ঘোড়াটা ছেড়ে দিলেও সে বাড়ী আসতে পারবে। গিডিয়ন রক্ষীদের এই সম্পর্কে সাবধান ক'রে দিয়েছে। মার্কাসের কিছু হয়েছে ভাবলে গিডিয়নের বুকের রক্ত যেন হিম হয়ে আসে। সে কাউকে, এমনকি রাসেলকেও বোঝাতে পারবে না মার্কাসের সঙ্গে তার দেহমনের কত নিকট সম্পর্ক। এই বালকটার সঙ্গে থেকে, তার সঙ্গে বনে জঙ্গলে শিকারে গিয়ে, তার সঙ্গে কাজ ক'রে এবং অবসরক্ষণে পাশে ব'সে তার বাদ্যযন্ত্রের আলাপ শুনে গিডিয়ন তার জীবনের সর্বোত্তম সুখ পেয়েছে। জেফের কথা আলাদা। গিডিয়ন জানে তার সঙ্গে জেফের পার্থক্য অনেক।

এবনার লেট্ এখন বললেন—"একটা লোক ত মরেছে। এতে

হতাশ হবার কোন কারণ নেই। ওদের পক্ষে ত গেছে চোদ্দজন।"

গিডিয়ন বলল—"যে লোকটা মরেছে তার ওপরে ছিল একটা মস্ত বড় সংসারের ভরণ-পোষণের ভার।"

"আমার ত মনে হয় না যে, আজকে তারা আবার আক্রমণ করবে।"

হ্যানিবল ওয়াশিংটন বলল—"তারা বোকা কিন্তু মনে রাখবেন, আমি বলছি এবার তারা শিক্ষা নেবেই। তারা ভয় পেয়েছে। এখানে আসবার মত সাহস আর তাদের হবে না। তবে হয়ত আরও বেশী লোক নিয়ে আসতে পারে। আমি শপথ ক'রে বলতে পারি যে, ছ'সাত 'শ লোক না নিয়ে এবার আর তারা কিছু করছে না।"

গিডিয়ন বলল—"কয়েকটা বিষয়ে আমরা ভুল করি। যেমন, যদি আমরা ওপরের তলা থেকে নীচের লোকদের ওপর গুলি করতাম তাহলে অনেক ভাল হত। বড় বড় পাথরের আড়াল নেবার স্নযোগ তারা তাহলে পেত না। মেয়েরাও নীচের তলায় অনেক নিরাপদে থাকত।"

হ্যানিবল বলল—"আমাদের গুলির ফলাফল ত আমিই লক্ষ্য করছিলাম।"

"তা আমি জানি।"

কেউ মার্কাসের কথা জিজ্ঞাসা করল না। এবনার শুধু বললেন—"গিডিয়ন, আমাকে বোধ হয় একবার কলম্বিয়ায় যাবার ঝুঁকি নিতে হবে।"

"আমরা আর একটু অপেক্ষা করব।"

এবনার লেট বললেন—"গুলি ছোঁড়া সম্বন্ধে আমি সবাইকে কিছু

বলব। ভগবানের দোহাই দিয়ে বলতে চাই, কিছু না দেখে তারা যেন গুলি না করে। ৪ঠা জুলাই-এ বাচ্চা ছেলেরা যেমন বাজী ছোঁড়ে সেই রকম আজ রাত্তিরে আমাদের বন্দুকগুলো থেকে শুধু আওয়াজ হয়েছে, বিশেষ কোনও কাজ হয়নি।"

গিডিয়ন বলল—"মৃত লোকদের আমি আজই কবর দিতে চাই।"

"মেরিয়নকে ?"

"অন্যদেরও। আমি চাই সকালে ছেলেরা যেন এসব দেখতে না পায়।"

সামান্য একটু পরে গিডিয়ন জিজ্ঞাসা করল—"সব মিলিয়ে আমাদের আর কত গুলি আছে ?"

"গাদা বন্দুকের গুলি নিয়ে ?"

"না, রাইফেলের গুলি।"

"প্রায় দুহাজার।"

গিডিয়ন বলল—"মার্কাস আজ রাত্রে আসবে আমি জানি।"

গিডিয়ন বারান্দায় একলা দাঁড়িয়ে আছে। কিছু পরে রাসেল এসে ফিস্ ফিস্ ক'রে বলল—"গিডিয়ন ?"

"কি ?"

রাসেল গিডিয়নের পাশে ঘেঁসে দাঁড়িয়ে বলল—"গিডিয়ন, তোমার পাশে আমাকে একটু দাঁড়াতে দাও।"

গিডিয়ন হাত দিয়ে তাকে জড়িয়ে ধরল।

গিডিয়ন বলল—"মার্কাসের ফিরে আসতে আর দেরী নেই।"

"গিডিয়ন, কেন তুমি তাকে পাঠালে ?"

"নিজের মত আমি যে তাকে বিশ্বাস করি।"

কিছুক্ষণ চুপচাপ থাকার পর রাসেল জিজ্ঞাসা করল—"গিডিয়ন, মার্কাস এলে কোন্ পথ দিয়ে আসবে ?"

"তা ত জানি না। তবে সবচেয়ে নিরাপদ পথেই আসবে।"

"গিডিয়ন, তোমার মনে হচ্ছে ত সে আসবে?"

"আমি ত মনে করি।"

"যাই জিজ্ঞাসা করি না তুমি শুধু বল 'মনে করি'।"

তাকে বুকের কাছে টেনে গিডিয়ন বলল—"রাসেল আমার, আমি তোমাকে কত ভালবাসি।"

রাসেল গিডয়নের মুখ পর্যন্ত নিজের মুখটা বাড়িয়ে দিল।

"বিশ্বাস কর, রাসেল, জীবনের কোন ঘটনার প্রবাহে আমি তোমাকে ছেড়ে চ'লে যাইনি। চিরদিন আমার বুক জুড়ে আছে তোমার প্রতি আমার ভালবাসা। জীবনে যা কোনদিন হতে চাইনি ঘটনাচক্রে তাই হয়ে পড়লাম। আমার আপন লোকদের প্রয়োজনে গ'ড়ে উঠল আমার জীবন। আমার জীবনের সেই রূপায়ণে অবাক্ হয়েছ তুমি কেননা আমার এরূপ তুমি ত চাওনি। আমার সামনে অন্য পথও ছিল না। ইচ্ছে হয় যদি আমি আরও শক্তিশালী, আরও ভাল লোক হতে পারতাম!"

ফিস্‌ফিস্ করে রাসেল বলল—"গিডিয়ন, প্রিয় আমার, তুমি ত বেশ লোক।"

"আমাকে দিয়ে উপস্থিত কাজ চলতে পারে। আমার মত লোককেও যে তারা অবস্থা বিশেষে অভিজ্ঞ ক'রে তুলতে পারে এটাই বোধহয় জনগণের প্রধান শক্তি। কিন্তু আমি জানি না কি তার পরিণাম। আমি বলতে পারব না কোন্ পথটা ঠিক। হয়ত এমন একদিন আসবে যখন নতুন মানুষের দল আরও ভালভাবে বুঝে বলতে পারবে, কেন এমন ধারা ঘটল আর তারা সেই নতুন উপলব্ধিতে বলীয়ান হয়ে একসঙ্গে কাজ করতে পারবে, পারবে নতুন সমাজের

পরিকল্পনা করতে। তাদের সেই সৃষ্টি আজকের মত আর কেউ পুড়িয়ে নষ্ট করতে পারবে না।”

রাসেল বল্ল—“গিডিয়ন, প্রিয় আমার।” এমন মধুর সুরে গিডিয়নকে ডাকতে গিয়ে রাসেলের ম' ে পড়ল সেই সব ফেলে-আসা দিনের কথা!

গিডিয়ন সেখানেই শুয়ে পড়ল। তার হাতে মাথা বেখে রাসেলও শুয়ে পড়ল। কখন সে যে ঘুমিয়ে পড়েছে রাসেল জানে না। গিডিয়ন যেন মাঝে মাঝে তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়ছে। হ্যানিবল ওয়াশিংটন যখন এসে তাকে ডাকল তখন ঘোর নিদ্রায় গিডিয়ন আড়ষ্ট হয়ে পড়ে আছে।

হ্যানিবল বলল—“গিডিয়ন, সকাল হয়ে গেছে।”

মার্কাস আর ফিরে আসবে না—এই কথা মনে আসতেই গিডিয়নের বুকে কে যেন ছুরি মারল, হিম হয়ে এল যেন তার বুকের সমস্ত রক্ত চলাচল।

* * *

সেইদিন অর্থাৎ দ্বিতীয় দিনে ক্ল্যান লোকেরা বেশ সংগঠিত হয়ে দেখা দিল। এখন তাদের দলে বোধহয় পাঁচছ শ' লোক হবে। লোকগুলোকে দেখে মনে হল এদের কিছুটা সামরিক শৃঙ্খলা-বোধ আছে। বুকে হেঁটে তারা রাইফেলের গুলির দূরত্বের মধ্যে এল এবং গর্ত খুঁড়ে ব'সে পড়ল। মাঝে মাঝে তারা গুলি ছুঁড়তে লাগল। যেখানে গাড়ীগুলো উল্টে রাখা হয়েছিল সেখানে দুটো খচ্চর ও একটা গরু গুলিতে নিহত হওয়া ছাড়া আর কোন ক্ষতি হল না। সেই অভ্যর্থনা ঘরটাতে স্ত্রীলোক ও ছেলেমেয়েদের এনে রাখা হল। দেওয়ালের গায়ে বিছানাপত্র ও তক্তা হেলান দিয়ে রাখা হল যাতে পলস্তারা ছিটকে কাউকে না আঘাত করে। গিডিয়ন আদেশ দিল যে, হ্যানিবল

ওয়াশিংটন ও উইলবুনি ছাড়া আর কেউ গুলি ছুড়তে পারবে না, যেহেতু ঐ দুজনাই লক্ষ্যভেদে ওস্তাদ। তারা ছাদে উঠল এবং পাশাপাশি শুয়ে পড়ল। চোখ রগড়ে তারা পাঁচ মিনিট ধ'রে লক্ষ্য স্থির ক'রে অসীম ধৈর্য ও সাবধনতার সহিত বন্দুকের ঘোড়া টিপল। উইলবুনি তার প্রপিতামহের গল্প বলতে লাগল। তার প্রপিতামহ নাকি একশ গজ দূর থেকে গুলি ক'রে কাঠবিড়ালী মারতে পারতেন। তাঁর কাজের আরও নানান্ ফিরিস্তি সে দিতে লাগল। হ্যানিবল ওয়াশিংটন অধৈর্য হয়ে জিজ্ঞাসা করল :

"কে তোর প্রপিতামহ বল্ ত ?"

"আরে বোকা নিগ্রো, তুই এটাও জানিস্‌নে যে, আমার প্রপিতামহের কাছ থেকেই আমি আমার পদবী পেয়েছি ?"

তাদের গুলির দিকে ক্ল্যানদলের দৃষ্টি কেন্দ্রীভূত হল। দু তিনশ' বন্দুক ছাদের দিকে গর্জে উঠল। রেলিঙে এসে পড়তে লাগল অজস্র বুলেট। চূর্ণবালি ছিট্‌কে হ্যানিবল ও বুনির চোখে মুখে পড়তে লাগল। এর প্রায় দশ মিনিট পরে হ্যানিবল একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বন্দুকটার ওপর লুটিয়ে পড়ল। উইলবুনি তাকে কনুই দিয়ে গুঁতা মারল তারপর গুলি চালাতে চালাতে দিল মৃদুকণ্ঠে অভিশাপ। হাতের মুঠিতে তার রাইফেলটা গরম হয়ে গেল কিন্তু কিছুক্ষণ পরে তার রাইফেলটাও নিস্তব্ধ হয়ে গেল চিরতরে।

যে ছোট প্রাঙ্গনটাতে গরু, ভেড়া ও খচ্চরগুলো রাখা হয়েছিল সেখানেই তারা মৃতদের কবর দিল। বিস্ময়ের বিষয় এই যে, এবার আর কেউ কাঁদল না। কারও গণ্ড দিয়ে ঝরল না এক ফোঁটা চোখের জল। সমস্ত লোক দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখল। তাদের গম্ভীর মুখগুলোয় পড়েছে বার্ধক্যের আশ্চর্যরকম ছাপ। এমন কি ছেলেদের মুখেও আর

নেই স্বাভাবিক তারুণ্যের দীপ্তি। ব্রাদার পিটার বাইবেল থেকে পড়লেন—"আমার ব্যথায় ডাক দিয়াছি প্রভুকে। তিনি শুনিয়াছেন আমার কথা।" এই দৃশ্য দেখে ও ব্রাদার পিটারের এই কথা শুনে গিডিয়ন ভাবতে চেষ্টা করল এমন একটা সময় যখন তার পাশে ছিল না হ্যানিবল ওয়াশিংটন। খর্বকায় ও প্রেতের মত এই কৃষ্ণকায় লোকটি যেমনি শান্ত ও সুশীল তেমনি জ্ঞানী ও সাহসী; যেমনি তার অবিশ্বাস্য মর্যাদা-বোধ তেমনি তার সর্বকার্যে দক্ষতা। অথচ এই লোকটা থেকেই এল শেষ পর্যন্ত একটা গ্রামের সমস্ত লোকের যত দুর্ভাগ্য, যত অভিযোগ, যত সমস্যা! এখন সে সাউথ ক্যারোলিনার স্নেহোষ্ণ মাটির তলায় শুয়ে আছে। তার পাশে আবার শুয়ে আছে একজন শ্বেতাঙ্গ যার প্রপিতামহের নাম ছিল ড্যানিয়েল বুনি।

সারা রাত্রি ধ'রে চলল গুলি; কিন্তু সকাল হতেই থেমে গেল। নির্বাক হয়ে সকলে প্রাতরাশ শেষ করল। সেই নিস্তব্ধতার মধ্যে বেঞ্জামিন উইনথ্রোপ ছেলেদের পড়িয়ে শোনালেন "ঘুমন্ত পুরীর গল্প।" সেই নিস্তব্ধতার মধ্যে জেফ্ দাঁড়িয়ে সেই লাল-মুখো ক্ল্যান লোকটাকে মরতে দেখল। জেফ্ জানতে পারল না কি তার নাম, কোথা থেকে সে এসেছে এবং কোন অবস্থার বিপাকে সে এখানে আসতে বাধ্য হয়েছে।

সেই নিস্তব্ধতার রাজ্যে বেণ্টলিকে সাদা পতাকা নিয়ে বাড়ীটার দিকে আসতে দেখা গেল। বেণ্টলি কিছুদূর এসে চীৎকার করে বলল—"আমি উঠে আসতে পারি কি?"

কোনও উত্তর এল না। বেণ্টলি তবুও ধীরে ধীরে উঠতে লাগল এবং প্রায় পঞ্চাশ গজ দূরে এসে থামল। তারপর তার যা বলার ছিল চীৎকার ক'রে বলল। "শোনা যায় জেফ্ জ্যাক্সন্ নামে কারওয়েলে

একজন ডাক্তার আছে। বৃদ্ধ ডাক্তার লীড্ মদ খেয়ে প্রায় এক সপ্তাহ মাতাল হয়ে পড়ে আছে। ক্ল্যানদলের অনেক লোক আহত হয়েছে। একটা লোকের পা ভেঙ্গে যাওয়ায় ফুলে উঠেছে। লোকটার সেই পা-টা হয় কেটে বাদ দিতে হবে, নয়ত, সে মারা যাবে। জেফ্ জ্যাক্সন্ কি একবার গিয়ে আহতদের চিকিৎসা ক'রে আসবে? আমি ওদের পক্ষ থেকে কথা দিচ্ছি যে, জেফ্‌কে ফিরে আসতে দেওয়া হবে।"

এবনার লেট্ গিডিয়নের দিকে তাকিয়ে রইলেন। গিডিয়ন একটু বাঁকা হাসির সঙ্গে বলল—"তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, ওরা আমাদের খুব ভাল ভাবেই বুঝে ফেলেছে। আমরা ওদের যতটুকু জানি তার চেয়ে অনেক বেশী আমাদের জানে ওরা।"

বেণ্টলি চলে গেল। জেফ্ বারান্দায় এসে দাঁড়াল। গিডিয়ন তাকে দেখে জিজ্ঞাসা করল—"তুমি শুনেছ ত?" জেফ্ মাথা নাড়ায়। এবনার লেট্ বললেন—"ওদের আহতদের নিয়ে ওরা মরুকগে।"

ফ্রাঙ্ক কার্সন বলল—"এবার ঐ কুকুরের বাচ্চাটা এলে আমি নিশ্চয়ই ওকে ধরাশায়ী করব।"

জেফ্ বলল—"আমি ওদের ওখানে যাচ্ছি।"

গিডিয়ন তার হাতটা চেপে ধরে এবং বুকের কাছে টেনে নিয়ে চীৎকার ক'রে ওঠে—"ওরে বোকা ছেলে! তুমি না আমার ছেলে! এ কারসাজিটা কি আমি তোমাকে বোঝাতে পারব না! তুমি কি বুঝবে না যে, এরা সভ্য মানুষ নয় এবং শত্রু বলতে যা বোঝায় এরা সে শ্রেণীভুক্তও নয়? ঐ লোকগুলো আমাদের নির্মূল করতে চায়। মানুষ বলতে আমরা যা বুঝি এরা তাও নয়। ওদের কথার কোনও মূল্য নেই। ওদের কাছে ভাল বা মন্দ বলে কিছু নেই। ওদের কাছে কোনও যুক্তি চলে না। সমস্ত বিচারবোধকে ওরা কলুষিত

ক'রে ফেলেছে। যেহেতু আমরা তাদের সঠিক বুঝে উঠতে পারিনি, যেহেতু আমরা বোকার মত ভেবেছিলাম যে, তারাও সমগ্র মানব সমাজের সঙ্গে চিরন্তন নিয়মশৃঙ্খলে আবদ্ধ এবং যেহেতু আমরা একদিন রুপোর থালায় সাজিয়ে তাদের সামনে তুলে ধরেছিলাম ভদ্রতা, ন্যায় ও সমানাধিকার সেহেতু আজ আমরা এখানে। আর সেইজন্যই ত আমরা জয়লাভ করতে পারছি না! সেই জন্যই দক্ষিণাঞ্চলের সমস্ত সৎ ও ভদ্র মানুষ আজ ভীত ও সন্ত্রস্ত। টু শব্দ করার সাহস তাঁদের নেই—নেই তাঁদের নিজেদের মধ্যে ঐক্য।"

জেফ্ বলল—"তবু আমি চললাম। একদিন আমি শপথ গ্রহণ করেছিলাম যে, মানুষকে সুস্থ ক'রে তুলব—মানুষের হানাহানির মধ্যে নিয়ে আসব সঞ্জীবনী—"

গিডিয়ন বলল—"না। আমি একটা ছেলে হারিয়েছি। সে কিন্তু বুঝত আর সেইজন্যই সে জেনেছিল কিসের জন্য আমাদের এই যুদ্ধ।"

শান্তকণ্ঠে জেফ্ বলল—"আমাকে এখানে ধরে রাখতে হলে আগে আমাকে মারতে হবে।"

গিডিয়ন বলল—"ভগবান্, তুমি আমার সহায় হও।"

এবনার বলে উঠলেন—"গিডিয়ন, ওকে যেতে দাও।"

*　　*　　*　　*

জেফ্ অস্ত্রোপচার শেষ করল। তারা সেই অর্ধ-অচেতন লোকটাকে তুলে নিয়ে গেল। লোকটা তখনও গোঙাচ্ছে। কয়েকজন কৌতূহলী লোক দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছিল। জেফ্ হাত ধুয়ে ফেলবার সময় তাদের দিকে লক্ষ্য ক'রে বলল—"লোকটার এখন বিশ্রামের প্রয়োজন। দেহের স্বাভাবিক ক্রিয়ায় সে সেরে উঠবে। মাংসপেশী-গুলো শুকিয়ে গেলেই স্বাভাবিকভাবে সেলাই-করা অংশটা জোড়া লেগে

যাবে। কেউ যদি টেনে দেখতে যায়, ওর খুব লাগবে। আর যদি ক্ষত পচে না ওঠে, যে কোনও ডাক্তার পরে চিকিৎসা করতে পারবে। পচে উঠলেই বিপদ।"

জেফ্ পরিশ্রান্ত বোধ করল। প্রখর রৌদ্রে মাঠের মধ্যে কাঠ পেতে অস্ত্রোপচার করা যায় না। প্রায় বারজন আহত লোকের চিকিৎসা সে করেছে। তাই এখন সে পরিশ্রান্ত। জেফ্ বলল—"আমি এখন চলি।"

"মশায়!"

ঝুঁকে পড়ে জেফ্ ব্যাগটা বন্ধ করতে লাগল। যে লোকটা কথা বলল তার দিকে সে একবার মাথা তুলে তাকাল। লোকটার মুখ রোদে পোড়া এবং কাঁধদুটো তার বেশ চওড়া। একটা হাত দিয়ে সে রিভলবারটা ধ'রে আছে।

"আমি শুধু বলছি যে এখন আমি চলি।"

"মশায়!"

জ্যাসন হুগার শেরিফ বেণ্টলির পিছনে দাঁড়িয়ে বলল—"জ্যাক্‌সন, তুই একজন ডাক্তার। নিগ্রো হয়েছে ডাক্তার! আর সেই জন্যই ভগবানের অভিশাপে আমাদের এত উপদ্রব পোহাতে হচ্ছে।"

জেফ্ এক মুহূর্তের জন্য তার দিকে তাকাল। তারপর সশব্দে ব্যাগটা বন্ধ ক'রে সে হাতে তুলে নিল এবং চলতে সুরু করল। সেই কাঁধ-চওড়া লোকটা জেফের পথ আটকে দাঁড়াল। সে বলল—"মশায়।"

জেফ্ জিজ্ঞাসা করল—"তোমরা কি চাও?"

"হতভাগা নিগ্রোর যে কাজ করা উচিত তাই তোকে করতে হবে। হাঁ, সম্মানীয় ব্যক্তির সঙ্গে কথা বলতে গেলে, 'মহাশয়' ব'লে সম্বোধন করবি।"

খানিকটা কৌতূহল, খানিকটা বিস্ময় নিয়ে জেফ্ লোকটার দিকে তাকাল। যত না ভয়ে, যত ঘৃণায় জেফ্ যেন শিউরে উঠল। তবু আপনা থেকেই তার মধ্যে একটা স্বাভাবিক কৌতূহল প্রবল হল। কার-ওয়েলের এই উন্মত্ত পরিবেশে গিডিয়নের কথাগুলো দিয়ে লোকটাকে এখনই বিচার করার ইচ্ছে জাগল জেফের মনে।

"আপনি চান যে আমি 'মহাশয়' বলি—এই ত ?"

"হাঁ, তাই।"

জেফ্ মাথা নেড়ে বলল—"মহাশয়! এবার আমাকে ফিরে যেতে অনুমতি দেবেন কি ?"

বেণ্টলি হা হা ক'রে হেসে উঠল।

জ্যাসন হুগার বলল—"জ্যাকসন্, তুই যেতে পারবি না।"

"আপনি কি বলতে চান্ ?"

"আমি শুধু বলতে চাইছি যে, তুই যেতে পারবি না।"

বেণ্টলি বাধা দিয়ে বলল—"আগামীকাল তোর সেখানে ফিরে যাবার আর প্রয়োজন হবে না। জ্যাক্সন, এখানেই থেকে যা।"

জেফ্ তাদের দিকে তাকাল। এখনও তার ভয়ের সঙ্গে মিশে রয়েছে বিস্ময়। বিজ্ঞানের দিক দিয়ে দেখলে অঘটন ঘটতে পারে না। সবকিছুরই পিছনে রয়েছে কারণ, রয়েছে একটা যুক্তি। সে বলল—"যেহেতু আমি আহত ও রুগ্নের সেবাকে কর্তব্য বলে মনে করি সেহেতু আমি এখানে এসেছিলাম। আপনারা কি ঐ কথা বুঝবেন ? আপনারা ডেকেছিলেন ব'লেই আমি এসেছিলাম। ডাক্তার হয়ে আমি আপনাদের ডাকে সাড়া না দিয়ে পারি না। দুনিয়ায় এমন কোন যুক্তি আছে কি যার দ্বারা আপনারা আমাকে এখানে আটকে রাখার দাবী করতে পারেন ?"

কাঁধ-চওড়া লোকটা বলে উঠল—"ওরে হতচ্ছাড়া কুকুরের বাচ্চা!"

জেফ্ মাথা নেড়ে বলল—"আমি যাচ্ছি।"

সেই কাঁধ-চওড়া লোকটাকে ঠেলে সে যে চ'লে যেতে চেষ্টা করেছিল—এইটুকু তার মনে রইল। তার পরের স্মৃতি আর রইল না। গুলির আওয়াজের সঙ্গে সঙ্গে তার মস্তিষ্কের ক্রিয়া থেমে গেল। তার ব্যাগটার ওপর সে লুটিয়ে পড়ল। সেই কাঁধ-চওড়া লোকটা বলল:

"ওরে হতভাগা নিগ্রো!"

*　　*　　*

রাসেল এবং জেনি এলেনকে নিয়ে বসে আছে; কিন্তু তাকে বলার মত কোনও কথা আজ আর তারা খুঁজে পেল না। অন্ধ এলেনের বিশ্বে আজ নেমে এসেছে অসীম ঘন অন্ধকার।

সেই রাত্রে এবনার লেট্ গিডিয়নকে বললেন—"মার্কাসের কি যে হয়েছে তুমি নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছ।"

"হাঁ, পেরেছি।"

"সে হয়ত টেলিগ্রামগুলো পাঠাতে পারেনি।"

গিডিয়ন বলল—"হয়ত পারেনি।"

অনুভূতির একটা সীমা আছে। ব্যথা বা আঘাত ত আর চিরদিন সে অনুভূতিকে তীক্ষ্ণ বা সজীব ক'রে রাখতে পারে না।

এবনার সহজ কণ্ঠে বললেন—"কাউকে দিয়ে সে টেলিগ্রামগুলো পাঠাতেই হবে। জগতের কেউ কি জানতে পারবে না যে, আমরা এখানে আছি এবং এখানে কি ঘটছে? আর আমরাই কি ছাই জানি যে, অন্য কোথায় কি ঘটছে? এ অঞ্চল বাইরের জগত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছে। শয়তানরা মাছি গ'লে যাবার মত একটু ফাঁক রাখেনি; নরকও

বোধহয় এর কাছে হার মানে। হয়ত এমনিভাবে সমগ্র দক্ষিণাঞ্চল আজ বিচ্ছিন্ন। কেউ হয়ত সে খবর রাখে না।"

"হয়ত তাই", বলল গিডিয়ন।

"সে টেলিগ্রামগুলো আবার লিখে আমার হাতে দাও। আমি কলম্বিয়ায় গিয়ে পাঠিয়ে দেব"

"আবার যদি তারা না পাঠায়?"

"তাহলে সেগুলো নিয়ে সোজা ওয়াশিংটনে চলে যাব।"

গিডিয়ন বল্‌ল—"বেশ। যদি এই করতে চাও তাহলে খুব ভালই হয়।"

এবনার সবচেয়ে ভাল ঘোড়াটা নিলেন। এই সুন্দর ঘোড়াটা ছিল একদিন হ্যানিবলের। পায়ে হেঁটে অতদূরে যাওয়া ত সম্ভব নয়। যদি যেতেই হয় তবে ঘোড়ায় চেপে যাওয়াই ভাল। এ কাজ করতেই হবে। কাজটা হয়ত করা যেত কিন্তু আধ মাইলের মধ্যেই ওরা ঘোড়াটাকে গুলি ক'রে মারল। এবনারেরও পা গেল ভেঙ্গে এবং তিনি ঘোড়ার তলায় চাপা পড়লেন। ওরা এসে তাঁকে টেনে তুললে জ্যাসন হুগার বলল—

"নিগ্রো দরদীদের জন্য আমরা বিশেষ বন্দোবস্ত ক'রে রেখেছি। ফ্রেড্ ম্যাকহিউ তার আস্বাদ পেয়েছিল।"

এবনার বল্‌লেন—"জাহান্নামে যা।"

এবনার কেটকে আর কথা বলতে হল না। ওরা তাকে দুহাতে ঝুলিয়ে সারারাত বেত মারল। জ্যাসন হুগার একবার বেতটা নিয়ে বলল—"আমি এই কুকুরের বাচ্চাকে কথা বলিয়ে তবে ছাড়ব।" এবনার সেই যে ঠোঁট চেপে রইলেন আর খুললেন না। তার পরের দিনও ওরা তাঁকে ঝুলিয়ে রাখল; কিন্তু তাঁর আর কোনও চেতনা রইল না। যে

অপূর্ব সংগ্রামে তিনি অংশ নিয়েছিলেন, যে সুন্দর জগতের একটা সামান্য অংশও দেখবার সৌভাগ্য তাঁর হয়েছিল, যে সব সৎলোকের সহকর্মী তিনি হয়েছিলেন এবং তাদের যে সম্মিলিত শক্তির তিনি ছিলেন অংশীদার, সে সবের কোনও স্মৃতিই এবনারের আর রইল না।

তার পরের দিন ওরা একটা ছোট হাল্কা কামান নিয়ে এল—গিডিয়ন দেখল। প্রায় ছ'শ গজ দূরে তারা সেটাকে রাখল। গিডিয়ন প্রথমে বুঝতে পারেনি। কিন্তু চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যেও ওরা যখন একবারও গুলি ছুঁড়ল না তখন ব্যাপারটা তার কাছে একটু অদ্ভুত লাগল। এতেই সে বুঝল যে এবার অস্বাভাবিক কিছু ঘটবে। এটাই বোধ হয় সেই অস্বাভাবিকের সূচনা। ফ্রাঙ্ক কার্সন বলল—

"কোথাও কোন একটা অস্ত্রাগার থেকে ওরা এটা এনেছে।"

তিক্ত কণ্ঠে গিডিয়ন বলল—"আমরাই তাহলে ঐ যন্ত্রটার খোরাক!" এরপর আর কিছু বলার থাকতে পারে না। অদ্ভুত শান্তকণ্ঠে গিডিয়ন বেঞ্জামিন উইনথ্রোপকে বলল—"সবাইকে ভাঁড়ার ঘরে নিয়ে যান।" গিডিয়ন, তুমি না চেয়েছিলে কালো যবনিকা-পাতের শেষ দিনটা পিছিয়ে দিতে; তুমিই না আশা রেখেছিলে মনে, বলেছিলে যে আশাই জীবনকে রূপায়িত ক'রে তোলে; সমস্ত সন্ত্রাসের মধ্যে তুমিই নাকি উপলব্ধি করেছিলে এই অবশ্যম্ভাবী পরিণামই শেষ নয়, সব শেষের মধ্যেই লুকিয়ে আছে এমন একটা কিছু যার শেষ নেই। এই উপলব্ধিই নাকি তোমাকে যুগযুগান্তরের ছোটবড়, সাহসীভীরু অসংখ্য মানুষের সঙ্গে সেই প্রেরণার ক্ষেত্রে সংযুক্ত করল, যে প্রেরণায় তারা একদিন অবশ্যম্ভাবী পরিণামের সামনেও মাথা তুলে দাঁড়িয়েছিল।

বেঞ্জামিন উইনথ্রোপ বললেন—"ঠিক আছে। আমরা গান ক'রে সকলকে প্রফুল্ল রাখব।"

"অশেষ ধন্যবাদ," বলল গিডিয়ন।

ফ্রাঙ্ক কার্সন, লেসলি কার্সন ও ফার্ডিন্যাণ্ড লিঙ্কনকে নিয়ে গিডিয়ন বারান্দায় দাঁড়িয়ে লোকগুলোকে কামানের লক্ষ্য ঠিক করতে দেখল। লেসলি কার্সন তাচ্ছিল্যের সুরে বলল—"ওরা মোটেই ভাল গোলন্দাজ নয়।"

প্রথম গোলাটা বাড়ী ছাড়িয়ে একশ' গজ দূরে গিয়ে ফাটল। আরও চারটা গোলা বাড়ীর ওপর দিয়ে গিয়ে ফাটল। গিডিয়ন সব লোকদের ভিতরে ডাকল। তারা বিছানাপত্র, তক্তা প্রভৃতির পিছনে কুঁকড়ে শুয়ে গোলন্দাজদের দিকে দূর-পাল্লার গুলি ছুঁড়তে লাগল। এখন আর তাদের গুলি বারুদের দিকে লক্ষ্য নেই। বুঝতে তারা পেরেছে যে, গুলি ছোঁড়ার কোন অর্থই হয় না; তবুও গুলি চালাচ্ছে এইজন্য যে, কোনও না কোন উপায়ে ওদের গোলার প্রত্যুত্তর দিতেই হবে এবং প্রতিরোধ চালিয়ে যেতেই হবে। এই প্রথম একটা গোলা ওপর-তলার মেঝেয় ফাটল এবং তার ফলে নীচের লোকেদের ওপর চূণবালি খ'সে পড়ল।

গিডিয়ন চীৎকার ক'রে বলল—"একটা সাদা পতাকা দেখাও। স্ত্রীলোক ও ছেলেমেয়েদের অন্যত্র পাঠিয়ে দিতে আমাদের একবার শেষ চেষ্টা করতে হবে।"

এক খণ্ড সাদা কাপড় নিয়ে জেফ্ সাটার বারান্দায় বেরিয়ে এল। সেখানে দাড়িয়ে সেটা সে উড়াতে লাগল। ক্ল্যান লোকেরা তাকে দেখে কামানের মুখটা একটু ঘুরিয়ে দিল। সঙ্গে সঙ্গে বারান্দার যেখানে সে দাঁড়িয়েছিল ঠিক সেখানে এসে ফাটল একটা গোলা।

সকলকে নিয়ে ব্রাদার পিটার দাঁড়িয়ে আছেন। মায়েরা, যুবতীরা ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা—সবাই এসে দাঁড়িয়েছে। সেই সঙ্গে আছে

এমন সব ছেলে যারা অশান্ত অথচ বিস্ময়কর যৌবনে পদার্পণ করতে চলেছে, আছে এমন সব মেয়ে যাদের বক্ষদেশ জামার আবরণে পাকা আপেলের মত রূপায়িত হয়ে উঠেছে, আছেন ঠাকুমা-দিদিমার দল আর আছে দুগ্ধপোষ্য শিশু যারা মুখ দিয়ে সবেমাত্র কথার রহস্য ভেদ করতে চেষ্টা করছে। নির্ভীক কণ্ঠে ব্রাদার পিটার বললেন:

"ভগবান হচ্ছেন আমার বড় আশ্রয়। তাঁর মধ্যেই আছে আমার সকল খেদ, সকল ক্লেশ থেকে মুক্তি। সুতরাং কোন্ লোককে ভয় করব আমি?"

এই প্রথম মাথার ওপর একটা গোলা ফাটল। মিঃ উইনথ্রোপের একপাশে দাঁড়িয়ে আছে একটি কৃষ্ণাঙ্গ বালক আর একপাশে একটি ক্ষুদ্র বালিকা। বালিকাটির মাথায় সোনালি কেশ। তিনি দুহাতে জড়িয়ে ধরলেন তাদের কাঁধ।

ব্রাদার পিটার আবার জিজ্ঞাসা করলেন—"কোন্ লোককে ভয় করব আমি?"

লোকেরা সমস্বরে বলল—"ঠিকই ত।"

"ভগবান আমার জীবনের প্রাণশক্তি।"

* * *

গিডিয়নের শেষ স্মৃতিতে দেখা দিল এই দীর্ঘ পথে সেই প্রথম যাত্রার দৃশ্য, মনে পড়ল দাসত্ব-পীড়িত একটা জাতির সেই অতীত কাহিনী—কেমন গরুভেড়ার মত তাদেরও চলত কেনাবেচা, কেমন ক'রে তাদের সেই হীনতম অবস্থা মেহনতী শ্বেতাঙ্গদেরও নামিয়ে এনেছিল দাসত্বের অতল পঙ্কে, কেমন ক'রে এই দেশের মানুষ সে দিন আশা রেখেছিল তার সেদিনের সেই আশাহত জীবনে।

ঐ-ঐ এল গোলা! ঐ ফাটল! ঐ লুটিয়ে পড়ল গিডিয়ন!

অবলুপ্ত হয়ে আসছে তার সকল স্মৃতি। শেষবারের মত তার মনে পড়ল কত অসীম তার এই জন্মভূমির শ্বেতাঙ্গ ও কৃষ্ণকায়ের মিলিত শক্তি। এই শক্তির বলেই তারা সেই রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের দীর্ঘপথ অতিক্রম করেছিল, সৃষ্টি করেছিল সেই ধ্বংসের মধ্যেই ভবিষ্যতের এমন এক স্বপ্নসৌধ যাকে ঘিরেছিল সমগ্র বিশ্বের অভূতপূর্ব বিস্ময়। জনগণের মধ্যেই ছিল সেই শক্তির ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপাদান। তার ছেলে মার্কাস ও জেফ্, তার স্ত্রী রাসেল, তার মেয়ে জেনি, ঐ বৃদ্ধ বাদার পিটার, ঐ দীর্ঘকায় শ্বেতাঙ্গ এবনার কেট্, ঐ ক্ষুদ্রকায় ও শীর্ণ হ্যানিবল ওয়াশিংটন—এরা এবং আরও অনেকে হয়েছে সেই শক্তির উৎস। এদের দেহ ও মনের কত বৈচিত্র্য—কেউ কালো, কেউ ফর্সা, কেউ দুর্বল, কেউ বুদ্ধিমান, কেউ নির্বোধ। যে অজের ও সংজ্ঞাহীন বস্তুর অনুভূতির সঙ্গে জড়িয়ে রইল গিডিয়নের শেষ স্মৃতি তার স্রষ্টা ত এরা সবাই।

কারওয়েলের বাড়ীটা ঘিরে লোকগুলো দাঁড়িয়ে আছে। সূর্যের আলো থেকে সাদা টুপিতে ঢেকে রেখেছে তারা তাদের মুখ। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তারা সেই প্রাচীন স্থানটা পুড়তে দেখল। শুকনো কাঠে আগুন লেগেছে, বিশ্বের কোন কিছুতেই সে আগুন নির্বাপিত হবে না। সমস্ত দিন ধ'রে সে বাড়ীটা পুড়ল। নেমে এল রাত্রির তমসা। হ্যানিবল ওয়াশিংটনের বাবা ধূমনির্গমের জন্য যে বড় বড় সাতটা চিম্‌নি তৈরী করেছিলেন সেগুলি ছাড়া আর কোন কিছুরই চিহ্ন থাকল না।

উপসংহার

আপনারা প্রশ্ন করতে পারেন—এ গল্পের কি কোনও সত্য ভিত্তি আছে? যদি থাকে, তবে আগে কেউ বলেনি কেন? আপনাদের এ প্রশ্ন দুটি অসঙ্গত হবে না।

প্রথম প্রশ্নের উত্তরে আমি বলতে পারি যে, এ গল্পের সমুদয় উপাদান সত্য। সে সময়ে শুধু একটা কারওয়েলই দক্ষিণাঞ্চলে ছিলনা; এরকম হাজার হাজার ছোট বড় কারওয়েল সেখানে ছিল। কারওয়েলে যে সব ঘটনা ও কাজের বর্ণনা আমি এখানে দিয়েছি সে সবগুলির পুনরাবৃত্তি ঘটেছিল অন্যত্র। আমি যেমন এখানে বর্ণনা করেছি ঠিক তেমনই শ্বেতাঙ্গ ও কৃষ্ণকায়ের জীবনযাত্রা সে দিন সমসূত্রে গ্রথিত হয়েছিল, এক হয়ে গিয়েছিল উভয়ের কর্মক্ষেত্র ও সৃষ্টি সাধনায় মিলিত হয়েছিল তাদের সকল প্রয়াস। তাদের এই সৃষ্টি রক্ষা করতে গিয়ে বহু বহু স্থানে শ্বেতাঙ্গ ও কৃষ্ণকায় একসঙ্গে প্রাণ দিয়েছিল। এ সব ঘটনার প্রমাণ চাইলে অনেক স্থান থেকেই তা মিলবে। যে সব রাষ্ট্র সশস্ত্র বিদ্রোহ করেছিল সেখানকার অবস্থা সম্পর্কে অনুসন্ধানের পর যে তের খণ্ড বই জয়েন্ট সিলেক্ট কমিটি প্রকাশ করেছিলেন তাতে কু ক্লাক্স ষড়যন্ত্র সম্পর্কেও রয়েছে সন্দেহাতীত অনেক তথ্য-প্রমাণ। সেনেটের যে কমিটিকে ১৮৭৫ সালের মিসিসিপির নির্বাচন সম্পকে অনুসন্ধান করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল সে কমিটির প্রকাশিত দুখণ্ড মূল্যবান বইও রয়েছে। তারপর রয়েছে সাউথ ক্যারোলিনা, জর্জিয়া প্রভৃতি স্থানের অবস্থা সম্পর্কে কংগ্রেসের নিকট কার্ল স্কুর্জের রিপোর্ট।

হলোওয়েলের "Negro as a Soldier in the War of Rebellion" এবং সিম্‌কিন্‌ ও উডির "South Carolina During Reconstruction" বই দুখানাও তথ্যপূর্ণ। এগুলি ছাড়াও রয়েছে তদানীন্তন সংবাদ-পত্রে প্রকাশিত সংবাদ ও কংগ্রেসে সভ্যবর্গের মধ্যে বিতর্ক। উত্তর ও দক্ষিণ উভয় অঞ্চলের সংবাদ পত্রের তদানীন্তন সম্পাদকীয় প্রমাণ করে যে, এই পাইকারী হারে হত্যা ও ধ্বংসের কথা সম্পূর্ণভাবে সকলেরই জানা ছিল।

আর গিডিয়ন জ্যাক্‌সন অঙ্কিত হয়েছে সেকালের রাজনীতি এবং বহু নিগ্রো চরিত্র অবলম্বনে। গিডিয়নের চরিত্রে যে সব বৈশিষ্ট্য আরোপিত হয়েছে, বেশ কিছু অংশে সে সব ঐ সকল লোকের চরিত্রে ছিল।

কারওয়েল নামটা কল্পনাপ্রসূত। আমার অঙ্কিত কারওয়েল-বাসীরা কিন্তু সত্য সত্যই সেকালে ছিল। অন্যান্য অনেক চরিত্রও বাস্তব; কয়েকজনের অবশ্য কাল্পনিক নাম দেওয়া হয়েছে।

কেন এই ঘটনার ব্যাপক প্রচার হয়নি—এই দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরও জটিল নয়। দক্ষিণাঞ্চলে নিগ্রো ও শ্বেতাঙ্গদের আটবৎসরব্যাপী স্বাধীনতা ও সহযোগিতায় অর্জিত গৌরব যখন বিনষ্ট হল তখন তার চিহ্ন পর্যন্ত রইল না। অসংখ্য মানুষকে হত্যা করে কেবল মাত্র পার্থিব বস্তুই নিশ্চিহ্ন করা হলনা, সেই সঙ্গে মুছে দেওয়া হল তার স্মৃতি।

এরকম একটা পরীক্ষামূলক কাজ যে আরম্ভ হয়েছিল এবং সাফল্যের সঙ্গে কিছুদিন চলেছিল তা জানলে আমেরিকাবাসীদের ভাল হবে না—এই মতই পোষণ ক'রে এসেছে ক্ষমতাদখলকারী শক্তিগুলি। সেইজন্যই আমেরিকার জনগণকে জানতে দেওয়া হয়নি যে, প্রতিবেশীর সঙ্গে সমমর্যাদা নিয়ে এই জাতির জীবনে স্বাধীন

মানুষ হিসেবেই নিগ্রোকে একদিন বাঁচবার এবং দক্ষিণাঞ্চলের গরীব শ্বেতাঙ্গদের সমবায়ে আপন ভাগ্য জয় করার অধিকার দেওয়া হয়েছিল আর আটবৎসরব্যাপী সেই ভাগ্যান্বেষণের পথে নিগ্রো সৃষ্টি করল একটা সত্যকার অপূর্ব, ন্যায়-ধর্মী, গণতান্ত্রিক সভ্যতা।